সীরাতুন্নবী [সা.] ২০০৬ হিজরী ১৪২৭

সাহিত্য সংস্কৃতি

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৬

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১ গ্রীনওয়ে, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৬

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

প্রকাশকাল
রবিউসসানী ১৪২৭
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
জুন ২০০৬

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশনায়
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১ গ্রীনওয়ে, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
সাইফুল্লাহ মানছুর

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সদস্য
হাসান আলীম
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
নাসির হেলাল
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
আলতাফ হোসাইন রানা

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
পরিচালনা পরিষদ ২০০৬

উপদেষ্টা	:	এইচ আর আযাদ
সভাপতি	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শাহ আলম নূর
সাহিত্য সম্পাদক	:	মোশাররফ হোসেন খান
প্রচার সম্পাদক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
দাওয়া সম্পাদক	:	আবদুর রহীম খান
অফিস ও পাঠাগার সম্পাদক	:	মোঃ বিল্লাল হোসেন

জোনাল দায়িত্বশীল

জোন-এক

সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সেক্রেটারী শাহ আলম নূর

জোন-দুই

সভাপতি : মোঃ আবেদুর রহমান
সেক্রেটারী : হাসান আলীম

জোন-তিন

সভাপতি : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সেক্রেটারী : মোশাররফ হোসেন খান

জোন-চার

সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম
সেক্রেটারী আবদুর রহীম খান

www.pathagar.com

সীরাতুন্নবী [সা] ২০০৬ উদযাপন কমিটি

আহ্বায়ক	সাইফুল্লাহ মানছুর
সচিব	আসাদ বিন হাফিজ
সদস্য	মাহবুবুল হক
	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
	হাসান আলীম
	মোশাররফ হোসেন খান
	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
	শাহ আলম নূর
	নাসির হেলাল
	মোঃ আবেদুর রহমান
	মোঃ আমিনুল ইসলাম
	আবদুর রহীম খান
	মোঃ বিল্লাল হোসেন
	ইব্রাহীম মন্ডল
	শাহীন হাসনাত

বিভাগীয় কমিটি

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

উপদেষ্টা	:	মোঃ আবেদুর রহমান
আহ্বায়ক	:	ইব্রাহীম মন্ডল
যুগ্ম-আহ্বায়ক	:	আরিফুর রহমান
সচিব	:	মুবাশ্বির মজুমদার
সদস্য	:	মোঃ আশরাফুল ইসলাম
		হাসান আলীম
		শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
		মোঃ আমিনুল ইসলাম
		হারুন ইবনে শাহাদাত
		শাহীন হাসনাত
		মোঃ আবদুর রহীম
		আহসান হাবীব খান

www.pathagar.com

স্মারক বিভাগ

উপদেষ্টা	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
আহ্বায়ক	:	মোশাররফ হোসেন খান
সচিব	:	কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
সদস্য	:	হাসান আলীম
		মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
		নাসির হেলাল
		শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
		আলতাফ হোসাইন রানা

অর্থ বিভাগ

উপদেষ্টা	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
আহ্বায়ক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সচিব	:	মোশাররফ হোসেন খান
সদস্য	:	ইকবাল কবীর মোহন
		মোঃ বিল্লাল হোসেন
		ইয়াকুব বিশ্বাস
		কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
		তৌহিদুর রহমান
		আমিনুল ইসলাম মুকুল
		রফিকুল ইসলাম সরদার
		হারুন ইবনে শাহাদাত
		ওমর বিশ্বাস
		আলতাফ হোসাইন রানা
		আহসান হাবীব খান
		মোঃ শহীদুল্লাহ

www.pathagar.com

প্রচার বিভাগ

আহ্বায়ক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সচিব	:	হারুন ইবনে শাহাদাত
সদস্য	:	শরীফ আবদুল গোফরান
		সরদার ফরিদ আহমদ
		ওমর বিশ্বাস
		মুহাম্মদ আল আমিন
		মোঃ মমিনুর রহমান

মেহমান, অভ্যর্থনা ও শৃংখলা

আহ্বায়ক	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সচিব	:	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সদস্য	:	সাইফুল ইসলাম
		শাহীন হাসনাত
		আমিনুল ইসলাম মুকুল
		সাঈদুর রহমান

www.pathagar.com

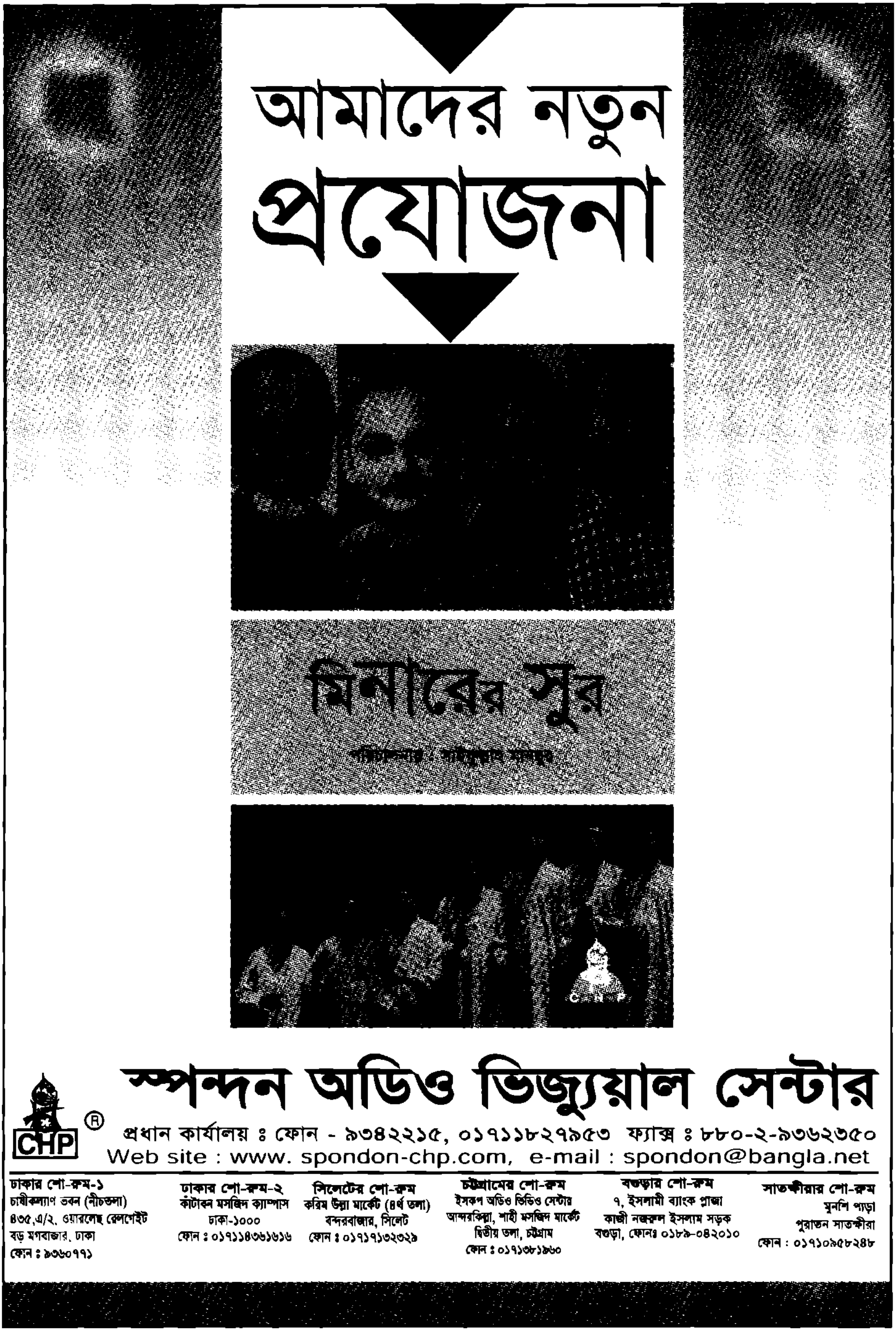

www.pathagar.com

সূ|চী|প|ত্র

স ম্পা দ কী য়

আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাহিত্য-সংস্কৃতি ॥ ১৩

চ য় ন ক বি তা

কা'ব ইবনে যুহাইরের [রা] কবিতা ॥ ২০ ▮ ড. মুহাম্মদ ইকবালের কবিতা ॥ ২২ ▮ খোশহাল খান খটকের না'তে রাসূল [সা] ॥ ২৪ ▮ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ॥ ২৬ ▮ গোলাম মোস্তফার কবিতা ॥ ২৬ ▮ ফররুখ আহমদের কবিতা ॥ ২৮ ▮ শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা ॥ ২৯

প্র ব ন্ধ

বিশ্বাসের অনিবার্যতা ॥ ড. কাজী দীন মুহম্মদ ॥ ৩১ ▮ রাসূলের [সা] প্রাথমিক জীবন ॥ এ. কে. এম. নাজির আহমদ ॥ ৩৪ ▮ মুহাম্মাদ [সা] : পূর্ণ প্রস্ফুটিত মানব-প্রসূন ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ॥ ৪০ ▮ আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] ॥ প্রফেসর ড. এম. উমার আলী ॥ ৪৪ ▮ নারী জাতির মহান রক্ষক মহানবী [সা] ॥ হাফেজা আসমা খাতুন ॥ ৫৩ ▮ বর্তমান বিশ্বের নারী সমাজ এবং রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনাদর্শ ॥ ফজিলা তাহের ॥ ৬৬ ▮ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষ ॥ ফাহমিদ-উর-রহমান ॥ ৭২ ▮ সময়ের সংলাপ : ইসলামে নারী অধিকার ॥ কাজী তাবাসসুম ॥ ৭৮ ▮ রাসূলের শিশু-প্রীতি ॥ আলতাফ হোসাইন রানা ॥ ৮৩ ▮ মহানবীর মিরাজ : অনন্য এক মু'জিযা ॥ এস. এম. জহির উদ্দিন ॥ ৮৭

www.pathagar.com

সূ চী প ত্র

নি বে দি ত ক বি তা গু চ্ছ

আবদুর রশীদ খান ॥ ৯২ ▮ মুফাখ্খারুল ইসলাম ॥ ৯২ ▮ আশরাফ সিদ্দিকী ॥ ৯৩ ▮ দিলওয়ার ॥ ৯৪ ▮ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ॥ ৯৪ ▮ জাহানারা আরজু ॥ ৯৫ ▮ মুহম্মদ নূরুল হুদা ॥ ৯৬ ▮ আসাদ চৌধুরী ॥ ৯৮ ▮ আল মুজাহিদী ॥ ৯৯

সা হি ত্য

'গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হলো বিশ্বকবি' ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ॥ ১০০ ▮ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী [সা] ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ॥ ১০৪ ▮ নজরুলের ইসলামী গান এবং বর্তমানের ভবিষ্যৎ ॥ শফি চাকলাদার ॥ ১১৪ ▮ বাংলার লোকসাহিত্যে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রভাব ॥ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ॥ ১১৮

নি বে দি ত ক বি তা গু চ্ছ

সুজাউদ্দিন কায়সার ॥ ১২৮ ▮ মাহবুব বারী ॥ ১২৮ ▮ মতিউর রহমান মল্লিক ॥ ১২৯ ▮ মাহফুজ পারভেজ ॥ ১৩১ রেজাউদ্দিন স্টালিন ॥ ১৩২ ▮ আসাদ বিন হাফিজ ॥ ১৩২ ▮ মুকুল চৌধুরী ॥ ১৩৩ ▮ গাজী রফিক ॥ ১৩৪ ▮ আহমদ আখতার ॥ ১৩৬ ▮ আবদুল হালীম খাঁ ॥ ১৩৬

স ং স্কৃ তি

সংস্কৃতি বিকাশে ইসলামের অবদান ॥ ইকবাল কবীর মোহন ॥ ১৩৮ ▮ শিল্পীর চোখ ॥ মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান ॥ ১৪১

নি বে দি ত ক বি তা গু চ্ছ

ইব্রাহীম মন্ডল ॥ ১৪৪ ▮ শরীফ আবদুল গোফরান ॥ ১৪৫ ▮ জাকির আবু জাফর ॥ ১৪৫ ▮ ওমর বিশ্বাস ॥ ১৪৬ ▮ হারুন ইবনে শাহাদাত ॥ ১৪৭ ▮ মনসুর আজিজ ॥ ১৪৭

ন ও মু স লি মে র আ ত্ম ক থা

গীর্জার ইট মসজিদে ॥ ডা. নাঈম শাহেদ আবদুল্লাহ ॥ তরজমা : জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ ॥ ১৪৯

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ছোটগল্প

মহানবীর [সা] ক্ষমা ॥ শফীউদ্দীন সরদার ॥ ১৫৯ ▮ স্পন্দিত সময় ॥ মাহবুবুল হক ॥ ১৬৩ ▮ থুথুর ফসল ॥ হাসান আলীম ॥ ১৬৯ ▮ সত্যের কাফেলা ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ॥ ১৭২ ▮ নতুন প্রত্যাশা ॥ নাসীমুল বারী ॥ ১৭৮ ▮ নববধূ ॥ ফারজানা মাহবুবা ॥ ১৮৪

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

আবদুল মুকীত চৌধুরী ॥ ১৮৮ ▮ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ॥ ১৮৯ ▮ ইয়াকুব বিশ্বাস ॥ ১৯০ ▮ শাহনাজ পারভীন ॥ ১৯১ ▮ সরকার আলমগীর ॥ ১৯১ ▮ সোহরাব আসাদ ॥ ১৯২ ▮ হুসাইন আল জাওয়াদ ॥ ১৯৩ ▮ শাহাবুদ্দিন আহমদ ॥ ১৯৪ ▮ সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিঞা ॥ ১৯৪ ▮ মাসুদা সুলতানা রুমী ॥ ১৯৫ ▮ আবু বকর মুহাম্মদ সালেহ ॥ ১৯৫ ▮ মুহা. ফজলুর রহমান ॥ ১৯৬ ▮ রেজা রহমান ॥ ১৯৭ ▮ মামুন সারওয়ার ॥ ১৯৭ ▮ দুলাল নজরুল ॥ ১৯৮

মহানবীর [সা] জীবনপঞ্জি

মহানবী [সা]-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ॥ নাসির হেলাল ॥ ১৯৯

প্রসঙ্গ অনুসঙ্গ

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিদিনের 'আমল ॥ মোঃ আবদুর রহীম খান ॥ ২০৪

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

নুরুল ইসলাম মানিক ॥ ২০৬ ▮ মাহফুজুর রহমান আখন্দ ॥ ২০৬ ▮ রফিক রইচ ॥ ২০৮ ▮ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ॥ ২০৮ ▮ সামুয়েল মল্লিক ॥ ২০৯ ▮ হেলাল আনওয়ার ॥ ২০৯ ▮ সাদত সিদ্দিক ॥ ২১০

দৃষ্টিপাত

ইউরোপে মহানবীর [সা] ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ : এক অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য ॥ এনামুল হক মঞ্জু ॥ ২১১

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

নূর-ই-আউয়াল ॥ ২১৫ ▮ তমসুর হোসেন ॥ ২১৫ ▮ রফিকুল ইসলাম ফারুকী ॥ ২১৬ মানসুর মুজাম্মিল ॥ ২১৭ ▮ নাসিরুদ্দীন তুসী ॥ ২১৮ ▮ গোলাম নবী পান্না ॥ ২১৮ ▮ শফিকুর রহমান রঞ্জু ॥ ২১৯ ▮ মোমিন মেহেদী ॥ ২১৯ ▮ আসাদুল্লাহ্ মামুন হাসান ॥ ২২০ ▮ আরিফ বখতিয়ার ॥ ২২০ ▮ রেদওয়ানুর রহমান ॥ ২২১ ▮ শহীদ সিরাজী ॥ ২২২

অর্থনীতি

অর্থনৈতিক মুক্তি বিধানে হযরত মুহাম্মাদ [সা] ॥ ড. সালাহউদ্দিন আহমদ ॥ ২২৩

পর্যালোচনা

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী : একটি পর্যালোচনা ॥ ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী ॥ ২২৬

প্রতিবেদন

বার্ষিক প্রতিবেদন : মে ২০০৫ থেকে মার্চ ২০০৬ ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ॥ ২৩১

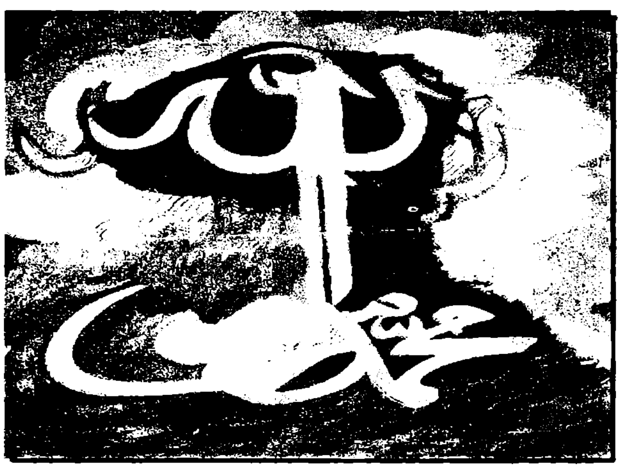

www.pathagar.com

আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাহিত্য-সংস্কৃতি

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন এভাবে : "হে মুহাম্মাদ! তুমি ও তোমার সাথীরা– যারা [কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে] ফিরে এসেছে তারা সঠিক পথে অবিচল থাকো যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ইবাদাতের সীমানা অতিক্রম করো না।" [সূরা হূদ : আয়াত-১১৩]

এখানে রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়ের ওপর জোর তাকিদ দিয়েছেন। এর একটি হলো– 'সঠিক পথে অবিচল থাকো' এবং দ্বিতীয়টি হলো– 'ইবাদাতের সীমানা অতিক্রম করো না।' ঈমানের মূল দাবিই হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল মুহাম্মাদকে [সা] শঙ্কা ও শর্তহীনভাবে আনুগত্য করা, ঈমানের ওপর অবিচল ও সুদৃঢ় থাকা এবং কোনোক্রমেই আল্লাহর নির্দেশিত সীমানাকে অতিক্রম না করা। আর আল্লাহর মনোনীত দীনের ব্যাপারে কোনোপ্রকার সন্দেহ পোষণ বা আলস্যজনিত কিংবা ইচ্ছাকৃত স্বেচ্ছারমূলক আচরণ তো কোনো মুমিনের জন্যই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বহমান অন্যান্য সকল পথ, মত, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে নিজের চিন্তা ও কর্মপ্রবাহকে ফিরিয়ে এনে একমাত্র দীনের ওপর স্থির ও সুদৃঢ় রাখতেই মুমিনদের প্রতি আল্লাহপাক স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল কুরআনে বলা হচ্ছে :

"হে নবী! বলে দাও, 'হে লোকেরা! তোমরা যদি এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করো আমি তাদের ইবাদাত করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর ইবাদাত করি যার করতলে

www.pathagar.com

রয়েছে তোমাদের মৃত্যু। আমাকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এই দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো এবং কক্ষণো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যে তোমাকে উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালিমদের দলভুক্ত হবে।" [সূরা ইউনুস : আয়াত-১০৪-১০৬]

এখানে আল্লাহপাক 'আকিম অজহাকা লিদ্দীনি হানিফা'– অর্থাৎ 'তোমার চেহারাকে দীনের ওপর স্থির করে দাও' উচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিটি মুমিনের জন্য তিনি অন্য সকলপ্রকার দরোজা-জানালাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। কোনো মুমিনের জন্যই আল্লাহপাক সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, এদিক-সেদিক– কোনো দিকেই মুখ ফেরানোর কিংবা ঝুঁকে পড়ার সুযোগ রাখেননি। বরং একমাত্র তাঁর দীনের ওপরই সুদৃঢ় ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

দুই.

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে যারা সম্পৃক্ত, বিশেষত তাদের জন্য আল্লাহর এই কঠোরতম নির্দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবিশ্বাসীদের কথা ভিন্ন, কিন্তু যারা মুমিন এবং একই সাথে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করেন– তাদের মধ্যে চিন্তা ও কর্ম-প্রবাহে অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের দাবি পূরণে দু:খজনক শিথিলতা দেখা দেয়। যশ, খ্যাতি, মোহ, বৈষয়িক লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি কুহকে পড়ে তারা বহুবিধ গর্হিত ও গুরুতর অন্যায়কেও অনেকটা লঘু দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত সীমানাকেও তারা ইচ্ছা কিংবা অবহেলায় অতিক্রম করে যান। হঠকারী, অশ্লীলভাষী, দ্বৈত-চরিত্রধারণকারী, মিথ্যাবাদী, ওয়াদা ভঙ্গকারী, বৈধতার প্রশ্নে ভ্রুক্ষেপহীন, সুযোগ-সন্ধানী, উচ্চাভিলাষী, দোদুল্যমানতা– এ ধরনের দুষ্ট ক্ষতে এই ক্ষেত্রটি দূষিত ও কলুষিত হয়ে উঠেছে। এর তীব্রতা ও ভয়াবহতা এতই ব্যাপক আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, অনেক সময় আসল-নকল বুঝে ওঠাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু বহুরূপ ধারণ করার কোনো সুযোগ মুমিনদের জন্য নেই। তারা যে ক্ষেত্রের যে সেবকই হন না কেন। আল্লাহপাকের কাছে জাগতিক এসব কর্মকাণ্ডের তুল্য-মূল্য তখনই বিবেচিত হবে, যখন সেটা কেবল তাঁরই নির্দেশের সীমায় পরিচালিত হবে এবং রাসূল [সা] নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা হবে। এখানে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ-মিশ্রিত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কোনো সুযোগ নেই। কোনো মুমিনের জন্যই সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকারীরা একটা সূক্ষ্ম সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটেন। সুতোর নিচেই রয়েছে শিরক, কুফর ও বিদআতের মতো ভয়ঙ্কর চকচকে তীক্ষ্ণ তলোয়ার! আর তার চারপাশে উত্তপ্ত মরুঝড়! সামান্য ঈমানী শিথিলতা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় যে কোনো মুহূর্তে এখানে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তার সমূহ সম্ভাবনাও যথেষ্ট বিদ্যমান। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে আমাদের চেহারাকে অর্থাৎ হৃদয়-মন ও চিন্তাজাত-কর্মকাণ্ডকে একমাত্র দীনের ওপর স্থির ও সুদৃঢ় রাখতে পারলেই কেবল সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমাদের কাজ, আমাদের শ্রম ও সাধনা যেন কোনোক্রমেই আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম না করে, সে দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি রাখা জরুরি। কারণ জাগতিক সফলতা-বিফলতা, যশ-খ্যাতি কিংবা ঐশ্বর্য- এসবই মহান প্রভুর কাছে একেবারেই তুচ্ছ এবং মূল্যহীন। কেবল তাকওয়াসম্পন্ন মুমিনরাই আল্লাহর পছন্দনীয় এবং তারাই শেষ পর্যন্ত সফল। আল্লাহপাকের ঘোষণাই হলো- "যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।" [সূরা হূদ : আয়াত-২৩]

বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, এখানে আল্লাহপাক লেখক-কবি-সংস্কৃতি-সেবীদের জন্য পৃথক কোনো ব্যবস্থা রাখেননি। তাদের জন্য পৃথক কোনো বিশেষ মর্যাদার কথাও ঘোষণা করা হয়নি। আল্লাহর একটি সতর্ক বাণীর দিকে আমাদের গভীরভাবে মনোনিবেশ করা জরুরি। তিনি বলছেন : "আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ- উভয়কে দিয়ে ভরে দেব।" [সূরা হূদ : আয়াত-১১৯] আবার একই সূরার ১০৫ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে- "তারপর আবার সেদিন [অর্থাৎ কিয়ামত] কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক হবে ভাগ্যবান।" আর 'হতভাগ্যদের' পরিণতি যে কখনো শুভ হয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যারা 'সাঈদ' বা 'ভাগ্যবান' হবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান পুরস্কার ও সম্মাননা। যেমন তিনি ঘোষণা করছেন- "আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে।" [সূরা হূদ : আয়াত-১০৮]

তিন.

সন্দেহ নেই, প্রতিভা একমাত্র আল্লাহপাকের দান এবং এক বিশেষ নিয়ামত। সুতরাং আল্লাহপাক-প্রদত্ত এই বিশেষ নিয়ামতকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিয়োজিত করাই উচিত। আর সেটা করতে পারলে সেই প্রতিভা যে কাজে বা যে মাধ্যমেই নিয়োগ করা হোক না কেন,

www.pathagar.com

সেটাও ইবাদাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই আমাদের জন্য বহুমাত্রিক খুশির বারতা।

যিনি যেভাবেই সাহিত্য-সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করুন না কেন, প্রকৃত সত্য হলো– আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি হতে হবে শিরক, কুফর, বিদআত মুক্ত এবং সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত ও নির্ভেজাল। ঈমান আকীদা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে থাকতে হবে আপোষহীন। পরিশুদ্ধ চিন্তা ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে পরিস্ফুট করে তুলতে হবে আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন দেখতে চান আল্লাহপাক। যেমন তিনি বলছেন : "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং হুকুম শোনার পর তা অমান্য করো না। তাদের মতো হয়ো না, যারা বললো, আমরা শুনেছি অথচ তারা শোনে না। অবশ্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জানোয়ার হচ্ছে সেইসব বধির ও বোবা লোক যারা [তাদের] বিবেক-বুদ্ধিকে [সঠিক ও সত্য পথে] কাজে লাগায় না।" [সূরা আনফাল : আয়াত-২০-২২]

এখানে মুমিনদের জন্য অত্যন্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা যদি ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত না হয়, প্রতি মুহূর্তের কাজে ও উচ্চারণে যদি তা প্রয়োগ করা না হয় তাহলে 'নিকৃষ্ট জানোয়ারের' সমতুল্যই তার অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি যেহেতু মেধা-বিবেক-বুদ্ধি-নির্ভর মাধ্যম, সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতার দাবি রাখে অনেক বেশী। কেবল জাগতিক লোভ-লালসা, রিরংসা বা উচ্চাভিলাষীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে চলমান সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষতার জোয়ারে ভেসে পরিশুদ্ধ পথ পরিহার করা কিংবা তার সাথে ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটানো, কিংবা বহমান চাকচিক্যের দিকে নমনীয় ও নতমুখী হওয়া– কোনো মুমিন লেখক, সংস্কৃতিসেবী কিংবা শিল্পীর জন্যই প্রযোজ্য ও শোভনীয় নয় বরং এ ধরনের সংমিশ্রণ ঘটানো কিংবা গোলামী করা ও নতমুখী হওয়া ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রকৃত অর্থেই অপ-সাহিত্য বা অপ-সংস্কৃতির গোলামী, কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। আল্লাহপাকের কাছে সকল কিছুর জবাবদিহিতার মানসিকতা নিয়েই আমাদের কর্মপ্রবাহ পরিচালনা করতে হবে। কারণ "ইন্না আকরামাকুম, ইন্দাল্লাহি আতকাকুম"– সেই আল্লাহর কাছে অতি মর্যাদাবান, যে সর্বদা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে।

চার.

অপ-সংস্কৃতি যে কতটা ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আজকের সমাজই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এর থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব না হলেও

www.pathagar.com

অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে জাতির মূলে অপ-সংস্কৃতি একবার গ্রোথিত হয়ে যায়, সেখান থেকে শুচি-শুদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো বহু চেষ্টা ও সাধনার ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমরা জানি, হযরত মূসার [আ] জাতি বনী ইসরাইলকে। তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বছর ধরে সুস্থ সংস্কৃতির দিকে তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর হযরত ইউশা [আ] আঠাশ বছর যাবৎ তাদেরকে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলদের মধ্যে যে ফিরাউনী-মিশরীয় অপ-সংস্কৃতি বাসা বেঁধেছিল, দু'জন নবীর [আ] ক্রমাগত প্রচেষ্টায় সব মিলিয়ে এই দীর্ঘ আটষট্টি বছরেও সেখান থেকে তারা এক কদমও ফিরে আসেনি। হযরত মূসার [আ] চল্লিশ বছর এবং হযরত ইউশার [আ] আঠাশ বছরের চেষ্টা-সাধনা, আহ্বান– কোনোটাই বনী ইসরাইলদের মধ্যে এতটুকুও রেখাপাত করেনি। এ থেকেই বুঝা যায়– কু-স্বভাব, কু-অভ্যাস, কু-সংস্কৃতি একবার জাতির মূলে গেঁথে গেলে– সেটা পরিবর্তন করা কতটা কঠিন!

বনী ইসরাইলদের এই অপ-সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকার পরিণাম শুভ হয়নি। আল্লাহপাক তাদের যথোচিত শাস্তি দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি ঈমান, আকীদা ও সংস্কৃতির বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের কারণে হযরত আদ [আ], হযরত সাদ [আ], হযরত লূত [আ]সহ বহু নবীর [আ] জাতিকে আল্লাহপাক ধ্বংস করে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহপাকের ঘোষণাই হলো– "যদি জনপদের মানুষ ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহের দুয়ার খুলে দিতাম।" [সূরা আল আরাফ : আয়াত-৯৬]

আল্লাহপাকের এই ঘোষণা এবং উল্লেখিত অশুভ পরিণামসমূহ আমাদের সামনে রাখতে হবে। মনে রাখা জরুরি, চিন্তার পরিশুদ্ধি ছাড়া কাজের পরিশুদ্ধতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। আল্লাহপাক এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলছেন : "উৎকৃষ্ট ভূমি নিজের রবের নির্দেশে প্রচুর [উৎকৃষ্ট] ফসল উৎপন্ন করে এবং নিকৃষ্ট ভূমি থেকে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছুই ফলে না।" [সূরা আল আরাফ : আয়াত-৫৮]

যারা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী– তাদের জন্য এই আয়াতটি একটি মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে। কারণ আমরা যদি আমাদের মাথা, মন-মগজ, চিন্তা ও মেধাকে 'উৎকৃষ্ট ভূমিতে' রূপান্তর করতে পারি, তাহলেই কেবল সম্ভব চলমান সকলপ্রকার বৈরী পরিবেশ ও প্রবাহকে মুকাবেলা করে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক নান্দনিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-নির্ভর সুসভ্য সমাজ উপহার দেয়া।

www.pathagar.com

পাঁচ.

আমরা যেন আমাদের মৌল চেতনা অর্থাৎ– ঈমান, আকীদা-বিশ্বাস ও আপন ঐতিহ্য থেকে কখনো তিল-পরিমাণ বিচ্যুত না হই। এ দেশের অনেক মুসলিম লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এখনো এই ভুল ধারণা বাসা বেঁধে আছে যে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি ভিন্নমাত্রার কাজ। এর সাথে ইসলামকে জড়িত করা ঠিক নয়। আবার কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও জাহেলি চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটাতে পছন্দ করেন। কিন্তু আল কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূলে এ ধরনের দ্বিধা-বিভাজন কিংবা সংমিশ্রণের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। বরং সেখানে স্পষ্টভাবে মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার মডেল পেশ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম তথা দীন নিয়ে এ ধরনের খেল-তামাশা করার কোনো অবকাশ কিংবা অধিকার আমাদের নেই। আল্লাহপাকের সতর্ক বাণী হচ্ছে– "যারা নিজেদের দীনকে খেলা ও কৌতুকের ব্যাপার বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করেছিল, ...আজ আমিও তাদেরকে ঠিক সেইভাবে ভুলে যাব...।" [সূরা আল আরাফ : আয়াত-৫১]

প্রকৃত অর্থেই 'দুনিয়ার জীবন প্রতারণা' বৈ আর কিছুই নয়। আমাদের পার্থিব জীবনটা খুবই ক্ষুদ্র এবং সময়ের দিক দিয়ে নিতান্তই নগণ্য। মহাকালের তুলনায় এতই নগণ্য যে, এটাকে পরিমাপে আনাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও এই ক্ষুদ্র ও ততোধিক নগণ্য সময়ের জীবনের জন্য আমরা যে প্রকৃত অর্থেই এক মহা প্রতারণার ফাঁদে আটকে আছি সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহপাক বলছেন : "[তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের প্রতারণা-জালে আবদ্ধ হচ্ছো] আর আল্লাহ তোমাদের শান্তির ভুবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।... যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরও বেশী। কলঙ্ক-কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।... তাদের চেহারা যেন আঁধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে। তারা জাহান্নামের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" [সূরা ইউনুস : আয়াত-২৫-২৭]

সুতরাং আজ আমাদের বোধোদয় হওয়া উচিত। এই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর পার্থিব জীবনে বহমান চাকচিক্য, মোহ, লোভ-লালসা, যশ-খ্যাতি, উচ্চাভিলাষ– যেন আমাদের জন্য আখেরাতের চূড়ান্ত সফলতাকে বরবাদ করে না দেয়।

www.pathagar.com

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই সীমার মধ্যে থেকেই আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পরিশুদ্ধ ধারায় প্রবাহিত করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের [সা] পথ-নির্দেশনাকে সর্বোতভাবে মান্য করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ বা পাথেয় আমাদের জন্য নেই। মনে রাখতে হবে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি– কোনোটাই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সুতরাং ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহপাক ও রাসূলের [সা] নির্দেশনা ও আনুগত্যের চরম নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। তবেই একমাত্র সম্ভব, একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী জাতি, সুস্থ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-নির্ভর সুসভ্য সমাজ বিনির্মাণে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও প্রয়াসে স্বার্থকতা লাভ করা।

সকলপ্রকার বিভ্রান্ত ও কুহকের জাল ছিন্ন করে রাহমানুর রহীম তাঁর মনোনীত এবং সেই কাঙ্ক্ষিত শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানের সুযোগ দান করুন। ■

www.pathagar.com

কা'ব ইবনে যুহাইরের [রা] কবিতা

তরজমা : আখতার ফারুক

[কবি কা'ব এই কবিতাটি মহানবী [সা]-এর খিদমতে পেশ করে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন]

বানাত সুয়াদ

বার্তা পেলাম আমার পরে রুষ্ট নাকি শ্রেষ্ঠ রসূল
ভয় কি তাতে এই জগতে সত্যি তিনি ক্ষমায় অতুল
চিত্তে আশা ভিক্ষে পাব সেই সাগরের বিন্দু বারি
হাজার পাপী অশেষ ভুলে পায় যে ক্ষমা নিত্য তারি।

মাফ করে দিন সে পাক নামে সহজ সুপথ করল যে দান
জ্ঞানের সোপান ন্যায়ের বিধান কোরআন যাঁহার পূত অবদান
নিন্দুকেরা পণ করেছে প্রাণটা আমার হানবে নাকি
সত্য তো নয় বিন্দু তারা সকল তাদের মিথ্যে ফাঁকি।

আমার হেথায় রইত যদি মস্ত কোন মত্ত হাতি
আজব ব্যাপার নজর করে কাঁপত ভয়ে দিবস রাতি
আশার আলো মিটির মিটির জোনাকসম জ্বলছে মনে
কেইবা জানে দয়ার সাগর উথলে উঠে কোন্ লগনে।

কাফেরতরাস যুগল বাহু দখিন বাহু রাখ্নু তাতে
ফেলব না তাঁর পুণ্যবাণী সন্দেহ নেই বিন্দু যাতে
ভয় শুধু এই সেসব কথা শুধান যদি রসূল আবার
নিন্দুকেরা রটাইল যা আমার নামে শহর বাজার।

বাঘ কিবা ছার ভয় করি তায় ভয়ংকর সে বাঘের চেয়ে
অগুণতি বাঘ দাস হয়ে যার কাটায় বনে ভয় লুকিয়ে
ভোর না হতে বাচ্চাটি যার নাস্তা করে আস্ত নরে
একশ' নরের ধূসর দেহের ধুম আয়োজন একের তরে।

সমস্তরের বাঘ যদি তায় সাহস ভরে হামলা করে
হয় না হালাল তিলেক দেরী আছড়ে দিতে মাটির পরে

www.pathagar.com

হিংস্র পশু রয় যা বনে দিবস রাতি কাটায় ত্রাসে
ভ্রান্তি বশে যায় না মানুষ শংকাতে সেই বনের পাশে।
হাজার সবল হোক না সে বীর যায় যদি সেই কানন মাঝে
লড়ার আগেই হার মেনে যায় শির পেতে দেয় শংকা-লাজে।

মানতে হবে দীপ্ত নূরে ব্যপ্ত ভুবন সেই রসূলের
খোদার গড়া খাস তলোয়ার নিধান ঘেরা দূর ভারতের
তরুণ কোরেশ জাগলো একা জ্বাললো দেশে দ্বীনের মশাল
বলল ডেকে দূর হয়ে যাক ঘোর কুফরীর আঁধার ভয়াল।

সব পালালো শত্রুতা আর মত্ততাই রইল বেঁচে
চূর্ণ হল রণাংগনে হিংসাকারীর দর্প মিছে।
জাতির বাছা বীর মুজাহিদ বর্ম হল ধর্ম ধ্বজার
দাউদ নবীর বর্ম যেরূপ রণাংগনে জামীন সবার
সফেদ বরণ বর্মগুলোর গড়ন ধরন নিপুণ এমন
সবুজ ক্ষেতে দীঘল ঘাসের ঠাস বুনানী দৃশ্য যেমন।

সংযমী তাই নেই'ক গরব বিজয় দেখে নেই উছলন
বিপদ দেখে শংকিত নয়, নয়'ক দুখী, নেই বিচলন
চলন তাদের শান্ত ও ধীর কুলীন ভদ্র উটের মতন
কাফ্রী বীরও তাদের দেখে প্রাণ বাঁচাতে চালায় যতন
আঘাত তাদের এতই কঠিন হাজার যতন ব্যর্থ করে
শত্রু সবায় এক নিমেষে পাঠিয়ে দেবে যমের ঘরে।*

---

* আরব কবি কা'ব ইবনে যুহাইরের [রা]-এর বিখ্যাত 'বানাত সুয়াদ' কবিতার অংশবিশেষের কাব্যানুবাদ।

www.pathagar.com

ড. মুহাম্মদ ইকবালের কবিতা

তরজমা : সৈয়দ আবদুল মান্নান

বসন্ত মেঘ তিনি আর আমি তাঁর বাগিচা

মুসলিমের অন্তঃকরণ মুহাম্মদের আবাস, / যত গৌরব আমাদের,
মুহাম্মদের নাম থেকে। / সিনাই তাঁর গৃহের ধুলিরাশির আবর্ত মাত্র,
বাসভূমি তাঁর কাবার কাছেও তীর্থের মতো। /
অনন্ত কাল তাঁর সময়ের একটি মুহূর্ত মাত্র,
বর্ধিত হয় এ অনন্ত কালের আয়ু / তাঁর অন্তঃসার থেকে!
ঘুমিয়েছিলেন তিনি তৃণের আস্তরণে, / কিন্তু লুণ্ঠিত হ'য়েছিল খসরুর রাজ মুকুট
তাঁর অনুগামীদের চরণতলে। / তিনি গ্রহণ করলেন হেরা পর্বতের
নৈশ নিস্তব্ধতা / আর গঠন করলেন একটা রাজ্য, আইন
আর শাসকমণ্ডলী। / কতো রাত্রি তাঁর কেটে গেছে
নিদ্রাহীন চোখে, / যেন ঘুমাতে পারে মুসলিম পারস্য-সিংহাসনে।
যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহ যেতো গলে / তাঁর তরবারির চমকে,
আর নামাযের সময়ে অশ্রু ঝরতো তাঁর চোখে / বৃষ্টিধারার মতো।
প্রার্থনা করতেন যখন তিনি আল্লার সাহায্য, / তরবারি তার জওয়াব দিত– 'আমীন],
আর ধসে যেতো কতো রাজবংশ। / আনলেন তিনি নবতর কানুন এই বিশ্বে।
প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি / সমাপ্তির দিকে।
দ্বার উদঘাটন করলেন তিনি নবীন বিশ্বের / ধর্মের কুঞ্জিকা দ্বারা :
বিশ্ব-গর্ভে কোনদিন জন্ম নেয়নি / তাঁর মতো মহামানুষ।
দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চ-নীচ ছিলো সমান, / বসতেন তিনি আহারে তাঁর ভৃত্যের সাথে
এক বিছানায় / মেনে চলি আমরা নির্দেশ সেই মক্কার সাকীর
একীভূত আমরা সুরারস আর পিয়ালার মতো। / দগ্ধ করেছিলেন তিনি নির্মম দাহনে
যত আভিজাত্যের বিভেদ / অগ্নি তাঁর গ্রাস করেছিলো যতো মিথ্যা আর জঞ্জাল।
অসংখ্য দলবিশিষ্ট আমরা/ গোলাবের মতো
কিন্তু খোশবু তার এক/আত্মা তিনি এই সমাজের,
অদ্বিতীয় তিনি! / আমরা ছিলাম তাঁর অন্তরের গোপন রহস্য :
বাণী প্রচার করলেন তিনি নির্ভয়ে,/ আর আমরা হোলাম অবতীর্ণ।

www.pathagar.com

তার প্রেমের গীতি পরিপূর্ণ করেছে আমার নিঃশব্দ বংশী,/ বক্ষে আমার আছড়ে পড়ে
শতেক সংগীত-সুর। / কি ক'রে বলবো আমি
কি প্রেম জাগ্রত ক'রেছিলেন তিনি? / শুষ্ক কাষ্ঠরাশি ক্রন্দন ক'রেছিলো
তাঁর বিদায়ে। / গৌরব তাঁর প্রকাশ লাভ করে
মুসলিমের সত্তায়। / কত সিনাই জাগ্রত হয়
তাঁর পথের ধূলা থেকে। / আমার মূর্তি জন্ম নিয়েছিলো
তাঁর দর্পণে, / আমার ঊষা জেগে উঠেছিলো
তাঁর বক্ষের সূর্য থেকে। / বিশ্রাম আমার অশান্ত-চঞ্চল,
গোধূলি আমার উষ্ণতর / রোজ-কিয়ামতের প্রভাতের চেয়ে,
বসন্ত-মেঘ তিনি, আর আমি তাঁর বাগিচা,
আঙুরকুঞ্জ আমার শিশিরসিক্ত হয় / তাঁর বর্ষণে।
আমি বপন ক'রেছিলাম আমার আঁখি / প্রেমের ক্ষেত্রে,
আর তু'লে নিয়েছি কল্পনার ফসল। /"মদীনা-ভূমি মিষ্টতর উভয় বিশ্বের চেয়ে,
আহা, সুখময় সেই নগরী / যেখানে আবাস সেই প্রেমাস্পদের।"
মোল্লা জামীর বর্ণনা-ভংগিতে / আত্মহারা আমি;
তাঁর কাব্য ও সাহিত্য আমার অপূর্ণতার প্রতিষেধক
তিনি লিখেছিলেন কাব্য অপরূপ ধারায়/
আর গেঁথেছিলেন মুক্তা-মালা / প্রভুর গুণ কীর্তনের,
"মুহাম্মদ হচ্ছেন ভূমিকা বিশ্ব-গ্রন্থের; / সারা বিশ্ব হচ্ছে দাস আর তিনি তার প্রভু।"

---

* আসরের খুদীর অংশবিশেষ। –সম্পাদক

www.pathagar.com

খোশহাল খান খটকের না'তে রাসূল [সা]

তরজমা : হাসনাইন ইমতিয়াজ

[আফগান জাতি-চেতনার স্থপতি, আফগান জাতির নিরাপোষ ও সংগ্রামী জীবন-সাধক, মুঘলবৈরী দুধর্ষ সেনানায়ক এবং পশতু সাহিত্যের 'বাবা'রূপে (বাবা-ই-পশতু) স্মরণীয় খোশহাল খান খটক (জন্ম : মে-জুন ১৬১৩–মৃত্যু : ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৬৮৯) আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি এবং আফগান জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান নেতৃপুরুষ। শৌর্য-বীর্য, পাখতুন ও আফগান-চিত্তের অমিত স্বাধীনতাস্পৃহার বাণীরূপ সাধানায় তিনি এক কালোত্তীর্ণ প্রতিভা। পশতু ও ফারসী ভাষায় রচিত তাঁর নন্দিত রোমান্টিক গাঁথা-কাব্য ও খণ্ড খণ্ড প্রেম-কাহিনীগুলো যেনো আফগান গোত্রীয় জনতার হাজার বছরের শিলাদৃঢ় হৃদয়ের প্রেমজ কুসুম। হানাফী মযহাবের অনুসারী সমকালীন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, মুর্শিদে কামিল, কবি ও সেনানায়ক খোশহাল খান খটকের কাব্যচর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিলো গযল, কাসীদা, রুবাঈ, মুসাম্মাস, মুসাদ্দাস। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিলো ইশক্ [প্রেম], চারিত্র্য, তাসাওফ, দেশপ্রেম, জাতিচেতনা ইত্যাদি। –অনুবাদক]

হে রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা,
আপনার নামের জন্য আমি যে কোরবান হতে চাই

প্রথমে প্রশংসা-স্তুতি সবই আল্লাহ্‌র
অতঃপর আপনার জন্যেই
সকল প্রশংসা-স্তুতি, সবকিছু নিবেদিত হবে

হযরত আদমকে জানি, তিনি যে আপনার পিতা
এ-ই তো বাস্তব
কিন্তু নিগূঢ় অর্থে, নিবিড় বিচারে–
তিনিই যে আপনার ফরযন্দ
সকল নবীর মধ্যে আপনিই প্রথম

সকল নবীর মধ্যে আপনিই তো শেষতম জন
আপনার বরকতে নবী, আপনার কল্যাণে–
তুফান-তরঙ্গ থেকে বাঁচলেন নূহ, আর কিশ্‌তিসহ সঙ্গী-সাথী জন
আপনার কল্যাণে–

নমরুদের অগ্নিকুণ্ড রূপ পাল্টে পুষ্পকুঞ্জ হয়
ইব্‌রাহীম খলীলের কাছে

জবীহুল্লাহ ইসমাঈল নিষ্কৃতি পেলেন
কোরবান হলেন না তিনি

www.pathagar.com

বরঞ্চ বিনিময়ের দুম্বা এক কোরবান হয়েছে
তারও তো কারণ আছে–
ইসমাঈলের গলদেশ থেকে
মুস্তফার রূহ সেই ছুরিটিকে অন্যত্র সরিয়েছিলো

'কাব ও কাওসাইন'-এর যে রহস্য– যে লীলা জানলেন আপনি–
মূসা তা জানেন নি
ঈসারও সমীপে তার প্রকাশ ঘটে নি

কোহে-তূরে মূসা নবী খোদায়ী বিদ্যুত্তাপ–
উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় তাজাল্লী-প্রবাহ পারলেন না সইতে
অথচ আমার প্রিয় মুস্তাফাকে দেখো :
আপন চোখের দৃষ্টি তাঁর দেখে নিলো–
ভালোভাবে দেখে নিলো
আপন মাওলাকে তাঁর আপন দৃষ্টিতে।

www.pathagar.com

দীন-দরিদ্র কাঙালের তরে ॥ কাজী নজরুল ইসলাম

দীন-দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি'
হে হজরত, বাদশাহ হ'য়ে ছিলে তুমি উপবাসী ॥

[তুমি] চাহ নাই কেহ হইবে আমীর, পথের ফকির কেহ
[কেহ] মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই, কাহারো সোনার গেহ,
ক্ষুধার অন্ন পাইবে না কেহ, কারো শত দাস দাসী ॥

[আজ] মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই,
ধনী মুসলিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই,
[তাই] তোমারেই ডাকে যত মুসলিম গরীব শ্রমিক চাষী ॥

বঞ্চিত মোরা হইয়াছি আজ তব রহমত হ'তে,
সাহেবী গিয়াছে, মোসাহেবী করি' ফিরি দুনিয়ার পথে,
আবার মানুষ হব কবে মোরা মানুষেরে ভালবাসি ॥

[বনগীতি]

হযরত মোহাম্মদ [সা] ॥ গোলাম মোস্তফা

অন্ধ-তিমিরে ঘেরা গম্ভীরা রাত্রি,
বন্ধুর পন্থায় কোন দূর-যাত্রী,
অম্বরে হুঙ্কারে ঘন-মেঘ-মন্দ্র,
লুপ্ত গগন-কোলে তারকা ও চন্দ্র!

ঝঞ্ঝার তান্ডবে গর্জিছে সিন্ধু,
পুণ্য ও প্রেম-প্রীতি নাহি একবিন্দু
অজ্ঞান কুহেলীতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব,
বিস্মিত ধরাধামে দোযখের দৃশ্য!

অন্যায় অবিচারে ধরাবাসী লিপ্ত,
রক্তের লালসায় তনু-মন দীপ্ত,
ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয় না মীমাংসা
মারামারি কাটাকাটি ঈর্ষা-জিঘাংসা।
এই ঘোর দুর্দিনে এলো কে গো বিশ্বে,
উজলিয়া দশদিশি, তরাইশে নিঃস্বে!

www.pathagar.com

মুখে তার প্রেম বাণী, করুণা ও সাম্য,
বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ কাম্য।

হাতে তার দুর্জয় শক্তির যন্ত্র,
জালিমের ক্ষমা নাই– এই তার মন্ত্র,
ত্যাগ, সেবা, সদাচার, মুখে তার স্ফূর্তি,
মহিমায় আলোকিত সৌম্য সে মূর্তি।

দুর্বলে করে না সে নিপীড়ন হস্তে,
আর্তেরে তুলে দেয় শুভাশিস মস্তে,
ভ্রান্তেরে বলে দেয় মঙ্গল-পন্থা,
রক্ষক, বীর– নহে ভক্ষক, হন্তা।

ভিক্ষুকে টেনে নেয় আপনার বক্ষে,
ছোট-বড় ভেদ-জ্ঞান নাহি তার চক্ষে,
মানুষের আত্মারে করে না সে ক্ষুদ্র,
হোক না সে বেদুইন– হোকনা সে শূদ্র।

আজি ফের দুনিয়ায় আসিয়াছে রাত্রি,
শঙ্কিত-শিহরিত ধর্মের যাত্রী,
অবিচার, ব্যভিচার চলিয়াছে নিত্য,
মিথ্যার গর্জনে কম্পিত চিত্ত।

তৌহিদ-বাণী আজি নিভে যায় কণ্ঠে,
শয়তান মৃত্যুর হলাহল বন্টে,
ডুবে যায় আজি হায় ইসলাম-সূর্য,
থেমে যায় আজি, তার বিক্রম-তূর্য!

আজি এই দুর্দিনে নাই কেহ অন্য,
নাই আশা, নাই বল বাঁচিবার জন্য,
কোথা যাই, ঠাঁই নাই, পাই নাকো পন্থা,
দিকে দিকে আসে ওই লক্ষ নিহন্তা!
ওগো বীর, জগতের আঁধারের ইন্দু,
আরবের নূরনবী, করুণার সিন্ধু!
কোথা তুমি? এসো পুনঃ বিশ্ব-হিতার্থে,
বাজাইয়া দুন্দুভি, তরাইতে আর্তে।

[সংক্ষেপিত]

www.pathagar.com

সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তাফা [সা] ॥ ফররুখ আহমদ

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙলো কি, হে আলোর পাখী– মহানীলিমায় ভ্রাম্যমাণ
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান?
এবার কি সুর ঘন অশ্রুর কারাতট থেকে প্রশান্তির?
এবার সে কোন আলোর স্বপ্নে তাকাবে ক্ষুব্ধ প্রলয় নীর?
এ বোবা বধির আকাশ এবার ভুলবে কি তার নীরবতাকে
সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে?

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়.
আকাশের বুক ঘন হ'য়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির-বিদ্যুৎ-আভা তরঙ্গ আলোকে সুর আকাশে বাজে।

হে অচেনা পাখী কোন্ আকাশের গভীরতা হ'তে এসেছ উঠি?
তোমার পক্ষ-সঞ্চার ভাষা-ভাবের কুসুম উঠিছে ফুটি;
তোমার জরিন জরির ফিতায় নিখিল মানস করো জরিপ
কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা-মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রুজল,
তোমার ছায়াকে চুম্বন করে তরুণ মনের লাল-কমল,
আলো-বিহঙ্গ! মুক্ত নীলের সকল রশ্মি ঝরোকা চেন,
তোমার গতির ইঙ্গিতে তাই নিখিল স্বপ্ন ফুটছে যেন।
অন্ধ রাতের তুমি নও নও, তুমি নও মৃত স্থবিরতার
সব আকাশের দুয়ার খুলেছো, খুলেছো সকল মনের দ্বার,
তোমার আসার পথ চেয়ে চেয়ে আবেগে সকল আকাশ কাঁপে
মুক্ত পক্ষ, হে আলো! ধন্য ধরণী তোমার আবির্ভাবে।
তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হ'ত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।

www.pathagar.com

তাই সে যখন এল এ ধরায় সে নবী যখন আবির্ভূত
দেখে এ বিশ্ব বিস্মিত চিতে সে দূতের তনু মহিমা পূত,
নিখিল ব্যাপ্ত তার অন্তরে পর্বত হ'তে পথের ধূলি,
এ-হাতে বজ্রনির্ঘোষ যবে ও-হাত এনেছে গোলাব তুলি',
ক্লিন্ন তিমিরে যাত্রীরা যবে দেখে সম্মুখে শ্বাপদ ভূমি
এমন সময় হে জ্যোতির্ময় নূরানী চেরাগ আনলে তুমি।
'কে আমি' জানালে তুমিই প্রথম হে মেষ-পালক উম্মী নবী!
দীপ্ত সূর্য আলো আরশিতে ধরিয়াছে কাল তোমারি ছবি।
সে এল, সে এল রাজার মত সে এ-ধূলিতে তবু দীনের মত,
পুষ্পকোমল তার অন্তর হ'ল বিক্ষত কাঁটায় ক্ষত,
তবু সে জাগালো মেশ্‌কের বাস, জাগালো মরুতে গুলে আনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হ'য়ে ফোটে ক্ষুব্ধ নার।

[সংক্ষেপিত]

হযরত মোহাম্মদ [সা] ॥ শাহাদাৎ হোসেন

১.
অন্ধ-তামসে পূরিত বিশ্ব, ক্ষুব্ধ জলধি বক্ষে তার
গর্জ্জে গভীর, উর্মি ভীষণে ধ্বংস-গীতিকা বাজিছে যা'র
দুর্দিনে সেই মর্ত্যে উতরি' মানব-শীর্ষ মুকুটমণি!
শূন্য, ভুবন, পবন ভরিয়া মন্দ্রে তুলিলে মহান ধ্বনি।
ঘুচিল আঁধার, হাসিল বিশ্ব, নূতন অরুণ আলোক-পাতে
সত্য মহান ধর্মের জ্যোতিঃ হেরিল মানব নবীন প্রাতে।

২.
তুঙ্গ হেরার অন্ধ গুহায় মগ্ন রহিয়া গভীর ধ্যানে,
সাক্ষাত লভি, স্বর্গদূতেরে ধরিলে মহান সত্য জ্ঞানে।
পূজ্য নরের মাত্র সে জন জগৎ বিপুল সৃষ্টি যা'র
জানালে মানবে আল্লা ব্যতীত নাহিক তাহার নম্য আর।
ঘুচিল আঁধার, হাসিল বিশ্ব, নূতন অরুণ আলোক-পাতে
সত্য মহান ধর্মের জ্যোতিঃ হেরিল মানব নবীন প্রাতে।

www.pathagar.com

৩.

কঠোর মরুভূ-বেষ্টিত মহা বন্ধুর-ভূমি আরব বুকে
করুণার চির পূর্ণ, আকর ব্যথিত হৃদয়ে জীবের দুখে
স্বর্গ বিভব শান্তির পূত স্নিগ্ধ নিঝর বহালে ধীরে,
মুক্ত হইল বিশ্বমানব গাহন করিয়া পুণ্য নীরে।
ধর্মজগতে কর্মপুরুষ সাধন-পথের অগ্রগামী,
জগন্নরের শীর্ষভূষণ সর্ব জীবের মুক্তিকামী।

৪.

বর্ষিল বিধি শীর্ষে তোমার আশিস-জাগাতে বিশ্বপ্রাণী
(তাই) কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কৃত হল গম্ভীরে পূত কোরান-বাণী।
সুপ্ত ধর্ম উঠিল জাগিয়া জনমে তোমার ধরার তীরে,
কল্যাণ মহাস্বর্গ হইতে আসিল আবার নামিয়া ধীরে।
ধর্মজগতে কর্মপুরুষ সাধন পথের অগ্রগামী,
জগন্নরের শীর্ষভূষণ সর্ব জীবের মুক্তিকামী।

৫.

সুদূর অতীতে শুনালে যে গান কবি বরেণ্য জগতে, তুমি,
লক্ষ কণ্ঠে ঝংকৃত আজি মুখরি গগন, পবন, ভূমি।
খোদার করুণা-মানব-মূর্তি ধরিয়া মর্ত্যে উরিলে তুমি,
বহালে পুণ্য শান্তি-নিঝর, ধরায় নামিল স্বরগ-ভূমি।
মূর্ত সাধনা তুমি গো মর্ত্যে জগৎ-পাতার মহান দান,
আর্য মানব সিদ্ধ তাপস, বিশ্ব-কবির প্রাণের গান।

৬.

সোনার তরণী দিয়েছ দেখায়ে জীবন-তটিনী মাঝারে তুমি,
ভ্রান্ত মানব বাহিয়া তাহারে লভিসে সুদূর আলোক-ভূমি।
কল্যাণে তুমি অজ্ঞ নরের বিলালে নিজেরে জগৎময়,
দেখালে সাম্যধর্ম প্রভাবে শত্রু সেজন আপন হয়।
মূর্ত সাধনা তুমি গো মর্ত্যে জগৎপাতার মহান দান,
আর্য মানব, সিদ্ধ তাপস, বিশ্ব-কবির প্রাণের গান।

www.pathagar.com

বিশ্বাসের অনিবার্যতা

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

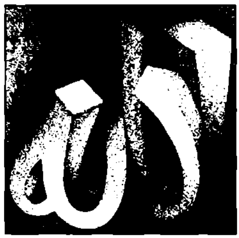

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদিগের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস; বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস, জান্নাত আর জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস– এ বিশ্বাসকেই বলা হয় ঈমান। ঈমানই ইসলামের মূল ভিত্তি। এ ভিত্তির উপর নির্ভর করে অন্তরের বিশ্বাসে, মুখের কথায় আর কাজে সে বিশ্বাস মোতাবেক চলতে পারলেই মানব জীবন সার্থক হয়ে ফুলে-ফলে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত পথে চলাই মুমিনের জীবন, মুসলিমের জীবন। আল্লাহর একত্ব রাসূল [সা]-এর রিসালাতে বিশ্বাস এবং রাসূলের মারফত আল্লাহর প্রেরিত জীবন-বিধানের প্রতি ঈমান এনে তাঁর প্রতি আনুগত্যের অস্বীকৃতিই ঈমানের অস্বীকৃতি বা কুফর। জ্ঞান উন্মেষের পর থেকে সমগ্র জীবনে প্রতি মুহূর্তের অবিরাম অনুভূতিতে ঈমান বিবৃত ও বিকশিত। ঈমান অন্তরকে উন্মোচিত করে, আলোকিত করে, সঞ্জীবিত করে। ইসলাম মানব জীবনকে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পথে চালিত করে, ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে মানুষ যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার পথ বাতলিয়ে দেয়।

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী সম্যক বিকশিত হলেই মানবতার বিকাশ, অন্যথায় মানুষে ও পশুতে পার্থক্য থাকে না। অতএব, সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের করে অবমাননা।

www.pathagar.com

মানুষ সর্বোতভাবে দুর্বল প্রাণী। দৈহিক বা জৈবিক দিক থেকে তার প্রয়োজনে আর সৃষ্টির অন্যান্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনে কোন তফাৎ নেই। আহার, নিদ্রা, মৈথুন– এসব জৈবিক ক্রিয়ায় পশু ও মানুষ একই সমতলে। কিন্তু মানুষ যে বিবেকসম্পন্ন যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল সেজন্য যে পশুত্বের অনেকখানি উর্ধ্বেও বটে।

মানুষ তার বুদ্ধি বলে সৃষ্টি করবে চিন্তা বলে রূপ দেবে। এভাবেই যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে মানব সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারা। তাই মানুষের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি ইচ্ছায় সে হবে মার্জিত রুচিসম্পন্ন। সে রুচি বোধের পরকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় সত্যিকার মানুষের চিন্তায় ও কর্মে তথা জীবনে। তার কাজে সে আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখাবে সম্মান, আত্মশুদ্ধির জন্য নিজেকে সে বিলিয়ে দেবে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে। সে তার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করবে না এতটুকু। সে কারো উপরে যুলম করতে পারে না, কারো হক আত্মসাৎ করতে পারে না।

যে আল্লাহর একত্বে ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস করেছে, সে কোন দিন তাঁর বাণীর অবমাননা করতে পারেনা, পারে না প্রেরিত পুরুষদের প্রদর্শিত পথকে অস্বীকার করতে। তখন তার জন্য 'হককুল্লাহ' ও 'হককুল ইবাদ' আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

মানুষ যখন আল্লাহর উপর ঈমান আনে– যাকে সে চোখে দেখেনি, তখন তার চোখ খুলে যায়। সে তার পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে দেখতে পায় তার প্রভু প্রতিপালককে, অনুভব করে প্রতি মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি। তাঁর ইশারায় সৃষ্ট পত্র-পুষ্প, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি দেখে আর প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ থেকে আল্লাহর অসীমত্ব উপলব্ধি করে।

আল্লাহ সত্য সুন্দর ও কল্যাণময়। তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। মানব জীবনকে তাই কল্যাণময় সত্য ও সুন্দর করে তুলতে হবে। আল্লাহ নিজেই এ সংসারের ধূলি ময়লা আবর্জনার পংকে নিমজ্জিত মানব জীবনকে ক্লেদ মুক্ত করার, কলুষ থেকে বাঁচানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে ইঙ্গিতে চালিত হলেই গায়ে কাদা লাগবে না।

আল্লাহ এ দুনিয়ায় পরীক্ষার মধ্যে ফেলে মানুষকে তাই খাঁটি সোনা হয়ে উঠার সুযোগ দিয়েছেন তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে। আর তাঁর ইবাদত মানেই সৃষ্টির সেবা। দুঃস্থ পীড়িতের আহাজারিতে, মযলুম ও অত্যাচারিতের কান্নায় আল্লাহর বিরুদ্ধবাদ রয়েছে, রয়েছে আল্লাহর গযব।

আল্লাহ বার বার বলেছেন, তিনি নিজে কারো উপর যুলম করেন না। নিজের ওপর যুলম বা সীমালংঘন করে বান্দা নিজে। যেখানে যুলম সেখানে বেঈমানী; সেখানেই অবিশ্বাস পথভ্রষ্টতা।

মানুষ ঈমানের বলে সকল দৈন্য কাটিয়ে উঠে বিকাশ লাভ করবে পরম সুন্দরের সন্তোষের আশায়। এ বিশ্বাস, বিশ্বাসীর বুকে আনবে বল, দেশে দেশে, জাতে জাতে, অবিশ্বাস হবে দূর। আর প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর একক শাসন। অস্ত্রে নয়, ভ্রাতৃত্বে বিশ্বের মানুষকে এক জোড়ে বাধতে হবে। আর যখন তা পারা যাবে তখনই আমাদের ঈমান ও আমল, বিশ্বাস ও কর্ম ইসলাম মোতাবেক হবে।

www.pathagar.com

ঈমানের সঙ্গে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান অন্তরের। ইসলাম ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। গাছের যেমন একদিকে মাটির ভিতরে মূল ও শিকড় রয়েছে, আর একদিকে তেমনি রয়েছে কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্লব। গাছের মূল শাখার সঙ্গে যথাক্রমে ঈমান ও ইসলামের তুলনা করা যায়। গাছের শিকড় মাটির ভিতর থেকে যে খাদ্য রস যোগায় তাতেই কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা সজীব ও সতেজ হয়ে উঠে এবং পত্র পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠে। তেমনি মানুষের ঈমান অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আকাঙ্খারূপ প্রাণ রস সরবরাহ করে, আর তাতে আদম সন্তানের ইসলামরূপ বহিঃপ্রকাশ সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে।

মূল ছাড়া যেমন গাছের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়না, তেমনি ঈমান ছাড়া ইসলামের সম্বন্ধেও ভাবা যায় না। মূল ও শিকড় যেমন গাছের জীবন ধারণের মৌল সহায়ক তেমনি ঈমানও মৌল সহায়ক ইসলামের। ঈমানহীন ইসলাম সোনার পাথর বাটির মতোই কল্পনাতীত। আল্লাহর তাওহীদ বোধে উজ্জীবিত ও সৃষ্টি কল্যাণে নিয়োজিত মানুষই শরীয়তের বাহ্য অনুশাসন পালনে প্রকৃত ফল লাভে সফলকাম হয়। তাওহীদবিহীন খিদমতে খালক বিবর্জিত বাহ্য বিধান পালনে তৎপর মুসলিমের ঈমান দুর্বল ও ঠুনকো। ■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] প্রাথমিক জীবন

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

আইয়ামে জাহিলিয়াত

আদম [আ] থেকে শুরু করে বহু নবীর কর্মক্ষেত্র ছিলো আরব দেশ। কালক্রমে আরবের লোকেরা নবীদের শেখানো জীবন বিধান ভুলে যায়। তাদের আকীদা বিশ্বাসে ঢুকে পড়ে বিকৃতি।

তারা আল্লাহকে সব চাইতে বড় খোদা বলে স্বীকার করতো। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা নিজেদের মনগড়া ছোটখাটো খোদাগুলোর পূজা উপাসনাই করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে মানুষের জীবনে এই সব খোদারই প্রভাব বেশী।

তারা এইসব মনগড়া খোদার নামেই মানত ও কুরবানী করতো। এদের কাছেই নিজেদের বাসনা পূরণের জন্য মুনাজাত করতো। তারা বিশ্বাস করতো, এই সব ছোটখাটো খোদাকে সন্তুষ্ট করলেই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করতো। জিনদেরকে আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ারের শরীক মনে করতো। যেই সব শক্তিকে তারা আল্লাহর শরীক মনে করতো সেই সবের মূর্তি বানিয়ে তারা পূজা করতো।

ঈমানী বিকৃতির সাথে সাথে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ আরবদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো।

সুদী কারবার, লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা, জুয়াখেলা, নাচ গান, মদপান, যিনা এবং এই জাতীয় বহু দুষ্কর্ম তাদেরকে প্রায় পশুতে

www.pathagar.com

পরিণত করেছিলো। তাদের বেহায়াপনা এতো চরমে উঠেছিলো যে নারী ও পুরুষ উলংগ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো।

কন্যা সন্তানকে তারা জীবন্ত কবর দিতো।

সেই সমাজে শ্রমজীবীরা ছিলো ক্রীতদাস।

গোত্রের সরদারদের খেয়ালখুশীই ছিলো আইন।

পার্শ্ববর্তী ইরান সাম্রাজ্যে তখন আগুনের পূজা হতো। দিন-রাত আগুন জ্বালিয়ে রেখে লোকেরা তার চারদিকে জড়ো হয়ে সিজদা করতো। বিশাল রোম সাম্রাজ্যে তখন খৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা মারইয়ামকে [রা] আল্লাহর স্ত্রী এবং ঈসাকে [আ] আল্লাহর পুত্র মনে করতো।

ইয়াহুদী ধর্মীয় নেতারা আল্লাহ-প্রদত্ত কিতাব বিকৃত করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করতো।

বিভ্রান্তি, বিকৃতি, শোষণ, নিপীড়ন, পাপাচার ও অপসংস্কৃতির এই যুগকেই বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়াত।

মুহাম্মাদ [সা] এলেন দুনিয়ায়

ঈসায়ী ৫৭১ সনের এপ্রিল মাসে তথা রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ [সা] কা'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিবের বাস গৃহে ভূমিষ্ঠ হন।

তাঁর আব্বা আবদুল্লাহ ইতিপূর্বে মারা যান।

আম্মা আমিনা শিশুপুত্রকে নিয়ে শ্বশুর আবদুল মুত্তালিবের ঘরে বসবাস করতে থাকেন।

মুহাম্মাদের [সা] জন্মসনে আবরাহার অভিযান

ইয়ামানের খৃস্টান বাদশাহ আবরাহা রাজধানী সা'না শহরে একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করে। অতঃপর সে আরবদের হাজ অনুষ্ঠান কা'বা থেকে এই গীর্জায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই উদ্দেশ্যে সে কা'বা ধ্বংস করার জন্য ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মাক্কার দিকে অগ্রসর হয়। তার বাহিনীতে বেশ কিছু হাতীও ছিলো।

এটা ছিলো ঈসায়ী ৫৭১ সনের ঘটনা।

কা'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিব আছছিফাহ নামক স্থানে আবরাহার সংগে সাক্ষাৎ করে তাকে ধন-সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে যাবার অনুরোধ জানান। আবরাহা কা'বা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে। আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যাবার নির্দেশ দেন।

কা'বার মধ্যে তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিলো। আবদুল মুত্তালিব সেইগুলোকে উপেক্ষা করে কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন, "হে আল্লাহ, আপনার ঘর আপনি রক্ষা করুন!"

তারপর তিনি পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যান।

আবরাহা অগ্রসর হলো মাক্কার দিকে। মিনা ও মুজদালিফার মধ্যবর্তী মুহাসসির নামক

www.pathagar.com

স্থানে তার বাহিনী পৌঁছলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে তাদের উপর বৃষ্টির মতো পাথর খণ্ড ফেলতে লাগলো।

"এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন যারা তাদের উপর পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করছিলো। ফলে তাদের অবস্থা হলো চিবানো ভূষির মতো।" [সূরা আল-ফীল : ৩-৫]

মুহাম্মাদের [সা] বাল্যজীবন

সুয়াইবাহ নামক এক মহিলা হন শিশু মুহাম্মাদের [সা] প্রথম দুধ-মা। পরে হালীমাহ আস্ সা'দীয়াহ শিশু মুহাম্মাদ [সা]কে নিয়ে এলেন চির স্বাধীন মরু বেদুইনদের মাঝে। ছয় বছর বয়সে মুহাম্মাদ ফিরে এলেন তাঁর আম্মার কাছে। আম্মা তাঁকে নিয়ে ইয়াস্‌রিব যান।

স্বামীর কবর দেখা ও আত্মীয় বাড়ীতে প্রায় মাস খানেক থাকার পর আমিনা পুত্রকে নিয়ে মাক্কার দিকে রওয়ানা হন। আবওয়া নামক স্থানে আমিনা মৃত্যু বরণ করেন।

দাসী উম্মু আইমান মুহাম্মাদকে [সা] মাক্কায় নিয়ে আসেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের স্নেহ ছায়ায় মুহাম্মাদ [সা] পালিত হতে থাকেন।

মুহাম্মাদের [সা] বয়স যখন আট, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও মারা যান। এবার চাচা আবু তালিব মুহাম্মাদের [সা] লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় আযইয়াদ উপত্যকায় মুক্ত আকাশের নীচে মুহাম্মাদ [সা] মেষ চরাতেন।

বারো বছর বয়সে মুহাম্মাদ [সা] চাচা আবু তালিবের সংগে সিরিয়া সফর করেন।

যুদ্ধের ময়দানে যুবক মুহাম্মাদ [সা]

মুহাম্মাদের [সা] বয়স তখন ১৫ বছর। কুরাইশ ও কাইস গোত্রের মাঝে পুরানো শত্রুতার কারণে যুদ্ধ বাঁধে।

এই যুদ্ধে কুরাইশগণ ন্যায়ের উপর ছিলো।

মুহাম্মাদ [সা] কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যান।

কিন্তু তিনি কারো প্রতি আঘাত হানেননি।

যুদ্ধে কুরাইশরা জয়ী হয়।

এই যুদ্ধেরই নাম ফিজারের যুদ্ধ।

হিলফুল ফুদুল

যুদ্ধ ছিলো আরবদের নেশা। শত শত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো। মানুষের কোন নিরাপত্তা ছিলো না। সবাই আতংকের মধ্যে দিন কাটাতো। আয্ যুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব ছিলেন একজন কল্যাণকামী ব্যক্তি। তিনি এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মত বিনিময় করেন। অনুকূল সাড়াও পেলেন। শিগগিরই গড়ে উঠলো একটি সংগঠন। নাম তার হিলফুল ফুদুল। মুহাম্মাদের [সা] বয়স তখন সতর বছর। তিনি সানন্দে এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হন।

www.pathagar.com

হিলফুল ফুদুলের পাঁচ দফা

১. আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।

২. পথিকের জান-মালের হিফাজত করবো।

৩. অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবো।

৪. মাযলুমের সাহায্য করবো।

৫. কোন যালিমকে মাক্কায় আশ্রয় দেবো না।

হাজরে আসওয়াদ বিরোধ মীমাংসা

পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত কা'বা।

একবার পাহাড়ের পানি এসে তার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। কুরাইশগণ নতুনভাবে গড়ে তোলে কা'বার দেয়াল।

নির্মাণ কালে হাজরে আসওয়াদ কা'বার কোণ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। দেয়াল নির্মাণের পর পাথরটি আবার স্বস্থানে বসাতে হবে।

কুরাইশদের সব খান্দান এই মহান কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। এই নিয়ে শুরু হলো বিবাদ। যুদ্ধ বেঁধে যাবার উপক্রম। আবু উমাইয়াহ ইবনুল মুগীরাহ প্রস্তাব দেন যে, যেই ব্যক্তি সবার আগে কা'বা প্রাংগণে পৌঁছবে তার উপর এই বিরোধ মীমাংসার ভার দেয়া হবে। সে যেই সিদ্ধান্ত দেবে তা সবাই মেনে নেবে। সকলে এই প্রস্তাব মেনে নেয়।

অতপর দেখা গেলো সকলের আগে ধীর পদে এগিয়ে আসছেন এক যুবক। মুহাম্মাদ [সা]।

সবাই ছুটে এলো তাঁর কাছে। ফায়সালার দায়িত্ব তুলে দিলো তাঁর হাতে।

তিনি একটি চাদর আনার নির্দেশ দেন। চাদর এনে বিছানো হলো। মুহাম্মাদ [সা] নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে চাদরের মাঝখানে রাখলেন। হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক খান্দানের এক একজন প্রতিনিধিকে চাদর ধরে উপরে তুলতে বললেন। সকলে মিলে পাথরটি নিয়ে এলো কা'বার দেয়ালের কাছে। মুহাম্মাদ [সা] চাদর থেকে পাথরটি তুলে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন।

সবাই খুশী।

এড়ানো গেলো একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ [সা]

মুহাম্মাদের [সা] চাচা আবু তালিব একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিশোর মুহাম্মাদ [সা] চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া সফর করেন। যৌবনে তিনি নিজে ব্যবসা শুরু করেন।

লোকেরা তাঁর সততায় মুগ্ধ ছিলো। অনেকেই মূলধন দিয়ে তাঁর সাথে ব্যবসায় শরীক হতে লাগলো। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি সিরিয়া, বাসরা, বাইরাইন ও ইয়ামান গমন করেন।

ওয়াদা পালন, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে তিনি একজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। সকলে তাঁকে নতুন নামে ডাকতে শুরু করে।

সেই নাম 'আল-আমীন'।

www.pathagar.com

খাদীজা ছিলেন একজন ধনী মহিলা। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীও মারা যান।

খাদীজা যেমনি ধনশালিনী ছিলেন তেমনি ছিলেন সচ্চরিত্রা।

এই পবিত্র মহিলাকে লোকেরা 'আত্ তাহিরাহ' বলে ডাকতো।

বিধবা খাদীজা পুঁজি দিয়ে লোকদের দ্বারা ব্যবসা চালাতেন। মুহাম্মাদের [সা] ব্যবসায়িক যোগ্যতা ও সততার কথা তাঁর কানে গেলো। তিনি মুহাম্মাদকে [সা] তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। মুহাম্মাদ [সা] এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি বেশ কয়েকবার সিরিয়া যান এবং প্রচুর মুনাফা উপার্জন করেন।

বিবাহ

মুহাম্মাদের [সা] আমানাতদারী ও ব্যবসায়িক যোগ্যতা খাদীজাতুল কুবরাকে মুগ্ধ করে। খাদীজা মুহাম্মাদের [সা] নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। মুহাম্মাদ [সা] এই সচ্চরিত্রা মহিলার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট দিন চাচা আবু তালিব, হামযা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নিয়ে মুহাম্মাদ [সা] খাদিজার বাড়ীতে উপস্থিত হন। পাঁচ শো দিরহাম মুহরানা ধার্য হয়। আবু তালিব বিয়ে পড়ান। বিবাহকালে খাদিজার বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। মুহাম্মাদের [সা] বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।

শিরক থেকে আত্মরক্ষা

তখন মাক্কা ছিলো মূর্তি পূজার প্রধান কেন্দ্র। কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। কুরাইশরা ছিলো কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। তাদের তত্ত্বাবধানে পূজা হতো। মুহাম্মাদ [সা] কোনদিন পূজায় অংশ নেননি। কোনদিন তিনি মূর্তির কাছে মাথা নত করেননি। এই সব কিছু তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হতো। তাঁর বিবেক তাঁকে শির্‌ক থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।

অধীন ব্যক্তির প্রতি সদাচরণ

খাদীজার ভাইয়ের ছেলে হাকিম ইবনু হিযাম তাঁকে একজন কেনা বালক উপহার দেন। খাদীজা সেই ছেলেটিকে তাঁর স্বামী মুহাম্মাদের [সা] হাতে তুলে দেন।

সাধারণতঃ ক্রীতদাসের প্রতি মনিবেরা দুর্ব্যবহার করতো। কিন্তু মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন ভিন্ন রকমের মানুষ। তিনি ক্রীতদাসের প্রতি সদাচরণ করতেন।

তাঁর নিকট হস্তান্তরিত ক্রীতদাসের নাম ছিল যায়িদ ইবনু হারিসা। যায়িদ মুহাম্মাদের [সা] কাছে এসে টের পেলো তাঁর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই।

যায়িদের আব্বা হারিসা এবং চাচা কা'ব জানতে পেলো যে যায়িদ মাক্কায় আছে। তারা তাকে মুক্ত করে নেয়ার জন্য মাক্কায় আসে। মুহাম্মাদের [সা] সাথে দেখা করে তারা যায়িদকে মুক্ত করে দেয়ার অনুরোধ জানায়।

মুহাম্মাদ [সা] জানালেন এতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যায়িদ যেতে রাজী হলো না।

যায়িদের আব্বা স্বাধীনতার পরিবর্তে গোলামীকে বেছে নেওয়ায় তার ছেলেকে তিরস্কার করলো। যায়িদ বললো, "আমি মুহাম্মাদের জীবনে এমন সব গুণ দেখেছি যার কারণে আর কাউকে শ্রেয়ঃ ভাবতে পারি না।" এই কথা শুনে মুহাম্মাদ [সা] যায়িদকে কা'বার কাছে নিয়ে আযাদ করে দিলেন ও তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। এই সব দেখে

www.pathagar.com

যায়িদের আব্বা ও চাচা অবাক হলো। খুশী মনে যায়িদকে মুহাম্মাদের [সা] কাছে রেখে তারা বাড়ি ফিরে গেলো।

হিরা গুহায় অবস্থান

আরবের জাহিলী পরিবেশ দেখে মুহাম্মাদ [সা] মনে খুব জ্বালা অনুভব করতেন। শিরক, যুল্‌ম ও পাপের পথ থেকে কাউমকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়– বসে বসে তিনি তাই ভাবতেন।

কা'বা থেকে তিন মাইল দূরে নূর পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটি গুহা। নাম তার হিরা গুহা।

মুহাম্মাদ [সা] প্রতি বছর একমাস এই গুহাতে কাটাতেন।

প্রথম ওহী প্রাপ্তি

মুহাম্মাদের [সা] বয়স তখন চল্লিশ বছর।

তিনি হিরা গুহায় বসে ভাবতেন।

মাহে রামাদানের শেষ ভাগ।

একদিন এক ফেরেশতা এসে হাজির হলো তাঁর সামনে।

এই ফেরেশতার নাম জিবরাঈল।

এই ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদের [সা] নিকট পৌছালেন এই বাণী–

"পড় স্রষ্টা রবের নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড় এবং তোমার রব অতীব সম্মানিত যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন সব শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না।" [সূরা আল আলাক : ১-৫]

এইভাবে মুহাম্মাদ [সা] প্রথম ওহী পেলেন। তিনি হলেন নবী।

অভিভূত মুহাম্মাদ [সা] বাড়ি ফিরে এলেন।

স্ত্রী খাদীজাকে বললেন,

"আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও! আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও!"

আল্লাহর দিকে আহ্বান

প্রথম ওহী নাযিলের পর কেটে গেলো প্রায় ছ'টি মাস। এবার দাওয়াতী কাজের সূচনা করার জন্য নির্দেশ এলো–

"হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো এবং লোকদেরকে সাবধান কর। তোমার রবের বড়ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর। পোষাক পবিত্র রাখ। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। বেশী পাওয়ার উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না। তোমার রবের খাতিরে বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণ কর।" [সূরা আল মুদ্দাস্‌সির : ১-৭]

এই নির্দেশ পাওয়ার পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] এক একজন ব্যক্তির কাছে গিয়ে আল্লাহর সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে লাগলেন। আর এই পৃথিবীর জীবনে কর্তব্য সম্বন্ধেও তাদেরকে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ■

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা] : পূর্ণ প্রস্ফুটিত মানব-প্রসূন

অধ্যাপক আবু জাফর

মুহাম্মাদ [সা]-কে যে মক্কাবাসীরা প্রথমে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারেনি, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুহাম্মাদ [সা]-এর মানুষী-অবয়ব ও নবুওয়াত, একাধারে এই দু'টি বিষয় তাদের কাছে মনে হয়েছিল পরস্পর বিরোধী। তারা ধারণা করতো, আল্লাহ যদি সর্বমানবের কল্যাণার্থে সত্যের বার্তাবহ কোন নবীই পাঠাবেন, সেই নবী হবেন কোন ফেরেশতা। আর যদি আল্লাহ কোন মানুষকেই নবী হিসেবে মনোনীত করেন, তাহলে সেই মানুষটির হওয়া উচিত এমন, যিনি ধনাঢ্যতা কি রাজক্ষমতা কি অন্য কোন অভিনবত্বের গুণে সর্বসাধারণের কাছে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভ্রম দাবী করতে পারেন। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই যিনি পিতৃমাতৃহীন ইয়াতীম ও অসহায়, দারিদ্র্য যাঁর নিত্যসঙ্গী, মুহাম্মাদ [সা]-এর মতো অতি সাধারণ এমন একটি মানুষ, কী করে নবী হবেন! এটা যুগপৎ অসংগত ও অসম্ভব। সত্য যে, বহু সদ্‌গুণের আধার এই মানুষটি, কিন্তু তাই বলে নবুওয়াতের মতো অসাধারণ মুকুট কি তাঁর শিরে শোভা পায়! অতএব অধিকাংশ মক্কাবাসী এই-হেতুও মুহাম্মাদ [সা]-কে মেনে নিতে পারেনি যে, তিনি ছিলেন সাধারণ অতি- সাধারণ এমন এক মানব সন্তান, যাঁর জাগতিক অবস্থান নবুওয়াতের মতো অতি বিশিষ্ট উচ্চাসনের পক্ষে একেবারেই 'বেমানান' ও 'সংগতিহীন'। বলাই

www.pathagar.com

বাহুল্য, বৈরী মক্কাবাসীদের যুক্তির মধ্যে ছিল একটি বড় ভুল। ভুল, কারণ প্রথমত, মানুষের হেদায়াত ও সঠিক পথপ্রদর্শনের নিমিত্ত ফেরেশতাকেও আল্লাহ্ নিয়োগ দান করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ জানেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। অনুসরণযোগ্য আদর্শের বাস্তবরূপ যদি কোন নির্বাচিত মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হয়, তাহলে মানবস্বভাবের সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রশ্নে ওই আদর্শকে মনে হবে কৃত্রিম ও আরোপিত। মানুষ তাকে পূজা করবে কিন্তু ভালোবাসতে পারবে না; মানুষ যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, সত্য ও সৌন্দর্যময় গন্তব্যের দিকে সে বিশেষ অগ্রসর হবে না এবং এই অনীহা ও অক্ষমতার জন্য তাকে অভিযুক্ত করাও কঠিন হবে, কারণ আত্মপক্ষ সমর্থনে সে সহজেই বলতে পারবে, ফেরেশতা- প্রদর্শিত পথে ফেরেশতারাই চলতে সক্ষম, সে- পথ মানুষের পক্ষে যথার্থই বড় অগম্য। পাখির পক্ষে ডানায় ভর করে আকাশে ভেসে থাকার শিক্ষা কোন হেলিকপ্টারের নিকট থেকে গ্রহণ করা কি প্রকৃতিসম্মত? অতএব আল্লাহ পাক মানুষের মধ্য দিয়েই মানুষের জন্য পরম অনুগ্রহে অবারিত করে দিলেন এক বিকল্পহীন আলোকোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠতম রাজপথ এবং এই জন্য মহানবী [সা]ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেন, তিনিও অন্যদের মতোই রক্তমাংসে গঠিত সাধারণ একজন মানুষ, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, তাঁর কাছে অহী অবতীর্ণ হয় এবং স্মরণ করিয়ে দেন এই হেতু যে, তাঁর প্রদর্শিত পথ যেন কেউ অতিশয় দুর্গম ও অননুকরণীয় বলে জ্ঞান না করে এবং তাঁকে অতিমানবিক দেবতার আসনে বসিয়ে বৃহত্তর কোন ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত না হয়। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচিত মানুষটি যে ধনৈশ্বর্যহীন ও জাগতিক বিচারে নিতান্তই অতি সাধারণ, এ নিয়েও বিচলিত হবার কিছু নেই। যদিও খ্যাতি কি ঐশ্বর্য, ক্ষমতা কি পার্থিব সাফল্য, এসব সাধারণ মানুষের কাছে খুবই প্রিয়, খুবই নন্দিত, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এসবের মূল্য খুবই অকিঞ্চিৎকর; কোন মহত্তর দায়িত্ব অর্পণের প্রশ্নে এটা বিচার্যও নয়, বিবেচনারও নয়। আল্লাহ যাঁকে নির্বাচন করেছেন, সেই মুহাম্মাদ [সা] ইয়াতীম বটে, সম্পদরিক্ত বটে কিন্তু সততা ও সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চারিত্রিক মহত্ব ও মাধুর্য ও মানবপ্রেমে তাঁর সমকক্ষ কোন মানুষ পৃথিবীতে কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। অতএব অতিশয় মূঢ় কাফের ও মুশরিকরা সীমাহীন ভ্রান্তি কি ঔদ্ধত্যবশত যাই বলুক, আল্লাহর বিচার ও মনোনয়ন সর্বদাই প্রশ্নাতীত ও অভ্রান্ত।

কিন্তু বিশ্বাসীরাও তো একটি বিষয়ে মাঝে মাঝেই গলদঘর্ম হয়ে ওঠেন। তাঁরা অবশ্যই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, মুহাম্মাদ [সা] যুগপৎ মানুষ এবং নবী, কিন্তু বহু ঘটনাকে তাঁরা ঠিক প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন না। প্রগাঢ় বিশ্বাসের কারণে তাঁরা বাহ্যত নির্বিকার নীবরতা অবলম্বন করেন সত্য, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে কিছুটা সুপ্ত কিছুটা জাগ্রত, জটিল এক জিজ্ঞাসা তাঁদেরকে প্রায়শ অস্থির করে তোলে। কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহর যা কিছু সৃষ্টি তার মধ্যে মুহাম্মাদই [সা] সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি বিশ্ব সৃষ্টির কাছে এক পরম রহমতস্বরূপ অবতীর্ণ। কিন্তু আল্লাহর প্রত্যক্ষ হাবীব ও অপার অনুগ্রহধন্য এই মানুষটির চলার পথ কেন সীমাহীনরূপে কণ্টকাকীর্ণ? আল্লাহ পাক যাঁকে অসীম অনুগ্রহে ও পরমাদরে বোরাকে চড়িয়ে মহাশূন্যে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করেন এবং বাধিত করেন আপন সাক্ষাৎদানে, সেই একই মানুষকে ভয়ে ভয়ে কেন দেশ ত্যাগ করতে হয়, কেন

www.pathagar.com

ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করতে হয় শ্বাপদসংকুল গুহার অভ্যন্তরে? যে মানুষটির কাছে চব্বিশ হাজারেরও অধিকবার জিবরাঈল ফেরেশতার আগমন ঘটে, যাঁর কোন প্রার্থনাই আল্লাহ পাক নামঞ্জুর করেন না, তিনি কেন রক্তাক্ত দেহে ফিরে আসেন তায়েফ থেকে? তাঁর সঙ্গী-সাথীরা কেন তাঁর চোখের সামনেই শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনি নিজেও অক্ষত থাকতে পারেন না, কেন শত্রুর মারণাঘাতে তাঁরও দেহ মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়? এমনকি নামাযরত অবস্থায়ও তাঁর উপরে চাপিয়ে দেয়া হয় বকরির নাড়িভুঁড়ি, রক্ষা করার কেউ থাকে না, নিতান্তই ছেলেমানুষ মা-ফাতিমাকে সেই নোংরা আবর্জনা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়। যাঁর আঙ্গুলি সংকেতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, সেই তাঁকেই কেন দিনের পর দিন সহ্য করতে হয় কাফেরদের অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ও নৃশংসতম নিগ্রহ? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কেন যথোচিত ব্যবস্থাগ্রহণ স্থগিত রেখে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর এই লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্দশা! কোন সন্দেহ নেই, দুটোই সত্য– তিনি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রেমাস্পদ নবী এবং তিনি সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত এক মানব। এ যেন দুই পরস্পর বিরোধী ভূমিকার সমন্বয়, যেন দুই বিপরীত মেরুর একত্র সহাবস্থান। কিন্তু ব্যাখ্যাটি কী? এই ব্যাখ্যাই বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাহ্যত মনে হয় অতি জটিল ও দুরূহ ও অতল রহস্যময় এই অঙ্ক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই সহজ। আসলে মহানবী [সা] স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন এই চ্যালেঞ্জ। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত কঠিন দায়িত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু সেই গুরুভার বহনে কোন অলৌকিক কি অতিমানবিক সাহায্যের আশা তিনি করেননি; সকল মানবিক সংকট ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তিনি তাঁর কার্যক্রমকে রূপদান করতে চেয়েছেন। আল্লাহপাকের নিজস্ব অভিপ্রায়ও ছিল এই রকমই; তিনি এই দায়িত্বই অর্পণ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ [সা] মানুষ হয়েই সকল মানবিক দুর্লংঘ্য বাধাকে জয় করে নেবেন। এই জন্যই এবং এই জন্যই সমগ্র বিশ্বজাগতিক প্রেক্ষাপটে নবী মুহাম্মাদ [সা] এমন এক প্রকৃষ্টতম নমুনা, সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যিনি সর্ববিধ বৈরিতার মুকাবিলা করেছেন সম্পূর্ণরূপে মানবিক শক্তি ও সহিষ্ণুতা, প্রেম ও প্রজ্ঞা ও ধৈর্য নিয়ে। তায়েফ থেকে রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরে আসেন, মক্কাবাসীদের নির্মমতম নিগ্রহের শিকারে পরিণত হন, কিন্তু তিনি কখনো অভিসম্পাত করেন না। শত্রুনিধন তাঁর কাম্য নয়, প্রাণঘাতী বৈরিতার সম্মুখীন হয়েও তিনি তাঁর প্রভুর কাছে শুধু এই প্রার্থনা করেন যে, অবোধ মানুষের অন্তর যেন আলোকিত হয়ে ওঠে, তারা যেন তাঁকে বুঝতে পারে। এ যেন অবুঝ অবাধ্য শিশুর মুকাবিলায় স্নেহময়ী জননীর ভূমিকা! দারিদ্র্য-দুঃখ ও বৈরিতা তাঁর নিত্যসহচর, কিন্তু তাঁর কার্যক্রম ও গতিপথ এমন এক নিয়মের অধীন যে, ত্বরিৎ সাফল্য লাভের জন্য প্রভুর কাছে তিনি কোন অতিমানবিক ও অলৌকিক আনুকূল্য দাবী করেননি। তিনি চাইলে, আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে শত্রুরা তাঁকে 'ওয়াক ওভার' দিয়ে একযোগে আত্মসমর্পণ করতো। কিন্তু না, তিনি তা চাননি; কারণ এমন হলে তাঁর মানবিক ভূমিকায় টান পড়তো, খর্ব হতো তাঁর মানবিক মহিমা। এই জন্যই কোন ফেরেশতার ডানায় ভর করে তিনি হিজরত করেননি, করেছেন সাধারণ মানুষের মতো শঙ্কা ও উদ্বেগ নিয়ে চুপি চুপি গভীর নিশীথে বিপদসংকুল পথে। তিনি বার বার যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু করেছেন জীবন ও সর্বস্ব হারানোর ঝুঁকি নিয়ে। সত্য যে, তিনি বিজয়ীর বেশে ফিরে এসেছেন, কিন্তু

www.pathagar.com

অনায়াসে নয়, তাঁর সঙ্গী সাথীরা শহীদ হয়েছেন, নিজেরও দেহ মুবারক হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। তিনি কখনো এমন আশা করেননি, প্রভুর সমীপে এমন প্রার্থনাও করেননি যে, শত্রুরা কোন অলৌকিক কারণে পঙ্গু কি হীনবল হয়ে ফিরে যাক এবং তিনি অক্লেশে বিনাযুদ্ধে পৌঁছে যান গন্তব্যে। আসলে আল্লাহ পাক তাঁকে এক কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিলেন। অনেকটা এই রকম যে, তাঁকে আরোহণ করতে হবে সর্বাধিক দুর্গম ও দুরধিগম্য পর্বতের এক উচ্চতম শৃঙ্গে, কিন্তু সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে, আপন শক্তিতে। পৃথিবীর মানুষ দেখলো, আল্লাহ পাক নিজেও দেখলেন, তাঁর প্রিয়তম হাবীব ধীরে ধীরে কেমন উঠে এলেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে; সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা ও প্রতিপদে সকল অরিতাকে প্রসন্নমনে অতিক্রম করে সমাপ্ত হলো তাঁর অভিযাত্রা। ফেরেশতারাও এই দৃশ্য অবাক চোখে অবলোকন করলেন এবং মনে পড়লো বহুকাল আগে তাঁরা যে একটি মাটির মানুষকে শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে একদা প্রণতি জানিয়েছিলেন, সেই প্রণতি কত যথার্থ। আল্লাহপাক বলেছিলেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'। শুধু ফেরেশতা নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করলো, কী অনুপম ও অকাট্য এই সত্য। আল্লাহর নিহিত অভিপ্রায়ের কী নিখুঁত বাস্তবরূপ! নশ্বর এই জাগতিক প্রেক্ষাপটে বিশুদ্ধ মানবিক গুণাবলীকে সম্বল করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন এক অনন্তকালের মহানায়ক। সত্যই এমন কোন মানবিক গুণ নেই, যা তাঁর চরিত্রে পূর্ণতম বিভায় প্রস্ফুটিত হয়নি, এমন কোন পাপ কি ক্রটি কি অসংগত পিপাসা নেই, যা তিনি পূর্ণরূপে পরাভূত করেননি, পরিণত হয়নি বশংবদ ভৃত্যে; এবং মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে এও প্রত্যক্ষ করলো যে, এমন কোন দুঃখ নেই, যার তীব্রতম আঘাতে তিনি দগ্ধ ও দংশিত হন নি। বলাই বাহুল্য, এমন না হলে, এমন দুর্বিসহ কণ্টকাকীর্ণ পথের অভিযাত্রী না হলে, মানব অধ্যুষিত এই বিশ্বে আল্লাহপাকের এই সর্বমানবিক কল্যাণবহ ও সতর্কতাজ্ঞাপক নির্দেশবাণীর তাৎপর্য ও তীব্রতা কি হ্রাস পেতো না– 'ওয়া মা আতাকুমুররাসূলু ফাখুযুহু, ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু' 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো'। অতএব তিনি সত্য ও সৌন্দর্য, আদর্শ ও আলোর দিশারী বটে, নবী ও রাসূল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আঘাত ও দুঃখ, গ্লানি ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত মানবও বটে। সত্যই, তাঁকে সৃষ্টি না করলে এই আকাশ, এই সূর্য-১চন্দ্র নক্ষত্রপুঞ্জ, এই সাগরবিধৌত নদীকলস্বরা পৃথিবী, ফুল পাখি প্রাণী ও পতঙ্গ কিছুই সৃষ্টি করতেন না আল্লাহ তায়ালা। সব তাঁরই জন্য, তিনি অবতরণ করবেন বলেই এমন প্রস্তুতি, এমন সুসজ্জিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মালী যে পরম যত্নে টব কি মাটি কি সার কি নিয়মিত জলসিঞ্চনে গাছের পরিচর্যা করেন, সে তো আসলে একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের জন্যই। সৃষ্টিকর্তাও জানতেন, এমন এক সহস্রদল গোলাপ ফুটে উঠবে, যা অবলোকন করে সমগ্র বিশ্ব হবে চমকিত ও আলোকস্নাত ও সৌরভে আমোদিত। এই নশ্বর পৃথিবীতে গোলাপটির পার্থিব আয়ুষ্কাল হবে স্বাভাবিক কিন্তু তার সৌরভ ও মাধুরিমা বিদ্যমান থাকবে অনন্তকাল। বহু উপদ্রব্যের মধ্যেও, বিপুল বাধা ও অরিতা সত্ত্বেও ফুটে ওঠা এই নিখুঁত ও বিস্ময়কর মানব গোলাপটির নামই হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা [সা]। ■

www.pathagar.com

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ [সা]-কে পাঠানো হয়েছিল আল্লাহ পাকের মনোনীত জীবন বিধানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিজয়ী মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন "হুয়াল্লাজি আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দিনিল হাক্কি লি য়্যুজহিরাহু আলাদ্দিনি কুল্লিহি ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদা।" রিসালাতের দায়িত্ব পালনের অপরিহার্য করণীয় হিসেবেই তিনি স্বীয় জন্মভূমি মক্কাতেই এই মহান কাজে ব্রতী হন। এখান থেকেই শুরু হয় এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এক প্রাণান্তকর আন্দোলন ও সংগ্রামের সূচনা। এ আন্দোলনের মৌলিক দাবী অন্যের নিকট এর দাওয়াত পৌছানো। তাঁর এ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠে প্রতিক্রিয়াশীল এবং শুরু করে নিপীড়ন, নির্যাতন, অপপ্রচার ও মিথ্যাভাষণ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের তদানীন্তন ক্ষমতাসীনদের রীতিনীতি ও কার্যক্রমের পরিশুদ্ধি আনয়নের মাধ্যমে রাসূল [সা] যে সামাজিক বিবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি এ কাজে প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি চরম সংযম ও ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হতে থাকেন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। পরবর্তীতে কৌশল অবলম্বন ও বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্রমশঃ তিনি প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ শক্তি ও জনবল গড়ে তুলেন। সমরক্ষেত্রে বিরোধীদের প্রতিহত করার দক্ষতা অর্জন করার সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন অভিযানে তাদের মুকাবেলা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিপক্ষের শক্তির তামাম দাপট চূর্ণ হয়ে যায়। বিজয় নিশানকে ছিনিয়ে এনে শেষে ইপ্সিত পরিবেশে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা হয়। সবর ও বাহাদুরীর সাথে তিনি এ সার্বিক জিহাদ পরিচালনা করেন।

এসব কর্মকান্ডের সকল চড়াই-উৎরাই পার হরবার পরেই রাসূল [সা] বিজয়ীর বেশে বিশ্ববাসীর সম্মুখে এক মহান ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় ও মজবুত করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয় বরং রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্বের সকল নায়কদের সাফল্যের শীর্ষ শিখরে আরোহণ করেন। কবিদের ভাষায় "বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাসাফাদ্দুজা বি জামালিহি"। স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের ভাষায় "ওয়া হুয়া বিল উফুকিল 'আলা।"

একজন সফল ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহানবী [সা] সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে প্রেরিত রহমাতুল্লিল আলামিন ছিলেন এবং চিরকালের জন্য তাঁর আদর্শ সকল মানুষের ইহলৌকিক জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রেই দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাবে। অন্য কোন ধর্মীয় বিধানেই মানুষের জীবনমুখী সমস্যাবলীর বাস্তবোচিত সমাধান পেশ করা হয়নি। এ দিক থেকে একমাত্র উম্মী নবী ও মহান রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদ [সা] তাঁর নবুওতী দায়িত্ব পালনের স্বার্থে এবং ইসলামের ধর্মীয় বিধানাবলী কার্যকর করার লক্ষ্যে এর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, শিক্ষাবিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে মৌলিক বিধান ও নীতিমালা, দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর তরফ থেকে সেরা নেয়ামত হিসেবে উপহার দিয়ে গেছেন।

একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রাসূলুল্লাহর [সা] পক্ষে সম্ভব হয়েছিল জাহেলিয়্যাতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত এক জাতিকে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল রাজ তোরণে টেনে আনা। অবিচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অধিকার বঞ্চনার শিকার মানবগোষ্ঠীকে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে, তিনি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। মানুষের উপর অন্যের প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে সকল মানুষকে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর বেষ্টনীর মাঝে তিনি নিয়ে আসেন। লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও দুঃশাসনে জর্জরিত মানবতার মাঝে তিনি 'ক্বিসত্' 'আদল', 'ইহসান', ন্যায় ও কল্যাণকর রাজনীতি প্রতিস্থাপন করেন। জংগী, হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও যাবতীয় অমানবিক দোষে দুষ্ট মানুষদের মাঝে তিনি এমন সোনার মানুষদের একটি সুসংগঠিত দল তৈরী করতে সক্ষম হয় যাদের প্রভাবে তখন সানয়া থেকে হাজরামওত পর্যন্ত সেই দুস্তর মরু পথেও একজন সুন্দরী রমণী নির্বিঘ্নে ও শংকাহীন চিত্তে একা সফর করতে সক্ষম ছিল। মক্কার বুকে মুহাম্মাদের [সা] ধর্মীয়

www.pathagar.com

কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে যে কজন লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসেছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক রাসূলের [সা] নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রভাবে এর তুলনায় বহুগুণে বেশী আপামর জনগণ তখন দলে দলে আল্লাহর মনোনীত এই কল্যাণময় জীবন বিধান নিজেদের বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছিল।

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মুহাম্মাদের [সা] দিক নির্দেশনা

ক) শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্যে তৃপ্তিবোধ করে যারা নিজেদের ধার্মিকতা ও পরহেজগারীর অহমিকার কারণে রাজনীতি করাকে এবং সামাজিক সংশোধনের কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়াকে নিন্দনীয় কিংবা অপছন্দনীয় মনে করে এসব কাজ এড়িয়ে চলে তারা তাকওয়ার দাবি সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দুনিয়া বিমুখ এমন লোকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ রাসূল [সা] বলেছেন– "ইন্নি উসাল্লি ওয়া আকজা ওয়া আসুস ওয়া ফালাইসা মিন্নি"। কারো পক্ষে রাসূলের [সা] চাইতে অধিকতর তাকওয়াবান হওয়ার ভনিতা প্রদর্শন ইসলাম গ্রহণ করে না। রাসূল [সা] নিজে অনেক সময় নামাজরত থেকেছেন আবার হাট-বাজার, গৃহস্থালী ও সামাজিক কাজে কাটিয়েছেন। অনেক দিন রোযা রেখেছেন আবার রোযা ছাড়াও স্বাভাবিকভাবে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ না করে স্ত্রীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করেও একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সাফল্য অর্জন করেছেন। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রাসূলের [সা] সুন্নাত। আর এ সুন্নাত যারা পরিত্যাগ করে তারা রাসূলের [সা] দলভুক্ত তথা ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে ও মানুষের মাঝে সুনীতি এবং সুশাসনের প্রতিষ্ঠায় উন্নাসিকতা প্রদর্শন কিংবা বৈরাগ্য সাধন এবং সামাজিক কাজে নিয়োজিত সৎ ও ধার্মিক কর্মীদের বিরোধিতা করা কস্মিনকালেও তাকওয়ার সাথে সহায়ক কিংবা সম্পর্কযুক্ত নয় বরং তা তাকওয়ার পথে বড় অন্তরায়।

খ) যারা মনে করে যে, প্রথমে সব মানুষ দীনদার হয়ে যাবে তখন আপনা থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তারা সঠিক ইসলামী চেতনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। রাষ্ট্রনায়ক রাসূলুল্লাহ [সা] বরং দীনদারদের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সহায়ক এক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেই তাঁর নবুওতী জিন্দেগীর প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

গ) সেক্যুলার রাজনীতি মানুষকে নৈতিকতামুক্ত ও খোদাবিমুখ করে তুলে। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে তখন মানবতার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ [সা] নামাজের তাকিদ দিয়েছেন রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে অশ্লীলতা এবং সকল ধরনের খারাপী থেকে মুক্ত থাকার জন্যে। মুসলমান নামধারী যেসব বুজুর্গ ব্যক্তি নামাজ পড়ে অথচ সেক্যুলার রাজনীতির কোরাস গেয়ে থাকে তাদের উপলব্ধি করা উচিৎ এটা রাসূলের [সা] আদর্শের সাথে চরম বৈপরীত্য প্রদর্শন।

www.pathagar.com

ঘ) শত্রুর মুকাবেলায় উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় ও যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ হচ্ছে ঈমানের অন্যতম, গুরুত্বপূর্ণ এক দাবি। যুগোপযোগী রণকৌশলে পারদর্শিতা অর্জন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং উপকরণ সংগ্রহ তাকওয়ার সাথে কখনও সাংঘর্ষিক নয়। আধুনিক যুগের নির্দোষ উপায়, উপকরণ ব্যবহারের বিরোধিতা করা সঠিক কাজ নয়। বরং জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন হয়ে শত্রুদের মুকাবেলায় অগ্রগামী শক্তি হিসেবে জাতিকে গড়ে তোলা একান্ত ঈমানী দায়িত্ব।

ঙ) ইসলাম বাস্তবে কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আদর্শ মাত্র নয়। বরং এটি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতীকও বটে। ইসলাম একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। এখানে ধর্ম হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈমান ও রাজনীতির উৎস হচ্ছে আল-কুরআন ও সুন্নাহ। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

চ) ইসলামে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ইসলামী রাষ্ট্র একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র যার রাজনীতি ও সংবিধানের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহ। এসব মূলনীতির পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ইখতেয়ার কোন মানুষের হতে নেই।

ছ) ইসলামী আইন ও অনুশাসন কার্যকর করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া দ্বীনের প্রতিষ্ঠা কস্মিনকালেও সম্ভব হতে পারে না।

জ) রাজনীতিতে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা, উপায় ও পন্থার পবিত্রতা সাধন এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতা থাকলে তা স্বার্থপর ও দুনিয়াদারদের নোংরা রাজনীতি থেকে পৃথক ও মর্যাদা সম্পন্ন রাজনীতিতে পরিণত হতে পারে। এই রাজনীতিই আল-কুরআনের রাজনীতি এবং এটাই ছিল রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদের [সা] রাজনীতি। তাই এই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্য প্রধানতম ফরজ। এ ইবাদাত থেকে এড়িয়ে চলা দ্বীনদারীর লক্ষণ হতে পারেনা।

মুহাম্মাদের [সা] রাষ্ট্র শাসনের বৈশিষ্ট্য

ইতোপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে চারিত্রিক পবিত্রতা, রাষ্ট্রপরিচালনার উপায় ও পন্থার পবিত্রতা সাধন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের পবিত্রতা রক্ষা করলে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন তথা কুরআনের নির্দেশিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। আল-কুরআনের রাজনৈতিক নির্দেশনার আলোকে রাসূলের [সা] রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যেসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক) আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব

আল-কুরআনের বহু আয়াত (সূরা-নিসা : ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৮০, ১০৫, আল-আরাফ : ৩, আন-নূর : ৫৪, ৫৫) এবং রাসূলের [সা] অসংখ্য বাণীতে এ মূলনীতি জোরালোভাবে পেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, "আল্লাহ কিছু করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা নষ্ট করো না। কিছু হারাম বিষয় নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

করেছেন, তোমরা তাতে ঢুকে পড়ো না। কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা অতিক্রম করো না। ভুল না করেই কিছু ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা তার সন্ধানে লেগে পড়ো না।" (মিশকাত)

"আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছি, তা গ্রহণ করো, আর যে বিষয় থেকে বারণ করেছি তা থেকে তোমরা বিরত থাকে।"

খ) সুবিচার প্রতিষ্ঠা

বিচারকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে আরম্ভ করে সামান্যতম চৌকিদার পর্যন্ত সকলেরই মানবিক গুরুত্ব সমানভাবে পরিগণিত হবে। মুখ দেখে এক এক জনের জন্য আইনের প্রয়োগ এক এক রকম হবে না। আল-কুরআনে রাসূলকে [সা] এ বিষয়ে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে : "তোমাদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে" (আশশুরা : ১৫)।

রাসূল [সা] বলেন "তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীদের আইনমত শাস্তি দিতো, আর উপর ওয়ালাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিতো। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর মুঠিতে মুহাম্মাদের [সা] প্রাণ নিহিত ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।" (বুখারী)

গ) তাকওয়াভিত্তিক মর্যাদা

বংশ, ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে সকল মুসলমানের অধিকার সমান। মর্যাদার ভিত্তিতে নেতৃত্বে থাকবেন তিনি যিনি অধিকতর মুত্তাকী। সূরা হুজরাত : ১০ আয়াতের সরলার্থ "হে মানবমন্ডলী! এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি। যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে।"

ঘ) কর্তব্যের বিষয়ে জবাবদিহিতা

রাসূল [সা] বলেন, "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে কড়া জবাবদিহি করতে হবে।" হযরত ওমর [রা] বলেন, "ফোরাতের পাড়ে একটি ছাগলছানাও যদি যথাযথ পরিচর্যার অভাবে ধ্বংস হয় তবে আমার ভয় হয়, আল্লাহ আমাকে সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"

ঙ) পরামর্শভিত্তিক শাসন

সূরা আশশূরা : ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হয় পারস্পরিক পরামর্শক্রমে।" হযরত ওমর [রা] বলেন, "পরামর্শ ব্যতীত কোন

www.pathagar.com

খেলাফত নেই।"

চ) কল্যাণকর কাজে আনুগত্য

স্বয়ং রাসূলুল্লাহর [সা] আনুগত্যের ক্ষেত্রেও সূরা মুমতাহিনা : ১২ আয়াতে মারূফের আনুগত্যের শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কোন মারূফ কাজে তারা তোমার নাফরমানী কিংবা অবাধ্যতা করবে না। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, "লা তয়াতা লি মাখলুকিন ফি মায়াসিয়াতিল খালিক।"

(ছ) দীন কায়েমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

এ বিষয়ে সূরা হজ্জ্ব : ৪১ আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেয়া হলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।" সূরা আশশূরা : ১৩ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "দীন কায়েম কর এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না"।

জ) আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার

এ প্রসঙ্গে সূরা আল-মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে : "নেকি ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করো এবং গুনাহর কাজে সাহায্য করো না।" রাসূল [সা] বলেছেন : "তোমাদের কেউ যদি কোন খারাপ কাজ হতে দেখে তবে তার উচিত হাত দিয়ে সেটা ঠেকানো। তা যদি না পারো তবে মুখ বা ভাষার প্রয়োগ করে এই বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করবে। তাও যদি না পারো তখন অন্তর দিয়ে খারাপ জেনে ভিতরে ভিতরে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে।"

ঝ) মজবুত প্রতিরক্ষা

সূরা আনফাল : ৬০ আয়াতে এ বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে "তোমাদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি (সৈন্য বাহিনী) ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া (যুদ্ধ যান) তাদের মুকাবেলার জন্য যোগাড় করে রাখো। এর দ্বারা তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং অন্য এমনসব শত্রুকে যাদের তোমরা চিনো না কিন্তু আল্লাহ তাদের চিনেন।"

ঞ) ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ সংস্কার

রাসূল [সা] আল-কুরআনের নির্দেশনানুযায়ী একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত নবীন ইসলামী রাষ্ট্রটি তিনি গড়ে তোলেন মিরাজের প্রাপ্ত হেদায়েতের ভিত্তিতে, যা দফা ওয়ারী সূরা বনী ঈসরাইলে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ [সা] মানবতার বিকাশ ও মুক্তির জন্য পরস্পরের মাঝে সমাজে বদান্যতা, ভালবাসার প্রচলন এবং পরস্পরের মাঝে বৈষম্যের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই তিনি প্রথমেই উদ্যোগ নেন সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ও অনৈক্য দূর করার।

www.pathagar.com

প্রচলিত বংশগত, গোত্রগত, অবস্থানগত যাবতীয় কারণে সৃষ্ট বৈষম্য ও অনৈক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি ঘোষণা করলেন জন্মগতভাবে মানুষের মাঝে কোন বৈষম্য নেই বরং তারা "উম্মাতাও অহেদার" অন্তর্গত (সূরা বাকারা : ২১৩)। "পারস্পরিক পরিচিতি বিন্যস্ত করার লক্ষ্যে তাদের বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে" সূরা হুজরাত : ১৩। তিনি রাজা-প্রজা, মনিব-ক্রীতদাসের মাঝে বিভেদ দূর করেন। ক্রীতদাস জায়েদকে সম্মানিত কোরেশ বংশের লোকের উপর মর্যাদা দান করেন। অতীতের যাবতীয় বদঅভ্যাস এবং কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার মত সবধরনের কলুষতা থেকে আরববাসীদের চরিত্র সংশোধন করেন। নিরক্ষর নবী [সা] ঘোষণা করলেন, "তালাবুল ইলমি ফারিদা"– মুসলমান নারী-পুরুষের সকলের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ। প্রাক-ইসলাম যুগের ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত মায়ের জাতকে পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ঘোষণা করলেন "মুমিনের সমাজ একটি দেহ সাদৃশ, তার কোন অংগ অসুস্থ হলে সমস্ত শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে"। তিনি সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন করেন।

ট) নাগরিক অধিকার

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক রাসূল [সা] ঘোষণা করেছেন, "খাদিমুল কওমী রঈসুহুম।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ যে বান্দাকে কোন জনসমাজের উপর নেতৃত্ব দান করেন সে যদি অধীনস্থদের সাথে প্রতারণা করে মারা যায় আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশত হারাম করেছেন" (মুসলিম)। এ প্রসংগে আরো শক্ত ভাষায় বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তিই ঈমানদার হতে পারবে না যদি না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে কামনা করে নিজের জন্য।" ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার হিসেবে সুস্থ অবস্থায় অন্নের সংস্থানের জন্য কাজের ক্ষেত্র, এজন্য যথোপযোগী শিক্ষা, উপযুক্ত চিকিৎসা ও অসহায় অবস্থার সম্মুখীনদের জন্য নিরাপত্তার ও আশ্রয় বিধানের তিনি যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন।

সরকার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হলে তা শোধরানোর জন্য তিনি বলেন, "ঐ অবস্থায় শাসকের সম্মুখে সত্য ভাষণ উত্তম জিহাদ।" বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি বলেন, "কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি যদি কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহলে অবশ্যই তোমরা তাকে মান্য করবে।" তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেন এবং সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রতি উদার নীতি পোষণ করেন। সমাজের সর্বস্তর থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে তিনি যাকাত ও সাদাকা ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করেন। সমাজের সর্বস্তর থেকে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, পরস্বাপহরণ সহ যাবতীয়

www.pathagar.com

অপকর্ম দূর করেন।

রাসূলের [সা] প্রজ্ঞা ও মহত্ব

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন অহীর জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত শ্রেষ্ঠতম মানুষ ও সর্বোত্তম রাষ্ট্রনায়ক। আল-কুরআন মানুষকে শেখায় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আর হৃদয়স্পর্শী কথা বলার কৌশল যা রাসূলের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আল-কুলআন বলে দেয় সঠিক কর্মপন্থা, অন্তরে দেয় শক্তি, সাহস, ও হিম্মত। মিথ্যার প্রতিবাদে যুক্তি সহকারে জবাব দানের যোগ্যতা এবং এর মুকাবেলা করার উপযুক্ত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল। দিনের বেলা জিহাদের ময়দানে এবং রাতে রুকু, সিজদা ও সালাতের ভিতর আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তিনি নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তি অর্জন করে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রজ্ঞা, পরম উন্নতি ও অনন্যতা লাভ করেন।

শত্রুরাও তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যের এতই বিমোহিত ছিল যে, মুশরিক আরবদের প্রভাবশালী নেতা আবু সুফিয়ান ও রোম সম্রাট হিরাকেলের দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। তাঁর সহধর্মিনীগণ এক বাক্যে তাঁকে জীবন্ত কুরআন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর গোলাম হযরত আনাসও দীর্ঘকাল খিদমতের কোন এক সময়েও তাঁর নিকট কোন ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের গালি শোনেননি।

প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি এতটা যত্নবান ছিলেন যে সাহাবীগণ পর্যন্ত এই ভয়ে ভীত থাকতেন, না-জানি তাদের ওয়ারিশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কাফির চাচাদেরও তিনি পিতার মত শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি বলেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" শরাব, নারী, ব্যভিচার ও পাপাচারে নিমজ্জিত একটি জাতির মাঝ থেকে নিজেকে পুত পবিত্র রেখে তিনি ঐ সমাজের একদল মানুষকে, সেই অত্যাচার ও নির্যাতনের সামাজিক আগুনের মাঝে পুড়িয়ে খাঁটি সোনার মত করে নতুন বিপ্লবের উপযোগী চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলেন। তাইতো মক্কা বিজয়ের পর দশ লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক এলাকার অধিপতি হয়েও তিনি স্বীয় জুতা ও কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। তিনি কখনও কটুভাষী ছিলেন না। সাথীদের নিকট সর্বদাই তিনি ছিলেন নরমদিল এবং আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী। আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা সম্বলিত কর্ম তৎপরতার কিছু নমুনা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

ক) নবুয়্যাত প্রাপ্তির পরপরই তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে প্রকাশ্য কোন দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে একদল লোক বাছাই, তাদের প্রশিক্ষণ দান ও সুসংগঠিত করার জন্য দারুল আরকামকে প্রশিক্ষণালয় হিসেবে বেছে নেন।

খ) শক্তিশালী কুফফার ও মুশরেকী শক্তির মোকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে

www.pathagar.com

রাখার তাকিদে সমর্থক জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য জোর দাওয়াতী কাজে ঈমানদারদের উৎসাহিত করেন।

গ) মক্কায় দাওয়াতী কর্মতৎপরতায় কিছুটা স্থবিরতা আসার সাথে সাথেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শহরে ও বিভিন্ন জনসমাবেশের স্থলে ইসলামের প্রচারণা চালানো বৃদ্ধি করেন এবং কিছু কিছু কর্মীদের বিভিন্ন নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।

ঘ) মদীনায় সমর্থকদের একটা দল সংগঠিত হবার পর পরই তিনি সেখানে হিজরত করেন, আনসার-মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মুহাজিরদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করেন এবং একটি স্বস্তির আশ্রয় গড়ে তোলেন।

ঙ) মদীনায় মুসলমানদের স্থানীয় বিধর্মীদের চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতী ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মদীনার মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের লোকদের স্ব স্ব মত ও পথ অনুযায়ী শান্তিতে স্বীয় অধিকারসহ এক অভিন্ন জাতিরূপে একটি কমনওয়েলথ গঠন করে রাষ্ট্রিক ঐক্যে আবদ্ধ করেন মদীনার সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে। বিশ্বে সর্বপ্রথম একটি লিখিত আর্ন্তজাতিক চুক্তি হিসেবে এই সনদ চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

চ) ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুজাহিদকে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ অবস্থায় বিশাল মুশরিক বাহিনীর মুকাবেলায় সামনাসামনি পেশ করা হয়। রাসূল [সা] ময়দানের যে দিকে সৈন্য সমাবেশ করেন তাতে তিনি পরিবেশগত বড় ধরনের আনুকূল্য লাভ করেন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহর [সা] এক বিরাট প্রজ্ঞার পরিচায়ক এ ছাড়াও ঐ সময় ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ না করে সরাসরি অস্ত্র সুসজ্জিত বাহিনীর মুকাবেলা করা, লক্ষ্যস্থলের দিকে সরাসরি গমন না করে ভিন্নমুখী হয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছানো– এসব ঘটনার মাঝে তাঁর বিজ্ঞ রণকৌশলের পরিচিতি প্রকাশ পায়। ঐ সময় তিনি মদীনায় অবস্থানরত মুসলমানদের নিরাপত্তার বিষয়েও সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ছ) উহুদ যুদ্ধের সময় দুই পাহাড়ের মাঝের গিরিপথ রক্ষার জন্য পাহারাদার নিয়োগের মধ্যেও তাঁর রণকৌশলের বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়।

জ) চতুর্থ হিজরী সালে বনু নাজির গোত্রের কপটতা উদঘাটন এবং তাদের মদীনা থেকে বহিষ্কারের ঘটনাও অনুরূপ একটি সামরিক ও সামাজিক প্রজ্ঞার উদাহরণ।

ঝ) হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ইসলামের বিজয়ের একটি উজ্জ্বল মাইল ফলক। রাসূলুল্লাহর [সা] পরমত সহিষ্ণুতা, উদারতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর হিসেবে এ চুক্তি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।■

www.pathagar.com

নারী জাতির মহান রক্ষক মহানবী [সা]

হাফেজা আসমা খাতুন

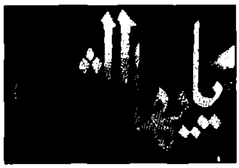

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ মানব, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব, মানবতার মুক্তিদূত। নারী-মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নারী জাতির কত বড় রক্ষক ছিলেন তা তাঁর একটি সহীহ হাদীস থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। নারীর অধিকার সম্পর্কিত এরূপ অসংখ্য হাদীস বিভিন্ন সহীহ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এরূপ একটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত করছি।

সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ বিন ওমর [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, সাকাফী গোত্রের গাইলান ইবনে সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন : তুমি এদের মধ্য থেকে চার জন্য বিবিকে রেখে বাকী ছয় জনকে পরিত্যাগ করো। গাইলান রাসূল [সা]-এর নির্দেশ মতো ৬ বিবিকে তালাক দিয়ে ৪ বিবিকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেন। আমাদের জেনে রাখা ভাল, ইসলাম বিয়ের সংখ্যা বাড়ায়নি। বরং সীমিত করেছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে পুরুষেরা যতো ইচ্ছা ততো বিয়ে করত। ইসলাম ৪ জনের অধিক স্ত্রী রাখা হারাম ঘোষণা করেছে। আবার ৪ জনের সংগে ইনসাফ করতে না পারলে একজনই রাখার জন্য কুরআন ঘোষণা দিয়েছে।

গাইলান ইবনে সালামা [রা] ওমর বিন খাত্তাবের [রা] খিলাফত কালে

www.pathagar.com

নিজের চার বিবিকে তালাক দিয়ে নিজের সমস্ত সম্পদ নিজ চাচাদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

হযরত ওমর [রা] এ খবর পেয়ে গাইলানকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমার মনে হয় শয়তান উপরে উঠে তোমার মৃত্যুর খবর শুনে এসে তোমাকে বলেছে, তুমি আর কয়দিন মাত্র বেঁচে থাকবে। এ জন্যে তুমি তোমার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তোমার বিবিদের তালাক দিয়ে সমস্ত সম্পদ নিজের বাপের ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছ। আল্লাহর কসম! তোমাকে তোমার বিবিদের ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ভাগ করে দেয়া অর্থ সম্পদ ফেরৎ নিতে হবে। নচেত আমি নির্দেশ দিয়ে তোমার বিবিদের তোমার উত্তরাধিকারী করে দেবো। আর হুকুম দেব যেভাবে আবু রিগালের কবরের উপর পাথর মারা হয়েছিল, সেভাবে যেনো তোমার কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়। [মুসনাদে আহমদ]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনে উত্তরাধিকারের অংশ নারী-পুরুষ, স্বামী, স্ত্রী, পিতামাতা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন যার যা প্রাপ্য তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নবী করীম [সা] এবং তাঁর সাহাবীগণ আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরাধিকারের সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করতেন।

তার মধ্যেও কারো কারো মনে জাহেলী যুগের মনমানসিকতা বর্তমান থাকতে পারে। যারা নারীদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করার সুযোগ নিতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গাইলান ইবনে সালামা [রা]। তিনি ছিলেন নি:সন্তান। তাই তার বয়স হলে মনে করলেন যে, আমার সম্পদ নারী জাতি স্ত্রীদের না দিয়ে [স্ত্রীরা অন্য গোত্রের মেয়ে সেটাও ভাবা অস্বাভাবিক নয়] বরং বাপের ভাই চাচা, যার সাথে তাঁর রক্তের সম্পর্ক, তাদের দিয়ে যাওয়াই ভাল। এই মনে করে তিনি বয়স হলে মৃত্যুর আগে ৪ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। যাতে তার স্ত্রীরা স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী না হতে পারে।

ইসলামের খলিফা তখন ওমর [রা]। তিনি এই খবর পেয়ে গাইলান ইবনে সালামাকে ডেকে পাঠান এবং তার উপর এই নির্দেশ জারী করেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে উত্তরাধিকারের যে অংশ নির্ধারিত করেছেন তা থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার কোন মুসলমানের নেই। যদি কেউ কাউকে নারী হোক, পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক বা স্বামী হোক, ভাই বোন, বাবা মা যেই হোক উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে– তা ইসলামের দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহের কাজ। এর জন্য কাল কিয়ামতে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এরূপ অপরাধ যদি কেউ করে তবে ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে যেন বঞ্চিত উত্তরাধিকারকে তার প্রাপ্য সম্পদ দিয়ে দেয়া হয়।

পাথর মারার শাস্তি আল্লাহর অভিশপ্ত ব্যক্তিদের দেয়া হয়ে থাকে। এ হাদীস থেকে জানা গেল, নারী হোক আর পুরুষ হোক, ভাই-বোন, ছেলেমেয়ে কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা অভিশপ্ত কাজ।

www.pathagar.com

আবু রিগাল ছিল জাহেলিয়াতের যুগের এক ব্যক্তি, যে আবরাহাকে কাবা আক্রমণে সহযোগিতা করেছিল। আবরাহা যখন কাবা ঘর ধ্বংস করতে তার হস্তি বাহিনী নিয়ে এসেছিল, তখন এই মালাউন [অভিশপ্ত] ব্যক্তিটি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। এ জন্যে এ অভিশপ্ত ব্যক্তির কবরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণ এবং রাসূলুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র নারীর জন্য কত বড় রক্ষক ছিল যে, স্ত্রীদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে গাইলান ইবনে সালামা [রা]-কে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা ওমর [রা] তাঁর স্ত্রীদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং স্ত্রীদের প্রাপ্য সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ জারী করেছিলেন। অন্যথায়, অভিশপ্ত আবু রিগালের মতো তার কবরেও পাথর নিক্ষেপ করার শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন। কাজেই আমরা আজও বিশ্বাস করি যে, ইসলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের খোদাভীরু, কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে অভিজ্ঞ সৎ শাসকদের কাছেই নারীরা তথা সমগ্র অধিকার বঞ্চিত মানুষেরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে পারে।

অন্যথায় নারী দিবসে নারীরা ক্যাপ মাথায় দিয়ে মিছিল করে, মোটর সাইকেল র‌্যালী করে, ছেলেমেয়েরা একত্রে নৃত্য করে, গান করে, রেল ড্রাইভার, বাস ড্রাইভারের চাকুরি করে, নারী তার প্রকৃত দায়িত্ব সন্তানকে সুশিক্ষা দেয়া, প্রকৃত নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা, স্বামী, সন্তান, সংসারের দায়িত্ব অবহেলা করে নারী তার মা হিসেবে কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং প্রকৃত নারী হিসেবে নারীর মর্যাদা কোন কালেই ফিরে পাবে না।

বাংলাদেশে কি বেকার পুরুষ নেই? নারীরা পুরুষের কাজ কেন করতে যাবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া, আর্থিক অভাব অনটন ছাড়া? কোন দুঃখে? নারী যেখানে যে দেশেই পুরুষের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে, নিজ দায়িত্ব অবহেলা করে, সেখানেই নারী ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যাদের সন্তান বড় হয়েছে, সেখানে নারীকে সাহায্য করার মতো ঘরে লোক রয়েছে। যাদের ছোট ছোট সন্তান নেই তারা প্রয়োজনে বাইরে কাজ করতে পারে। পুরুষের কাজ করা নারীদের জন্য গর্ব নয়। তাহলে পুরুষদের ও তো গৃহে সন্তান প্রতিপালন, রান্না বান্না, ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে গর্ব করা উচিত। যদি তা না হয়, তাহলে নারীদের তার নিজস্ব কাজেই সম্মান বোধ করা উচিত।

পুরুষের কাজ করে নারী সমাজে-পরিবারে সম্মান অর্জন করতে যাবে কোন দুঃখে? নারী কি ঘরে ব্যস্ত নয়? নারীর গৃহের বহুমুখী দায়িত্ব, সন্তান গর্ভে ধারণ করা, সন্তান প্রসবের জীবন মরণ কষ্ট, সন্তানের স্তন্য দান, সন্তানের সুষ্ঠু লালন পালন, গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিবারের সদস্যদের সুষম, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা করা, মেহমানদারী এগুলো একজন নারীকে এককভাবেই সম্পাদন করতে হয়।

এরপর নারীর পক্ষে বাইরে পুরুষের কাজ করা এটা যে একজন নারীর জন্য শাকের উপর বোঝার আটি বৈ কিছু নয়– একথাটা নারী স্বাধীনতার মিথ্যা বুলির প্রবক্তারা, নারী স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা একেবারেই বুঝেন না, তা নয়।

www.pathagar.com

আসলে মুসলমান নারীদের ঘর থেকে বের করে পাশ্চাত্যের পরিবারিক ব্যবস্থা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে নারীরা পুরুষের কাজ করতে যেয়ে, সেভাবেই এ দেশের একশ্রেণীর এনজিও মুসলমানদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য, মুসলমানের পরিবার স্বামী স্ত্রীর মাঝে শান্তি বিনষ্ট করার জন্য এবং পিতা-মাতা শূন্য ঘরে মুসলমান সন্তানদের চরিত্র, মনমানসিকতা সবকিছু ধ্বংস করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে দেশী বিদেশী ইসলামের দুশমনরা কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা বড় চক্রান্ত হচ্ছে, মুসলমান ঘরের মেয়েদের পর্দা নষ্ট করা, তাদেরকে নারী স্বাধীনতার নামে পুরুষের কাজে নিয়োজিত করা।

এসব চক্রান্ত সম্পর্কে মুসলমান ঘরের মেয়েদের সতর্ক হতে হবে। ইসলামের এসব দুশমনদের চক্রান্তে জড়ানো যাবে না কিছুতেই নারীদের। মুসলমান ঘরের মেয়েদের যদি সন্তানরা বড় হয়ে থাকে, ঘরে তাদের কোন কাজ না থাকে, চাকর বাকর কাজের মানুষরাই সব কাজ করে, তবেই একমাত্র মুসলমানদের ঘরের নারীরা বাইরের কাজে অংশ নিতে পারেন।

কিন্তু নারীদের বাইরের কাজগুলো হবে নারীদের উপযোগী। যেমন, নার্সিং বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা এবং শিক্ষকতায় নারীরা অংশ নিতে পারে, নারীদের নিয়োজিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রগুলো যেমন নারীদের জন্য উপযোগী তেমনি এসব ক্ষেত্রে নারীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন।

নারীদের যদি বাইরে চাকুরী দিয়ে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়, তাহলে ৬৪ হাজার প্রাইমারী স্কুলের চাকুরী শুধু মেয়েদের জন্যই নির্ধারিত করা হোক। মেয়েদের জন্য আলাদা মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল নির্মাণ করে মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে নার্স, মেয়ে আয়াদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হোক। মহিলা ভার্সিটি আলাদা করে উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের সেখানে নিয়োগ দেয়া হোক। তাহলে মেয়েরা নিরাপত্তা সহকারে তাদের বাইরের কর্মক্ষেত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে।

পুরুষের উপযোগী কাজে বেকার পুরুষদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের নিয়োজিত করা হোক। তাতে দেশে বেকার যুবকদের সংখ্যা কমবে। কোন পুরুষের উপযোগী কাজে মেয়েদের নিয়োগ দেয়ার মানে হচ্ছে, দেশে আরও বেকার পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এ ব্যাপারে সরকার, সমাজ সচেতন, ইসলাম সচেতন সকল নারী-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে মেয়েদের অনুপযুক্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সেখানে বেকার পুরুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করছি।

ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় নেই কোন গোঁড়ামী, নেই কোন বাড়াবাড়ি। কিন্তু যে সমস্ত কাজে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় সেসব কাজে ইসলাম কখনো অনুমতি প্রদান করে না মেয়েদের।

নারী নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, নারীর জন্য সম্মানজনক, নারীর উপযোগী কাজে নারীকে অবশ্যই নিয়োজিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামের নবী, মানবতার নবী [সা] নারী জাতির প্রতি যে সম্মান, যে মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন, সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাড়ে চৌদ্দশত বছরের মধ্যে অন্য কোন জাতি, অন্য কোন দেশ, অন্য কোন ধর্ম সে সম্মান, সে মর্যাদা, সে অধিকার নারী জাতিকে দিতে পারেনি।

তাই আজ সাড়ে চৌদ্দশত বছর পরেও পাশ্চাত্যের নির্যাতিতা, অধিকার বঞ্চিতা নারীরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে, ইসলামের ন্যায়, ইনসাফপূর্ণ বিধানের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা দেখে।

কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে আল্লাহর রাসূল [সা] নারীর যে সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন, পাশ্চাত্য এবং প্রতিবেশী দেশ অজ্ঞতাপ্রসূত হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে তা থেকে সবক [শিক্ষা] নিতে পারে।

পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে মহানবী [সা] থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি সাহাবী আবী উমামা [রা] বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলকে [সা] জিজ্ঞেস করলো : সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার কি? রাসূল [সা] উত্তর দিলেন : তারা তোমার জান্নাত, আবার তারাই তোমার জাহান্নাম। [ইবনে মাজা]

এর মানে হচ্ছে, যদি পিতামাতার অধিকার আদায় করো, তাদের সঠিক সেবাযত্ন করো তবে তোমরা জান্নাতের হকদার হবে। আর যদি তাদের অধিকার না মানো, অধিকার আদায় না করো তবে জাহান্নাম হবে তোমার স্থান।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, পিতা অপেক্ষা মায়েদের মর্যাদা অনেক। কারণ কুরআন পাকে বাবা মার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দানের সাথে সাথেই গর্ভাবস্থায়, শিশুর দুগ্ধ দানে, শিশুর লালন-পালনে মায়ের যে সমস্ত কষ্ট, কঠিন দুঃখ ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করতে হয়, সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত হাদীসটি থেকেও মায়ের বিরাট হকের কথা জানা যায়।

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইয়েমেন থেকে পিঠে বহন করে হজ্জ করিয়েছি। মাকে আপন পিঠে করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিয়েছি। সাফা মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করেছি, তাকে বহন করে আরাফাতে গিয়েছি, আবার সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে মুযদালিফায় এসেছি, মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করেছি। আমার মা যারপর নাই বৃদ্ধা। চলন-শক্তি একেবারে রহিত। তাকে পিঠে বহন করেই এ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করেছি। আমি কি মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি?"

রাসূল [সা] উত্তর করলেন : না তাঁর হক আদায় হয়নি। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন : কারণ তোমার মা তোমার শৈশবে তোমার জন্য এ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন এ আশা নিয়ে যেন তুমি বেঁচে থাকো। আর তুমি তোমার মার জন্য যা কিছু করেছো তা এই আশা নিয়ে করেছো যে তিনি মরে যাবেন।

www.pathagar.com

সুবহানাল্লাহ! মায়ের প্রতি এ সম্মান, এ অধিকার, এ শিক্ষা আল কুরআনের বাস্তব প্রতিষ্ঠাতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত বিশ্বের কোন দেশে, কোন যুগে, কোন ধর্মবেত্তা, কোন মহামনীষী দিতে পেরেছেন? তা আজকের ইসলামবিদ্বেষী তথাকথিত নারী অধিকারের প্রবক্তাদের কাছে জানতে পারি কি?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" এ সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, জাহিমার পুত্র মুয়াবিয়া [রা]। তিনি বলেন, আমার পিতা জাহিমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যেতে চাই। আপনার পরামর্শ নেয়ার জন্য হাযির হয়েছি [আপনি কি হুকুম করেন?]।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি বেঁচে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে তুমি গিয়ে তাঁর খেদমতে লেগে থাকো। তোমার জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে। [মুসনাদে আহমদ]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, তাঁর মা বেঁচে আছেন এবং তাঁর মা খুবই বৃদ্ধা এবং অক্ষম হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় মা পুত্রের খেদমতের খুবই মুখাপেক্ষী। কিন্তু পুত্রের জিহাদে অংশগ্রহণের বড়ই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। তাই নারী-দরদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তোমার জিহাদের ময়দান তো তোমার ঘরেই বর্তমান। যাও, তোমার মায়ের অকৃত্রিম খেদমতে নিজকে নিয়োজিত করো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মহান শিক্ষার ফলেই মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারী কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে আলোকিত ছেলে মেয়েরা এবং ইসলামী সংগঠনের ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি এতো শ্রদ্ধাশীল যে, তারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং পরম আদর যত্নে লালন পালন করে থাকে এবং বৃদ্ধ পিতামাতার এতটুকু কষ্ট না হয়, সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখে, বৃদ্ধ পিতামাতার দোয়া পাবার প্রত্যাশায়। এসব কুরআন সুন্নায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য আল কুরআনে আল্লাহ পাকের শেখানো দোয়ায় পিতামাতার জন্য সবসময় দোয়া করতে থাকে এই বলে, রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা। অর্থাৎ– "হে আমাদের প্রভু, প্রতিপালক! তুমি আমাদের বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি তেমনি করে দয়া কর, যেমন করে আমাদের পিতামাতা আমাদেরকে ছোটবেলায় দয়া করে লালন পালন করেছেন।" [সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষার ফলেই মুসলিম দুনিয়ায় বার্ধক্যে পিতামাতারা সন্তানের কাছে পরম যত্নে, সসম্মানে বার্ধক্যে জীবন অতিবাহিত করেন। যেখানে বিশাল দেশ চীনে বার্ধক্যে চীনা পিতামাতারা সন্তানের অবহেলাজনিত কারণে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন এবং সভ্যতার দাবিদার পাশ্চাত্যে বৃদ্ধ পিতামাতার খবর অনেক সন্তানেরাই রাখে না এবং এসব হতভাগা বৃদ্ধ পিতামাতারা বার্ধক্যে নার্সিং

www.pathagar.com

হোম বা বয়স্কদের জন্য old home-এ জীবন অতিবাহিত করেন বা নিজের প্রিয় কুকুর বিড়ালের সংগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমগ্র মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ, আল কুরআনের অনুসারী মুসলমানদের এবং তাদের দীন ইসলামের প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করে বা হিংসা বিদ্বেষ করে ইসলাম ও মুসলমানের যত না ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ জাতিসমূহ– একথা অবধারিত সত্য।

কেননা ইসলাম আল্লাহর দেয়া একটি সার্বিক কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা কোনকালে ধ্বংস হবে না। বরং যারা ধ্বংস করতে চাইবে তারাই ধ্বংস হবে।

আর আমাদের দেশেও যারা ইসলামকে 'মৌলবাদ' বলে এবং ইসলামের অনুসারীদের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে নিজেদের প্রগতিবাদের ধ্বজাধারী বলে প্রমাণ করতে চায়, তারা ইসলামের মহান শিক্ষার অভাবে স্বামী সন্তানের কাছে কতখানি সম্মান, মর্যাদা পেয়ে থাকেন, তা আমাদের জানা আছে। লাগামহীন জীবন যাপনের মোহে অন্ধ হয়ে মুসলমান হয়েও ইসলামের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা বা দূরে থাকা কোন মুসলমান নামধারী পিতামাতা, সন্তান কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে না। কারণ আল কুরআনের সত্য, শাশ্বত, সুন্দর, কল্যাণকর জ্ঞানের অভাবে না তারা নিজেরা কিছু পান, না সন্তানদের কিছু দিতে পারেন। ফলে দুনিয়াতেই এসব পিতামাতা, সন্তান সকলেই বঞ্চনার শিকার হন। আখেরাতে এরা কি পাবে আল্লাহ ভাল জানেন। যেহেতু আখেরাতের প্রতি কোন সঠিক ধারণাই নেই এসব দুনিয়া-পূজারীদের, অথচ মৃত্যুকে তো অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই। কাজেই এসব দুনিয়া-পূজারীদের, এসব তথাকথিত নামসর্বস্ব প্রগতিবাদীদের ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের বিদ্বেষ, তাদের বর্বরতা ক্ষমার অযোগ্য। এর ফল হবে এই যে, দুনিয়াতেই তারা ভোগ করবে লাঞ্ছনা অপমান, আখেরাতে কঠোর শাস্তি।

ইসলামের নবী, মানবতার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতির কত সুমহান রক্ষক ছিলেন তা আমরা দেখেছি। এবার আসুন আমরা দেখি তিনি স্ত্রীদের কিভাবে সম্মান দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস ইবনে আব্বাস [রা] বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। আর নিজ স্ত্রীদের কাছে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" [ইবনে মাজা]

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছেন, মুসলমান স্বামীরা যেন ঘরে স্ত্রীদের সংগে উত্তম ব্যবহার করে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, স্বামীর ভাল মন্দের গ্যারান্টি হচ্ছে তার স্ত্রী। যে স্ত্রী তার স্বামী সম্পর্কে ভাল বা উত্তম বলে গ্যারান্টি দেবে, সেই স্বামী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু যে উপদেশ দিতেন তা নয়, তিনি যে উপদেশ দিতেন সাহাবীদের, তিনি নিজে তা অতি উত্তম আদর্শনীয়ভাবে পালন করতেন।

তাই তিনি যখন বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে, নিজের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। একথা বলার সাথে সাথে তিনি সাহাবীদের বলে দিলেন যে, তিনি নিজ স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম।

রাসূল [সা] ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনবতী ব্যবসায়ী মহিলা বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন। রাসূল [সা] ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত পান। নবুওয়াতের দশম বছরে বিবি খাদিজা ইনতিকাল করেন। বিবি খাদিজা দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। রাসূল [সা] ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ৬৫ বছর বয়সের একজন বৃদ্ধা মহিলা বিবি খাদিজাকে [রা] নিয়ে তাঁর যৌবনের সময় অতিবাহিত করেন। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর এবং মদীনায় হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত বিয়ে সংঘটিত হয়, তার বেশীর ভাগ বিয়ে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আগত বিভিন্ন গোত্রপতিদের কন্যাদের সম্মান প্রদান এবং অনেকের প্রতি নবীজীর [সা] সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কোন স্ত্রীর কোনদিন কোন অভিযোগ ছিল না নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে, তিনি কোন স্ত্রীর সংগে আচরণে ব্যবহারে বৈষম্য করেছেন।

এজন্যেই পুরুষদের যখন উপদেশ দিলেন যে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম তৎসঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, আমি নিজ স্ত্রীদের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রী ছিলেন বিধবা। বিবি আয়েশাই [রা] ছিলেন একমাত্র কুমারী মেয়ে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীর ঘরে দু'রাত কাটাননি। সব স্ত্রীর ঘরেই সমানভাবে রাত কাটাতেন বা সমানভাবেই দিন কাটাতেন।

এ সম্পর্কে হযরত আয়েশার [রা] মুখ থেকে আমরা জানতে পারি। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কাছে থাকার ব্যাপারে এবং তাদের অন্যান্য অধিকারের বিষয়ে ন্যায় ও সুবিচার করতেন। তিনি দু'আ করতেন : "হে আল্লাহ! এ ন্যায় বিভাজন তো আমি করতে পারি; কিন্তু অন্তরের ভালবাসা আমার নাগালের বাইরে। তাই আমি কোন স্ত্রীর সাথে যদি অধিক ভালবাসার সম্পর্ক রেখে থাকি; তাহলে তুমি আমার হিসাব নিও না।" [আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ]

ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগে যে নারীদের সম্মান, মর্যাদা, অধিকার বলতে কিছু ছিল না, স্ত্রীদের ইচ্ছা মতো যত ইচ্ছা ততো স্ত্রী ভোগ করেছে পুরুষ, ইচ্ছা মতো তালাক দিয়েছে, ইচ্ছা মতো হাটে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে; ইসলাম পরবর্তী রাসূলের যুগে স্ত্রীরা স্বামীর কাছে সম্মানের পাত্রী হন। শুধু তাই নয় স্ত্রীরা হন স্বামীর ভাল মন্দের গ্যারান্টিদাতা। যে স্বামী স্ত্রীর কাছে উত্তম বলে বিবেচিত হবে, সেই স্বামী আল্লাহ এবং রাসূলের কাছেও উত্তম বলে বিবেচিত হবে। সুবহানাল্লাহ! ইসলাম ছাড়া, ইসলামের নবী

www.pathagar.com

[সা]-এর পরে, কোন দেশে, কোন গোত্রে, কোন ধর্মে নারী এ মর্যাদা পেয়েছে কেউ বলতে পারেন কি? সেই ইসলামকে নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ নারীবাদীরা নাক সিটকান মৌলবাদ বলে, সাম্প্রদায়িক বলে। অজ্ঞতা, মূর্খতা আর কাকে বলে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যে স্ত্রীদের ঘরে যেতেন তাঁকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। এ সম্পর্কে সাহাবী আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ [রা] বলেন, আমি একদিন আয়েশাকে [রা] জিজ্ঞেস করলাম, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকতেন তখন তিনি কি করতেন? তিনি জবাব দেন, তিনি ঘরের বিবিদের কাজে সাহায্য করতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো তখন মসজিদে চলে যেতেন। [বুখারী]

এভাবে নবী করীম [সা] ছিলেন সর্বোত্তম স্বামী। যার আদর্শ অনুসরণ করে আজও প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি স্বামী স্ত্রী শান্তির আবেহায়াত পান করতে পারেন।

জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পিতার মুখ কালো হয়ে যেত। তখন কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া ছিল পিতার জন্য লজ্জাজনক। তখন কোন কোন পিতা ক্রোধে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করত।

ইসলাম পরবর্তী যুগে আল্লাহর রাসূল বললেন, যে পিতা একটি, দুটি, তিনটি কন্যা সন্তান সন্তুষ্ট চিত্তে লালন পালন করে সুশিক্ষা দিয়ে, দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে, সে পিতা এবং আমি জান্নাতে পাশাপাশি গমন করবো। তিনি আরও বলেছেন, কন্যা সন্তান হবে তোমার জান্নাতের উসিলা জাহান্নামের বাধা।"

জাহেলী যুগে যে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো, ইসলাম পরবর্তী যুগে, রাসূলের সুসংবাদের বাণী শুনে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পিতা খুশীতে বাগ বাগ হতো। এ ভেবে যে, কন্যা সন্তানের উসিলায় পিতা জান্নাতি হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশাপাশি সাথী হয়ে জান্নাতে যাবে।

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষার ফলে কন্যা সন্তানের জীবন রক্ষা পায়।

আমার এক ফুফাত ভাইয়ের ছেলে মেজর, আর্মি অফিসার। কিন্তু সে একজন প্রাকটিসিং মুসলিম। সেও মহানবী [সা]-এর বাণী জানত। কুরআন এবং সুন্নাহর উপরে সে পড়া-শুনা করেছে। তার যখন একটি মেয়ে হয় তখন সে আমাকে বলে, ফুফু আম্মা, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমাকে যেন আল্লাহ তায়ালা ৩টি কন্যা সন্তান দান করেন। মহানবী [সা] ছিলেন জাহেলী যুগের নিষ্পাপ কন্যাশিশুর জীবন রক্ষক। তার এ শিক্ষার ফলেই মুসলিম দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন কন্যা সন্তান হত্যার ঘটনা নেই। শিশু কন্যা এবং নারীদের কত বড় রক্ষক ছিলেন মহামানব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অথচ আজকের সভ্য দুনিয়ার সভ্যতার দাবীদার সুশীল সমাজের চোখের সামনে প্রতিবেশী দেশ ভারতে নির্বিচারে কন্যা সন্তান হত্যা করা হচ্ছে। কন্যা শিশুর ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বৃটেনের অন্যতম মেডিকেল জার্নাল 'ল্যানসেট'-এ এ বিষয়ে একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছে। জরিপটি করেছে ভারত ও কানাডার এ যৌথ বিশেষজ্ঞ দল। জরিপে বলা হয়েছে, প্রতি বছর ভারতে কম করে ৫ লক্ষ কন্যা ভ্রূণ গর্ভপাত করে নষ্ট করে দেয়া হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিগত বিশ বছরে ১ কোটির বেশী কন্যা ভ্রূণকে বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

বৃটেনের ওই মেডিকেল জার্নালে আরও বলা হয়েছে, ৬ সদস্যের এই বিশেষজ্ঞ দল 'নারীর উর্বরতা' সম্পর্কে ভারত সরকার ৬০ লক্ষ মানব মানবী ও ১১ লক্ষ পরিবারের উপর যে জাতীয় জরিপ চালিয়েছে তার পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে।

এ গবেষণা কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন একজন প্রবাসী ভারতীয় প্রভাত ঝাঁ। এই কাজে তার সহযোগী ছিলেন ভারতের চণ্ডিগড়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট অব মেডিকেল এডুকেশন এণ্ড রিচার্স-এ কর্মরত রাজেশ কুমার।

প্রভাত ঝাঁ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ভারতে লিঙ্গহারের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা আগামী বছরগুলোতে জনসংখ্যা বিন্যাসে ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে। এর ফলে বহু ভারতীয়কে অবিবাহিত থাকতে হবে। সেই সংগে সামাজিক পরিস্থিতির অবনতি এবং এইচ আইভি-এইডস-এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, চীনে দীর্ঘদিন ধরে "এক পরিবার এক শিশু" নীতি চালু রয়েছে, তাই পুত্র সন্তানের আকাঙ্খী দম্পতিরা জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুরুষ শিশুকেই বেছে নিচ্ছে। ফলে এই মুহূর্তে চীনে ৪ কোটি পুরুষ বিবাহের জন্য নারী পাচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ভারতের কয়েকটি প্রদেশে শুধু ভ্রূণ হত্যা নয়, কন্যাশিশু জন্মালে দাই-এর মাধ্যমে বা অন্য পদ্ধতিতে তাকে হত্যা করার প্রথা চালু রয়েছে। ইদানীং কয়েকটি গোষ্ঠী এই প্রথাকে আইনগত অপরাধ মনে করলেও পাপ বলে মনে করে না। ফলে নিজ সম্প্রদায় বা গ্রামের মানুষের পূর্ণ সহযোগিতায় এই নবজাত কন্যা শিশু হত্যা চলে আসছে। ভারতের রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু গোষ্ঠির মধ্যে নবজাত কন্যাশিশু হত্যার মর্মান্তিক প্রথা চালু রয়েছে।

অবস্থা এমন করুণ এবং ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রদেশে বিয়ের জন্য সহজে নারী পাওয়া না যাওয়ায় পরিবারে 'দোপদী' প্রথা চালু হয়েছে। পরিবারের বড় ভাই বিয়ে করলে অন্য ভাইয়েরা আর বিয়ে করছে না। বৌদিকেই দেবরদের যৌন প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে। গ্রাম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়টিকে কেউ আর ইদানীং বিসদৃশ্য বলে মনে করে না। বর্বরতা আর কাকে বলে!

মহানবীর [সা] বাণী এবং আল কুরআনের মহান শিক্ষা ছাড়া ভারতের এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির আর কোন বিকল্প নেই। ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগের কন্যা সন্তান হত্যা আল-কুরআনের শিক্ষার ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাত্ত বাণীর আহ্বানে কন্যা সন্তানের জীবন রক্ষা পায়।

www.pathagar.com

জাহেলী যুগে যখন কন্যা সন্তান হত্যা করা হতো, আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করেছেন এই বলে যে–

"তোমরা দারিদ্র্যের আশংকায় সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও দেব।"

আল-কুরআনে আল্লাহ পাকের এ আদেশ বাস্তবায়নে নারীর রক্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কন্যা সন্তান হবে তোমার জান্নাতের উছিলা এবং জাহান্নামের বাধা।"

কন্যা সন্তান হত্যার পাশাপাশি ভারতে দেবদাসী বলী দেয়া হচ্ছে প্রতি বছর এক হাজার দেড় হাজার করে।

এসব খবর বুশ সাহেব এবং তার সুযোগ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজারাইস রাখেন কি? ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা কি ভারতের এসব কন্যা শিশু এবং দেবদাসী হত্যাযজ্ঞের খবর রাখেন না?

এসব হত্যাকাণ্ড যদি কোন মুসলিম দেশে, ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশে ঘটতো তবেই শুধু যে মিডিয়ার মাধ্যমে সাড়া দুনিয়ায় প্রচারিত হতো তা নয় বরং মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে সাড়া দুনিয়া ঝাঁপিয়ে পড়তো মুসলিম দেশের উপর।

ভারতে এত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, আমেরিকা, ইউই, ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া, চীন কেউ টু শব্দটি করছে না। আর বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ছিঁটে-ফোটা ঘটনা কোথাও ঘটে গেলে দুনিয়া জুড়ে হৈ চৈ পড়ে যায়।

সমগ্র মানবজাতির জন্য স্রষ্টা প্রেরিত আল কুরআনের শিক্ষা ইসলামের ছায়াতলে যতদিন ভারত ও চীনের জনগণ আশ্রয় না নেবে ততদিন, সে দেশের কন্যা সন্তানের জীবন এভাবেই নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস হতে থাকবে। আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মেয়েরা দেবদাসী নামে বলীর শিকার হতেই থাকবে।

যে দেশে কন্যা সন্তান কমে যায়, পুরুষ বেড়ে যাবে, সে দেশে নারীর অভাবে এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অভাবে পুরুষেরা সমকামিতায় লিপ্ত হবে। যার উদাহরণ, বর্তমানে পাশ্চাত্যে সমকামিতা আইন করে পাশ করা হয়েছে।

এ ধরনের সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল অতীতে লূত [আ] জাতি। আল্লাহ তায়ালা ঐ জাতির উপর আকাশ থেকে অগ্নি প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

কথায় বলে 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না।'

আমেরিকা, বৃটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দর ভারত, রাশিয়া, জার্মান, চীন যেভাবে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বৈরিতা এবং দুশমনী শুরু করেছে নানান ছুতায়, ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দুরা যেভাবে কিছুদিন পর পর নিরীহ মুসলমান নারী, শিশু, পুরুষদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে মুসলমানদের বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে ছাড়খার করে ভারতকে মুসলমান শূন্য করতে চায়, আমেরিকা, বৃটেন

www.pathagar.com

চায় মুসলমান দেশগুলি ধ্বংস করতে। সমগ্র মানব জাতির সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অন্যায় দ্বিমুখী বৈরিতার কি প্রতিশোধ নেন তা দেখার বিষয়।

যেভাবে ভারতে, চীনে কন্যা সন্তান হত্যা হচ্ছে, ভারতে দেবদাসী বলী দেয়া হচ্ছে, তাতে ভারত অচিরেই আল্লাহর গজবে পতিত হবে। সুনামীর আঘাত এ গজবেরই নমুনা।

আমেরিকা, চীন, ভারত, রাশিয়া, জাপান, জার্মান সবাইকে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি অন্যায় দুশমনী পরিহার করতে হবে। কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ করতে হবে, দেবদাসী বলী দেয়া বন্ধ করতে হবে। তা না হলে ফ্লোরিডার বন্যা, ভারতে সুনামীর আঘাত আরও দেখতে হবে। এইডস-এর ছোবলতো রয়েছেই।

ইসলাম আল্লাহর দেয়া শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, মুসলমানগণ আল্লাহর আদেশের অনুসারী একটি শান্তিপ্রিয় জাতি। কাজেই ইসলামের ও মুসলমানের দুশমনী যারা করে তারা নিজেরাই আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আল্লাহর ক্রোধ এবং ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে বিশ্বের শক্তিধর জাতিগুলিকে দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করতে হবে।

নারী মুক্তির অগ্রদূত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা সন্তানের অধিকার রক্ষায় কত সচেতন ছিলেন, কত অগ্রগামী ছিলেন এ সম্পর্কে তাঁর দু'টি হাদীস উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না এই জন্য যে, নারীমুক্তির মিথ্যা প্রবক্তারা কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা মূর্খতার কারণে ইসলাম সম্পর্কে, মহানবী [সা] সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে এ হাদীস থেকে তারা যেন শিক্ষা নিতে পারে।

একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস : তিনি বলেন, আমি মক্কায় এমন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এ রোগে আমি মৃত্যুর আশংকা করছিলাম, নবী করীম [সা] আমার পরিচর্যার জন্য আমার কাছে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন প্রচুর সম্পদশালী ব্যক্তি। অথচ একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিশ নেই। তাই আমি আমার সম্পদের তিন চতুর্থাংশ সদকা করতে পারি কি? আল্লাহর রাসূল বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হাঁ এক তৃতীয়াংশ। এটাও প্রচুর। বস্তুতঃ তোমার সন্তানদেরকে রিক্তহস্ত পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চাইতে সম্পদশালী অবস্থা রেখে যাওয়া অনেক ভাল। কেননা তুমি তাদের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে এর উপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি যে খাদ্যগ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে সে জন্যেও।

এ হাদীস থেকে আল্লাহর রাসূল পিতার সম্পদ প্রাপ্তির ব্যাপারে এতটুকু পার্থক্য করেননি। কন্যা সন্তানের এ অধিকার আজকের এ সভ্য দুনিয়ার কোন সভ্য সমাজের কাছে আশা করা যাবে কি? মহানবী [সা]-এর শিক্ষার অনুসারী সত্যিকার একজন মুসলমান শাসক ছাড়া এবং কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া?

www.pathagar.com

আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ। তিনি বলেন : মুয়াজ ইবনে জাবাল যখন ইয়ামেনের গভর্ণর হয়ে আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক কন্যা ও এক বোন রেখে গেছে [অর্থাৎ তার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বণ্টন হবে]?

মুয়াজ কন্যাকে অর্ধেক এবং ভগ্নিকে অর্ধেক দিয়েছেন। [বুখারী]

মৃত ব্যক্তির সম্পদ বেশী থেকে থাকলে তা থেকে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করার বিধান কুরআনে রয়েছে। কিন্তু কন্যা সন্তান এবং ভগ্নি বলে রাসূল [সা]-এর সাহাবী সে সম্পদ কন্যা এবং বোনের মধ্যেই বণ্টন করে দিলেন।

কাজেই একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, বিশ্বে একমাত্র মানবতার নবী, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শাসকরাই ছিল নারীর একমাত্র রক্ষক যিনি এবং যার অনুসারীরাই নারীকে বিশ্বে সর্বপ্রথম প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে এবং নারীর সযত্নে রক্ষা করেছেন।

আজও কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী মুসলমান শাসক এবং কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রেই কেবল নারীর মর্যাদা এবং অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে। ■

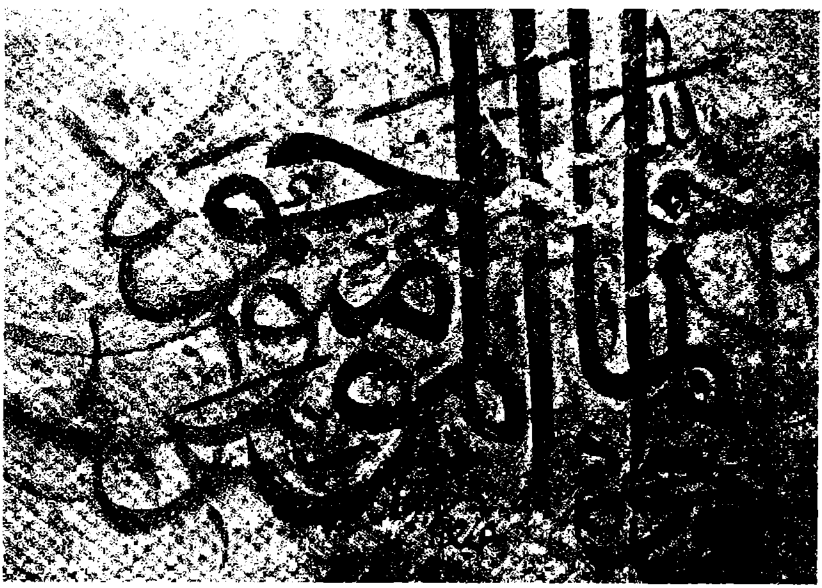

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের নারী-সমাজ এবং রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনাদর্শ

ফজিলা তাহের

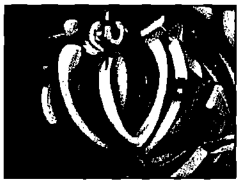

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে নারী অন্যতম একটি বিষয়। পোড়া কপাল নারীদের। সেই পুরাকাল থেকে আজকের অত্যাধুনিক সমাজ-সভ্যতা পর্যন্ত নারীদের নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলা, যে ভয়ংকর চক্রান্ত এবং তাদের প্রতি যে নির্মম দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। এ পর্যন্ত মানুষের তৈরী বিধিবিধান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা সকল সময়ই যুগে যুগে দেশে দেশে তাদের নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট করেছে এবং বিকৃত চিন্তাচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে তা সমগ্র মানবজাতির জন্যেই অত্যন্ত মর্মান্তিক ও অপমানকর।

তাই প্রশ্ন জাগে, নারী মানুষ কি না? সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব কি নারী? কেন নয়। আল্লাহ তো স্বয়ং নিজেই বলেছেন : "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বানিয়ে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই বেশী

www.pathagar.com

সম্মানিত যার মধ্যে অধিক তাকওয়া বা আল্লাহভীতি রয়েছে...। [সূরা হুজুরাত : ১৩] কুরআন পাকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ আয়াতটির শেষাংশে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পুরুষ কিংবা নারী হিসেবে আল্লাহর নিকট কারো শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মিলবে না। একমাত্র ঈমান, আল্লাহ ভীতি এবং সৎকর্মের মানদণ্ডেই একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে। হয়তো বা তাই দয়াময় আল্লাহ পাকের একান্ত অনুগত বান্দা হয়ে বিবি আছিয়া তার হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ফরিয়াদ ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন এই বলে যে, "হে আমার রব! আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্যে একখানি ঘর তৈরী করে দিন। আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করুন আর জালেম লোকদের থেকে আমাকে মুক্তি দিন।" [সূরা তাহরীম : ১১ আয়াত]

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল নারীর মূল্যায়ন করেছেন এভাবে– ঐ সৌভাগ্যবান পুরুষটি যিনি একজন সতী ও আদর্শ স্ত্রী পেয়েছেন। তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি ও হৃদয়ংগম করতে পেরেছেন যে, একজন পুরুষের জীবনে নারী কতোটা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে।"

আমরা বলবো শুধুমাত্র একজন পুরুষের জীবনেই নয়, একটি দেশ একটি জাতি একটি সভ্যতার শান্তি, স্থিতি ও বিকাশের ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে নারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর। এমনকি এ পৃথিবীর সূচনালগ্নে প্রথম মানুষ হযরত আদম [আ]-এর জীবনে বিবি হাওয়ার উপস্থিতি ছিল অত্যাবশ্যক। তা না হলে আজকের বিশ্বের এ মানব সভ্যতার অস্তিত্বই কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। আমাদের প্রিয় নবীজি [সা] বলেছেন : "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত।" আমরা কি ভাবতে পারি, তিনি মায়ের অধিকার পিতার অধিকারের চেয়ে তিনগুণ বেশী বলেছেন। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মায়ের এ জাতটি মুসলিম বিশ্ব সহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই খুব বেশী অসহায়, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত জীবন-যাপন করছে।

কিন্তু কেন? এ কেন-র উত্তর অনেক। নিবন্ধের এ পর্যায়ে আমি একটি বিষয় আনতে চাচ্ছি। অতীত ইতিহাস ও জীবনের বাস্তবতার নিরিখে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ পৃথিবীতে এমন দুটি বিষয় বা বস্তু আছে যা বেশ শক্তিশালী এবং তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী। এর একটি হচ্ছে, সম্পদ আর অপরটি হচ্ছে নারী। বলা যায় গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব স্থিতি, উন্নয়ন, কল্যাণ ও সুখ-শান্তি এতেই নিহিত। আবার এর বিপরীত দিকে অনিষ্ট ও অকল্যাণকারিতাও কম নয়। তবে একথাও সত্য যে, এ দু'টি বিষয় মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে দিয়েছেন তা যদি ঠিক সেভাবে ব্যয়-ব্যবহার হয় তাহলে তো এ পৃথিবীতেই জান্নাতের ন্যায় সুখ-ভোগ সম্ভব। আর তা না হলে এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ লাভ করে থাকে। অতীত জাতিগুলোর উত্থান পতনের অনেক সত্য ইতিহাস তার সাক্ষী। হেলেনের জন্যে ট্রয় নগরীর ধ্বংস, সীতার কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, স্পেনের মুসলিম সভ্যতার বিনাশ

www.pathagar.com

সাধনে ইসাবেলার কুটিল ষড়যন্ত্র ছিলো। অতীতের রাজা বাদশাদের হেরেমে সুন্দরীদের অবস্থান। তাদের পাপপুণ্যের এতটুকু অনুভূতিও ছিলো না। তারা বিপ্লবী হতে পারেনি, প্রতিবাদও করেনি। শুধু অতীতই নয়। বর্তমানের অবস্থা আরো নাজুক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলিম নামধারী উচ্চশিক্ষিতা নারীদেরকে আজ অত্যন্ত কৌশলে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তো সেদিন ১৯৯৪ সনে কায়রোতে জনসংখ্যা উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যে খসড়া দলিলটি উপস্থাপন করা হয় এতে একজন মুসলিম মহিলার ভূমিকা ছিলো অনেক বেশী। পাকিস্তানী এ মহিলা জাতিসংঘের জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান ছিলেন। শুধু তিনিই নয়, তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধান ও রাজাবাদশাদের স্ত্রীদের দেখলে এবং তাদের জীবনের কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর নিলে আমাদেরকে চরমভাবে হতাশ হতে হয়। অথচ এমন তো হবার কথা ছিলো না।

অপর দিকে এর বিপরীত জীবনচিত্রও আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নবী [সা]-এর বিপ্লবী দাওয়াতে সর্বপ্রথম যিনি ঈমান এনে নবুওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তিনি পৃথিবীর সকল নারীজাতির গৌরব উম্মুল মুমেনীন খাদিজাতুল কুবরা [রা]। আবার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শাহাদাতের পরম সৌভাগ্য লাভ করেন একজন মশহুর সাহাবী হযরত আম্মার [রা]-এর মাতা হযরত সুমাইয়া [রা]। এমনি অনেক মহিলা সাহাবীদের জীবন চরিত আমাদের চলার পথের পাথেয়। কেননা, দয়াময় আল্লাহ নারীর মধ্যে এমনি ঈমান, শক্তি-প্রজ্ঞা এবং দরদ দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে আজো মুসলিম জাতির ধমনীতে ঈমানের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিতে পারে। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল যে ছবিটি এঁকেছেন– তা হচ্ছে, "এক কোমলমতি ঈমানদৃপ্ত আরব্য নারী। প্রাণ খুলে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর সে হৃদয়স্পর্শী তিলাওয়াত শুনে এক কঠিন অবিশ্বাসীর মানবাত্মা কেঁপে উঠেছিল। তার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। সেখানে কানায় কানায় ভরে যায় ঈমানী আলোয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ পেয়েছিল হযরত উমরের [রা] মত দৃঢ় চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী বীর যোদ্ধা, আমীরুল মুমিনীন! বিজেতা রাহবার। যার মাধ্যমে উন্নতি ও বিজয়ের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। প্রাণে প্রশান্তি লাভ করেছিলন নবীজী [সা]ও।"

অথচ সেই আমরা আজ কোথায়। জীবনের কোন প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। আজ গোটা বিশ্বের মুসলিম জনপদের প্রায় সকল মানুষই দারুণভাবে এক অনিশ্চিত ও আতংকিত জীবন যাপন করছে। এই বুঝি দেশটা আক্রান্ত হলো। বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতনের এটাই একটি বড় কারণ যুদ্ধ বা আগ্রাসন। অবশ্য এতে শুধু নারীরাই নয়, দেশের সকল জনগণই নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। ২০০১ সনের ১১ই সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের অজুহাতে আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলে আমেরিকা যে বর্বরতার স্বাক্ষর রেখেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। এ ছাড়া ২০০৩ সনে মিথ্যা অজুহাতে একটি স্বাধীন দেশ ইরাকের উপর হামলা করে অবশেষে গোটা দেশটাই

www.pathagar.com

দখল কর নিল। শুধু কি এখানেই শেষ, এই যে যুদ্ধ– এতে যারা সাথে সাথে মারা যায় তারা তো চলেই যায়। কিন্তু যারা বেঁচে থাকে আহত অথবা পঙ্গু হয়ে। তাছাড়া এ পর্যন্ত মার্কিন সেনাদের দ্বারা অসহায় বন্দী নির্যাতনের সেসব ছবি বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের ঘৃণ্য দানবীর শক্তি প্রদর্শনের ও নির্যাতনের নিত্য নতুন কলা কৌশলে বিশ্ববিবেক যেন স্তম্ভিত, হতচকিত। ওদের নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকলো না। তার চেয়েও বড় সত্য কথা হচ্ছে, এই পরাশক্তি আজ গোটা বিশ্বকেই ইরাকের আবু গারিব কারাগার, আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাঁটি এবং কিউবা উপকূলের গুয়ানতানামো সামরিক ঘাঁটি বানাতে চায়। মাত্র ২/৩ সপ্তাহ আগে পত্রিকায় প্রকাশ ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে দু'টি গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। টাইম ম্যাগাজিন জানায়, তারা সাংবাদিকতা বিভাগের স্থানীয় এক ছাত্রের নিকট থেকে গণহত্যার বিষয়ে একটি ভিডিও টেপ পেয়েছে। ছবিতে দেখা যায় অসংখ্য লাশ জমা করে অতঃপর কক্ষটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ৯ বছরের একটি ছোট বালক এনাম ওয়ালিদ বলেছে, মার্কিন নৌ সেনারা তার পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করেছে। সে জানায়, আমি দেখেছি তারা আমার দাদাকে প্রথমে তার বুকে এবং পরে মাথায় গুলি করেছে। এরপর তারা আমার দাদীকেও হত্যা করেছে। ইঙ্গ মার্কিন সেনাদের হাতে বন্দী হওয়া একজন উচ্চশিক্ষিতা ইরাকী মহিলার সাক্ষাৎকার পত্রিকায় পড়েছিলাম। আবু গারিব কারাগার সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি দীর্ঘ ৪ মাস বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি নির্যাতনের যে জঘন্য ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তাতে শুধু মনে হচ্ছিল এর পরেও তিনি বেঁচে আছেন কিভাবে? এমনিভাবে ইরাকী আফগানিস্তানী ফিলিস্তিনী এবং কাশ্মীরী ভারত, আরাকান, বসনিয়া, চেচেনিয়ার শত শত মহিলা বৃদ্ধা শিশু কিশোর কিশোরী যে নির্মম নির্যাতন ও গণ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তার কোন শেষ নেই। তাই ছোট একটি প্রশ্ন জাগে, আজ যদি একজন খৃস্টান বা ইহুদী নারী এভাবে নির্যাতিত হতো তাহলে পশ্চিমা বিশ্ব কি মুসলিম বিশ্বের ন্যায় এরূপ নীরব নির্বিকার ভূমিকা পালন করতো। মনে পড়ে এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে এলিয়েদা নামে একজন মার্কিনী সুন্দরী তরুণী জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এক কেজি হিরোইন সহ আটক হয়ে পরে জেলে গিয়েছিলো। কিন্তু ধরা পরার সাথে সাথেই সে দেশের কর্তা ব্যক্তিগণ এসে তাকে ছড়িয়ে নিয়ে যায়।

এবার নিজের দেশের নারী সমাজের সামান্য জীবনচিত্র তুলে ধরা যাক। যদিও ইরাক ও আফগানিস্তানের ন্যায় এদেশটি যুদ্ধ বা আগ্রাসনের শিকার হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি ও অশ্লীলতার শিকার। কম্পিউটার ইন্টারনেট আর আকাশ সংস্কৃতির বর্তমান শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে অবশ্যই বলতে হবে যে, অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে আজকের নারী সমাজ অনেক বেশী স্বাধীন, অত্যাধুনিক প্রগতিশীল এবং অধিকার সচেতন। বন্দীত্বের সকল ধরনের শিকল ভেঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে তারা। সমাজ প্রশাসন রাষ্ট্র সর্বত্রই নারীদের

www.pathagar.com

সরব উপস্থিতি। এত কিছু অর্জনের পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। এতে নারীরা সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছে কি? জীবনের কোন মূল্যবোধই টিকে থাকছে কি? কি অসম্ভব দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে জীবন সমাজ সভ্যতা। কোন কোন সময় এমনও মনে হয়, এই বুঝি আল্লাহর আযাব নেমে এলো। নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার, মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে এহেন কোন কাজ নেই যা নারীদের দ্বারা হচ্ছে না [অবশ্য সাথে পুরুষদের ভূমিকাও কম নয়]। লিভ টুগেদারের নামে পাশ্চাত্য জীবন স্টাইলের আমদানী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রীদের অশ্লীল সিডি বাজারজাত করা হয়। প্রতিদিন কত যে অবিবাহিতা মেয়েরা গর্ভপাত করতে গিয়ে অকালে জীবন দিচ্ছে। রাস্তায় ডাস্টবিনে নবজাতক শিশুদের লাশের স্তূপ। এমনি হাজারো অশ্লীলতা ও নিষ্ঠুরতার পাপে ভরপুর সমাজে আজ আমাদের জীবন। এতসবের পরেও এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিতা বুদ্ধিজীবী নারী লেখিকাদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শত শত লেখার মধ্যে একটি লেখার কথা না বলেই পারছি না। গত সপ্তাহে ১টি দৈনিকের 'নারী' পাতায় "স্বাধীনতার আলোয় নারী" এ বিষয়ের উপর একটি লেখা ছাপা হয়। তাতে লেখিকা পুরুষের ন্যায় নারীদেরকে সকল ধরনের পেশায় নিয়োজিত দেখে খুবই আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। এমনকি নির্মাণ কাজে নারীদের মাটি কাটা ইট ভাঙ্গা ও নির্মাণ সামগ্রী মাথায় বহন করার মত কাজকেও উৎসাহিত করেছেন। শতধিক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনি বুদ্ধিজীবী প্রসব করার জন্যে। অথচ একজন জার্মান নওমুসলিম জয়নাব কারীন তার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "পাশ্চাত্যের নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা সম্পর্কে যা শোনা যায় তা একটি শ্লোগান মাত্র। হিজাব নারীকে অধিকতর সামাজিক মর্যাদা ও তৎপরতার স্বাধীনতা দান করে।" আজ আমাদের অনেক শিক্ষিতা মুসলিম মা বোনেরা এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন না। বরং তারা নারীবাদী আন্দোলনেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইতিহাস এ কথা বলে যে, মুসলিম বিশ্ব যখন ইউরোপীয় খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত হয়ে পড়েছিল তখন তারা মুসলিম বিশ্বকে স্থায়ীভাবে কব্জায় রাখার জন্যে যে নীতি নির্ধারণ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল মুসলিম নারীদের সমাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন সাধন করে তাদেরকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা। তারই ফলে আজ বিবাহ বিচ্ছেদ ধারণাতীত হারে বেড়ে যাচ্ছে। নারী পুরুষ আজ পরস্পরের সাথী, বন্ধু বা স্ত্রী নয় বরং পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজের সার্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় পরিণাম আর যাই হোক নারীর মাতৃত্ব, সতীত্ব, ইজ্জত-আব্রু মান-সম্মান সবকিছুকে বিসর্জন যেকোন কাজেই তারা নিয়োজিত হচ্ছে। এতে তারা সামান্যতম সুখ-শান্তির সন্ধান পাচ্ছে কি? তাই প্রশ্ন, এসব থেকে বাঁচার কি কোন পথ নেই? আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, নারী ও পুরুষের মধ্যে সহ অবস্থান ও সম্পর্ক কিরূপ হবে– মানবীয় সম্পর্কের এ একটি মাত্র ছোট প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের মধ্যে গোটা মানব সভ্যতার শান্তি, স্থিতি, অস্তিত্ব, উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে। তবে এ কথাও সত্য যে, এ

www.pathagar.com

পৃথিবীর মানুষ যতদিন পর্যন্ত নারী ও পুরুষ উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা রিযিকদাতা আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত অহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে এর সমাধান মেনে নিবে না ততদিন তারা পরিত্রাণের কোন পথই খুঁজে পাবে না। মূলতঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় ও জ্ঞান এবং তার দায়িত্ব ও কর্মসংস্থানের নির্ভুল নির্দেশনার মধ্যে একটি জাতির শান্তি, স্থিতি ও বিকাশ নির্ভর করে।

দয়াময় আল্লাহপাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা : "পুরুষ হোক বা নারী যেই সৎকাজ করবে যদি সে ঈমানদার হয় তাহলে তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।" [আন-নিসা : ১২৪]

মহান ইসলামী জীবনাদর্শের এমনি সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ শিক্ষার ফলেই নবী [সা] এ বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম নারী সমাজের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং বাস্তব জীবনেও তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম নারী সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন এবং চিন্তার জগতেও ঘটিয়েছিলেন বিপ্লব। শুধু বেঁচে থাকার অধিকারই নয় ইসলাম সর্বপ্রথম নারী জাতিকে দিয়েছে পুরুষের সমান শিক্ষার অধিকার, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে কথা বলার অধিকার, ভোটাধিকার এমন কি ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালনের অধিকারও। শুধু তাই নয়, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সম্মানকে অধিক অর্থবহ করে নবী [সা] ঘোষণা করেন : "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" কি সুন্দর এ শিক্ষা! একজন স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে বিচারকের মর্যাদা।

এমনিভাবে কুরআন ও সুন্নার অনেক দলিল পেশ করলেও আল্লাহ, তাঁর প্রিয় হাবীব নারীদের যে সম্মান মর্যাদা অধিকার স্বাধীনতা দিয়েছেন তা লিখে শেষ করা যাবে না। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের জীবনে তার সফলতা নেই কেন? কেনই বা আজ আমরা পথহারা জীবনহারা? এক কথায় উত্তর দেয়া সহজ নয়। তার পরেও বলতে হচ্ছে, যে সমাজ বা রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই আল্লাহর আইনের কোন বাস্তবায়ন নেই সে সমাজে এতটুকু সফলতাও আশা করা যায় না। এ অবস্থায় নারী কি পুরুষ উভয়েরই নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে, জীবনে সর্বপ্রথম ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্ব ফরজ মনে করে তাতে শরীক হওয়া। এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের সত্যিকার সফলতা শান্তি ও মুক্তি নিহিত। রাসূলুল্লাহ [সা] কুরআনের এ মূলনীতি ও শিক্ষার আলোকেই আলোকিত করেছিলেন নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবন-কে। দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকেও সেরূপ তাওফিক দান করুন। আমিন। ■

www.pathagar.com

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষ

ফাহমিদ-উর-রহমান

মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বলা হয়ে থাকে পশ্চিমী সভ্যতার অন্যতম বুনিয়াদ। আর যে সব উপাদান নিয়ে পশ্চিমের আত্মা তৈরি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে যুক্তি। মানবিকবাদ, সেকুলারিজম, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের মতো জিনিসপত্র। ধারণা হিসেবে এর অনেক কিছুই চমৎকার কিন্তু এর কার্যকারিতা স্থান ও কাল নির্বিশেষে সর্বজনীন নয়।

পাশ্চাত্যের সমাজে এইসব ধারণা বিবর্তিত হয়েছে রেনেসাঁর ভিতর দিয়ে। ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁ একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এটি না হলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান ঘটতো না। বলা হয়ে থাকে রেনেসাঁর ভিতর দিয়েই চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ সম্ভব হয়েছিল। এই পৃথকীকরণের ফলে সেকুলারিজম সেখানে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সেখানকার বড় বড় পণ্ডিত এমন কথাও বলতে শুরু করেন অন্যের মতামতের সাথে ভিন্নতা সত্ত্বেও সেটিকে রক্ষা করতে সেকুলার রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে লড়াই চালাতে হবে। সেকুলার রাষ্ট্রকে তাই মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আর স্বাধীন মতামতের অধিকারকে নিশ্চিত করা চাই।

www.pathagar.com

ফরাসী বিপ্লবের পর এইসব চিন্তা-ভাবনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু এইসব চিন্তা-ভাবনার বিকাশ যেমন হয় ইউরোপের খ্রিস্টান সমাজে তেমনি এর প্রসারও সীমাবদ্ধ থাকে ঐ সমাজের অভ্যন্তরে! ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজের অন্তর্গত আলোড়নের ফলেই রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের মতো ঘটনা ঘটেছিল। প্রত্যেক সমাজেই নতুন নতুন চিন্তা ও আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে ঐ সমাজের চাহিদাকে সামনে রেখে। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজের বিবর্তন ঘটেছিল তার নিজস্ব চাহিদার প্রেক্ষাপটে যার ফলে এটি আধুনিক যুগে এসে পা রাখে। আমরা অনেক সময়ই ইউরোপের রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের ঘটনা দিয়ে মুসলিম সমাজগুলোর বিবর্তনকে বোঝার চেষ্টা করি। এটি একটা মস্ত বড় ভুল। ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজের বিবর্তন হয়েছে একভাবে, এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম সমাজের বিবর্তন হয়েছে অন্যভাবে। একটিকে আরেকটির সাথে গুলিয়ে ফেললে সবসময় প্রার্থিত সমাধান নাও মিলতে পারে।

পাশ্চাত্যের সমাজ বিকাশের ধারায় যে সেকুলারিজম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধারণাটা এসেছে তা সেখানকার রাষ্ট্রগুলো নিজেদের খ্রিস্টান নাগরিকদের মধ্যে কিছুটা চর্চা করেছে। কিন্তু অন্য সমাজের মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর চর্চা তারা সমভাবে করতে পারেনি। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো তার খ্রিস্টান নাগরিকদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেরকম নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারে না। অথচ সেকুলার রাষ্ট্রের কথা হলো ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকের কল্যাণ বিধান। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ফ্রান্সের দাঙ্গা। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে সংখ্যাগুরু খ্রিস্টানদের বৈষম্যমূলক আচরণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে সেকুলারিজমের ছিদ্রগুলো। আবার সেখানকার রাষ্ট্রগুলো অপাশ্চাত্য দেশের মানুষের সাথে যে আচরণ করে তা রীতিমত কম্যুনাল– সাম্প্রদায়িক। অন্যের মতকে দাবিয়ে দেয়ার ন্যাক্কারজনক ইউরোপীয় নীতি আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদের কালে। এখন আফগানিস্তান ও ইরাকের জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এ কথা এডওয়ার্ড সাঈদের মতো অনেক বুদ্ধিজীবী জোরে শোরে বলেছেন। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষও নতুন কথা নয়। ইসলামের সাথে সম্পর্কের কথা উঠলে তখন পাশ্চাত্যের মনোভংগী সেকুলার থাকে না। শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্য ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। এর নবীকে কুৎসিতভাবে উপস্থাপনে কোন ক্লান্তিও নেই তাদের।

ডেনমার্কের পত্রিকা Tyllands-Posten এ মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র ছাপায় পুরো মুসলিম দুনিয়া এখন রাগে ফুসছে। সেটি সম্পূর্ণ ন্যায্য প্রতিক্রিয়া বলে মানতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই ন্যাক্কারজনক ব্যাপারগুলো কোন দুর্ঘটনা জাত নয়। এটি তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক ইসলাম বিদ্বেষের পরম্পরা মাত্র। কেন তারা ইসলামের সাথে এই গায়েপড়ে ঝগড়া বাধানোর নীতি অনুসরণ করে? ইসলামের তো আগের মতো বিশ্ব বিজয়ী চেহারাও নেই। পাশ্চাত্যের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর শক্তিও আজ তার

www.pathagar.com

অনেকখানি কর্তিত। এর উত্তর হচ্ছে ইসলাম আজও এক আদর্শগত ও নীতিগত চ্যালেঞ্জ। যেখানে আছে বিকল্প স্বপ্ন। প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও ইসলাম পাশ্চাত্যকে পরিহাস করতে সক্ষম।

এই মীথকে অতিক্রম করতে পারলো না। কেন এই মীথ গড়ে উঠলো তারও একটি যুৎসই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মিনু ঃ

আরবরা মরুভূমির বেদুইন জাতি। এদের সভ্যতার জন্ম উপজাতীয় পরিমণ্ডলে। তবু তারা কেমন করে, এত অল্প সময়ে, জ্ঞানের পরিশীলিত উচ্চমার্গে পৌছল। উত্তর সহজ। নতুন ধর্মের টাটকা তাজা প্রকৃতিই তাদের ঠেলে দিয়েছিল আরব উপদ্বীপ সীমানার বাইরে পারসিক, গ্রীক ও বাইজেনটাইন প্রভৃতি উচ্চ সভ্যতার জগতে। পারসিক ও গ্রীক দর্শনের অতুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার বর্তালো তাদের উপর। তার সঙ্গে তারা অবিকল অনুকরণ করে নিল পারসিক উচ্চ বংশীয়ের আভিজাত্য, আচার ও অভ্যাস। এইসব আচার অভ্যাস আরবরাই প্রবর্তন করেছিল দক্ষিণ ইউরোপে। ইউরোপীয়ানদের মনে ক্রমেই মুসলমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মাল। ফলে এল ঈর্ষা। সঙ্গে বিরক্তি। আরবদের সাফল্য যত বাড়ল মোহাম্মদ ততই আচ্ছন্ন করলেন ইউরোপীয়দের জীবন ক্ষেত্র। কারণ তিনিই যে দীক্ষাগুরু আর প্রেরণার উৎস।

রবার্ট ব্রিফল্টের মতো পণ্ডিতেরা মুক্তমনে স্বীকার করেছেন স্পেনের ভিতর দিয়ে মুসলিম জ্ঞান চর্চার ধারা মূল ইউরোপে যেয়ে ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কা খেয়েই ইউরোপ জেগে ওঠে রেনেসাঁসের প্রেরণায়। এক সময় দেখা গেল মুসলমানদের কাছ থেকে ধার করে ইউরোপ এগিয়ে যায়। কিন্তু সভ্যতার চালক মুসলমানরাই যায় পিছিয়ে। কারণ তাদের ভিতকার বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার ধারা শুকিয়ে যায়। মুসলমান যখন বিশ্বজয়ী তখন পশ্চিমের পেশা ছিল ইসলাম ও তার রাসূলের চরিত্র হনন করা। পাশ্চাত্য যখন এই দুনিয়ায় প্রতাপশালী হয়ে উঠলো তখনো এই অপপ্রচার বন্ধ হলো না। বরং পশ্চিম সেই মীথ নির্মাণের ধারা ও প্রচার প্রপাগান্ডা ধারালো করে তুললো। আজকে পশ্চিমী মিডিয়ার দিকে নজর দিলেই তার নমুনা ভাল করে মিলবে।

মধ্যযুগে রাসূল [সা]-কে ইউরোপের লোকেরা বলতো শয়তান। তখনকার দিনের সাহিত্যে বিশেষ করে রোমান্সে ও নাটকে রাসূলকে বিভিন্ন নামে ডাকা হতো : মাহুন্ড [Mahound], মাহুন [Mahoun], মাহান [Mahunn], মেহোমেট [Mehomet]; ফরাসীতে মাহোঁ [Mahon], জার্মানে ম্যাখমেট [Machmet]। এ শব্দগুলো শয়তান ও দৈত্যের সমার্থক। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যসেবীরা একযোগে এ সময় রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে গলা মিলিয়েছিলেন। রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছিল ইতালিতে। রেনেসাঁর সূচনাকালের শ্রদ্ধেয় কবি ছিলেন দান্তে। দান্তের ডিভাইন কমের্ডিকে ধরা হয় বিশ্ব সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ হিসেবে। সেই দান্তে ডিভাইন কমেডির ইনফারনো পর্বে রাসূলের এক বিভৎস চিত্র এঁকেছেন। ইনফানোতে দান্তে রাসূল ও তাঁর শিষ্য হযরত আলীকে নরকের অষ্টম চক্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন যেখানে মাথা থেকে

www.pathagar.com

কোমর পর্যন্ত দেহ তাদের বিভক্ত। দান্তের বর্ণনায় রাসূল মোহাম্মদ [সা] হয়ে উঠছেন এক পাপী– ছিন্ন বুক চেরাই করছেন। এটি একটি প্রতীক যা দিয়ে কবি বুঝিয়েছেন, এই মোহাম্মদ ধর্মসমূহে ভেদাভেদ এনেছে আর ভূয়া ধর্মের প্রচার করেছে। যার প্রচারিত ধর্ম খ্রিস্টধর্মকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। একে কবি বলেছেন ভাওতাবাজি যা নাকি কলহের বীজ বপন করেছে।

ধর্মের ইতিহাসে এ একটা তুলনাহীন ঘটনা কোন একটা বিশেষ ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকের বিরুদ্ধে শত শত বছর ধরে এভাবে ইউরোপ থেকে প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হয়েছে। এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একালের বিদগ্ধ ইসলামোলজিস্ট কারেন আর্মস্ট্রং। কারেনের জীবন বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তায় পূর্ণ। প্রথম জীবনে তিনি ক্যাথলিক নান হিসেবে দীক্ষিত হন। দীর্ঘ সাত বছর তিনি নান হিসেবে সাধ্বী জীবন যাপন করেন। পরে সে জীবন ভাল না লাগায় কনভেন্ট ছেড়ে অক্সফোর্ডে এসে সাহিত্য অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে এথেইস্ট বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। কারেন যে পটভূমি থেকে উঠে এসেছেন সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতাই ছিল স্বাভাবিক। এক সময় ইউরোপীয় চার্চের লোকজনই প্রধানত ওরিয়েন্টালিজম– প্রাচ্যবিদ্যার জন্ম দিয়েছিল। কারেন শুধু ব্যতিক্রমই নন, তিনি রীতিমত অসূয়াপ্রবণ ওরিয়েন্টালিস্টদের ইসলাম বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। সম্প্রতি তিনি ইসলাম ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র ও তার বিকাশের বিচিত্র রূপকে শিল্প মাধ্যমের সাথে তুলনা করে সেকুলারিস্টদের জগতে রীতিমত হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন। কারেনের লেখা বই Muhammad A Biograply of the Prophet জ্ঞানগর্ভ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার স্বাক্ষর তো বটেই বরং অতিরিক্ত যা হলো স্বধর্মের বাইরে অন্যের ধর্মকে গভীরভাবে বুঝবার আন্তরিক প্রয়াস। এই বইতে তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন :

ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা, বিদ্বেষ ও ভয় আগে যেভাবে ধর্মগুলোকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে রাখত এখন তা ভেঙ্গে পড়ছে।.. তবে একটি প্রধান ধর্ম মনে হয় এই সদিচ্ছার আওতার বাইরে– প্রতীচীতে অন্তত সে সম্পর্কে বিরূপ ধারণাটাই টিকে আছে। এমন মানুষ আছেন যারা জেন [zen] কিংবা তাওবাদ [Taoism] থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন কিন্তু ইসলামকে ভাল চোখে দেখছেন না। অথচ ইসলাম কিন্তু আব্রাহামের তৃতীয় ধর্ম বলেই পরিচিত এবং এর মেজাজ ইহুদি খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য পরম্পরার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতীচীতে রয়ে গেছে ইসলাম বিদ্বেষের দীর্ঘ ইতিহাস। এই বিদ্বেষের শিকড় বহু গভীরে, যেমন ছিল আমাদের ইহুদি বিদ্বেষ।... কিন্তু ইসলামের প্রতি এই সাবেক ঘৃণা এখনও আটলান্টিকের দুই পাড়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। এই ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না জেনেও একে আক্রমণ করতে একটুও দ্বিধা হয় না মানুষের। ঘৃণার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের আগে পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া, প্রতীচীকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি ধরে এমন কোন আদর্শ বা সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা আর কিছু ছিল না। এখন কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না সোভিয়েত ইউনিয়নের

www.pathagar.com

পতনের পর কেন নতুন করে প্রতীচ্য তার অসূয়াকে ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে ধরেছে।

কারেন যেসব কথা লিখেছেন তার সাথে মতান্তর হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইউরোপের চিন্তার ভিত যারা নির্মাণ করেছেন সেই মিল্টন, ভল্টেয়ার, মন্টেস্কু, দিদেরো, ভিকটর হুগো, বায়রন, শেলী, থ্যাকারে– এরাই মূলতঃ যুগ-যুগান্ত ব্যাপী সেখানকার ইসলাম বিদ্বেষকে মজবুত করেছেন। যে মর্টিন লুথার খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে রিফরমেশনের আন্দোলন করেছিলেন সেই তিনিও রাসূল [সা]-কে গালমন্দ করতে ছাড়েননি। পাশ্চাত্যের এই যুগ যুগান্তব্যাপী মজ্জাগত ইসলাম বিদ্বেষ এখন কোন কিছুতেই মুছবার নয় বলে মনে হচ্ছে। পশ্চিমের আত্মা রিজন, সেকুলারিজম, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাথে এখন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে ইসলাম বিদ্বেষ। বিদ্বেষ পশ্চিমের সাদামাটা লোকজনকেই শুধু অন্ধ করেনি, সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের মাথাও গুলিয়ে ফেলেছ। এডওয়ার্ড সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজম বইতে পশ্চিমের একশ্রেণীর বিদ্বিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মুখোশ তুলে ধরেছিলেন। ১১ সেপটেম্বরের ঘটনার পর সেখানার মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী একযোগে আমূল ইসলাম বিরোধিতায় নেমে পড়েছে এবং ইসলামকে লক্ষ্য করে নতুনভাবে শর নিক্ষেপ শুরু করেছেন। এই নতুন সাহিত্যকে নাম দেয়া যেতে পারে Post-Orientalism. এই নতুন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ইসলামকে একটি ভয়াবহ, মধ্যযুগীয় ও বর্বর ধর্ম হিসেবে ফুটিয়ে তোলা। তারা অবিরাম প্রচার করে চলছেন ইসলাম একটা বড় হুমকি। মুসলিম সংস্কৃতি অন্য সব সংস্কৃতির চেয়ে পৃথক। এটি নিরেট, নিশ্চল, অপরিবর্তনীয়। এটি পশ্চিমী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। এর একটি মাত্র উদ্দেশ্য পাশ্চাত্যে একটি ইসলাম ভীতি [Islamophobia] গড়ে তোলা। কমিউনিজমের ভূত যেমন এক সময় ইউরোপে হানা দিয়েছিল। তেমনি ইসলামের ভূত আজ পাশ্চাত্যকে তাড়া করে ফিরছে। সেই ভূতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জোটবদ্ধ হয়েছে। ইসলামের এই ভূত তৈরীতে নিয়োজিত আছে কিছু নিরলস মিডিয়া কর্মী, খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী।

সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রের ফক্স টেলিভিশনের বিশ্লেষক মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফকে হিটলারের Mein Kampf এর সাথে তুলনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরমপূজ্য ধর্মগুরু রেভারেন্ড জেরী ভাইনসতো সরাসরি রাসূল [সা]-কে আক্রমণ করে বলেছেন– demon possessed paedoplile. রেভারেন্ড জেরী ফলওয়েলের কাছে রাসূল [সা] বলে terrorist. প্রেসিডেন্ট বুশের শপথ অনুষ্ঠানের পরিচালক রেভারেন্ড ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন : A very wicked and evil religion.

এরকম ইসলাম বিরূপতার নমুনা এখন সেখানে প্রচুর। হাল আমলে পাশ্চাত্যে একদল নতুন ঐতিহাসিক ও ইসলামবিদের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের কাজ হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করা। ইসলামের ভাবমূর্তিকে ম্লান করা এবং এর নবীর চরিত্র নাশের

www.pathagar.com

চেষ্টা করা। মুসলমানদের ভয়ংকর, হিংস্র, মৌলবাদী হিসেবে তুলে ধরার কাজাটিও তারা করছেন। এরকম দু'জন পন্ডিতের নাম হচ্ছে বার্নাডি লুইস ও ডানিয়েল পাইপস। এরা দু'জনই পাশ্চাত্যের রক্ষণশীল চিন্তা-ভাবনার ধারকদের থিংকট্যাংক হিসেবে কাজ করছেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষাজগতে এদের দারুণ প্রতিষ্ঠা। প্রথমজন বার্নাড লুইস বেশ কয়েক বছর আগে 'দি রুটস সব মুসলিম রেজ' নামে একটা নিবন্ধ লিখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান। এডওয়ার্ড সাঈদ তখন জীবিত। তিনি সেই নিবন্ধ পড়ে জানান এইভাবে : একে পাণ্ডিত্য বা বিশ্লেষণ বললে দুটি শব্দই হাস্যকর হয়ে যায়।

অন্যজন ডানিয়েল পাইপস এতদূর বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন যে অভিযোগ রয়েছে তিনিই Tyllands-Posten পত্রিকার সম্পাদক ফ্লেমিং রোজকে মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র ছাপার বুদ্ধি ধার দিয়েছেন। সন্দেহ নেই ব্যঙ্গচিত্র ছাপার ব্যাপারটা খুব ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় করা হয়েছে। এর একটা বড় উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে উসকে দেওয়া। ইউরোপের মুসলমান বিরোধী লবির স্বার্থরক্ষার জন্য Tyllands-Posten এই উসকে দেয়ার ফাঁদ তৈরী করেছে। ইউরোপে এখন মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর। শতকরা ৫-এর উপরে। ফ্রান্সেরই মত দেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০ ছাড়িয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এইভাবে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে অচিরেই সেখানে তারা একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। ইউরোপের মুসলমান বিরোধী লবি এই কথা মাথায় রেখে তাদের অভিবাসন ঠেকানোর জন্য এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে। কার্টুন ছাপার উদ্দেশ্য মুসলমানদের সহিষ্ণুতার মাত্রা পরীক্ষা করা। তারা জানে এ নিয়ে মুলমানরা ক্রুদ্ধ হবে, প্রতিবাদ করবে, পত্রিকা বন্ধের দাবি তুলবে, তখন ইউরোপীয়দের বলার সুযোগ হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হামলা হচ্ছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলে মুসলমানরা প্রমাণ করেছে, ইউরোপে তাদের থাকার যোগ্যতা নেই। দেখা যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই ছক কেটে করা হয়েছে। খোদ ইউরোপে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির এই ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি। আমরা যে তথাকথিত সেকুলার ইউরোপের কথা জানি এ ঘটনা তার প্রকৃত চেহারা কাপড় খুলে উদোম করে দিয়েছে। তারা নিজেরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলে বটে, কিন্তু অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপরিহার্য মনে করে না। একজন পণ্ডিত বলেছেন, তোমার হাত তোমার যেদিকে ইচ্ছে ছুড়তে পারো কিন্তু খেয়াল রেখো সেই হাত যেন অন্যের নাকে যেয়ে আঘাত না করে। দুঃখের বিষয় পশ্চিমের কর্তাব্যক্তিরা বরাবর অন্যের নাক ভাঙ্গায় বেশী আগ্রহী। ■

www.pathagar.com

সময়ের সংলাপ : ইসলামে নারী অধিকার

কাজী তাবাসসুম

এক.

ঘরের ভেতর ফিসফিস কথার আওয়াজ, নারী কণ্ঠের গুঞ্জন ধ্বনি। বাইরে দরজার পাশে উৎকণ্ঠিত বৃদ্ধের পায়চারী। ভেতর থেকে ভেসে এল কচি কণ্ঠের প্রথম কান্না। পায়চারী থেমে গেল। দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন বৃদ্ধ– "কি হয়েছে? কি হলো?" চোখে মুখে অজানা খুশীর ঝিলিক। উত্তর আসে– "মেয়ে হয়েছে, আপনার নাতিন হয়েছে।" দপ্ করে নিভে যায় বৃদ্ধের মুখের সবটুকু উজ্জ্বলতা। তিনি আর সেখানে অহেতুক দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন অনুভব করেন না। হন্ হন্ করে বৈঠকখানার পথ ধরেন।

দুই.

পিতা চিন্তিত মুখে বারান্দায় বসে। এ বছরও বৃষ্টি নেই। ধান-পান কিছুই টিকবে না। সাজু আর মিলি দু'ভাইবোন স্কুল থেকে ফিরে বাবার পাশে বসে। আজ তাদের রেজাল্ট হয়েছে। দু'জনই পড়ালেখায় ভাল। মিলির মাথায় হাত রেখে বাবা বললেন– "কাইল থিকা তোমার আর ইস্কুল যাওন দিয়া কাজ নাই। অনেক দূর পড়ছ মা।" মিলি কিছু বলার আগেই হেঁসেল থেকে মা বলে

www.pathagar.com

ওঠে– "হ, ম্যালা হইছে লেহাপড়া। এইবার আমার সাথে সংসারে হাত লাগা।" মুখ বন্ধ হয়ে যায় মিলির।

তিন.

কনে সাজা অনেক হলো। আর ভাল লাগে না বিথির। তবুও বসতে হয় পাত্র পক্ষের সামনে। একই প্রশ্ন। একই দৃষ্টি। কিছুই করার বা বলার থাকে না তার। সে যেন কলের পুতুল। এবার বাবা অনেক কষ্টে কিছু জমিয়েছেন। বহু দরকষাকষির পর তিরিশ হাজার টাকায় পাত্র পক্ষ রাজী হয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো এই টাকা হাতে পেলে তবেই বিয়ের কাবিন হবে।

চার.

ভালই চলছিল। তিন ছেলেমেয়ে আর স্বামী নিয়ে বিলকিসের সংসার। কিন্তু কিছুদিন ধরেই স্বামীর মনটা কেমন উদাস লাগে। ঠিকমত কথা বলে না। দশ প্রশ্নেও মাঝে মধ্যে একটিও রা' করে না। কি যে হলো! মাঝে মাঝেই মাথায় হাত দিয়ে ভাবে বিলকিস। কিন্তু সত্যিই যে এমন অনিষ্ট ঘটবে ভাবেনি সে। সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেয়ার আগেই তার জীবনে নেমে এলো ঘনঘোর অন্ধকার। ধোয়া সাদা সিল্কের পাঞ্জাবীটা তার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়ে গেল স্বামী। ফিরে যখন এল তখন আর একা নয় সে। সঙ্গে জরোয়া শাড়ী পরা নতুন বউ।

পাঁচ.

প্রথম থেকেই স্বামীর মন পায়নি তারাবানু। মুখে কেবল একটাই কথা– "কই তর বাপে কি করল? পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে বিশ দিয়াই পার কইরা দিল। বাকী টেকা দিব কবে?" অনেক কষ্টে বাবা আরো হাজার পনের টাকা জোগাড় করে মেয়ের হাতে দিয়ে যায়। সন্ধ্যায় স্বামী ঘরে এলে টাকাগুলো হাতে তুলে দেয় তারা। গম্ভীর মুখে গুণতে শুরু করে। পাঁচশ' টাকার শেষ নোট হাতে নিয়েই আগুন হয়ে যায় সে "আর কই? পাওনা তো তিরিশ হাজার!" ভয়ে কুঁকড়ে যায় তারা– বাবা বলছে কয়দিন পর ব্যবস্থা করবো।" "কয়দিন পর কইয়া তো পাঁচ বছর পার করছে, আর দিব কি আমি মরণের পরে?" আহত কণ্ঠে তারা বলে– এমন করেন ক্যান! আপনে কি আমারে বিয়া করছেন না ট্যাকারে?" "এতবড় সাহস।" ফুঁসে ওঠে স্বামী। "আইজই তোরে ছাড়ান দিমু" বলতে বলতে দু'চার ঘা লাগিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে রেখে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে টাকাগুলো পকেটস্থ করতে অবশ্য ভুল হয় না।

ছয়.

ঢাকায় ছেলের বাসায় থাকেন মোমেনা বেগম। একা হলেই কত কথা যে মনে পড়ে তার। ছেলেমেয়ে দুটোকে ছোট্ট রেখে মারা গেল স্বামী। কত পরিশ্রম, চিন্তা-ভাবনা আর বুদ্ধি বিবেচনা করে যে তিনি দু'জনকে বড় করেছেন তা কেবল আল্লাহই জানেন।

www.pathagar.com

এখন মেয়ে শ্বশুর বাড়ী। ছেলে ঢাকায় ভাল চাকরী করে। বউ নিয়ে সেখানেই স্থায়ী ঠিকানা। যখন ছেলে তাকে ঢাকায় নিয়ে এলো– অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। বাস্তবতার সামনে দাঁড়াতে অবশ্য বেশীদিন লাগেনি। এখন এ সংসারে তিনি আছেন, কিন্তু কোন কথা নেই, মতামত নেই। একদিন ছেলে বললো, "মা, সংসারে এমনিতেই নানান ঝামেলা, এর মধ্যে তুমি আর ঝামেলা বাড়িও না।" মাঝে মাঝেই তারা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় তিনি এখানে তৃতীয়জন মাত্র, আর কিছু নন।

উপরের প্রতিটি দৃশ্যই আমাদের পরিচিত। আমাদের সমাজ, পরিবেশের সাথে এগুলো মিশে আছে। প্রতিদিনই আমাদের কোন না কোন ঘরে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। এর পাশাপাশি আরো ভয়ানকভাবে ঘটে চলেছে অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা, এসিড নিক্ষেপের মত ঘটনা। এই খবরগুলো আগে এতটা জানাজানি হতো না। ঘরে ঘরে নিজস্ব সীমার মধ্যেই হারিয়ে যেত।

কিন্তু বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগে খবর এখন আমাদের হাতের নাগালে। এখন আমরা প্রচারে বিশ্বাসী। স্যাটেলাইট নির্ভরতার এই যুগে একই সংবাদকে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে প্রচারিত হতে দেখি। ফলে প্রতিনিয়তই আমাদের পড়তে হয় গোলকধাঁধায় প্রকৃত সত্য অন্বেষণে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব ঘটনার মূল কারণ হিসেবে ইসলাম ধর্ম ও অনুসারীদের জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এবং তা করা হয় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই। তাই প্রয়োজন আমাদের সচেতনতা। ইসলামী বিধানের সঠিক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণার অভাবেই মুলতঃ আমরা মিডিয়ার অপপ্রচারের শিকারে পরিণত হচ্ছি।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রসঙ্গে এত বেশি লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে যে নতুন করে এ প্রসঙ্গে বলবার কিছু নেই। স্যাটেলাইটের ব্যাপক প্রচার আর এসব প্রপাগাণ্ডার মুখে, তাদের রংচঙ্গে পরিবেশনার বিপরীতে এই লেখনীগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে।

"রূপ তো আছেই তার সাথে যেকোন একটি গুণ হলেই আপনি চলে যাবেন লাইম লাইটে" "সুন্দরী তোমার গুণের খোঁজে," "ঐশ্বরিয়ার সাথে ডিনার আর সিঙ্গাপুরে ফ্রি কেনাকাটার" লোভ দেখিয়ে নারীকে করা হচ্ছে ঘরছাড়া।

ক্লোজাপ ওয়ান সঙ্গীত সাধনার নাম করে গ্রামের সরলা মেয়ে বিউটিকে পরালো জিন্স আর ঝালর দেয়া এক টুকরো কাপড়।

মন তাই প্রতিবাদী হয় বারবার। ডেকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে বিউটি, নাদিয়া, মৌ তোমরা কেন বুঝতে পারছ না– অধিকার দেবার নাম করে তোমাকে পরিণত করা হচ্ছে পণ্যে। জাহেলী যুগে নারীর ছিলনা কোন মান মর্যাদা। ইসলাম তাকে কন্যা-জায়া-জননী তিন রূপেই করল সম্মানিত। দিলো অধিকার ও মর্যাদা। কিন্তু পাশ্চাত্যের রং জৌলুসে হিপনোটাইজড হয়ে আধুনিক নারীরা নিজের অজান্তেই তাদের ঠেলে দিচ্ছে নবতর জাহেলিয়াতের অন্ধকারে। আর এসব নারীকে জাহেলিয়াতের আরো

www.pathagar.com

গহীন অন্ধকারে ঠেলে নিতে উঠে এসেছে তসলিমা নাসরীনের মত নারীবাদীরা। এরা পবিত্র কোরআনুল কারীমের আয়াতগুলোকে খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে একাজে ব্যবহার করছে। পর্দার অর্থকে এরা গ্রহণ করছে ঘরে বেঁধে রাখা অর্থে। পর্দার বিধান যে ঘর থেকে বেরোবার প্রয়োজনের স্বীকৃতিস্বরূপ এসেছে এ বিষয়টি তারা চেপে যাচ্ছে। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমীন নারীদের বলে দিন তারা যখন ঘরের বাইরে যায় তখন যেন নিজেদের উপর একটি বড় চাদর ঝুলিয়ে দেয়। তাতে তাদের (সম্মানিতা মহিলা বলে) চিনা যাবে এবং তারা উত্যক্ত হবে না।" [আহযাব : ৫৯]

এখন নারীদের বলা হচ্ছে ঘরে বন্দী হয়ে থেকো না। ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসো, খুলে ফেল আলখাল্লা, তোমার সৌন্দর্যের সবকটি দুয়ার খুলে দাও। দলে দলে নারী বাঁধা পড়ছে সে ফাঁদে। ভ্যালেন্টাইনস ডে, থার্টি ফাস্ট নাইট আয়োজন এসব বিভুলা নারীদের বাইরে টেনে নেবার আরেক নবতর কৌশল। নাটক সিনেমায় দেখানো হয় মেয়েরা নামমাত্র কাপড় পরে বের হচ্ছে আর বখাটে গুণ্ডাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এর সমাধান চিহ্নিত হচ্ছে না। বিষয়টি যেন সমাধানহীন এক মহা সংকট। কুরআনী বিধান মেনে নারী যদি তার সৌন্দর্যকে আবৃত করে নেয় তবে যে সে মুক্তি পাবে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সে কথা তাদের বুঝতেই দেয়া হয় না।

নারী জীবনের প্রতিটি স্তরকেই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাজালে আমরা দেখতে পাই– প্রতিটি স্তরেই নারী হয়েছে মহিমান্বিত। প্রাক ইসলামী যুগে কন্যা শিশু ছিল মূল্যহীন হত্যাযোগ্য এক প্রাণীস্বরূপ। ইসলাম ঘোষণা করলো– নবী [সা] বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দু'টি বোন কিংবা দু'টি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানের ভরণ পোষণ করবে তাদের পূর্ণবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে ও আমি এক সঙ্গে থাকবো।"

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও ছেলেমেয়ে পার্থক্য করা ইসলাম সম্মত নয়। রাসূলের ভাষায় "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরজ।"

বিয়ের সময় কনের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে ইসলামে। আর নারী জীবনের প্রতিটি স্তরে নিশ্চিত করা হয়েছে তার অর্থনৈতিক অধিকার। তার ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। বিয়ের আগে বাবা ও ভাইয়ের উপর এবং বিয়ের পর স্বামীর উপর। তাকে দেয়া হয়েছে নিশ্চিত জীবন। কেননা সন্তান ধারণ ও লালন পালনের গুরুদায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত।

"যে লোককে অর্থ সম্পদে স্বাচ্ছন্দ দান করা হয়েছে তার কর্তব্য সেই হিসেবেই তার স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয়-উপার্জন স্বল্প তার সেভাবেই খরচ করা (আল্লাহর দান থেকে) কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব

www.pathagar.com

অর্পণ করেন।" [সূরা আত-তালাক]

রাসূল [সা] বলেছেন, "স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।"

পিতা ও স্বামীর গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন সে মা হয় তখন তার দেখা-শোনার দায়িত্ব ছেলের। একজন লোক রাসূল [সা] এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার কাছে সদ্ব্যবহার পাবার সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?" রাসূল [সা] জবাবে বলেছিলেন, "তোমার মাতার"। এভাবে তিনি তিনবার বলেছিলেন "তোমার মাতার।" এরপরও লোকটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে বলেছিলেন "তোমার পিতার।"

কেবল এটুকুই নয়। নারী জীবনের প্রতিটি বিভাগে আরো নানাবিধ অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ মোহরানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারী হিসেবে আমরা যদি সত্যিকার সম্মান মর্যাদা পেতে চাই, পেতে চাই সঠিক অধিকার তাহলে আমাদের ফিরতে হবে রাসূলের [সা] পথে। ফিরে তাকাতে হবে সেই মদিনায়, যেখানে রাতের অন্ধকারে জরোয়া গহনা পরে একজন নারী একাকী সানা থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারতো। তার ছিলনা কোন ছিনতাইয়ের ভয়, না ছিল শ্লীলতাহানির ভয়। ইসলামী বিধানের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নেই কেবল নারী পেতে পারে এমন নিশ্চিত পরিবেশ, এমন নিরাপত্তা। ■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] শিশু-প্রীতি

আলতাফ হোসাইন রানা

৫৭১ ঈসায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার সুবহি সাদিকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] রাহমাতুল্লিল আলামীন কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের পথ প্রদর্শক হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর চেয়ে ভালো ও উত্তম মানুষ কোনদিন পৃথিবীতে আসেনি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আসবেও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ওপর সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ [সা] সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। যে কথা আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন- "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর [সা] মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" [সূরা আহযাব : ২১]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর উত্তম চরিত্রের সবগুলো গুণাবলীর মধ্যে শিশু প্রীতি ছিলো অন্যতম। রাসূল [সা] ছোটদের কি পরিমাণ ভালোবাসতেন, ভাবতেন, শিশু-কিশোরদের প্রতিভার, অসীম ভালোবাসার, ভাবনার এবং তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তারই সামান্য কিছু উল্লেখ করা হলো।

শৈশবকাল মানব জীবনের মূল ভিত্তি এবং শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ ও উত্তরাধিকারী। ইসলামে শৈশবকাল ও শিশুদের প্রতি কর্তব্য পালন

www.pathagar.com

এবং যথাযথ পরিচর্যার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম আমাদের সন্তানদের জন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ শিক্ষা দেয়।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা কাহাফে বলা হয়েছে– "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বা শিশুরা দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।"

শিশুদের প্রতি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর স্নেহ ও মমত্ববোধ ছিলো গভীর। রাসূল [সা]-এর মন ছিলো শিশুদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] শিশুদেরকে কতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা বোঝা যায় একটি হাদীস থেকে।

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর কাছে এক শিশুকে আনা হলে তিনি তাকে চুম্বন করেন এবং বলেন, এরা মানুষকে ভীরু ও কৃপণ করে দেয় আর এরা হলো আল্লাহর ফুল।

রাসূলে করীম [সা] শিশুদের প্রতি কোমল ব্যবহার নিজে করেছেন এবং অন্যদেরও করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র মদীনা শহরের শিশুরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে খুব ভালোবাসতেন। হযরত মুহাম্মাদও [সা] মদীনার শিশুদের বেশ ভালোবাসতেন। তিনি যখনই শিশুদের দেখতেন তখনই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং শিশুদের সব কথা তিনি মনোযোগের সাথে শুনতেন।

পরনে ছেঁড়া-ময়লা কাপড়ে, অত্যন্ত মলিন, দুঃখ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত পথের পাশে দাঁড়িয়ে যে ইয়াতিম শিশুটি কাঁদছিলো, তা দেখে আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ [সা] শিশুটির নিকটে যান। ছেলেটির সব কথা শুনে তার মাথায় ও শরীরে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি আর কেঁদো না, কষ্টবোধ করো না, আর চিন্তা করো না। সবকিছু ভুলে যাও। তোমার পিতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এজন্য দুঃখ করো না। আজ থেকে আমি তোমার পিতা হয়ে গেলাম। মায়ের অভাবও তোমার থাকবে না। আমার স্ত্রী তোমার মা হয়ে গেলেন। এমনকি আমার প্রিয় কন্যা ফাতিমা [রা] হবে আজ থেকে তোমার বোন। ইয়াতিম অসহায় শিশুটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর মুখ থেকে এমন আদরমাখা কথা শুনে খুশীতে মেতে উঠলো। শিশুটির হৃদয়ের দুঃখ আর ব্যথা-বেদনার যে কষ্ট ছিলো তা পলকের মধ্যেই আনন্দ আর খুশীতে পরিবর্তিত হয়ে গেলো যেন। হযরত [সা] শিশুটির হাত ধরলেন এবং তাকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন এবং নবীর ঘরেই পরম মমতা, স্নেহ-ভালোবাসায় প্রতিপালিত হতে লাগলো। এমন মহানুভবতার পরিচয় কেবল রাসূল [সা] জীবনেই আমরা দেখতে পাই।

রাসূল [সা] যেমন শিশুদের ভালোবেসেছেন, স্নেহ-মমতা দিয়েছেন তেমনি তার উম্মতদেরও শিশুদের প্রতি স্নেহ এবং ভালোবাসা দিতে বলেছেন। হযরত আয়িশা [রা] বলেন, একবার হযরত আকরা [রা] রাসূলের [সা] নিকট আসেন। রাসূল [সা] সে সময় এক ছোট বালককে আদর করছিলেন। হযরত আকরা তামিমী [রা] তাকে বললো, আপনারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের আদর করেন, আল্লাহর শপথ! আমার দশ-দশজন সন্তান রয়েছে, এদের কাউকেও আমি কোনদিন চুমু দেইনি। জবাবে রাসূল [সা] বললেন, "আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার হৃদয় থেকে ভালোবাসা ও দয়ার প্রবণতা কেড়ে নেন

তাহলে আমি কি করতে পারি"। অন্য এক ঘটনায় আমরা দেখতে পাই- জনৈক ব্যক্তি তার দুই সন্তানের একজনকে আদর করলো এবং অন্যজনকে আদর করলো না। এটা দেখে রাসূল [সা] তাকে বললেন, তুমি উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করলে না কেন? মুহাম্মাদ [সা] আরো বলেন- "তোমাদের সন্তানদের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।" [মুসনাদে আহমদ]

একবার মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় আমাদের প্রিয় রাসূল [সা]-এর দৌহিত্র হাসান-হুসাইন লাল জামা পরে কম্পিত পায়ে নানার দিকে এগিয়ে এলেন, রাসূল [সা] এদের দেখে আর থাকতে পারলেন না। তিনি খুতবা বন্ধ রেখে তাদেরকে কোলে তুলে সামনে এনে বসিয়ে তারপর খুতবা শুরু করলেন। রাসূল [সা] তার নিজ কন্যা ফাতিমা [রা]-কে খুবই স্নেহ করতেন। রাসূল [সা] প্রায়ই বলতেন, ফাতিমা আমার কলিজার টুকরো। মহানবী [সা] বলেন- "কন্যা হলো সুগন্ধি ফুল। আমি তার সুবাস নিই। আর তার রিযিক তো আল্লাহর হাতে। সাহাবী হযরত আনাস [রা] বলেন, আমি রাসূল [সা]-এর চাইতে আর কাউকে সন্তানদের প্রতি এতো অধিক ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখিনি। শুধুমাত্র নিজের ছেলে-মেয়েই নয়, অন্যান্য সকল শিশুদেরও রাসূল [সা] খুবই ভালোবাসতেন, পরম আন্তরিকতায় আদর ভালোবাসা দিতেন, তাদের কোলে তুলে নিতেন, সুন্দর নাম রাখতেন, মুখে খেজুর চিবিয়ে দিতেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] কেবল কোমলমতি শিশু-কিশোরদের আদর স্নেহ করেছেন তা নয়, তাদেরকে সুশিক্ষা প্রদানেরও নির্দেশ প্রদান করেন। শিশুদের জন্য তিনি কী উত্তম কথাই না বলেছেন। রাসূল [সা] বলেন- তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ কর এবং তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দান কর। মুহাম্মাদ [সা] আরো বলেন- সন্তানদেরকে সদাচার শিক্ষা দেয়া, দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। রাসূল [সা] আরো জোর দিয়ে বলেন- "যে ছোটদের আদর মমতা করবে না সে আমার উম্মত নয়।"

শৈশব ও কৈশোর কাল হচ্ছে ছোটদের মানসিক বিকাশের উপযুক্ত সময়। শিশুদের কোমল ও পবিত্র মনে একবার যদি কোন খারাপ ধারণা প্রবেশ করতে পারে তবে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও থেকে যায়। তাই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সা] শিশু-কিশোরদের সঙ্গে খেলাচ্ছলেও মিথ্যা বা প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন। শিশুদের উত্তম ও উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ [সা] বলেন- তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞান দান কর, কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট। আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ [সা] আরেক জায়গায় বলেছেন- সৎ সন্তান হলো বেহেশতের ফুল।

শিশুদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন, যদি দুধের শিশু, বুড়ো এবং গৃহপালিত পশুরা না থাকতো তাহলে অচিরেই কঠিন শাস্তি নেমে আসতো। এখানে তিনি শিশুদের উপস্থিতিকে আল্লাহর আযাব ফিরে যাবার একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শিশুদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে রাসূল [সা] বলেন, শিশুরা হলো বেহেশতের প্রজাপতিতুল্য।

ছোটদের সুখ-আনন্দ, খেলাধুলার প্রতিও মুহাম্মাদ [সা]-এর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] নিজেও শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন, শিশুদের পরম স্নেহ, আদর-সোহাগ করতেন এবং চুমু খেতেন। সফর শেষে ফেরার পর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তাঁর উটের সামনে-পিছনে বসিয়ে তাদের নিয়ে বেড়াতেন এবং তাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল [সা] ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে কিছু খেলনা সামগ্রী শিশুদের জন্য নিয়ে গেলো সে যেন অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে সাদকা সামগ্রী বয়ে নিয়ে গেলো।

একটি প্রাচীন আরবী কবিতায় বলা হয়েছে এভাবে– শিশুরা সুখময় জীবনের সুসংবাদ। আমাদের জীবনের চারাগাছ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল এবং আমাদের চোখ ও মনের বড় প্রশান্তি।

সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেয়া এবং সুশিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হবে। ইসলামী আদব-কায়দা এবং আচার-অনুষ্ঠান তাদের শিখাতে হবে।

আমাদের প্রিয় নবী, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] শিশুদের জন্য এই বলে দোয়া করেছেন:

"আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন, যেনো আমাদের কলিজার টুকরোদেরকে যোগ্যতর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি। আর আমাদেরকে শক্তি দান করুন আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর ও হিদায়াতের শিক্ষার পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালাতে।"

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সুমহান শিক্ষাকে সামনে রেখে যদি প্রতিটি শিশু-কিশোরদের আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার অনুশাসনে গড়ে তোলা যায় তাহলে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বস্তরে তাদের সেবা লাভে উপকৃত হবে। ■

www.pathagar.com

মহানবীর মিরাজ : অনন্য এক মু'জিযা

এস.এম. জহির উদ্দীন

মু'জিযা অর্থ আলৌলিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা, এটি এক প্রকার চূড়ান্ত দলিল। প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব ধর্ম আছে। নিজস্ব ধর্মের বিপরীত যা কিছু ঘটে তাই'ই এক প্রকার মু'জিযা। সাধারণ ভাবে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় না। মহান রাব্বুল আ'লামীন যখন ইচ্ছা করেন তখনই তাঁর প্রিয় বান্দাদের দ্বারা এসব ঘটিয়ে থাকেন। আল্লাহ প্রেরিত মনীষীদের [নবী-রাসূলদের] কথায় বা কাজে যখন সাধারণ মানুষ বা বিপথগামী মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত না হয়, তখন প্রয়োজন পড়ে মু'জিযার। এ কারণে মু'জিযা দেখানোর পরও যদি জাতি ঈমান না আনে তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রায় সকল নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মু'জিযা দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ে দেখা যায় মু'জিযা দেখিয়ে লোকদেরকে ঈমান আনার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর করা যায়নি।

www.pathagar.com

মহানবীকে [সা] বারবার তাগাদা দেয়া হয় মু'জিয়া দেখিয়ে তার রাসূলত্ব প্রমাণের জন্য, যদিও জন্মের পর থেকেই রাসূলকে তারা অন্যদের থেকে ভিন্ন দেখে আসছে। বারবার তাগাদা সত্ত্বেও রাসূল [সা] মু'জিযা দেখানোর জন্য উদগ্রীব হননি বা মহান রাব্বুল আ'লামীন মু'জিযার মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি।

এর যে কারণ থাকতে পারে তার একটি হলো– মু'জিযার পর ঈমান না আনলে অনিবার্য ভাবে ধ্বংস এসে যায় । জাতি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ঈমান আনবে কারা। এজন্যই মানুষ ভুল করেছে আর মহানবী [সা] তাদের হয়ে বারবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন, যেন তাদের ধ্বংস করা না হয় । দ্বিতীয়ত– মু'জিযা দেখানোর পর জাতি ঈমান আনলে অনেকটা জোর করে ঈমান চাপিয়ে দেয়ার সামিল হয়।

ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে না দেখেই বিশ্বাস করতে হয়। দৃশ্যমান জিনিস যতটা সত্য, রাসূলের [সা] কথা তার চেয়ে বেশী সত্য। তাই তাঁর মুখে যা শুনবে তা' ই বিশ্বাস করবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে এ নীতির উপর নির্ভর করতে পারলেই কেবল ইসলামে দাখিল হওয়া সম্ভবপর ছিল। এজন্য দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের পর আল্লাহ তায়ালা মহানবীর [সা] দ্বারা ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করেন।

মূলত মহানবীর [সা] সারা জীবনটাই বৃহত্তর এক মু'জিযা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহানবীর [সা] অনন্য এক মু'জিযা 'মিরাজ'। মিরাজ অর্থ উর্ধে আরোহণ। পবিত্র কুরআনে 'ইসরা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ– রাতে ভ্রমণ। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে ইসরা বলা হয়। আর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণকে মিরাজ বলে।

ইসলাম বিদ্বেষীরা তখন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল। ইসলামের জন্য অনেকে শহীদ হলেন এবং ভবিষ্যৎ যেন আরো দুর্বিষহ হতে লাগল। এমনই এক কঠিন সময়ে মহান প্রভু তাঁর প্রিয় বন্ধুকে কাছে ডেকে নেন। ২৬শে রজব দিবাগত রাতে, নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে মহানবীর [সা] ৫২ বছর বয়সে ঘটে এই মহান ঘটনা।

ইবনে শিহাব ইবনুল মুসাইয়ার থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরা [রা] বলেন, "যে রাতে রাসূলুল্লাহ [সা] বায়তুল মাকদাস সফর করেছিলেন সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হয়েছিল। একটিতে ছিল শরাব এবং অন্যটিতে দুধ, তিনি পেয়ালা দু'টির দিকে দেখলেন, তারপর দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলেন। তা দেখে জিবরাঈল বলে উঠলেন, আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর। আল্লাহ আপনাকে স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা তুলে নিতেন তাহলে আপনার উম্মাত গোমরাহীর শিকার হতো।" –সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং-৪৩৪৮

ফেরেশতাদের অন্যতম জিবরাইল [আ] ও মিকাইল [আ] উল্লেখিত রাতে মুহাম্মাদকে [সা] ডেকে নিয়ে সিনা চাক করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা ভিতরটা পরিষ্কার করেন। মহানবী [সা]তো ছিলেন নিষ্পাপ। তবুও সিনা চাক করে মূলত নবীকে [সা] মানসিকভাবে

www.pathagar.com

প্রস্তুত করা হয়। সিনা চাক করে ভিতরটা পরিষ্কার করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর ভিতরটা অপরিষ্কার ছিলো। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় মহাপ্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে যেয়েও তিনি বিচলিত বা সংজ্ঞাহীন হননি। যেমন হয়েছিলেন 'তূর' পাহাড়ে মুসা [আ]। সাথে সাথে তিনি উম্মাতের কথাও স্মরণ রেখেছেন।

বিশ্বের মহা প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সামনে তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ [সা] দৈহিক ও আত্মিক ইবাদাত পেশ করেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে সালাম প্রদান করেন। এই সালাম নবী [সা] তাঁর সকল উম্মাতকে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা এর সাক্ষী থাকেন এবং ঘোষণা করেন প্রভুর মহত্ব ও মহানবীকে [সা] আল্লাহর রাসূল হিসেবে। এ কথাগুলিই আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তাশাহুদ হিসেবে পড়ি।

কিছু কিছু কথা থাকে যা দূর থেকে বলা যায় না বা কাছে থেকে না বললে তার মহত্ব থাকে না। এজন্য কাছে আসার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমান সভ্যতার অন্যতম সৃষ্টি টেলিফোন। আমরা এর মাধ্যমে প্রিয়জনদের সাথে শত শত বা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আলাপ করি। অনেক কথা আছে যা আমরা টেলিফোনে বলি না। আমরা একথাই জানিয়ে দেই– জরুরী কথা আছে, টেলিফোনে বলা সম্ভব নয় দেখা করা প্রয়োজন। টেলিফোনে অন্যের সাথে সরাসরি কথা হলেও যেমন বিশেষ কথা বলার জন্য আমরা সাক্ষাতের অপেক্ষা করি তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি কূলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি, আর সেই জাতিকে বিশেষ কিছু উপহার দেয়া, সঠিক পথ দেখানোর দিক নির্দেশনা, সঠিক পথে চললে কি লাভ এবং বিপরীতভাবে চললে তার পরিণাম ইত্যাদি এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কি হতে পারে। সেই জিনিসগুলো জানানো এবং দেখানোর জন্যই মহানবীকে [সা] তলব করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার চতুর্দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" –বনী ইসরাইল : ১

গুরুত্বপূর্ণ সেই সময়ে হাদিয়াস্বরূপ দেয়া হয়– 'নামায'। এজন্য আমাদের, নামাযের গুরুত্ব কতখানি তা অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

মক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত মহানবীকে [সা] বোরাকে করে নেয়া হয়। সেখানে তিনি কেবলা মুখী হয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। এর পর নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি আনা হয়। প্রথম আকাশে আদম [আ], দ্বিতীয় আকাশে ইয়াহইয়া ও ঈসা [আ], তৃতীয় আকাশে ইউসুফ [আ], চতুর্থ আকাশে ইদরীস [আ], পঞ্চম আকাশে হারুন [আ], ৬ষ্ঠ আকাশে মূসা [আ] এবং ৭ম আকাশে ইবরাহীম [আ]-এর সাথে পরিচয় ও সাক্ষাতের পর তিনি 'সিদরাতুন মুনতাহায়' পৌঁছেন, যেখানে মহানবী [সা] জিবরাইলকে [আ] স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয়শ' পাখা রয়েছে। সেখান থেকে 'রফরফে'

www.pathagar.com

করে মহানবী [সা] 'আরশে আযীমে' পৌঁছেন। বায়তুল মামুর, [যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে যারা কিয়ামাত পর্যন্ত দ্বিতীয় বার প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না] জান্নাত, জাহান্নাম দেখা ও মহা প্রভূর দীদার লাভের পর পুনরায় তিনি বায়তুল মাকদাসে আসেন। এখানে তাঁর সাথে অন্যান্য সকল নবী-রাসূলগণও আসেন। মহানবীর [সা] ইমামতিতে তাঁরা দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

মিরাজের বর্ণনা শুনে সাহাবীদের একদল অকপটে বিশ্বাস করেন, কিন্তু নও মুসলিম অনেকেই অবিশ্বাস করে ও ধর্ম ত্যাগ করে। আর কাফির-মুশরিকরা শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপই করেনি, তারা স্থান ত্যাগ করে এবং বিভিন্ন মহলে নবীর এই কথা নিয়ে উপহাস করতে থাকে।

আবু বকর [রা] ছিলেন অন্য স্থানে। তাঁকে এ কথা জানানো হলো। তিনি তখনই একবাক্যে সব সত্য বলে স্বীকার করেন। যার জন্য মহানবী [সা] তাঁকে 'আস্ সিদ্দিক' উপাধি প্রদান করেন।

কাফির-মুশরিকরা মহানবীর [সা] মিরাজ তো দূরের কথা তাঁর বায়তুল মাকদাস ভ্রমণের কথাই বিশ্বাস করলো না। তারা এর প্রমাণ চাইলো। বায়তুল মাকদাস যারা প্রত্যক্ষ করেছে এমন লোকদের দিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করানো হলো।

দিনের বেলাও যদি কোন জিনিস একাধিকবার দেখা হয় তা পরবর্তীতে সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, অথচ রাতে মাত্র একবার ভ্রমণ করেই মহানবী [সা] পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে উত্তর দিতে থাকেন।

ইবনে শিহাব আবু সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুনেছেন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি নবীকে [সা] বলতে শুনেছেন, "যখন কুরাইশরা [মিরাজের ব্যাপারে] আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, আমি [কাবা শরীফের] হিজর নামক স্থানে গেলাম, আল্লাহ বায়তুল মাকদাসকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে সব নিশানী জানিয়ে দিতে থাকলাম।" –সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং-৪৩৪৯

বর্তমানেও দেখা যায় অনেকে বোরাকের গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রতি মিনিটে মাইল মাইল যাওয়া সম্ভব একথাও কয়েকশ' বছর পূর্বে মানুষের কল্পনাতীত ছিলো অথচ বর্তমানে প্রতি সেকেন্ডে ১২ মাইল যাওয়ার ঘটনা মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন বোরাকের গতিকে সাধারণ গতির বাহন বলে মনে হবে।

অনেকের ভাবনা এত অল্প সময়ে ২৬/২৭ বছর কিভাবে পার হলো। তিনি ফিরে এসে দেখলেন ওযুর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে, দরজার কড়া নড়ছে, বিছানা তখনো গরম। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। যদি তার চেয়ে দ্রুত চলা যায় তাহলে সময়কে পিছনে ফেলা সম্ভব, আর যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তা থামিয়ে দেয়া নিতান্তই সহজ।

অনেকে আবার মিরাজ দৈহিক নাকি আত্মিক এ সমস্যায় পড়েন। এ প্রশ্নের উত্তর কুরআনেই রয়েছে। আল্লাহ 'আবদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দের দু'টি দিক রয়েছে

www.pathagar.com

এক. 'আবদ' শরীর এবং আত্মা উভয়কে বুঝায় অর্থাৎ আত্মা ও শরীর নিয়েই আবদ হয়। 'আবদ' শুধু আত্মা হলে তাকে নেয়ার জন্য বোরাক, সিঁড়ি বা রফরফের প্রয়োজন হতো না। দুই. আল্লাহ তায়ালা মহানবীকে [সা] নবী, রাসূল, বান্দা, মুহাম্মদ, আহমদ, বন্ধু ইত্যাদি না বলে 'আবদ' বলেছেন, যার অর্থ 'আমার দাস' বা 'আমার বান্দা'। কোন ছেলের নাম যদি হয় আবদুল্লাহ, মা তাকে শুধু আবদুল্লাহ না বলে যখন 'আমার আবদুল্লাহ' বলে ডাকেন তখন অধিক ভালবাসা, স্নেহ-মমতা নিয়ে ডাকছেন একথাই প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহও আবদ বলে তাঁর বান্দার প্রতি অধিক ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। আর সেই প্রিয় বান্দাকে অধিক ভালবেসে শুধু আত্মার দ্বারা মিরাজ করাবেন একথা অস্বাভাবিক ব্যক্তিই বলতে পারেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভুল শিক্ষা থেকে হিফাজত করুন এবং মহানবীর [সা] মহান শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করার তাওফিক দিন। ■

তথ্যসূত্র

১. মা'আরিফুল কুরআন
২. সহীহ আল বুখারী ৪র্থ খণ্ড
৩. মাসিক 'পৃথিবী'
৪. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন ॥ অনু: মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
৫. মিরাজের তাৎপর্য ॥ খন্দকার আবুল খায়ের
৬. সীরাতে ইবনে হিশাম
৭. মহানবী ॥ মুজীবুর রহমান খাঁ
৮. বিশ্ব নবীর মহান আদর্শ ॥ মৌলভী মোহাম্মদ মুছলেহুদ্দীন।

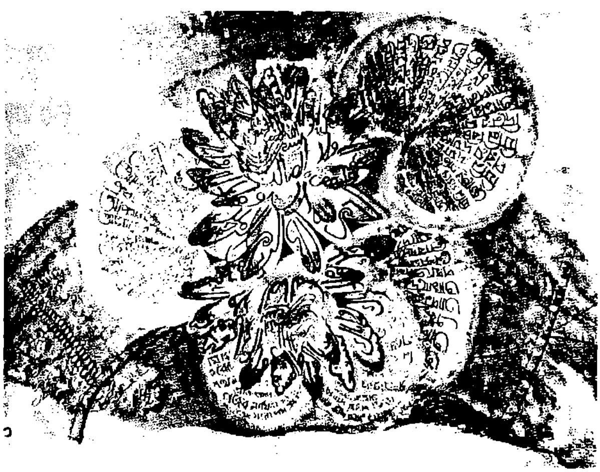

www.pathagar.com

তোমার দেখানো পথে ॥ আবদুর রশীদ খান

তোমার দেখানো পথে
সব ছেড়ে বার বার শুধু ফিরে আসা;
অন্ধকারে ফিরে এসে আলোর প্রত্যাশা।
নাস্তির রঙিন নেশা কেটে গেলে অলক্ষ্যে কখন
অলৌকিক আলো এসে ধরা দেয় হেসে
অস্তির অপার তেজে হেরার আভাস।

যে ইংগিত জেগে রয় আকাশে বাতাসে,
যে আশায় সৃষ্টি পাতে কান,
চাঁদ ছেড়ে, সূর্য পিছে ফেলে,
আকাশ পৃথিবী যার আজ্ঞার নফর
সে মহান অস্তির উদ্দেশ্যে
সমস্ত অন্তর যেন হয় নম্রনত
তোমার দেখানো পথে।

না'ত ॥ মুফাখ্‌খারুল ইসলাম

শাফায়াতের সনদ নিতে
খোদার তরফ হ'তে
দাঁড়ায় এসে আমার মুখ্‌তার
মুবাহালার পথে।

দুই কোলে তাঁর হাসান-হোসেন
তাঁর দু'চোখের ধারা মোছেন,
বলেন– নানা, রক্ত দিয়ে
বাঁচাব উম্মতে।

ডাইনে আলী মুরতাজা তাঁর
বলছে কেঁদে ডাকি'–
কেঁদো নাগো দয়াল নবী!
পিয়াসীদের দিল জুড়াব
[আমি] কওসরেরই সাকী।

www.pathagar.com

মা ফাতিমা বলছে, বাবা!
কেঁদে দু'চোখ করছো তাবা,
নাই কি মনে কী লেখা মোর
দেন মোহরের খতে।

হজরত মুহাম্মদ [সা] ॥ আশরাফ সিদ্দিকী

ঊষর ধূসর আরবের বুকে লক্ষ হায়েনা দল–
হিংস্র কুটিল চক্ষু মেলিয়া করে চলে কোলাহল!
দুগ্ধ পোষ্য শিশুর শোণিতে রাঙায়ে পাষাণ কর–
পথে পথে ফেরে লক্ষ হাজার আজাজিল অনুচর।

পৃস্টা নারীর ক্লিষ্টা নিশাসে শিহরে খেজুর বন–
ক্রীতদাসদের চোখের নহরে ভেজেনা পাষাণ মন।
পূব তোরণের কুহেলী সরায়ে উজলি দিক বিদিক
লক্ষ ঊষার জরীন বিভায় ভাসায়ে অন্তরীখ
হে প্রিয় নবী! উজলিলে তুমি আমিনা মায়ের কোল
আকাশে বাতাসে পাহাড়ে সাগরে লাগিল খুশীর দোল।

মরু বাগিচার শাখায় মাতোয়ারা বুলবুল–
আলোয় আলোয় দরূদ-সালামে চরাচর্ মশগুল।
শ্যামাক ভুলিয়া দুম্বা শিশুরা কান পেতে সে অনুক্ষণ।
কোন বেহেশতী শিরিন সুরে শোনে সে গুঞ্জরণ।

মরু নার্গিস কোন সে সুবাসে হয়ে উঠে মাতোয়ারা।
আল-বুরুজের চূড়ায় চূড়ায় ছড়ায়ে পিযূষ ধারা।
তোমার নূরানী প্রাণ জয়তুনী সবুজ পত্রভার
মরু আরবের বক্ষে আনিল খুশীর খোশ জোয়ার।

মুক্তনীলের ঝরকা হইতে নিংগাড়ী নূরানী তেজ
আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন ইলাহ্ জানো জানো হরগেজ।

www.pathagar.com

পাঠ করো হে মানুষ ॥ দিলওয়ার

: পাঠ করো হে মানুষ চরাচরে গ্রথিত কথন,
প্রতিটি অক্ষরে তার নাক্ষত্রিক দ্যুতির প্রক্ষোভ,
সে-দ্যুতি বিদীর্ণ করে জঠরের জটিল প্রলোভ,
অক্ষয়ের অবয়বে মানবিক ঘটে উত্তরণ!

: পাঠ করো হে মানুষ অস্তিত্বের প্রতি পরিচ্ছেদ
তোমাতে নিকৃত রেখে বানর, শূকর আর বাঘ,
আয়ুর আয়াতে খুঁজো তুমি কার বৃত্য অনুরাগ,
অনন্ত আনন্দে ঘেরা অশ্রুময় তোমার বিচ্ছেদ।

: সময় আমার প্রভু, বহী তার ওহী-র ফসল,
এই গ্রন্থ্ পরিব্যাপ্ত অগণিত গ্রহ-গ্রহান্তরে,
'আপনি আচরি ধর্ম' বলে গ্রন্থ্ 'দেখাও অপরে'
পিতৃপুরুষের ধর্মে আমি তাই হেনেছি শাবল।
কালের মিনার থেকে নিরন্তর বেলালী আজান–
মোহাম্মদ সেই নাম : নিদ্রা থেকে প্রেমের উত্থান।

একটি ফুলের স্মৃতি ॥ মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

এক.
আতপ্ত মরুতে কবে অন্তঃশীলা স্নিগ্ধ ওয়েসিস
প্রাণ-প্রবাহের স্রোতে বয়ে গেছে আপন লীলায়,
সঞ্চারিত করেছে সে কস্তুরী-সৌরভ মর্মমূলে
রক্তিম হয়েছে ফুল ফোটার আনন্দে সাহারায়।
সব উজ্জ্বলতা তাই ধরা দিল সেই দীপ্ত গুলে–
লালার মহিমা নিয়ে, তারি বহ্নি জ্বলে অহর্নিশ
অনিবার্ণ, সে-সুগন্ধ অরণ্য ঝড়ের মত ঝরে
বাতাসের আবর্তনে চারিদিকে সৌরভ-মর্মরে।

যে-সুগন্ধ মুছে দিতে সময়ের বিষাক্ত আকাশ
পেতেছে অনেক ফাঁদ, নীলিমাকে করেছে আহত,
সব স্নিগ্ধ-শ্যামলিমা মুছে নিয়ে অন্ধকার শুধু

www.pathagar.com

জেগেছে কুটিল ক্লিন্ন, মরীচিকা, মরুভূর ধূ-ধূ
অশেষ শূন্যতা আর রুদ্ধশ্বাস কলুষতা যত;
সে-পংকিল পরিবেশে সেই ফুল সুরভি প্রশ্বাস।

দুই.
এখন নিষ্প্রাণ দিন, রাত্রি শুধু অন্ধকারময়;
যুগের খিমায় বন্দী আমাদের রুদ্ধশ্বাস প্রাণ।
সকল সংকটে দ্বন্দ্বে ভুলেছি প্রাণের প্রিয় গান,
আনন্দ-সুরভি যেন মুছে নিয়ে গিয়েছে সময়।
কুটিল করুণ হাতে, ঘিরে আছে সন্দেহ সংশয়;
ভুলেছি সহজে তাই একদিন যে সুরভি-ভার-
অনির্বাণ উজ্জ্বলতা, মরুভূর সে-গুলে লালার
সজীব প্রাণের স্পর্শ ছিল জেগে প্রোজ্জ্বল, অক্ষয়।

জানি এই সময়ের প্রাণহীন মরুভূমি ঘিরে
অন্তঃশীলা সেই ধারা, সে-চেতনা এখনো দুর্বার,
এ-যুগের রিক্তমাঠে অনাবাদী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
সিঞ্চিত সে প্রাণকণা জন্ম দেবে শস্য থরে থরে,
এ বন্ধ্যা মরুর মাটি খুঁজে পাবে সুরভি আবার;
সব বন্দী-প্রাণ পাবে দিকে দিকে মুক্তকণ্ঠ ফিরে।

হে প্রিয় রাসূল আমার ॥ জাহানারা আরজু

'পড় তোমার প্রভুর নামে'
নির্জন অন্ধকার হেরা গুহায় উচ্চারিত অমোঘ সে বাণী
প্রথম শুনেছিলেন যিনি থর থর কম্পিত হৃদয়ে-
বাঁধ-না-মানা হৃদয় নিয়ে ছুটে এসেছিলেন
সবচেয়ে আপন জন-প্রিয়তমা পত্নীর কাছে
যাঁর কাছে উন্মুক্ত হলো মহালগ্নের মহাসত্যের
পরম সে প্রথমক্ষণ,
তপ্ত তাঁবুতে তাঁদের এ কোন রহমতের বারিবর্ষণ-
এ কোন নিগূঢ় রহস্যের খেলা শুরু হলো
বুঝেছিলেন উম্মুল মুমেনীন।

www.pathagar.com

তাইত সেদিন দু'বাহুর নির্ভর বন্ধনে এবং উষ্ণ কম্বলের আচ্ছাদনে
জড়ালেন প্রিয়তমকে তাঁর– খোদার সে হাবীব
মাটির মানবীর নিবিড় বন্ধনে খোঁজে আশ্রয় আজ!
শিহরিত, প্রকম্পিত দু'টি হৃদয় মুখোমুখি
ডুবে আছে এক অলৌকিক আলোর আভায়!
যে আলোর উজ্জ্বল শিখায় ব্যপ্ত চরাচর!
স্বামী তাঁর আল্লাহর নবী–
হৃদয়ের কোষে কোষে যিনি পেয়েছেন আল্লাহর ওহী–
তিনিই যে ইসলামের শেষ বাণীবাহক–
পরিপূর্ণতার রশ্মি অনির্বাণ।
সৌভাগ্যের বুলন্দ দরোজা খুলে গেল পৃথিবীর–
পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, ভরসায় বললেন খাদিজা [রা] স্বামীকে তাঁর–
হ্যাঁ, আপনিই সেই নবী, আপনার কাছেই
এসে গেছে আসমানী সেই দুর্লভ 'ওহী', আপনিই
প্রিয় হাবীব মহান স্রষ্টা– আপনার হাতেই পরিত্রাণ উম্মতের।

মা আমিনা ॥ মুহম্মদ নূরুল হুদা

সূর্যোদয়ের তখনো কিছু বাকী।
আরব-মরুর দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে
তখনো অন্ধকারের প্রগাঢ় হাতছানি।
বিশ্ব-প্রকৃতি তখনো গভীর নিদ্রামগ্ন।
চারপাশে নিরব-নিথর নিস্তব্ধতা।
তবু জেগে আছে কিছু শব্দ,
মরু-বালুকার শরীরে শিশির-পতনের মতো কিছু শব্দ।
ঘুমন্ত পাখির সহসা সঞ্চালনের মতো কিছু শব্দ।
স্বপ্ন-তাড়িত মানুষের পাশ-ফেরার মতো কিছু শব্দ।

অপূর্ব এ দৃশ্য, অপরূপ এ সন্ধিক্ষণ।
একদিকে যাই-যাই করছে অন্ধকার,
অন্যদিকে শুরু হচ্ছে আলোর উন্মীলন।
ঘুমন্ত পশু-পাখি প্রস্তুতি নিচ্ছে জেগে ওঠার।
মানুষগুলো শয্যায় আড়মোড়া ভাঙছে।

www.pathagar.com

আলো-আঁধারির সেই মিলন-মুহূর্তে
সহসা অসহ্য ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলেন এক নারী
তাঁর অস্তিত্বের বৃন্ত-মূলে
কে যেন প্রবলভাবে মোচড় দিয়ে গেলো।
এক প্রচণ্ড ধাক্কায় কেঁপে উঠলো তাঁর সমস্ত শরীর।
তিনি যেন সত্তান্তরিত হলেন।

তার আগে তিনিও ছিলেন নিদ্রামগ্ন।
কিন্তু স্বপ্নহীন ছিল না তাঁর সেই ঘুম।
সারারাত স্বপ্নের মোহন রাজ্যে
ভ্রমণ সেরে এখন তিনি ফিরে
এসেছেন ধুলো-মাটির পৃথিবীতে।
তার দেহ-মনে বেদনা ও পুলকের এক অপূর্ব শিহরণ
না, তেমন কোনো অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দেখেন নি।
দেখেন নি কোনো অলৌকিক পরীর জগৎ।
দেখেন নি সাতসাগর তেরনদী পারের কোনো তেপান্তরের মাঠ।

তিনি স্বপ্ন দেখেছেন শুধু আলোকের।
সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে যেন আলোয়-আলোয়।
দিগন্ত-বিস্তৃত মরু-বালুকার কণায় কণায় আলোর বিচ্ছুরণ।
মানুষের হাতে হাতে আলোকের শামাদান।
পশু, পাখি, গাছপালা, নর, নারী– প্রত্যেকেই যেন
এক একটি আলোকপিণ্ড।
এক একটি উৎস থেকে অনর্গল ধারায়
উচ্ছ্বিত আলোকে ঝর্ণাধারা।

এই তো খানিক পরেই উদিত হবে সূর্য;
এই তো খানিক পরের পৃথিবী প্লাবিত হবে আলোক-বন্যায়।
জননীর স্বপ্ন কি সেই আসন্ন আলোক-বন্যারই সংকেত মাত্র?

সুবেহ্-সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে সম্পূর্ণ জেগে উঠেন তিনি।
না, তাঁর পক্ষে আর ঘুমানো সম্ভব নয়।
তাঁর শরীরে ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে ব্যথার কুন্ডলী;
কিন্তু মনে হচ্ছে, কেমন যেন পরিচিত সেই ব্যথা।

তিনি বুঝতে পারলেন, এক নতুন পরিচয়ে
বুঝি আজ পরিচিত হবেন তিনি!

www.pathagar.com

সবুজ গম্বুজের নিচে ॥ আসাদ চৌধুরী

'আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো নবীজির রওজায়'
না, এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি একবারও।
যাঁরা হাত নেড়ে বিদায় জানালেন
দীর্ঘ প্রবাসে তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন আপনজন।
'যাত্রা শুভ হোক'
'ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরুন'
এ-সব শুভ কামনার স্নিগ্ধতা
কোলনের বিষণ্ন-প্লাটফর্মকে নয়
কিন্তু আমাকে স্পর্শ করেছিল।
দু'-দুটি বিমান বন্দর পেরোনোর বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে
আমরা এখন জেদ্দায়, সপরিবারে সৈয়দ সাহেবের বাসায়।
ক্যামেরা, অলঙ্কার আরও কি সব টুকিটাকি কেনাকাটা শেষ।
তারিখ তো আমার জানাই।
ছাড়পত্রেই রয়েছে, বলবো না।
মসজিদে তারাবিহ পড়তে গিয়েছি হোঁচট খেলাম,
অনেক কিছুই আমি ভুলে গেছি।
দেশে তো বিশ রাকাতই পড়তাম।
অনেক, অ-নে-ক বছর পর আমি রোযা রেখেছি।
পরিধানে শেষ যাত্রার দু'ফালি সাদা কাপড়
আল্লাহ্‌র দু'দণ্ডের মেহমান :
শরীরে, মনে, দৃষ্টিতে, নিঃশ্বাসে
অনেক অনেক গুনাহর চিহ্ন,
তাঁর উম্মত হবার দুর্জয় হিম্মত নিয়ে
আমি কালো পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম;
পবিত্র আঙুলের কোন চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না।
কাঙালের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলাম হারাম শরীফের চারপাশে,
পবিত্র চরণচিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না,

www.pathagar.com

মহাপৃথিবীমানব ॥ আল মুজাহিদী

জিব্রিল এলেন।
তুমিই প্রথম উচ্চারণ করলে, 'পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।'
আর আমরা অম্নি পাঠ করতে শুরু করলাম। পাঠ করলাম
পৃথিবীকে। পৃথিবীমন্ডলকে। পাঠ করলাম নীলিমা নক্ষত্র।
নীহারিকা, নীহারিকাপুঞ্জ। গোটা সৌরবলয়কে। পাঠ করলাম
সমুদ্র, আগুন, বাতাস, মৃত্তিকা এবং জলজ নিচয়কে। আমি পাঠ করলাম
মানব ও মানবীকে। মানবমন্ডলীকে। আমি পাঠ করলাম আমারই
প্রভুর ভাষায়। আমি তোমাকেও পাঠ করি সে ভাষায়......
'কোন মানুষ-ই কোনো মানুষের ক্রীতদাস নয়– তুমিই প্রথম বল্লে।
কেউ কারুই আজ্ঞাবহ নয়–একমাত্র আমাদের প্রভুর ছাড়া।' মানুষ তো মানুষের জ্ঞাতি।
তুমি অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলে কেবল আলোর জন্যে।
পৃথিবীতে আলো এলো। আলোকে একাত্ম করে দিলে
জীবনের সোনালি তোরণে। আর তুমি মানুষের জন্যে উচ্চারণ করলে–
রুটি ও গোলাপের অঙ্গিকার। মানুষও তার শ্রমের শরীরে খুঁজে পেলো
দুর্লভ ঐশ্বর্য। পৃথিবীবাসীর পেশিবন্ত হাত ভালোবাসা পেলো। কোনো
নর, নারী মালিকের পণ্য ও পসরা হয়ে রইলো না আর। এক শাশ্বত, সন্নিষ্ঠ
উচ্চারণে তুমি আলিঙ্গন করলে নারী, নিসর্গ এবং প্রতিটি মানুষকে।

এ পৃথিবী ও বস্তুর অস্তিত্ব কি? পৃথিবীর বাইরেই বা কি? তুমি
জানতে চাইলে। মানুষের চিন্তা ও শব্দ কি করে সম্পর্ক খোঁজে বস্তুর ভেতর?
মানব অস্তিত্ব? সে একই কথা তুমি ভাবলে। সচেতনা ও
স্বাধীন সত্তার কথা। তোমার স্মৃতি অনুপম আলোকচ্ছটা
বিদীর্ণ করলো অন্ধকার। সমগ্র তমসা।
তুমিই জীবনের সত্তা ও সময়ের বিচলন ছন্দ খুঁজে পেয়েছিলে
তোমার নিজের জীবনের কাছেই। তুমি ক্রমশঃ
রচনা করলে ইতিহাসের জীবন্ত অভিধান; আর পৃথিবীর মুক্তির নিয়তি।
যে ডাইনিটা তোমার পথের মধ্যে পুঁতে রাখতো কাঁটা–
তীব্র লেলিহানে সেই ডাইনির চোখ মুখ, মাথার খুলি ও বিষাক্ত কলজে
দরদর করে গলে পড়লো। ঐ মুহূর্তগুলো খুবই অভিশপ্ত
সভ্যতার জন্যে, আমাদের সময়ের জন্যে।
হে মহাপৃথিবীমানব,
আমি তোমার হেরার পর্বতের 'মহাবাণী' কান পেতে শ্রবণ করছি।
আর অপেক্ষা করছি মানবজাতির মানবিক পৃথিবীর জন্যে।

www.pathagar.com

'গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হলো বিশ্বকবি'

শাহাবুদ্দীন আহমদ

১৯৯৪-এর মে তে [জ্যৈষ্ঠে] সেলিনা জামানের সম্পাদনায় 'নজরুল পাণ্ডুলিপি' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার মূল লেখার একটি সংকলন। যে খাতাটিতে কবি ঐ কবিতাগুলো লিখেছিলেন তারই একটি পৃষ্ঠায় লেখা আছে–

_Sportsmanlike competition!

তারপর। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের-সাম্যবাদের সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি সমবেদনাবোধের কথা। এই সাম্যবাদের বলেই একদিন এক চতুর্থাংশ পৃথিবীকে ইসলাম তার স্বধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিল। আজ জগৎ জুড়ে যে socialism communism-এর সাম্যনীতির ডঙ্কা বাজছে, তার আদি জন্ম আরবের হেরার পর্বত গুহায়।"

নজরুলের হাতের লেখা এটি। সম্পাদক সে-জন্য নিচে একটি টীকায় লিখেছেন– "কোন প্রবন্ধ বা পদ্য লিখতে শুরু করেছিলেন হয়তো। শেষ করেননি। সবটাই নিজের হাতে কেটে দেওয়া। এই প্রথম আবিষ্কৃত হলো।"

www.pathagar.com

এই লেখাগুলোয় তিন স্থানের তারিখ দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম ১৯২৬, চট্টগ্রাম ১৯২৭ এবং চট্টগ্রাম ১৯২৯। এই লেখাটা নজরুল ২৬, ২৭ বা ২৯ সনে লিখেছিলেন কি না বলা সম্ভব নয়। কারণ এর নিচে কোন তারিখ নেই। তবে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে নজরুল ইসলাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার'-এ তা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন–

"আপনাদের শিক্ষা সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে আপনাদের সমিতির মারফতে বাঙলার সমগ্র মুসলিম সমাজের, বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে– আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা রাত্রি ধরে দেখেছি– তাই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে এক আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাঙলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধ'রে উঠুক। আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম। যেমন শীতের শেষে বেরিয়ে আসে তাজা তরুণ ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব-অভ্যুদয় দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুন আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।"

তিনি আরও লিখেছিলেন,

"প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্য সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক ইরানের সিরাজের মতো। শত শত সাদী, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শামসি তাবরেজ এই শিরাজবাগে– এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুন সেই দাওয়াতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকীর মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।"

কিন্তু প্রথম যে উদ্ধৃতিটি দিলাম সেটি এই অভিভাষণে দেখলাম না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে নজরুল ইসলাম যে সভাপতির ভাষণ দেন সেখানে পূর্বোক্ত কথাগুলোর প্রায় হুবহু উচ্চারণ দেখলাম। এটাও আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার'-এ প্রকাশিত হয়েছে। পরে 'নজরুল রচনাবলী'-র ৫ম খণ্ডে। নজরুল বলেছেন–

"সকল ঐশ্বর্য, সকল বিভূতি আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞান ভান্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।"

ভাষার সামান্য পার্থক্য আছে। প্রথমে ১৯২৬, ২৭ অথবা ২৯-এ লিখেছিলেন– "জগৎ জুড়ে যে Socalism Communism-এর সাম্যনীতির ডঙ্কা বাজছে– তার আদি জন্ম

www.pathagar.com

আরবের হেরা পর্বত গুহায়।” পরে লিখেছেন– “যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।”

আসলে আমি যেটা বলতে চাই প্রশস্তিটা মূলতঃ রাসূল [সা]-কে। নজরুল প্রথম লেখাটিতে হেরা পর্বতের গুহার কথা উল্লেখ করেছেন। যে গুহায় দিনের পর দিন ইবাদতে নিরত ছিলেন রাসূল [সা]। আর এখানেই তিনি লাভ করেছিলেন নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বিধান। মানুষের মুক্তির জন্য পবিত্র আল-কুরআন। এটা অন্য কিছু নয় মানুষের মুক্তির সনদ। এ জন্যই নজরুল ইসলাম রাসূল [সা]-কে মানুষের মুক্তিদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এইজন্য নজরুল ইসলাম তাঁর ‘মরু ভাস্কর’ [অসমাপ্ত] কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন–

উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়;
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়,
বন্ধ ছেদন নবী কোথায়!
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,
বজ্রঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার জগদল শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধ প্রায়
খোঁজে প্রাণ বিদ্রোহী কোথায়!”

নজরুল রাসূল [সা]-কে “মুক্তিদাতা” বলেছেন, “বন্ধ ছেদন নবী” বলেছেন, এমন কি “বিদ্রোহী” বলেছেন। কারণ মহানবী উৎপীড়িত মানুষকে উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁকে “বন্ধ ছেদন নবী” বলেছেন, কারণ অত্যাচারীত মানুষের তৈরি যন্ত্রণা কারাগার থেকে, কারাগারের শৃঙ্খল থেকে ব্যথিত মানুষকে মুক্ত করেছেন তিনি। আর তাঁকে “বিদ্রোহী” বলা হয়েছে মূর্খতার যে শাস্ত্র আচারে মানুষ হাজার হাজার বছর বন্দী ছিল সেই পৌত্তলিক, মুশরিকী শাস্ত্রের জগদ্দল পাথরের প্রচাপকে তিনি ঝড়ের বিদ্রোহে উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে যে কোন অসাধারণ অসামান্য মানুষের পক্ষে যা ছিল অসম্ভব রাসূল [সা] তাই সম্ভব করেছেন। এ কোন আণবিক বোমার বিরুদ্ধে আণবিক বোমার যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া নয়। এ নৈতিকতার আদর্শ সৃষ্টি করে অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়।

বাস্তবিকই তখনকার মানুষের মূর্খতা, তাদের অত্যাচার বর্বরতা ও চরিত্রের পাশবিকতার স্বরূপ দেখলে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে সরিয়ে আলোর নির্ঝর এনে দেয়া যে কঠিন ইতিহাসের পাতা উল্টালে তা অনুভব করা সহজ হয়।

www.pathagar.com

এ শতাব্দীর একজন অমুসলিম কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন,

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ।"

তাতে কোন সন্দেহ নেই প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষের দুর্দান্ত নৈতিক অধঃপতন দেখে এ সময়ের আঁধারকে অদ্ভুত বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করা যায়। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর আগে পৃথিবী কি আরও অনেক বেশী, আরও গভীরতম, গাঢ়তম অন্ধকারে, আরও অতি অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না? শেষ দানবিক অন্ধকারকে দীর্ণ করে যিনি আলোর সূর্য্যের উদয় ঘটালেন, বিশ্বের সমস্ত কবি তাঁকে কোন প্রশংসা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারে? নজরুল তাই সকল কবির হয়ে এক বাক্যে শেষ কথা বলে তার জবাব দিয়েছেন–

"গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হলো বিশ্বকবি!"

সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করেও কি তাঁর মহিমা গান শেষ করা সম্ভব? ■

পাঞ্জেরী পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও ইসলামী আন্দোলন সংশ্লিষ্টদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কতিপয় বই

১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
২. আলকুরআন কথা বলে
৩. ইসলামের আলোকে স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দু'আর ভান্ডার
৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন (নামায শিক্ষার প্রামাণ্য গ্রন্থ)
৯. আত্ম পরিচয়ে আলকুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. ইসলাম বনাম নারীর অধিকার
১২. প্রিয় নবীর প্রিয় কথা
১৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের ভূমিকা
১৪. মাকছুদুল মোমিনিন
১৫. শেষ মঞ্জিলের পথে
১৬. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৭. ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ
১৮. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আলকুরআন
১৯. তাফসীরুল কুরআন (ফাতিহা ও বাক্বারা)
২০. তাফসীরুল কুরআন (আমপারা)
২১. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয়নবী (স)
২২. মিরাজ ও বিজ্ঞান
২৩. কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাত
২৪. আল কুরআনে করণীয় ও বর্জনীয়
২৫. পরিবেশ ও ইসলাম
২৬. আসহাবুননবী (স)

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন- ৭১২৪৩২৮, ০১৭১৩২৪৮৫৩

www.pathagar.com

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী [সা]

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ। মানবজাতির নিকট আল্লাহর বিধান পৌছানো এবং কীভাবে জীবনে ও সমাজে কায়েম করা যায় তার বাস্তব ও সর্বোত্তম নমুনা প্রদর্শনের জন্যই রাব্বুল আলামীন তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। আল্লাহর বিধান পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোৎকৃষ্ট। যিনি মানুষের স্রষ্টা, মানুষের জন্য প্রণীত তাঁর বিধান পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম হবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। জীবনের লক্ষ্য অর্জন ও সাফল্য লাভের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। এ সত্ত্বেও যারা আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করে তাদের পরিণতি যে কখনো ভাল হতে পারে না ইতিহাসে তার বেশুমার নজীর বিদ্যমান।

পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের সকল পর্যায়, দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম ব্যবস্থা দিয়েছে। আর এ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করেছেন আখিরী নবী সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ [সা] সেই মহামানবের আগমন, তাঁর জীবন, ঐশী বিধান বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকা, কর্মপন্থা ইত্যাদি সবকিছু সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অতুলনীয় আদর্শ হিসেবে সর্বকালের জন্য বিদ্যমান।

www.pathagar.com

সুন্দর জীবন ও সমাজ গড়ার জন্য সমগ্র মানবজাতির জন্য তা চির অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

সাহিত্য-শিল্পকলা জীবন থেকে বিযুক্ত নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামে যেমন সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নীতিমালা রয়েছে, সাহিত্য-শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তা বিদ্যমান। আল কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা : "এবং কবিদের অনুসরণ করে যারা তারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না তারা [কবিরা] উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না তা বলে? কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" [সূরা আশ-শুয়ারা : ২২৪-২২৭]

উপরোক্ত চারটি আয়াতে কবিদেরকে সুস্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কবিদেরকে অনুসরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন কারণ তারা বিভ্রান্ত। বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে তারা সর্বত্র বিচরণ করে এবং অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা বলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা এর বিপরীত। তারা ঈমানদার, সকল কাজে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে বা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে অর্থাৎ নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষের পক্ষে লেখনি পরিচালনা করে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, এখানে শুধু কবি বা কবিতা সম্পর্কেই আল কুরআনের নীতিমালা পাওয়া যায়। উপরোক্ত চারটি আয়াত ছাড়াও আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গত কবি ও কবিতা শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন সূরা আম্বিয়ার ৫নং আয়াত, সূরা সাফ্ফাতের ৩৬নং আয়াত, সূরা তূরের ৩০নং আয়াত, আল-হাক্কার ৪১নং আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৬নং আয়াত প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, সেকালে সাহিত্য বলতে পৃথিবীর সর্বত্র শুধু কবিতা বা কাব্যের অস্তিত্বই বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ও মধ্য যুগের পৃথিবীর সব সাহিত্যই মূলত কাব্য। সাহিত্যের মূল স্বভাবও কাব্যাশ্রয়ী। তাই এখানে কবি বা কাব্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা মূলত ব্যাপকার্থে সাহিত্য-শিল্পকলা সম্পর্কে প্রযোজ্য।

আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আরবী কবিতা ছিল অশ্লীলতা, যৌনতা, গর্ব-অহংকার, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ। নারী দেহের কুরুচিপূর্ণ বর্ণনা ও আদি রসাত্মক স্থূল বিবরণ থাকতো সেসব কবিতায়। শুধু আরবী কবিতাই নয়, ভারতীয়, গ্রীক, মিশরীয় তথা প্রাচীন সব সাহিত্যের অবস্থা ছিল কম-বেশী একই রকম। প্রাচীনকালে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে যেসব শিল্পকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি গড়ে উঠেছে তাতেও মোটামুটি একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় উপসানালয়সমূহে এমন কি, পবিত্র কাবাগৃহে স্থাপিত দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কনের ক্ষেত্রেও এ স্থূল, অরুচিকর, বিভ্রান্ত মানসিকতা কাজ করেছে। আরবদের নিকট কবিতার কদর সর্বদাই ব্যাপক। ঐ সময় সেখানে কবিতা চর্চা ও কবিদের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তাও ছিল যথেষ্ট। বিভিন্ন পর্ব, মেলা ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কবিতা আবৃত্তি, কবিদের বাহাস ও কবিতার আসর ছিল অবধারিত। এসব আসরে মদ্যপান, যৌন-উত্তেজক নৃত্য-গীত, রঙ্গ-তামাসা ইত্যাদি চলতো। কবিরা প্রায়ই মদপান করে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতো। মদপান ছাড়াও নারীসঙ্গ, দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশদাম এবং অসংলগ্ন কথাবার্তার জন্য কবিদের পরিচিতি

www.pathagar.com

ছিল। আল কুরআনে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনকি, আধুনিক যুগেও এক শ্রেণীর কবিদের মধ্যে এ ধরনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়। এসব ব্যক্তি ও তাদের লেখা মানব সমাজের জন্য কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। মানবিক মহোত্তম কোন প্রবণতা এতে নিহিত নেই। কোন সুস্থ সমাজ-মানসিকতা এটা গ্রহণ করতে পারে না। তাই এ জাতীয় কবিতা যারা লেখে এবং এ জাতীয় কুরুচিপূর্ণ জীবনাচারে যারা অভ্যস্ত তারা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত, পদস্খলিত এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করে তারাও বিভ্রান্ত। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে এ জাতীয় কবি ও তাদের কাব্যকৃতি পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, উপরোক্ত আয়াতসমূহে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কবিদেরকে সত্যপন্থী ঈমানদার, সৎকর্মশীল, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণকারী ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি-শিল্পীরা সাধারণত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রত্যাশী। আর চিরন্তন সত্য হলেন স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা। সকল সৌন্দর্য আর কল্যাণের তিনিই আকর ও দাতা। অতএব সেই মহান স্রষ্টাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই কেবল প্রকৃত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সন্ধান পেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সত্য, সুন্দর কল্যাণব্রতী মানুষ অবশ্যই সৎকর্মশীল। তাদের সকল কাজ, কৃতি, চিন্তা-চেতনা ঈমানের আলোকে স্নাত হওয়াই স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ তারা বারবার আল্লাহকে স্মরণ করেন। এর অর্থ তাদের সকল চিন্তা, কাজ ও আচরণে আল্লাহর বিধান বা আদেশ-নিষেধ যথার্থরূপে মেনে চলা দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা। চতুর্থতঃ বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিকদের অন্যতম পরিচয় হলো তারা সর্বদা শোষণ-বঞ্চনা, জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। এ বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনা সর্বকালের মহৎ কবি-শিল্পীদের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা যে সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেন, আমাদেরকে যে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখান তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো এক অপরাজেয় বলিষ্ঠ মানস-চেতনা। বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল, আল্লাহকে স্মরণকারী কবি-সাহিত্যিকদের তাই এ প্রতিবাদী চেতনার অধিকারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এ চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক প্রকৃতই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক।

আল কুরআনের প্রদর্শিত নীতিমালা অনুযায়ী মহানবী [সা] কবিতা রচনায় যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করতেন, কবিদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন এবং মাঝে মাঝে স্বয়ং কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং অন্যদের আবৃত্তি গভীর আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন। বিভিন্ন কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত প্রাজ্ঞচিত এবং তাঁর মাধ্যমে কবিতা বা সাহিত্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টভঙ্গীই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মু'মিন কবিদের সম্পর্কে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। তিনি বলেন,

"মু'মিন ব্যক্তি তার তরবারী দিয়ে এবং তার মুখের ভাষা দিয়ে জিহাদ করে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম, তোমরা যে কাব্যাস্ত্র দিয়ে ওদের আঘাত হানছো তা তীরের আঘাতের মতোই প্রচণ্ড।" [মিশকাত শরীফ] রাসূলের সাহাবা কবিত্রয় হাসসান বিন সাবিত, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং কা'ব বিন মালিকের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রশ্নের জবাবে মহানবী [সা] একথা বলেছিলেন। মিশকাত শরীফের অন্য একটি

হাদীস : "ইন্নাল মু'মিনী ইউযাহিদু বি সাইফিহী ওয়া লিসানিহি"- অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি তার তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করে, তার মুখের বাক্য দিয়েও যুদ্ধ করে। মুসলিম শরীফের একটি হাদীস : "যে ব্যক্তি কাফিরদের বিরুদ্ধে ভাষার মাধ্যমে জিহাদ করলো সেই তো মু'মিন।"

উপরোক্ত হাদীসসমূহে মহানবী [সা] সত্যপন্থী বিশ্বাসী কবিদেরকে মুজাহিদরূপে এবং তাদের কবিতা ও মুখ-নিঃসৃত কাব্য-ভাষাকেও জিহাদের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, সেকালে কবিরা প্রধানত মুখে মুখেই কবিতা রচনা করতেন এবং আবৃত্তির মাধ্যমেই শ্রোতাদের নিকট তা পৌঁছে দিতেন। এজন্যই এখানে মুখে জবানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবের বিভিন্ন গোত্রের নামকরা কবিগণ রাসূলের দরবারে এসেছেন কবিতা ও বাগ্মিতার লড়াই করার জন্য। সেকালে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের বাহাস বা লড়াইয়ের প্রচলন ছিল। এটা ছিল মর্যাদার লড়াই। এ লড়াইয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বংশীয় গৌরবগাঁথা, বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য-কৃতিত্বের কবিত্বময় বর্ণনা থাকতো। মহানবী [সা] তাঁদের সামনে তাঁর কবি-যোদ্ধাদের এগিয়ে দিয়েছেন। আরবের খ্যাতনামা যেসব কবি মহানবীর কবি-যোদ্ধাদের সাথে কবিতা ও বাক-যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েছে তাঁদের অনেকেই মুসলমান হয়ে পরবর্তীকালে ইসলামের কলম-সৈনিকে পরিণত হয়েছেন। কবি কা'ব বিন যুহায়র, কবি কুর্রা বিন হাবীরা [রা] প্রমুখ ছিলেন এমনি ধরনের কবি। ইসলামের কবি-সৈনিকদের নিকট কবিতা ছিল জিহাদের হাতিয়ার। জিহাদ হলো বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। শত্রু যখন অসি নিয়ে আঘাত হানে তখন তার মুকাবিলায় অসি ধারণ আবশ্যক, কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে যখন কেউ মসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন অসি নয়, মসি হাতে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু বিপক্ষীয়দের লেখনীর প্রতিবাদ করেই নয়, ইতিবাচকভাবে ইসলামের মহিমান্বিত আদর্শের সফল উপস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামী মসিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন দীন প্রচার ও জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য।

মহানবী [সা] বলেন : "তোমরা কাফির-মুশরিকদের নিন্দা-চর্চার জবাবে কাব্য-যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তীরের ফলার চেয়ে তা আরো বেশি আহত করবে তাদের।" ইবনে রাওয়াহাকে পাঠানো হলো। সম্পূর্ণ মুগ্ধ হতে পারলেন না রাসূল [সা]। কা'ব বিন মালিকও এলেন। অবশেষে যখন হাস্‌সান এলেন, তখন রাসূল [সা] বললেন, সবশেষে তোমরা পাঠালে ওকে? ওতো লেজের আঘাতে সংহারকারী তেজোদৃপ্ত সিংহ-সাবক। একথা শুনে আনন্দে জিভ্ নাড়াতে লাগলেন হাস্‌সান। বললেন, "যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! এ জিভ দিয়ে ওদের চামড়া ছুলে ফেলার মতো গাত্রদাহ সৃষ্টি করেই ছাড়বো।" [আওন আল বারী : ৪-২২]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা] বলেন, "রাসূলুল্লাহ বিশিষ্ট কবি হাস্‌সান বিন সাবিতের [রা] জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করেন। এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে কবি হাস্‌সান রাসূলুল্লাহর শানে প্রশংসা ও গৌরবগাঁথাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করতেন কিংবা [কখনো কাফিরদের বিদ্রূপাত্মক কবিতার মুকাবিলায়] জওয়াবী কবিতা আবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ [সা] তখন বলতেন, আল্লাহ তায়ালা রুহুল কুদ্দুস জিবরাঈল

www.pathagar.com

[আ] দ্বারা কবি হাস্‌সানকে সাহায্য করছেন– যতক্ষণ হাস্‌সান রাসূলুল্লাহর শানে কবিতা আবৃত্তি করছেন।" [বুখারী শরীফ]

মদিনা মনোয়ারায় হিজরতের পর মহানবী [সা] মসজিদে নববী নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মহানবী স্বয়ং সে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। মুহাজির ও আনসার সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহানবীকে অনুসরণ করেন। কার্যরত অবস্থায় জনৈক সাহাবা তাঁর নিজের রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন– যার অর্থ : "আমরা যদি বসে থাকি আর নবী কাজ করেন, তাহলে সেটা হবে আমাদের চরম ভ্রষ্টতার পরিচায়ক।" আবৃত অন্য একটি কবিতার অর্থ হলো এরকম : "আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনের গুরুত্ব নেই। হে আল্লাহ আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" আর তাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে রাসূলুল্লাহও আবৃত্তি করলেন : "আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনের গুরুত্ব নেই। হে আল্লাহ আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" [সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-১৩৭]

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদ নির্মাণকালে সাহাবাগণ ইবনে রাওয়াহার একটি কবিতা সমবেতভাবে আবৃত্তি করেন। এ সময় মহানবীও তাঁদের সাথে আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। কবিতাটির প্রথম তিনটি লাইনের ভাবার্থ এ রকম :

"পুণ্য-পথের পান্থরা গড়ে এ মসজিদ
কুরআন পড়ে দাঁড়িয়ে বসে পায় না নিঁদ,
কঠিন আঘাতে পাথর ছুটেছে দিগ্বিদিক।"
[ওয়াফা আলওয়াফা, ১-১৫৬]

বদর যুদ্ধে মহানবী [সা] ইসলামের চরম দুশমনদের অসংখ্য লাশ দেখে চাচা আবু তালিবের রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা ঐ অবস্থার সাথে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। উহুদের যুদ্ধে মহানবীর অঙ্গুলি মুবারক শত্রুর আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি তা দেখে উচ্চারণ করেন :

"হাল আন্‌তা ইল্লা ইসবাউন দুমীত
ওয়া ফী সাবীলিল্লাহ মা লাকীত"

অর্থাৎ "হে আমার অঙ্গুলি, তুমি তো শুধুই অঙ্গুলি মাত্র, কিন্তু তোমার আঘাতের স্থান থেকে প্রবাহিত শোণিতধারা আল্লাহর রাহে মহাসম্পদতুল্য।" [বুখারী ও মুসলিম]

খন্দকের যুদ্ধে মহানবী [সা] পরিখা খননের কাজে লিপ্ত অবস্থায় ধূলি-ধূসরিত ঘর্মাক্ত অবস্থায় আবৃত্তি করেন :

'আল্লাহর কসম! তাঁর [আল্লাহর] ইচ্ছা ব্যতিরেকে হিদায়াত পেতাম না, কোন সদকা-যাকাতও দিতাম না, সালাতও কায়েম করতাম না। অতএব, হে প্রভু, আমাদের প্রতি তোমার রহমত ও নিয়ামত বর্ষণ কর। রণাঙ্গনে আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখ। কাফির সৈন্যদল আমাদের প্রতি মারমুখো, তারা আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রতিহত করতে চাই।'

www.pathagar.com

মহানবীর উপরোক্ত আবৃত্তি শুনে পরিখা খননরত মুহাজির ও আনসারগণও পরস্পর কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করতে থাকেন :

"নাহ্নুল লাযীনা বায়াউ মুহাম্মাদা
আনাল জিহাদী মা বাকাইলা আবাইদা।"

অর্থাৎ "মুহাম্মাদের হাতে আমরা বাইয়াত গ্রহণ করেছি, যতদিন বেঁচে থাকি আমরা জিহাদ করে যাব।"

মহানবী [সা] তাঁদের এ কবিতার জবাব কবিতার মাধ্যমেই প্রদান করেন :

"আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশাল আখিরাহ্
ফাগ্‌ফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা।"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। হে সাহায্যকারী! তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা প্রদর্শন কর।" [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আনাস [রা] বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ [সা] কাযা ওমরাহ পালনার্থে মক্কায় প্রবেশ করেন। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা তাঁর সম্মুখভাগে বীরদর্পে হেঁটে জোশের সাথে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন, যার ভাবার্থ :

"হে কাফির দল তোমরা তাঁর পথ ছেড়ে দাও
আজ আমরা তোমাদের আঘাত হানবো তাঁর শুভাগমনে
এমন আঘাত যাতে মাথার মগজ ছিটকে পড়বে
আর বন্ধু বিস্মৃত হবে তার পরম সুহৃদকে।"

এ কবিতা শুনে হযরত ওমর বিন খাত্তাব নাখোশ হয়ে বললেন : "হে ইবনে রাওয়াহা! স্বয়ং রাসূলুল্লাহর সামনে এবং মসজিদে হারামে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো?" একথা শুনে ইবনে রাওয়াহা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ তাঁর হয়ে জবাব দিলেন : "হে ওমর! আবদুল্লাহকে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে দাও। তাঁর কবিতা তো কাফির-মুশরিকদের বুকে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্রতর।" [তিরমিযী শরীফ]

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ [সা] বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশের সময় কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা তাঁর উটের লাগাম ধরে হাঁটছেন আর গাইছেন। যার ভাবার্থ :

"কাফির বংশ, শোন্ রে তোরা পথ ছেড়ে দে
সকল ভাল রাসূল মাঝে, নে লুটে নে।"
[ইবনে হিশাম, আসসীরাহ, ৪/১৩

মহানবীর [সা] কাব্যানুরাগের পরিচয়সূচক একটি বিখ্যাত হাদিস : হযরত আমর বিন আশ্ শারীদ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন, তাঁর পিতা একদিন রাসূলুল্লাহর [সা] পিছনে একই বাহনে করে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, উমাইয়া বিন আবুস সাল্‌তের কোন কবিতা তোমার জানা আছে কি? তিনি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। তখন

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ বললেন, "তাহলে আমাকে তা শুনাও।" তখন তিনি তাঁর কবিতার একটি লাইন শুনালেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, "আরো শুনাও।" তিনি আরো একটি পঙ্ক্তি শুনালেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, "আরো শুনাও।" এভাবে তিনি শ'খানেক পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শুনালেন। [সহীহ্ মুসলিম]

আরেকটি হাদিস : একবার মহানবী [সা] দীর্ঘ সফরে বের হয়েছেন। মরুভূমির রাস্তায় সাধারণত রাত্রিতেই চলতে হয়। একে তো রাত্রি, উপরন্তু পথ-চলার ক্লান্তি মোচনের জন্য মহানবী কবি হাস্সানকে ডেকে বললেন, "আমাদের কিছু হুদা [উটের গতি-সঞ্চারক এক ধরনের ছন্দময় গীতি] শুনাও তো।" কবি শুরু করলেন। মহানবীও গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনছেন। গানের তালে তালে উটের চলার গতিও ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠেছে। উটের হাওদা পেছন দিকে ঢলে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মহানবী গান থামাতে বললেন। তারপর বললেন, "কবিতাকে এজন্য বলা হয় বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং এর আঘাত সেলের আঘাতের চেয়েও ক্ষিপ্র ও ভয়ানক।" [ইস্পাহানী : আল আগানী-৪/১৪৩]

হযরত আনাসের [রা] বর্ণনা থেকে জানা যায়, আনজাশ নামে অভিহিত একজন হুদা-শিল্পীর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। তিনি চলমান উটে আসীন হয়ে মহানবীকে হুদা সঙ্গীত শুনাতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত জাবির বিন সামুরাহ বলেন, রাসূলের শতাধিক মজলিশে বসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেখানে দেখতাম, সাহাবাগণ অনেক সময় একে অপরের কবিতা আবৃত্তি-সমালোচনা করতেন। জাহেলী যুগের কবিতাও আলোচনায় আসতো। মহানবী প্রায়শ চুপ থাকতেন, আবার কখনো কোন কবিতার আবৃত্তি-সমালোচনা শুনে মুচকি হাসতেন। [তিরমিযী]

মহানবী [সা] মহিলা কবিদেরকেও কবিতা রচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করতেন। প্রখ্যাত মহিলা কবি খান্সা [রা]-এর কবিতা তিনি খুব পছন্দ করতেন। মাঝে-মধ্যে যখনই তিনি তাঁর কবিতা শুনতে চাইতেন, হাত-ইশারা দিয়ে বলতেন, "খুনাস, শোনাও তো?" [খায়ানাহ আল আদাব, ১/৪৩৪]।

মহানবী [সা] শুধু কবিতার অনুরক্তই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবিতার একান্ত সমঝদার ও নিখুঁত সমালোচক। অতি অল্প কথায় তিনি কবি ও কবিতা সম্পর্কে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ সঠিক মন্তব্য করতেন। তাঁর এ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী ও রীতি-নীতি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শ মাপকাঠি। এখানে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি :

আবু ইয়ালা ইবনে ওমর বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্‌র উক্তি : "কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।" [ফতহুল বারী]

খ্যাতনামা কবি লবীদের একটি কবিতার একটি লাইন শুনে মহানবী মন্তব্য করেন : অধিকতর কোন সত্য কথা– যা কোন কবি বলেছেন তা হচ্ছে কবি লবীদ বিন রাবীয়ার কথা। উক্ত লাইনটি হলো : "আলা কুল্লু শাইয়িম মা খালাল্লাহু"– অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংসশীল। [বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী]।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে নির্দেশ দিলাম কবিতা রচনায়। ভালই করেছে সে, কা'ব বিন মালিক সেও সুন্দর কবিতা উপহার দিয়েছে। নির্দেশ দিলাম হাসসান বিন সাবিতকে। সে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে এবং নিজেও পরিতৃপ্ত হয়েছে। [ইস্পাহানী : আল আগানী-৪/১৩৮]

কবি রাওয়াহার কবিতা শুনে মহানবী [সা] বলেন : দেখ, তোমাদের ভাইয়ের কবিতা কত অনাবিল ও পরিচ্ছন্ন। [বুখারী]

ইবনে ওমর বর্ণিত একটি হাদিস : রাসূলুল্লাহ বলেন, [অশ্লীল] কবিতা দিয়ে তোমাদের দেহ-মন ভর্তি করার চেয়ে রক্ত-পুঁজ দিয়ে তা পূর্ণ করা অনেক ভাল। [বুখারী শরীফ]

কবি হাস্সানকে একবার প্রশ্ন করা হলো, শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি উত্তরে বললেন : ইমরাউল কায়স। মহানবী এ খবর শুনে বললেন : "হাস্সান ঠিকই বলেছেন। দুনিয়ায় সে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেলেও আখিরাতে তার কোনই মর্যাদা নেই। দুনিয়ায় তার মর্যাদা বড় হলেও, আখিরাতে সে দীনহীন তুচ্ছ। নরকের অগ্নি-দ্বারে সে [তার সমগোত্রীয়] কবিদের নেতৃত্ব দেবে।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মজলিসে একবার কবিদের নিয়ে আলোচনার সময় ইমরাউল কায়স প্রসঙ্গে মহানবী মন্তব্য করেন : "দুনিয়ায় তিনি খ্যাতি পেলেও আখিরাতে তার নাম নেবার কেউ থাকবে না। যেসব কবি জাহান্নামে যাবে সে হবে তাদের অগ্রবর্তী-পতাকাবাহী।" [শারশাওয়াহিদ আন মুগনী-১/২৩]

আল্লাহর নবী [সা] বলেন : "আশ্শেয়রু বিমানফিনাতি কালাম, হুসনুহু ফা হুসনেল কালামে ওয়া ক্বাবিহু হুকা কাবিহিল কালামা"– অর্থাৎ কবিতা মূলত কথা– তার ভালটা ভাল এবং তার খারাপটা খারাপ। [মিশকাত শরীফ]

মহানবীর আর একটি মন্তব্য : 'কিছু কিছু কথা আছে যা যাদুর মতো।' [আওন আল বারী, ৬/১]

হযরত আবু হুরাইরা [রা] বর্ণিত একটি হাদিস : আল্লাহর নবী [সা] বলেন, যে বাণীর বিন্যাস হয়েছে কোন রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই, সে বাণী তাকে নিয়ে যাবে পূর্ব-পশ্চিমে ব্যবধানের চেয়েও আরো দূরে, নরক-গহ্বরে। [বুখারী, মুসলিম]

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত আর একটি হাদিস : কারো মর্জির তোয়াক্কা না করে, একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে গ্রথিত কথামালা মানুষকে দান করে অপরিসীম মর্যাদা। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা কোন কথা তাকে পৌঁছে দেবে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে। [বুখারী শরীফ]

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত আরো একটি হাদিস : আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা না করে শুধু মানুষের হৃদয় আকর্ষণের জন্য যে মনোহর কথা বানানো শেখে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তার কোন বিনিময় কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করবেন না। [আবু দাউদ]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আ'মর বর্ণিত একটি হাদিস : কবিতা ও সাধারণ কথাবার্তার বিচার একই নিক্তিতে হবে। অনাবিল এবং পরিমল কথাবার্তার যে মূল্য, শ্লীল কবিতারও

www.pathagar.com

সেই মূল্য। অশ্লীল কথাবার্তা যেমন অপ্রীতিকর, অশ্লীল কবিতাও তেমন। [আল আদাব আল মুফরাদ-৩৭৮]

কবিতা সম্পর্কে মহানবীর আর একটি মন্তব্য : যে দু'টি মনোরম আভরণে কোন বিশ্বাসীকে আল্লাহ সাজিয়ে রাখেন, কবিতা তার মধ্যে একটি। [তাশী আত্‌তাইয়র মিন আর খালিস, ৯৩]

কবিতা সম্পর্কে মহানবীর আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য : "ইন্না মিনাশ্‌ শিরি হিকমাহ্"– অর্থাৎ নিশ্চয়ই অনেক কবিতা হলো হিকমাহ। [হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হাদিস] আল কুরআনের বহুস্থানে 'হিকমত' শব্দটি জ্ঞান, দর্শন, কৌশল, প্রজ্ঞা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শব্দটির একটি বিশেষ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যযোগ্য। এর দ্বারা বুঝা যায়, হিকমত আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ নিয়ামত।

কবিতা বা সাহিত্য শিল্পকলা সম্পর্কিত মহানবীর [সা] উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে একদিকে যেমন মহানবীর গভীর কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহানবী [সা] শুধু কাব্যানুরাগীই ছিলেন না, কবিদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও এনাম-পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমেও তিনি তাঁদেরকে কাব্য-চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেন। এরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত নিচে পেশ করা হলো :

এক. কবি হাস্‌সান বিন সাবিতকে মহানবী 'শায়িরুর রাসূল' অর্থাৎ 'রাসূলের কবি' খেতাবে ভূষিত করে তাঁকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। মহানবী তাঁর জন্য মসজিদে নববীতে একটি উঁচু মিম্বর তৈরি করে তাঁকে বিরল মর্যাদা দান করেন। তিনি সেই মিম্বরে বসে রাসূলের শানে কবিতা আবৃত্তি করতেন। মিসরের শাসনকর্তা মুকুকিস অন্যান্য উপঢৌকনাদির সাথে সম্ভ্রান্ত বংশীয় দুই সুন্দরী মেয়েকে রাসূলের খেদমতে পেশ করলে তার একজনকে [মারিয়া কিবতিয়া] নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অন্যজনকে [শিরিন] তিনি কবি হাস্‌সানের স্ত্রী হিসেবে পেশ করেন।

দুই. কবি কা'ব বিন যুহায়র ইসলাম কবুল করার উদ্দেশ্যে রাসূলের দরবারে এসে তাঁর শানে প্রশস্তিমূলক সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। এ সুবিখ্যাত কবিতাটির নাম 'বানাত সু'আদু'। এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ অত্যন্ত অভিভূত হন এবং তার নিজের বুরদা বা ডোরাকাটা চাদরটি কবিকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে তাঁকে বিরল সম্মান প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালে আমীর মু'আবিয়া [রা] কা'বের ছেলের নিকট থেকে বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে উক্ত চাদরটি ক্রয় করে নেন।

তিন. কবি কুর্‌রা বিন হাবীরা ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী তাঁকে দু'টি চাদর উপহার দেন। উপরন্তু তাঁকে স্বীয় ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করান এবং তাঁকে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের নেতা মনোনীত করেন।

চার. কবি নাবিগার একটি কবিতা শুনে মহানবী তাঁকে এ বলে দোয়া করেছিলেন : 'আল্লাহ তোমার মুখ অক্ষত রাখুন।' আল্লাহ এ দোয়া কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর

www.pathagar.com

চেহারা অক্ষত থাকে, এমনকি তাঁর মুখের দাঁত পড়ে গেলেও সেখানে নতুন দাঁত গজায়।

পাঁচ. হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল থেকে মহানবী কবি আব্বাস বিন মিরদাসকে দিলেন চারটি সবল উট। এতে কবি সন্তুষ্ট না হয়ে অনুযোগের সুরে কবিতার ভাষায় আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। এটা শুনে মহানবী বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে কবিকে সন্তুষ্ট করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের প্রিয় অন্তরঙ্গ সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহর নির্দেশে তিনি কবিকে সাথে নিয়ে বাইরে গিয়ে উটের পাল দেখিয়ে সেখান থেকে একশটি উট বেছে নিতে বললেন। আনন্দে আত্মহারা হলেন কবি। [খাযানাহ্ আল আদাব, ১/১৫৩, ইহইয়া 'উলূম আদ্দ্বীন, ১৫]

কবিদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিতেন মহানবী [সা]। বিভিন্ন এনাম-পুরস্কার দিয়ে তিনি তাঁদেরকে কাব্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজের অন্যতম দায়িত্ব হলো কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি সেবীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। মহানবীর একটি হাদিস : 'কবিদের আর্থিক সহযোগিতা করা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।' [মুহাদরাত আল উদাবা, ১/৭৯]

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি সমাজের দর্পণ। সমাজকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিল্প-সাহিত্যের আবেদন হলো মানুষের মন বা অনুভূতির নিকট। মন বা অনুভূতি মানুষকে যেভাবে যে পথে তাড়িত করে সেটাই হয় সেই নির্দিষ্ট মানব সমাজের লক্ষ্য বা আদর্শ। সেজন্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের সৃষ্টি-কর্মে উৎসাহ প্রদান যেমন প্রয়োজন, তাঁদেরকে যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশনা প্রদান আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মহানবী [সা] একাধারে তাঁদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

ইসলাম আল্লাহর দেয়া এক নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। সাহিত্য জীবন বিকাশের একটি বিশিষ্ট দিক। তাই সাহিত্য ব্যতিরেকে জীবন যেমন পূর্ণাঙ্গ নয়; সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রেও তেমনি ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। এই নির্দেশনা বা মৌল নীতিমালা আল কুরআনের পূর্বোদ্ধৃত আশ-শূ'আরা সূরার চারটি আয়াতে [২২৪-২২৭] সুস্পষ্টভাবে এসেছে আর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহর জীবনাদর্শ বা হাদিসে। সে মহান জীবনাদর্শ ও পবিত্র হাদিসসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ ওপরে তুলে ধরা হলো। এ থেকে রাসূলুল্লাহর [সা] গভীর কাব্যানুরাগের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কেও তেমনি ইসলামের আদর্শ ও সুস্পষ্ট নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা জন্মে।

বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী তথা ইসলামী সমাজের জন্য এটা হলো গাইড লাইন। এ সুস্পষ্ট গাইড লাইন বা দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করা অপরিহার্য। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি-সাফল্যের চাবিকাঠি এটাই। আর এর বিচ্যুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার শামিল, এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। এ দু'টি পরিণামের কোনটি আমাদের কাম্য? বিবেকবান মানুষকে এ সম্পর্কে অবশ্যই ভাবতে হবে।■

www.pathagar.com

নজরুলের ইসলামী গান এবং বর্তমানের ভবিষ্যৎ

শফি চাকলাদার

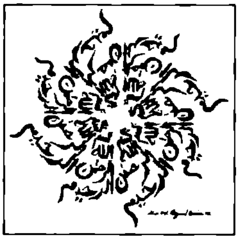

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী।

সামান্য ক'টি শব্দ অথচ বিশাল যার ব্যাপ্তি। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা এমনি করেই করেন যিনি তাঁরই নাম নজর-উল-ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টি। কাজী নজরুল ইসলাম। আমার এ লেখায় আমি ইসলামী গান নিয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রাখি।

প্রিয় নবীর [সা] প্রশংসায় যে গান রচিত হয় সে গানকে বলা হয় না'ত-এ রাসূল। এই না'ত-এ-রাসূল-এর প্রসার এবং প্রচার বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে নজরুল-আগমনের পরই শুরু হয়। নজরুলের আগমনের পূর্বে আমাদের সাহিত্য-সঙ্গীত বিশেষ করে পুঁথি-সাহিত্য নির্ভর ছিল। উল্লেখ্য নজরুল তাঁর এক পত্রে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেবকে [১৩৩৪ পৌষ] লিখেছিলেন, সেখানে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন–

"আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভব নদীর পার।"

রীতিমত কাব্য। বুঝতে কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হলো, মাজাও দুলল এবং ভব নদী পারও হওয়া গেল। যাক বাঁচা গেল– কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য।

www.pathagar.com

সে বেচারী ভব নদীর এ পারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে– মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারেই কমল বনের ঘাটে ভিড়াও।"

নজরুল-সাহিত্য-সঙ্গীতকে কমল বনের ঘাটে ভিড়াতে চেয়েছিলেন এ দেশের মুসলিম সাহিত্যের পুঁথি-নির্ভরতা থেকে সত্যিকার সাহিত্যে নিয়ে যেতে। নিয়েও ছিলেন। আজও তো এমন না'ত-এ-রাসূল, এমন হামদ, গজল, কাব্য-গীতি, আধুনিক, রাগপ্রধান, শ্যামাসঙ্গীত, কাওয়ালী, ঝুমুর, সাঁওতালী, ঠুমরী, খ্যায়াল, ভক্তি-গীতি, ইসলামী, বিভিন্ন পর্বাদি'র গান, ফিলম সঙ্গীত– এ সমস্ত সঙ্গীত কি আজও নজরুলের মত করে হতে পেরেছে? আমি আমার এ লেখায় মাত্র তিনটি ইসলামী গানের উল্লেখ করব যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী-কাজ-আদর্শ, আমাদের চিরদিন অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এটা উল্লেখ করতে হয় ইসলাম ধর্মে মাত্র দুটি আনন্দ উৎসব। একটি ঈদ-উল-ফিতর অপরটি ঈদ-উল-আযহা। দুটি আনন্দ-উৎসব নিয়েই নজরুল গান বেঁধেছেন একাধিক। ইসলামী জাগরণী গান, মার্চ সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক, গণ-সঙ্গীত কোনটাই বা কম? সবই একদম নতুনের আমেজ দিয়ে গাঁথা। নজরুল উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁর ইসলামী গান দিয়ে ইসলাম ধর্মের মানুষদের। আমাদের প্রিয়নবী [সা] এই আনন্দ উৎসব দুটোর অনুমোদন দিয়েছিলেন। ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা নিয়ে নজরুল গান বেঁধেছেন। অপূর্ব কটি গান আমরা পেয়েছি দুটো ঈদকে কেন্দ্র করে। এখানে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে যে গান বেঁধেছেন সেই অতি বিখ্যাত প্রসঙ্গেই কথা বলছি। 'ঈদ' তো গানটিতে রয়েছেই সেইসাথে রয়েছে প্রিয় নবীর [সা] শিক্ষা এবং আদর্শ। যে শিক্ষা এবং আদর্শ তিনি [সা] তাঁর প্রিয় উম্মতদের দিলেন নজরুল সেই শিক্ষা এবং আদর্শকে ছড়িয়ে দিলেন আকাশ-বাতাস-দিক-দিগন্তে। অপূর্ব সুর-লহরী, শব্দ-চয়ন এখনো অম্লান হয়ে রয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবেও। দ্বিতীয়টি যেন আর হবার নয়। এমন সুর-সৃষ্টি ধর্মীয় বেড়াজাল অতিক্রম করে ভিনধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ঠোঁটে ঠোঁটে এই গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে এসেছে এমন বিশাল যার ব্যাপ্তি ঐন্দ্রিজালিকতা। পিলু-রাগিণীতে নির্ভর এবং কার্ফা তালে নিবদ্ধ শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদের অমর কণ্ঠে গীত অপূর্ব এই গান। প্রথম ইসলামী গান– আজো যার সমতুলনা হয়নি, হবেও না– এটাও বলা যায়–

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানী তাকিদ ॥
তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহেলিল্লাহ্,
দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিঁদ ॥
তুই পড়বি ঈদের নামাজরে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ ॥

www.pathagar.com

আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ ॥
যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা নিত উপবাসী
সেই গরীব এতিম্ মিসকিনে দে যা কিছু মকিদ ॥
ঢাল্ হৃদয়ের তোর তশতরীতে শিরনী তৌহীদের
তোর দাওত্ কবুল করবেন হজরত হয় মনে উমীদ ॥
তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরি মসজিদ ॥

গানটির চৌদ্দটি লাইনের কোথাও কিন্তু প্রিয়নবী [সা] নেই। আবার প্রতিটি লাইনেই প্রিয় নবী [সা] উপস্থিত। হ্যাঁ উপস্থিত এইভাবে যে প্রতিটি লাইনেই তো থাকছে প্রিয় নবীর [সা] শিক্ষা ও আদর্শ। এই গানটির মত করে জীবনধারাকে পরিচালিত করলেই একজন পেয়ে যাবে তাঁর প্রিয় নবীর [সা] শিক্ষা-সমাহার। আর এত এত বাংলা-আরবী-ফারসি শব্দ সমাহারে তৈরি গানটির রচনা কাল মাত্র পনর মিনিট। বাংলা ভাষার সঙ্গীতে প্রথম ইসলামী সঙ্গীত। ১৯১৩-এ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে।

এমনি করে নজরুল ইসলামী সঙ্গীতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রিয়নবী [সা]-এর শিক্ষা, আদর্শ প্রচার করেছেন ধর্মপ্রাণ মানুষদের নিকটে। নজরুল ঈদ-উল-আযহা'র উপর বেশ কটি গান তৈরি করেছিলেন। অপূর্ব সেই সুর, অসাধারণ তার বাণী। এটা মনে রাখতে হবে বাংলা সঙ্গীত ভাণ্ডারে নজরুল যে ইসলামী গানের স্থান দিলেন আর সুর-ধারাটি কিন্তু এ দেশের সঙ্গীতে নতুনত্ব এনে দেয়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুর মিশিয়ে বাংলা সঙ্গীতের ধারায় যে গানের জন্ম তিনি দিলেন সে গানের জুড়ি মেলা কি আজও হয়েছে? নজরুল সুর ধারার মাধুর্য্য কি আজও কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে? নজরুল যেভাবে গানে গানে তাঁর প্রিয় নবী [সা]-কে, প্রিয় নবীর [সা] শিক্ষা, আদর্শ, বাণীগুলো তুলে ধরেছেন, প্রসার করে গেছেন এর ফলেই তো এ দেশের অন্ধ মুসলমানদের চোখ খুলে যায়– সত্যিকার ইসলামকে জানতে পারে। ঈদ-উল-আযহার মহান আদর্শকে গানে গানে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন– নজরুল তাঁর গানে আরবী, ফার্সি শব্দগুলোর সাথে বাংলা শব্দের মিশ্রণ-সুরকে, নবীজীর শিক্ষাকে মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। 'ঈদ মুবারক হো' গানটি এখনো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে– কার্ফাতালে নিবদ্ধ, দারুণ মাধুর্য্য মাখা গানটি অনবদ্য কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদের কণ্ঠে গীত হয়েছে–

ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, ঈদ, ঈদ মুবারক হো।
রাহেলিল্লাহ কে আপনাকে বিলিয়ে দিল, কে হ'ল শহীদ ॥
যে কোরবানী আজ দিল খোদায় দৌলৎ ও হাশমত
যার নিজের বলে রইল শুধু আল্লা ও হজরত
যে রিক্ত হয়ে পেল আজি অমৃত-তৌহীদ ॥
যে খোদার রাহে ছেড়ে দিল পুত্র ও কন্যায়

যে আমি নয়, আমি না বলে মিশলো আমিনায়,
ওরে তারি কোলে আসার লাগি নাই নবীজীর নিঁদ ॥
যে আপন পুত্র আল্লারে দেয় শহীদ হওয়ার তরে,
কাবাতে সে যায় নারে ভাই নিজেই কা'বা গড়ে।
সে যেখানে যায়– জাগে সেথায় কা'বার উম্মীদ ॥

আল্লাহ্‌র কাছে এ এক অপূর্ব মুনাজাত। ইসলামের স্বর্ণালী ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার আকুতিতে ইতিহাসের সুমহান ব্যক্তিবর্গের পরিচয়কে আরেকটি গান। সেই মুনাজাতে সামিল করে ইসলামকে পুনর্বার জেগে ওঠার তাকিদ অনুভব করছেন। ইমন মিশ্র-পোস্তাতে নির্ভর শেয়র মিশ্রিত এই 'তওফিক দাও খোদা ইসলামে' গানটির তাকিদ-প্রয়োজন এখন প্রচুরভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ ধরনের সঙ্গীতের এখন খুবই দরকার– কারণ মুসলমানেরা আজ দিশেহারা। নিজেদের ভুল তো আছেই সেইসাথে যুক্ত হচ্ছে দিক-নির্দেশনার দুর্বলতা। দিক-নির্দেশনাকে আরো গন্তব্যমুখী করতে চাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্ত যদি সঠিকভাবে পেতে চাই তবে দরকার এই গানটির মত মুনাজাত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে–

তওফিক দাও খোদা ইসলামে / মুসলিম জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ।
দাও সে হারানো সুলতানাত / দাও সেই বাহু সেই দিল্ আজাদ ॥
দাও বে-দেরেনা তেগ জুলফিকার / খয়বর জয়ী শেরে খোদার,
দাও সেই খলীফা সে হাশমত / দাও সেই মদিনা সে বোগদাদ ॥
দাও সে হামজা সেই বীর ওলিদ / দাও সেই ওমর হারুন-আল-রশীদ,
দাও সেই সালাহুদ্দিন আবার / পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ ॥
দাও সেই রুমী সাদী হাফিজ / সেই জামী খৈয়াম সে তব্‌রিজ;
দাও সেই আকবর সেই শাহ্‌জাহান / সেই তাজমহলের স্বপ্ন-সাধ ॥
দাও ভায়ে ভায়ে সেই মিলন / সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্ত মন;
হোক বিশ্ব মুসলিম এক-জামাত / উড়ুক নিশান ফের যুক্ত-চাঁদ ॥

অথচ মুসলিম-জাহানে যা চলছে তাতে কবি'র এই আহ্বান "দাও ভায়ে ভায়ে সেই মিলন"– 'স্বার্থত্যাগ' এসব যেন ঢাকা পরে গেছে। আজকাল মুসলমানরা ঘরে ঘরে জমি-জমা নিয়ে, সংসারে সংসারে যে অনল অনর্থক সৃষ্টি করে চলেছে– ভাই, ভাইকে-বোনকে ঠকাবার কুমন্ত্রণাতেই মাথা ঘামাতে ব্যস্ত– বিশ্বের মুসলমানদের নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? তাই নবী করীম [সা]-এর আদর্শ থেকে আমরা আজ দূর থেকে ক্রমাগত আরো দূরে হারিয়ে চলেছি। তবুও আশা-মুনাজাত করছি ভাইয়ে ভাইয়ে এক হব। বিশ্ব মুসলিমও এক জামাতে এসে মিলবেই। আর এর জন্য প্রয়োজন নবী করীম [সা]-এর বাণীগুলোকে, আদর্শকে আরো বেশী করে জানা এবং নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত ও সাহিত্যের সাহায্য নেয়া। ■

www.pathagar.com

বাংলার লোক সাহিত্যে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রভাব

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

"আল্লার কি কুদরত
লাডির বিত্তে শররত"

লোক সাহিত্যের খনি খ্যাত কিশোরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম্য ধাঁধা এটি। এর অর্থ হলো আঁখ বা ইক্ষু যার ভেতরে থাকে সুমিষ্ট রস। গ্রামীণ সমাজে একজন আরেকজনকে এ ধরনের প্রশ্ন করে আটকিয়ে দিতে পারলেই মনে করা হয় উত্তরদাতার জ্ঞান কম। এভাবে পল্লীজীবনে লোক ধাঁধা দিয়ে অর্থাৎ লোক সাহিত্যের নিক্তিতে একজন মানুষের বিচক্ষণতা নির্ণয়ের পদ্ধতি এই সেদিনও ছিল। কোন আসরে শ্লোক বা শিলুক, ধাঁধা, চুট্‌কি ইত্যাদি ছিল আমাদের গ্রামীণ জীবনের নিত্য সহচর। এ আচারগুলোই লোক সাহিত্য নামে সাহিত্যে স্থিত হয়েছে। এ ধরনের সাহিত্যের মধ্যেই একটি জাতির স্বকীয়তা ফুটে ওঠে। নিতান্ত গ্রামের লোকজন কীভাবে বিদ্যাকে যুগ যুগ ধরে মূল্যায়ন করে আসছে তা এসব শ্লোক, ধাঁধা, চুট্‌কি, পালা, টপ্পা ইত্যাদি থেকে আমরা আঁচ করতে পারি।

লোক সাহিত্যের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় কোন একটি এলাকা বা দেশের জাতিগোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে মুখে মুখে যে গাঁথা, কবিতা, ছড়া, ধাঁধা, চুট্‌কি, রম্য রচনা, কিস্‌সা-কাহিনী, পালা, কীর্তন, বচন ইত্যাদি রচিত হয় সেগুলোকেই বলা হয়ে থাকে

www.pathagar.com

লোক সাহিত্য। এক কথায় লোক সাহিত্য হলো লোকদের সাহিত্য– লোকদের মুখের সাহিত্য। এ সাহিত্য গড়ে ওঠে একটি দেশের বা এলাকার লোকদের রীতি-নীতি, ধর্ম, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, কৃষ্টি, কালচার সর্বোপরি তার নৈমিত্তিক কর্ম প্রবাহকে কেন্দ্র করে। এজন্য লোক সাহিত্যকে বিবেচনা করা হয় একটি জাতির একান্ত নিজস্ব সাহিত্য হিসেবে যার মধ্যে ঐ জাতির প্রাণ লুকায়িত থাকে।

মধ্যযুগের সোনালী দিনে আমাদের লোক সাহিত্য খাতার পাতায় স্থান পেতে শুরু করে। এ সময় তালপাতায়, তুলট কাগজে ইত্যাদিতে এসব লোক সাহিত্য লেখা হতে থাকে। আরও পরে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় যখন আমাদের দেশে ছাপাখানা স্থাপিত হয় তখন তা মুদ্রণের মাধ্যমে স্থায়িত্ব লাভ করে ও সহজলভ্য হয়ে ওঠে। লোক সাহিত্য ছাপার মুখ দেখার পর আবার এর অনুবাদ কর্মও সম্পাদিত হতে থাকে। এভাবে আমাদের লোক সাহিত্য আন্তর্জাতিক লোক সাহিত্যের অঙ্গনকে ছুঁয়েছে অনেক আগেই। জ্ঞান তাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর লেখা প্রবন্ধে লোক সাহিত্যের এ আন্তর্জাতিকতার বিষয়টি বিভিন্ন ভাষা থেকে বাস্তব উদাহরণ যোগে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লোক সাহিত্যের এ বিশাল পরিসরে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় যদি আমরা আসি তাহলে হয়তো এর এক একটি বিষয়ের পরিধি সম্পর্কে বিস্তর জানার সুযোগ রয়েছে। এ দেশে ইসলামের আগমন কাল থেকে এখনকার লোক সাহিত্যে ইসলামের এক বিরাট প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। লোক সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব নির্ণয় এক বিশাল অধ্যায়। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোক সাহিত্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] প্রভাব কতটুকু তা নির্ণয়ের মাধ্যমে সে প্রসঙ্গটির অবস্থান, গভীরতা, ব্যাপ্তি ও পরিধি নির্ণয়েই মূলত প্রয়াস চালাবো।

ইসলাম বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত একটি ধর্ম বা পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে পৃথিবীর সকল মুসলিম জনপদেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] প্রসঙ্গটি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে বিরাজ করে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কাল থেকেই এখানকার জনজীবনের সাথে মুহাম্মাদের [সা] নাম সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের বিশ্বাসের সমান্তরালে। প্রসঙ্গত এ সময়ের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা মূল্যায়ন করতে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে, এখানকার জন-মানুষ তাদের এমন কোন একটি দিন কাটায় না যেদিন তারা তাদের নবীর নাম মুখে না নিয়েছে বা দরুদ না পড়েছে। দেশের মসজিদগুলোর আযান এবং নামাযের ইকামত– এ দুটো বিষয় হিসাবে আনলেই দেখা যাবে এ বরকতপূর্ণ নামটি দিনে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ বার উচ্চারিত হয়েছে। আর সারা দেশে এ বরকতময় নাম দৈনিক কতবার উচ্চারিত হয় সে হিসাব নিলে দেখা যাবে দৈনিক এ দেশে হযরত মুহাম্মাদের [সা] নাম অন্তত কয়েকশ' কোটি বার উচ্চারিত হয়। ফলে এখানকার লোক সাহিত্যের অলিতে গলিতে তাঁর প্রভাব থাকাটা অবশ্যই স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিকও বটে।

কয়েক বছর আগে ৭৯ হিজরী সনের যে মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার মজেদের আড়া গ্রামে সেখান থেকে যদি শুরু করি

www.pathagar.com

তাহলে দেখতে পাবো বাংলাদেশে হযরত মুহাম্মাদের [সা] নাম প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রোথিত হয়েছে ঐ সময় থেকেই। প্রাপ্ত ইস্টকলিপিটিতে কলেমা তাইয়্যিবা লেখার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদের [সা] নাম সেখানে লেখা হয়েছে। এর থেকে আমরা ধারণা করতে পারি ৭৯ হিজরীতে যদি প্রিয় নবীজীর নাম এ দেশের ইস্টকলিপিতে লেখা হয়ে থাকে তাহলে মানুষের মুখে মুখে তাঁর নাম তাঁর নবুওয়াত লাভের সময়কাল হতেই হয়তো জানা ছিল এবং আলোচিত ছিল। কারণ বাংলাদেশের উপকূল ঘেঁষে প্রাক ইসলামী যুগেই আরব ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করতো। তারা দেশের ভেতর ব্যবসা করার জন্যই এ দেশে আসতো। এ ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ যখন এ দেশে বসতি স্থাপন করলো, এখানে বিয়ে করলো, তাদের বংশবৃদ্ধি শুরু হলো তখন একটি জায়গায় নামায পড়ার মতো সচেতন এবং ধর্মপ্রাণ কিছু মুসল্লী হবার পরই সেখানে মসজিদ নির্মাণের প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। আর তখনই তারা নবীর নির্দেশিত সেই হাদীসটির অনুসরণ করতে গিয়ে সেখানে গড়ে তুলেছে একটি মসজিদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন– "যিনি পৃথিবীতে আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরি করেন আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করেন।" নবীর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়েই মুসলমানরা পৃথিবীর যে জনপদেই বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই তারা মসজিদ তৈরি করেছে। বাংলাদেশেও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ ধরে ক্রমে তৈরি হয় লক্ষ লক্ষ মসজিদ।

আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সেখানে আমরা পাই আমাদের নবীর পরশ। সাংবাদিকতা শব্দটির উৎপত্তিই হয়েছে নবী-রাসূলগণের ধারা থেকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে খবর পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন নবীগণ। এ জন্যেই আমরা দেখতে পাই 'নবী' শব্দটি আরবী 'নাবাউন' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থই হলো খবর, সংবাদ। অন্যদিকে ফার্সী ভাষায় আমরা 'পয়গাম' শব্দটিকে পাই 'সংবাদ' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে। এ পয়গাম যিনি বহন করে আনেন তিনি হলেন পয়গাম্বর। আরবী 'রাসূল' শব্দটির অর্থও হলো সংবাদ বাহক। আল্লাহর নিকট থেকে মানব মুক্তির সংবাদ যিনি মানুষের কাছে পৌছান। যিনি রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন তিনি হলেন রাসূল। বাংলা ভাষায় এসব শব্দ ব্যাপকহারে এখানকার লোক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

মুসলমানগণ যখন থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ করা শুরু করেছে তখন থেকে পত্র-পত্রিকার নামকরণেও হযরত মুহাম্মাদের [সা] নামের এ প্রভাব আমরা দেখতে পাই। মাসিক আখবারে ইসলামিয়া [১৮৮৩], মাসিক আহমদী [১২৯৫ বাংলা ১৮৮৮ ঈ.], হানিফি [১৯০৩], মাসিক ইসলাম আভা [১৯১৩], দ্বি-মাসিক আল-হক [১৯১৯], মাসিক আইনুল ইসলাম [১৯২৩], মাসিক রওশন হেদায়েত [১৯২৪], ত্রৈমাসিক হাফেজ শক্তি [১৯২৪], অর্ধ মাসিক নকীব [১৯২৬], পাক্ষিক নাজাত [১৯২৬], মাসিক তাইদে ইসলাম [১৯২৮], ত্রৈমাসিক মোয়াজ্জিন [১৯২৮], মাসিক দীন দুনিয়া [১৯২৯], সাপ্তাহিক তাহজিম [১৯৪০], সাপ্তাহিক পল্লী পয়গাম [১৯৪১], সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মিল্লাত, নাজাত,

www.pathagar.com

ইত্তেসাল, পয়গাম, হরকরা, দৈনিক আজাদ, দৈনিক খবর, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক খবরপত্র ইত্যাদি নামের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আল্লাহর নবী [সা], ইসলাম ও আরবী সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করি।

হযরত মুহাম্মাদের [সা] উপর দরুদ পড়া মুসলিম জীবনের এক নৈমিত্তিক কর্ম। আর সে কারণেই বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন নবী প্রশস্তিমূলক দরুদ-কাব্য। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর লেখায় আমরা পাই–

'গাওরে মুসলিমগণ সাল্লে আলা গাওরে'। কবি গোলাম মোস্তফা রচিত তেমনি একটি নবী প্রশস্তিমূলক দরুদ হলো :

ইয়া নবী সালাম আলাইকা।
ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ॥
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা।
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ॥

তুমি যে দীনেরও নবী।
তুমি যে ধ্যানেরও ছবি ॥
তুমি না এলে দুনিয়ায়।
আঁধারে ডুবিত সবি ॥

বাংলার আনাচে-কানাচে এমন কোন মুসলমান নারী-পুরুষ নেই যে এ ছন্দোবদ্ধ কাব্য না জানে বা না পড়ে। লোকের মুখে মুখে কোন সাহিত্য যখন ছড়িয়ে পড়ে তখনই তা হয় লোক সাহিত্য আর সে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদ পর্যন্ত অক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের কাছে পরিচিত পরিব্যাপ্ত এ কাব্যাংশ বাংলা লোক সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লোক সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে পরে তা সংগ্রহের মাধ্যমে লেখায় স্থান পায়। আলোচ্য দরুদটি ছাড়াও এ ধারার আরও বেশ কিছু দরুদ আছে যেগুলো লেখা থেকে মানুষের মুখে মুখে স্থান পেয়েছে। অনেক মসজিদের ইমাম বা মোয়াজ্জিন যখন কোথাও মিলাদ পড়াতে যান তখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই জনপ্রিয় লাইনগুলো কার রচনা তাহলে তারা বেকায়দায় পড়ে যাবেন। কারণ ব্যাপক জনপ্রিয়তার তুঙ্গে এগুলো এখন জনমানুষের মুখে মুখেই তিনি শুনেছেন বলে জবাব দেবেন, এর রচয়িতার নাম বলতে প্রায় জনই পারবে না।

লোক সাহিত্যের আরেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা হলো লৌকিক চিকিৎসা। এ ধরনের চিকিৎসায় সূরা তেলাওয়াত করা, দরুদ পড়া এবং তাবিজ তুমার ও মন্ত্র পাঠ করা হয়। যারা এ ধরনের চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে বলে কবিরাজ। বাংলা লোক সাহিত্যে এমন অনেক ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র আছে যেখানে অন্যান্য দেব-দেবীর সাথে আমাদের প্রিয় নবীজির মুবারক নামও রয়েছে। এ ছাড়া কোন এলাকায় কলেরা, বসন্ত বা প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে সেখানেও কুরআন তেলাওয়াত, নবীর

www.pathagar.com

উপর দরুদ পাঠ, নানা দোয়া, মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে রোগ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা হয়। এখনো রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য মিলাদ বা দোয়ার অনুষ্ঠান, খতমে শাফা, খতমে খাজেগান, সদকা প্রদান ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন খরায় বৃষ্টির আশায় যেসব অনুষ্ঠান করা হয় এর মধ্যে শিন্নি মানত একটি। অত্যধিক খরা দেখা দিলে লোকজন কোন প্রকাশ্য ময়দানে জড়ো হয়ে বৃষ্টির জন্য এক ধরনের নামায আদায় করে। এ ছাড়া বাড়ী বাড়ী থেকে চাউল সংগ্রহ করে 'মিড়ুরি' বা 'ক্ষীর' পাক করে সবাই খেয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করারও প্রথা রয়েছে কোথাও কোথাও। এ সময় সাধারণত যে ছন্দবদ্ধ গানটি গাওয়া হয় তা হলো–

"নবী সত্য আল্লা কেনে মেঘ দিল না
মেঘ দিল যেমন তেমন বান হইল না
নবী সত্য আল্লা কেনে মেঘ দিল না ॥"

এভাবে সুখে দুখে এ দেশের মানুষ তার প্রিয় নবীর নাম মুখে আনতে কখনো ভুল করে না।

পুঁথি সাহিত্যকে যদি আমরা লোক সাহিত্যের একটি অংশ ধরি তাহলে দেখা যাবে শত শত পুঁথিতে নবী করীমের [সা] নানা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। নবীপাকের [সা] জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী তন্ন তন্ন করে এসব পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকেই লেখকগণ হযরত মুহাম্মাদকে [সা] নিয়ে যেসব কাব্যগাঁথা ও পুঁথি রচনা করেছেন এগুলোর কালক্রমিক উদাহরণ এরূপ :

কবি জৈনুদ্দীন বিরচিত রাসূল বিজয় [১৪৭১], শৈখ পরান [১৫৬০-১৬২৫] রচিত নূরনামা ও নসিহৎনামা, সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ [১৫৮৬], ওফাতে রসূল, শবে মেরাজ [১৫৮৫-৮৬] কবি সাবিরিদ খান বিরচিত রসূল বিজয়, কবি শেষ চান্দ্র বিরচিত মোহাম্মদ বিজয় [১৬১২], নসরুল্লা খাঁ রচিত জংগনামা, আবদুল হাকিম [১৬০০-১৬৭০] রচিত নূরনামা, কবি শেখ পরান [১৫৬-১৬১৫] রচিত কায়দানী কিতাব, নূরনামা কবি শেখ মুত্তালিব রচিত কেফায়াতুল মুসল্লিন, কায়দানী কিতাব, সৈয়দ হামজা [১৭৩৩-১৮৩৮] রচিত হাতিম তাই, কাজী হায়াৎ মামুদ রচিত আম্বিয়া বাণী [১৭৫৮], কবি ফৈজুদ্দিন রচিত রসূলের মেরাজ, মুন্সী মুহাম্মদ সাদেক আলী [১৭৯৮-১৮৬২] কর্তৃক সিলেটী নাগরী ভাষায় রচিত হালতুন্নবী [১৮৫৫], মুন্সী খাতের মোহাম্মদ [১৮৩৯-১৮৯১] রচিত খোলাসাতুল আম্বিয়া, জমির উদ্দিনের নাগরী পুঁথি ওয়াজিয়াতুন্নবী [১৮৭১], মুন্সী আজিমুদ্দিন হানাফি [১৮৩৮-১৯২২] রচিত ফতহুশ্বাম [১৮৮২], আবদুল করিম রচিত নূরনামা, মুনশী আবদুর রহীম রচনা করেন মৌলুদে আবদুর রহীম, মীর মশাররফ হোসেন রচিত মৌলুদ শরীফ [১৯০২] এবং মদিনার গৌরব [১৯০৬] কাব্য এবং ছায়ীদ মোহাম্মদ ইবরাহীমপুরী [১৮৮২-১৯৫৫] কর্তৃক ১০ খণ্ডে রচিত তাওয়ারীখে মোহাম্মদী, ১৯১৯ থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কয়েক সংস্করণে সমাপ্ত কাব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

সিলেটী নাগরী ভাষায় মুনির উদ্দিন উরফে দৈখোড়া মুন্সী রচিত 'দইখুরার রাগ' গ্রন্থে আমরা লোক সাহিত্যে সত্যিকারের জেহাদ প্রসঙ্গটি পাই এভাবে–

"আল্লা নবীর উল্টা কামে
নজর পড়লে ভাই
চউখে দেখিলে তারে
রুখিঁবারে চাই।
জালিমের জুলুম রুখা
সত্যি জেহাদ ভাই
ইহার মরম কথা
সূরা হজ্জে পাই।"

পাকিস্তান আমলেও এ ধারার কাব্য রচনা অব্যাহত ছিল। পল্লী কবি রওশন ইজদানী [১৯১৭-১৯৬৭] 'খাতামুন নবীঈন' [১৯৫৩] নামে লোক সাহিত্যের মাধ্যমে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] জীবনী রচনা করেন। এ ধারার সর্বশেষ লোককাব্য রচনা করে তৎকালীন পাকিস্তান আমলের ঢাকাস্থ ইসলামী একাডেমী– স্বাধীনতা পরবর্তী যার নাম হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ইসলামী একাডেমীর গণশিক্ষা প্রজেক্ট হিসেবে অক্টোবর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত লোকজ ধারার সীরাত গ্রন্থটির নাম 'সহি বড় রহমতে আলম' বা 'হযরত মুহাম্মাদের [সা] জীবন কথা। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে পল্লী অঞ্চলের কোটি কোটি বাসিন্দাকে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা ও ইতিহাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা পুঁথির ভাষায় রাসূল করীমের জীবনী ও ইসলামের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'সহি বড় রহমতে আলম' সেই পরিকল্পনার পহেলা পুঁথি। বন্ধুবর সাজজাদ হোসাইন খানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এর একটি কপি এনে এ লেখক অধ্যয়ন করেন। পুঁথির বেলায় প্রযোজ্য বড় বড় টাইপে ছাপানো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এ পুঁথিটির একটি ত্রিপদী ছন্দে নবী পাকের [সা] বাল্যকালের একটি নকশা পেশ করছি–

"আবু তালিবের ঘরে খুশিতে গোজরান করে
মুহাম্মাদ সবারি পেয়ারা।
এক দণ্ড না দেখিলে কারার না আসে দিলে
লাড়কা যেন নয়নের তারা ॥
বড় মহব্বত করে চাচাজী তাহার তরে
নিজ হাতে খেলায় পেলায়।
ভাই বেরাদর যত 'আদর সোহাগ কত
মুহাম্মাদ কেহ না ফেলায় ॥"

মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এ যাবৎকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নবী করীমকে [সা] নিয়ে লেখা এ ধরনের পুঁথির সংখ্যা হবে কয়েক শত।

www.pathagar.com

নবীর নবুওয়ত ছাড়াও তাঁর বংশের বিবরণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, প্রিয় নবীর [সা] দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন এবং কারবালার যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত হয়েছে নানা জঙ্গনামাধর্মী পুঁথি। এসব পুঁথির মধ্যে কেবল মাত্র কারবালার ঘটনা কেন্দ্রিক রচিত পুঁথির সংখ্যাই শতাধিক। বাংলা ভাষায় এ ধারার সাহিত্যকেই 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে আলাদা অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। মর্সিয়া সাহিত্যের পুরোটাই আমাদের নবী পরিবার সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ এ ধারার কয়েকটি পুঁথির নাম উল্লেখ করা যায় :

নসরুল্লাহ খাঁ [১৫৬০-১৬২৫] রচিত জঙ্গনামা, কবি মুহম্মদ খান রচিত মোক্তার হোসেন, কবি হামিদ রচিত সংগ্রাম হোসেন, হায়াৎ মামুদ রচিত জারীজঙ্গনামা, মুহম্মদ হামিদুল্লাহ খান রচিত গুলজার-ই-শাহাদাৎ বা শাহাদাৎনামা, কবি হামিদ আলী রচিত কাসেম বধ কাব্য ও জয়নোলোদ্ধার কাব্য, তকি মতীয়ুর রহমান [১৮৭২-১৯৩৭] রচিত 'মোসলেম বধ' কাব্য ও 'এজিদ বধ কাব্য', কবি কায়কোবাদ [১৮৫৯-১৯৫১] রচিত 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' [১৯৩২], কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজী [১৮৮০-১৯৩১] রচিত 'মহাশিক্ষা' [১৮৯৮-১৯১০], গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামাসহ এ ধারায়ও শত শত পুঁথি কাব্য রচিত হয়েছে।

মর্সিয়া সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় নানা শব্দ সম্ভারের আগমনসহ নানা অনুষ্ঠান, লোকাচার, ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। মুহররমের মর্মস্পর্শী বিয়োগান্তক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জারী গানের প্রবর্তন হয়। এ জারী গানের বন্দনা গাওয়ার সময় আবার রাসূলে পাকের [সা] প্রতি দরুদ নিবেদন করা হয়। মর্সিয়া, গজল, গীত ইত্যাদি এ সময় গাওয়া হয়। গজল বলতে বাংলাদেশে সাধারণত ধর্মীয় বিষয়ে গাওয়া গানকেই বলা হয়। কারবালার শোকাচার ঘটনাও গজলের মধ্যে বিধৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া রওজাখানি, নৌহা-ই-খানি, মাতম-ই-খানি, সালাম পাঠ, অলম মিছিল, তাবুত মিছিল, জিঞ্জীরী মাতম, মাতমে কামা, শব-বেদারী, শবগস্ত, শাহাদাৎ কা রোজ, সিইউম, দশওয়া, বিশওয়া, তিশওয়া, চেহলুম ইত্যাদি দিবস পালন করা হয়ে থাকে। মাতম মজলিস, সহ তুরবৎ ই হাসান এবং তুরবৎ ই হুসাইন তৈরি করে এগুলি নিয়ে তাজিয়া মিছিল এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। সুন্নী মুসলমানগণ মহররমের সময় লাঠি খেলে এবং এ লাঠি খেলাকে বলে আখড়া। জারী গান, কারবালার ঘটনা সম্পৃক্ত জঙ্গনামা বা এ জাতীয় পুঁথি পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমেও তারা মহররমের শোক প্রকাশ করে থাকে। মুহররমের দিন ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, নফল রোযা, আলোচনা সভা, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, বেতার টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান, সরকারী ছুটি ইত্যাদি আধুনিক ধারায়ও মহররম পালনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এসব অনুষ্ঠানের অনেকগুলোরই ধর্মীয় ভিত্তি না থাকলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে স্থানীয় সংস্কৃতির অনেক উপজাত

www.pathagar.com

এসে ঠাঁই নিয়েছে এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে। এভাবেই এগুলো শরীয়তী সাহিত্যের সীমানা ডিঙিয়ে ধর্মীয় ইমেজে গড়ে ওঠা এক ধরনের লোক সাহিত্যে রূপ নিয়েছে। দেশের লোক যেই হারে শিক্ষিত হবে সেই হারে শরীয়তী বিধি-বিধান চর্চার ব্যাপ্তিতে এক সময় এসব লোক সাহিত্যও আশ্রয় নিবে বইয়ের পাতায় এ লক্ষণ এখনই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ইমামবাড়া রয়েছে সেগুলোতে প্রতিপালিত লোকাচার সবই লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানে যেসব জারি, সারি গাওয়া হয় সবই নবী পরিবার কেন্দ্রিক। বিশেষ করে মহররমের সময় এসব ইমামবাড়ায় শোক মাতম করার সময় যেসব কাব্য-কথা বলা হয়ে থাকে তার সবই ছন্দোবদ্ধ লোঁক কাব্য-কলা যার পুরোটাই লোক সাহিত্য পদবাচ্য।

উপ-মহাদেশের জনগোষ্ঠী আগে থেকেই হযরত মুহাম্মাদের [সা] আবির্ভাবের বিষয়টি জানতো। এখানকার সনাতন ধর্মগ্রন্থগুলোতে আকারে ইঙ্গিতে তাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছে যা ইদানিং 'বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ' শিরোনামে আলোচিত হচ্ছে। এগুলোও এখানকার পরবর্তী লোক সাহিত্যে হযরত মুহাম্মাদের [সা] প্রভাব সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ধর্ম-নির্ভর সমাজে মানুষের সামগ্রিক জীবনাচার নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। আমাদের বাংলাদেশে ইসলামের আগমনপূর্ব কালের লোক সাহিত্য এবং মুসলিম শাসন পরবর্তী লোকাচার উভয়ে মিলে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ লোক সাহিত্য। অনেক সময় লোকপালার মধ্যে আবার উভয় ধর্মের সংঘাত, অন্তর্গত প্রবাহ, দ্বন্দ্ব, মিল ইত্যাদির ভিন্নমাত্রিক চিত্রও পরিদৃষ্ট হয়। মোদ্দাকথা এখানে বসবাসকারী নানা ধর্মের জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, সহনশীলতা, সৌহার্দ্র ইত্যাদির ফলে সাংস্কৃতিক ঐক্যে আসার প্রচেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। লোক সাহিত্যের বেলায় এ অন্তরঙ্গতা যেন আরো বিস্তৃত পরিসরে এসে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। মানুষ সত্যের অন্বেষায় ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মকে ভেদ করার নজিরও এ দেশের লোক সমাজে প্রচুর পরিদৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের একটি লোক পালায় আমরা পাই– "হিন্দু আর মুসলমানে সত্যপীরে উভে মানে" আমাদেরকে সে সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

একটি উদার, পরমতসহিষ্ণু ধর্ম হিসেবে ইসলাম এ দেশে আগমনের পর এখানকার সংখ্যাগুরু অমুসলিমের উপর দীর্ঘ দিন যে শাসন করেছে তা সম্ভব হয়েছে তার উদার গণতান্ত্রিক ও মানবিক সৌন্দর্য দিয়েই। আমরা যদি এখানকার প্রাচীন লোক সাহিত্যের ভাণ্ডারে এসব বিষয়ের খোঁজ করি তাহলে দেখা যাবে এর ব্যাপক প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন লোক-পালাগুলোর শুরুতে যে বন্দনা গীত লক্ষ্য করা যায় তাতে মক্কা, মদীনা ইত্যাদি নামের উল্লেখ করার পর সেখানে জন্মগ্রহণকারী প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] শানেও

www.pathagar.com

বন্দনা পড়া হয়। এ বন্দনা আমাদের লোক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ময়মনসিংহ গীতিকায় কবি দ্বীজ কানাই রচিত 'মহুয়া' পালার বন্দনা গীত নামক ভূমিকা অংশেই আমরা দেখতে পাই পালাকার বলছেন–

"উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পরবত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথ্থর ॥
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান ॥"

আবার পূর্ববঙ্গ গীতিকায় চট্টগ্রামের 'নুরন্নেহা ও কবরের কথা' নামক মুসলমান লেখকের লেখা পালায় আমরা পাই হিন্দু মুসলিম মিলনের সুরে গাওয়া লোক সাহিত্য :

"হিন্দু আর মুসলমান এক্কই পিণ্ডের দড়ি।
কেহ বলে আল্লা রসূল কেহ বলে হরি ॥
বিসমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু এক্কই গেয়ান।
দোফাক্ করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান ॥"

'জেবেল মুলুক শামারোখ' নামক কাব্যে মোহাম্মদ আকবর নামক একজন কবি [জ. ১৬৫৭] বন্দনা গীতিতে বলেন–

"বিনয় করিয়া বন্দি ফিরিশ্তার পদ।
সুন্নীকুলে ফিরিশতা যে হিন্দুর নারদ ॥
তক্ত সিংহাসনে বন্দি আল্লাহর দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর যেন জগতে প্রচারে ॥
পয়গম্বর সকল বন্দি করিয়া ভকতি।
হিন্দুকুলে দেবতা যেন হৈল প্রকৃতি ॥
** ** **
হযরত রসূল বন্দি প্রভুর নিজ সখা।
হিন্দুকুল অবতারি চৈতন্যরূপ দেখা ॥"

শূন্য পুরাণের যুগ থেকে এভাবে হিন্দু-মুসলমান লেখকগণ তাদের বিশ্বাসগত সংস্কৃতির সমীকরণের অংক কষেছেন। আর সেভাবে 'ব্রহ্মা হৈলা মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর আদম্ফ হৈলা শূলপানি' ইত্যাদি শ্লোকেরও আমরা সাক্ষাৎ পাই একই সমীকরণে। উপ-মহাদেশের সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব নির্ণয়ের জন্য সচেতনভাবে এসব অংশ পাঠ অবশ্যই প্রয়োজন। তাহলেই মহানবীর [সা] অনুসারী মুসলমানরা এখানকার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে কিভাবে ধাপে ধাপে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার ধারানুক্রমিক ও কালানুক্রমিক রেখাচিত্র আবিষ্কার সম্ভব। 'মুহাম্মাদ' এ নামের বরকত নিয়ে

www.pathagar.com

উপ-মহাদেশে মুহাম্মাদ বিন কাসিম, গজনীর সুলমান মাহমুদ, মুহাম্মাদ বখতিয়ার প্রমুখের বিজয়াভিযান যেমন ছিল চমকপ্রদ এবং বরকতময় তেমনি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ইসলাম ভারতীয় উপ-মহাদেশে তার পরমতসহিষ্ণু অবস্থান এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মেল বন্ধনের মাধ্যমে স্থাপন করেছিল তার স্থায়ী ভিত্তি। যে কারণে ক্ষমতা হারানোর পর স্পেনের মতো উপ-মহাদেশ থেকে ইসলামকে নির্বাসিত হতে হয়নি।

অবকাঠামোগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিক ধারায় ইসলামের চর্চা ও বিকাশের যুগে শিরকযুক্ত খাঁটি ইসলামের যে চর্চা শুরু হয়েছে তাতে হয়তো এ ধারার লোক সাহিত্যগুলো এক সময় আর সমাদর পাবে না। বাংলাদেশের লোক সাহিত্য কত পথ বেয়ে এ উত্তরণ ঘটলো তার মূল্যায়নের প্রয়োজনে তখন লোক সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট অংশটি বিবেচনার জন্য সামনে আসবে। তবে এ ধাপগুলো যদি কেউ আলোচনা না করে এবং সময় থাকতে নিরূপণ না করে তাহলে মহাকালের কোন এক পর্যায়ে হয়তো সেগুলো বিলীন হয়ে যাবে। তখন কেউ ইচ্ছা করলেও এখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনির্মাণের ক্রমধারাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে হিমশিম খাবে। কাজেই প্রাসঙ্গিক আলোচনাকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপেই বিবেচনা করি। ■

www.pathagar.com

রাসূলেপাক নিশান ॥ সুজাউদ্দিন কায়সার

আমি মন পেতেছি মাটির শরীরে রক্তের তাপে বীজ বুনি,
হা-কপাল হাহাকার মানবের কোথায় শান্তি চির অনিবার?
তবু ধ্রুব সবুজ মানুষের মন সকল বাধা পেরিয়ে–
সাহসের বোধিদ্রুমে এগিয়ে যায় সম্পন্ন নির্মাণ পণ নিয়ে,
যদিও দুর্বিনীত কালের ঝিলিক গেঁথে যায় মস্ত পৃথিবীতে
এই কষ্টের লবনাক্ত বিবরে জীবন, আর তো পারিনা সামলাতে;
তাবৎ ধ্যানমগ্ন চিন্তার-কর্মের দীক্ষায় জীবনের অর্থ সমর্পিত
এই ধারাপাত চিরে গতি প্রবাহ ছুটে চলে বিস্তারিত মূল ভূমে
মর্ত্য ও অমর্ত্যের নানান খেলা অপার রহস্য মীরে চিহ্ন আঁকে–
প্রতিনিয়ত আমরা বিষয়ের বৃত্তান্তে সৃষ্টি-শৈলীর মর্ম খুঁজি
অবশিষ্ট চিত্তে একাত্ম হয়ে ওঠে এমন শোভিত বিকাশ সুন্দরে;

আজ ক্রান্তিকালের এ-দুর্মর লিপ্সা ঘিরে সভ্যতার মহিমা ক্ষুণ্ন করে
কঠিন মানুষের কু-কীর্তি বর্বরতা, এবং এতো যে রিরংসা, অন্যায়,
ভুলের দাপটে মানুষের সারল্যে কেবল হিংস্রতা জন্ম নিচ্ছে;
ও-মহান সর্বোত্তম এই অনুনয় এই নিবেদন কবুল করো–
আল্লাহর বিপুল শক্তির এতোটুকু ব্যঞ্জনায় আলোকে আলোকিত করে দাও–
হে কালের দ্যুতি, হে শ্রেষ্ঠ মানব জ্যোতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ-বিশ্ব জাহান ভ'রে উঠুক ভালোবাসার প্লাবনে, জাগুক সবুজ ঈমান, জানি–
মানববন্ধনের চির জাগরুক সকল সত্য প্রাণে রাসূলে পাক নিশান :

হার ॥ মাহবুব বারী

ত্রিভুবনে তুমি সুন্দর আর সুন্দরতম।
সোনালী পুরুষ তুমি,
অনন্ত আকাশ আর মাটির শূন্যতার ব্যবধানে
দীর্ঘ আলোক রশ্মির মতো নেমে এলে
পরনে নন্দনলোকের চাদর
কণ্ঠ ঘিরে আছে জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল হারে।

এই আঁধার কবরের গুহায় আমি হাত বাড়াতেই
তোমার হারে
সুবর্ণ দানার বাঁধন ছিঁড়ে

যেনো সীমাহীন ত্রিভুবন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।
আমি কুড়াতে কুড়াতে কতো জন্ম-মৃত্যু পাড়ি দিলাম
তবু সেই হার জোড়া দেয়া হলো না আমার।

তোমাকে পাবার আনন্দে ॥ মতিউর রহমান মল্লিক

তোমাকে আমার দরকার থাকে খুব
প্রয়োজন থাকে বড়
এবং না পেলে শেষ হয়ে যাই আমি
শেষ হয়ে যায় ঘরও।

শেষ হয়ে যায় আমার স্বদেশ
আমার পরম জাতি
আমার মানুষ
আমার সংস্কৃতি।

এমনি যখন কঠিন সময়
অবস্থা সঙ্গীন
তখন তোমাকে
তোমাকে তখন
খুঁজে খুঁজে ফেরা
বুকে পুষে গমগীন।

কেউ বল্লেন দর্‌সগাহ্‌ জুড়ে
তুমি থাকো পুরোপুরি
সেই সাথে থাকে
নায়েবে রসূল খাঁটি উম্মত
কোনো উত্তরসূরী।

কোথায় সেখানে পুরোপুরি তুমি
বরং টুপি ও জামা
আর আংশিক এলেম এবং
স্বল্প আমলনামা।

তারপর কেউ বললেন ডেকে
মারকাজে যাও সোজা
তাহলেই তাকে পুরোপুরি পাবে
উজ্জ্বল আর অখণ্ড উত্তাপে।

www.pathagar.com

এই মারকাজে পেলাম নামাজ,
দাওয়াতের কারুকাজ
কোরানের পুরো চর্চা যেখানে নেই
জিহাদের কোন দরজা যেখানে নেই
খণ্ডিত হয়ে আছ তুমি সেখানেই।

খানাকায় গিয়ে তোমাকে পেলাম
এশ্‌কে ও ভক্তিতে
অথবা জস্‌নে জুলুসেই
তুমি সীমিত কর্মসূচী
অথবা কেবল সংক্ষেপে তুমি
অশ্রু ও উক্তিতে।

ক্ষমতার কাছে
তুমি আদৃত বছরে বারেকবার
মিলাদুন্নবী-সিরাতুন্নবী
যখন খোলে গো দ্বার
পুরোপুরি তুমি তখন বিবৃতিতে
আলোচনা আর সোনালী উদ্ধৃতিতে।

অবশেষে এসে জিহাদের রাহে দেখি
অসত্য নয় নয়কো মিথ্যে মেকী
পুরোপুরি তুমি
কোরানেই শুধু আজো
অবিকল এক আলোর গোলক
পূর্ণ জীবিত আছো
কোরানেই শুধু আছো
শুধু আছো কোরানেই
অন্য কোথাও নেই
অন্য কোথাও নেই
অন্য কোথাও নেই

সকাল সন্ধা তাই পড়ি কোরআন
তোমাকে পাবার আনন্দে অম্লান।

www.pathagar.com

পৃথিবীর শেষতম দিনলিপি ॥ মাহফুজ পারভেজ

মনে হয় পুলসেরাত এসেছে নেমে আসমানের দূরত্ব ছিঁড়ে এই পৃথিবীতে;
কাঁপছে মানুষ; থরকম্প প্রকৃতির সুমৃত্তিকা, পাটাতন :
সাকার্সের দড়ির ওপরে কাটাচ্ছি জীবন−
আমরা কতক
একদার সবুজাভ পৃথিবীর সুখী মানুষের অবশেষতম-দিকভ্রান্ত প্রতিনিধিদল!
আমাদের প্রতিবেশিগণ উজাড় হয়েছে বহু আগে−
গাছ নেই, মাছ নেই, পাখিরা আকাশে নেই স্বাধীন উড়ালে
রাতের জোনাকী, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, গর্তে ইঁদুর, ব্যাঙও মুক্তির পলায়নে পৃথিবী-বিবাগী;
শুধু শাদা কাগজে লেপ্টানো-পিষ্ট মাছির মতন আমরা কতক কিলবিল করি
পৃথিবীর ধূসর জমিনে!
প্রাণ বলতে টিকে আছে শ্বাসকষ্টগ্রস্ত মানুষ নামক আমাদের হাঁপানির টান আর
বুকের ভেতর থেকে গোঙানি-বাতাসে ভাসমান নীল হাহাকার...
আমাদের বসবাস দেখে কেঁদে ওঠে নর্দমায় বেঁচে থাকা একটি-দুইটি কীট!
আমরা পারি না কাঁদতেও পানিহীন বসবাসে
শুষ্কতা ভাসিয়ে দিয়েছে শরীর থেকে রক্তের অংশ
হাড্ডিসার শক্তিহীন আমরা কতক হামা দিয়ে চলি
নিজের ওপর জুলুম করতে করতে আমরা হারিয়েছি যৌবনের দীপ্তি, চলৎ ক্ষমতা
এমনকি মানুষ হিসেবে রেচন ও নিঃসরণের প্রাকৃতিক দক্ষতাটুকুও আজ আমাদের লুপ্ত!
ভোগ করতে করতে নিজেকেই খাবলে খেয়েছি
দোজখের আগুনই পারবে নেভাতে মানুষের এই লেলিহান দাউদাউ ক্ষুধা...

আমরা কতক− ভাবছি বাঁচার শেষ আশ্রয়ের কথা−
আমাদের মতো আরো কতক মানুষ খুঁবলে খাওয়া এই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে
ভাবছে বাঁচার ভাবনাসমূহ;
আমাদের ভাবনার কথা জেনে মদিনা মেলেছে জীবন-দুয়ার:
বেঁচে থাকার সুন্দর জীবনে আমাদের যেতে হবে; যেতে হবে তাঁর* কাছে
যাঁর** কাছে জীবনের সকল সন্ধান−
যাঁর*** নামে সকাল ও সন্ধ্যায় ঝরে শ্বেত... শুভ্র পবিত্র, আলোক... দরুদে... সালামে...
পৃথিবীর কল্যাণময়তা উপচে ওঠে সাগরের তেজী জোয়ারে জায়ারে...

* মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
*** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

এমন অস্থির কালে ॥ রেজাউদ্দিন স্টালিন

এমন অস্থির কালে কে এলো আলোর পথে একা,
কেউ নেই, শূন্য মরু, দু'একটি স্বপ্ন শুধু দোলে।
সত্যের আকাশে সেই অনির্বাণ স্বপ্নের ইঙ্গিত,
খর্জ্জুর বীথির সাথে ফিস্‌ফাস বাক্যালাপ করেঃ
অন্ধকার ভেদ করে এইবার এসেছে সৈনিক,
অবারিত আরাফাতে বজ্রকণ্ঠ বিশাল পুরুষ–
প্রতিনিধি, ভয়হীন মুষ্ঠিযুদ্ধ সাম্যের শপথ।

নারীর সম্ভ্রম আর শিশুদের ভবিষ্যৎ দিন
নির্বিঘ্ন নিশ্চিত হবে, সম্মিলিত জীবনের গানে
অরণ্য উজ্জ্বল হবে– লোকালয়ে প্রাণ পাবে পাখি।

সঞ্চয়ের সিংগভাগ বণ্টনের সুষম নিয়মে
পৌঁছে যাবে ভূমিহীন দরিদ্রের পীড়িত দুয়ারে।
এইবার জয় হবে মানুষের, পৃথিবীর পথে
শান্তির অমোঘ বাণী লেখা হবে পাথরে কঠিন।
মানুষ কি চায় আর একজন তীব্র প্রতিনিধি,
পথের প্রবল সাথী অনন্ত নীলাকাশ।

হামাস ॥ আসাদ বিন হাফিজ

নতুন ভোরের উঠলো সুরুজ– হামাস
টুটলো তিমির অন্ধ আঁধার– হামাস
উঠলো জেগে ঘুমের পাড়া– হামাস
চতুর্দিকে পড়লো সাড়া– হামাস

একুশ শতক ভোরের নিশান ফুটলো যদি
রাতবিলাসী পশুর প্রাণে ত্রাসের নদী
চেঁচায় তারা তারস্বরে নিরবধি
পাশবতন্ত্রের হায় রে একি– যায় যে গদী!

সভ্যতা ফের চক্ষু মেলে– হামাস
রাতবিলাসী প্রমাদ গোণে– হামাস
মানবতার নিশান উড়ায়– হামাস
পুঁজিবাদের বয়স ফুরায়– হামাস।

www.pathagar.com

হেরার নূরে জাগছে আবার বিপুল ধরা
নবীর বাণীর ছুটলো সুবাস অবাক করা
টুটলো মানব মনের জ্বালা– কষ্ট খরা
লুটলো মানুষ প্রেমের পরাগ চিত্ত ভরা।

দীনের নকীব ডাক দিয়েছে– হামাস
আয় মিছিলে মুক্তিকামী– হামাস
আর্তজনের চিত্ত জুড়ায়– হামাস
দীনের বিজয় নিশান উড়ায়– হামাস

নবীজী সালাম তোমাকে ॥ মুকুল চৌধুরী

মুহাম্মদ এ নামের মানবিক জোয়ারের ঢলে মানুষের মুক্তির পতাকা
প্রথম উড়েছে এক দুরূহ বিশ্বাসে
যেমন উড়তে পারে পাখিদের ছানাগুলো মায়েদের পাখার ছায়ায়
উপদ্রুত শহরের নীরবতা ছিঁড়ে-ফুঁড়ে কিশোর যেভাবে তার
ভাবনার মুক্তপক্ষ স্বপ্ন ছড়ায়।
মানুষের হাত দুটো হয়েছে কি এতোটা উদ্বাহু
যতোটা মদীনা থেকে হয়েছিলো নবীজীর ঊর্ধ্বমুখী হাত।
পবিত্র যে হাতে তিনি অনায়াসে গুঁড়িয়েছেন সংখ্যাহীন অন্ধকার
অবিশ্বাসী রাহু।

মানুষের ভালোবাসা এতোটা কি পেয়েছে কোন প্রসিদ্ধ হৃদয়
যেমন 'নবীজী' 'নবীজী' এই শব্দের প্রতিধ্বনি জনে জন অশ্রু হয়
কাজল চোখের,
অনন্তর বাতাসের সাথে মিলে-মিশে প্রকৃতিতে ছড়ায় সুবাস।
এ নামের ওসিলায় আলোকিত সত্তার কাছে ঘূর্ণি বেগে
মানুষের প্রার্থনার ভাষাগুলো বিগলিত করুণায় গ্রাহ্যতা পায়।
মুহাম্মদ এ নামের সাথে মিশে আছে মানুষের কী যে এক সীমাহীন
প্রত্যাশার বিভা।

একটি জীবন দিয়ে শুরু হলো, শেষ হলো ভাঙচুর হলো সব
অনাচার-অত্যাচার নষ্ট অপয়া। উদ্দাম হাওয়ায় ভেসে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো পৃথিবীর সকল খবর, শেষ হলো ধ্যানভঙ্গ
হেরার উতলা।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ এ নামের সাথে মিশে আছে প্রগতির তৃষিত শিকড়
সহস্র শতাব্দীর এই জ্ঞানের ফসল সঠিক অন্বিষ্টে যারা করতলে নেয়
নিশ্চিত তারা হবে আকাঙ্ক্ষিত জীবনের সফল বাসিন্দা।

তখন তো মানুষের জীবন ছিলো চাকুর ডগায়
মানুষের হাতে ছিলো মানুষেরই মৃত্যু আর জীবন পাহারা
শক্তিহীন মার খায় শক্তিবান মারে, নারীর অবলারূপ আরো যে করুণ
গৃহের মূক পশু হতে পারে শুধু এর যোগ্য উপমা
মুহাম্মদ এ নামের সম্পন্ন মানুষ এসে ফিরিয়ে দিলেন সব রুদ্ধ স্বাধিকার।

এখন এখানে এই আমাদের গাঙ্গেয় দ্বীপে
আমাদের পদ্মা মেঘনা সুরমার উপকূল নিকষ আঁধারে ঢেকেছে
মানুষের শ্বাস থেকে সরে গেছে সকল সুবাস
সরে গেছে নীলাকাশ, মাথার উপরে নেই, কোথায়-কোথায়?
এখানেও স্বাধিকার নেই, প্রতিধ্বনি শোনা যায় কতো দিন– আর কতোদিন?

আমার নিঃশ্বাসে আমি একটি সুবাস পাই সময় সময়
আমার হাতের মাঝে স্পর্শ পাই পবিত্র হাতের
চোখের তারায় দেখি নূরের মিহিন ঝিলিক
পাতায় পাতায় গাঁথা সহস্র উজ্জ্বল পংক্তিতে হতাশায় সুখ খুঁজি আমি।
এমন ঘ্রাণের জন্য দাঁড়িয়ে ভিজবো আমি অনাগতকাল
এমন স্পর্শের জন্য সাদা করোটির মতো রুক্ষ হাওয়ায় তাপদগ্ধ হবো
চোখের কাজল তারা শুষ্ক এই জনপদে শিরদাঁড়া খাড়া করে
দূর-দিগন্তের দিকে থাকবে তাকিয়ে আজন্ম আগ্রহে।

সোনালী পাতায় গাঁথা পবিত্র অক্ষরগুলো হৃদয়ের খুব কাছে আছে
আমার কানের শ্রুতি স্বততঃ পানির শব্দে শুনেই চলেছে
হিমালয় পাহাড়ের সানুদেশে ধ্যানমগ্ন পাথরের কোলাহল চিরে
দিনরাত ঝিঁঝিঁরা কীভাবে জানান দেয় নবীজী সালাম তোমাকে।

হেরার পৌরুষ ॥ গাজী রফিক

হেরার আলো যার
হৃদয়ে জলে তার
সকল হাহাকার
নিমেষে মুছবে

www.pathagar.com

আকাশে ওড়ে যেই
আলোর মায়া সেই
তোমার জ্যোতিতেই
নিজেরে খুঁজবে।

পাখিরা গান গায়
তোমার মহিমায়
বাতাসে উড়ে যায়
সুরের সৌরভ
নদীতে ঢেউ বয়
স্রোতের বরাভয়
জীবন মোহময়
তোমারি গৌরব।

তোমারি চেতনায়
পৃথিবী আলো পায়
আলোক জ্বেলে যায়
চন্দ্র সূর্যে
তোমাকে ভালবেসে
হৃদয় চঞ্চল
তোমাকে ভালবাসি
চেতন দুর্গে।

আমারো হৃদয়েই
তোমারি স্বপ্ন
হেরার পৌরুষ
আমি যে ধন্য
পাখিরা গায় গান
বাতাসে শন শন
তোমারি জপে গান
ধন্য ধন্য।

তোমারো জন্ম
মাটির ধরাতে
ভাবিতে নাচে মন
নাচে অরণ্য।

www.pathagar.com

আশায় বসতি ॥ আহমদ আখতার

এ পাতকী মন কেঁদে ওঠে দ্বিধায়, যন্ত্রণায় একা
লিখবো সেই পুণ্যনাম– হয়নি যে শেখা

গ্লানির পঙ্ক থেকে নিশ্চিত দূরে সরে থাকা
নির্লোভ পারিনি হতে সর্পিল, পথ-আঁকাবাঁকা

দু:সহ রাত্রিগুলো কেটে যায় আপনার-দর্শন বিনা
সেই শোকে অসহায় সর্বক্ষণ তড়পায় সিনা

আশ্বাসে বেঁধেছি বুক হতাশায় নই নিমজ্জিত
দেখা হবে সেই দিন এ আশায় রয়েছি স্থিত।

স্বপ্নে একবার দেখা দিও ॥ আবদুল হালীম খাঁ

তোমার সোনার পায়ের ধূলি
পড়তো যদি মাথার পরে,
জীবন আমার শত ধন্য হতো
কানায় কানায় উঠতো ভরে।

এই হালীমের কী দাম আছে
আশায় শুধুই বেঁচে আছি,
জানি না কবে পারবো যেতে
তোমার রওজার কাছাকাছি।

পেতাম যদি তোমার অই পাক
রওজা পাকে একটু ধূলি,
বুকে মুখে আর মাথায় মেখে
কৌটা ভরে রাখতাম তুলি।

স্বপ্নে যদি দেখতে পেতাম–
তোমার নূরানী মুখের ছবি,
সার্থক হতো জীবন আমার
ধন্য হতো এ অধম কবি।

www.pathagar.com

বলতে কভু পারবো না গো
যা বলতে চাই তোমার কাছে,
হাজার ব্যথায় জ্বলছে হৃদয়
বলার কি আর সাধ্য আছে!

মদীনাতে এখন শুয়ে আছো
ওগো আমার প্রিয়তম নবী,
জানো তো আমার মনের কথা
কী বলতে চায় এ অধম কবি।

মুখে মুখে বলবো কি আর
পাঠ করে নাও মনের পাতা,
দরদী গো! জ্বলছে যে বুক
তুমি আমার মাথা ছাতা।

পাপীতাপী যত বড়ই হই
গর্ব করছি দিবস যামী
আখেরী নবী মুহাম্মাদ এর তো
হতে পেরেছি উম্মত আমি!

মুখ দেখে আর দু'চোখ দেখে
মনের আরজি বুঝে নিও,
হাজার কথার একটি কথা
স্বপ্নে একবার দেখা দিও।

www.pathagar.com

সংস্কৃতি বিকাশে ইসলামের অবদান

ইকবাল কবীর মোহন

ইসলামের আবির্ভাবের শুরু থেকেই মুসলমানরা সংস্কৃতির বিকাশে সচেষ্ট হয়েছে। মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের যাত্রা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলে ইসলামের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। মুসলমানরা যখন এলাকার পর এলাকায় বিজয় পতাকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন থেকেই সেই এলাকার মানুষ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়েছিল। তবে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানুষের কাছে সমন্বিত ও সুসংবদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ইসলাম দুনিয়ার বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সংস্কৃতির সুষমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম মুসলিম এলাকা ছাড়িয়ে স্পেন, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা এবং ভারত হয়ে সমগ্র এশিয় এলাকায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়। সেই সময় মুসলমানদের বিরাট অংশই লিখতে ও পড়তে পারত। মুসলমানদের সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে Joshep Maccup বলেন, Even the lowest classes among the people were eager to read books that the laborers would rather spend all they would earn on books

www.pathagar.com

> than on improving their ragged clothes or their meager meals. তিনি আরো বলেন, There was a laborer whose library was eagerly frequented by scholars.

ইসলাম সভ্যতা সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিকাশে এতটা কার্যকর অবদান রেখেছিল যে বিশাল একটি পন্ডিত, লেখক এবং বাগ্মীর দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল যারা খলিফাদের দরবার থেকে শুরু করে মসজিদ, রাজদরবার থেকে মানুষের বসতি; সেনাপতির পদ থেকে বিভিন্ন সমাবেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন স্থানই জ্ঞান চর্চার বাইরে ছিল না। সর্বত্র গড়ে উঠেছিল শিক্ষালয়, পাঠাগার এবং গবেষণা কেন্দ্র। যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই শিক্ষার আলোতে ছিল উদ্ভাসিত। দাস-দাসী কিংবা মহিলাদের জন্যও শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। ফ্রান্সের পন্ডিত Guster de Ben তার বিখ্যাত বই Islamic and Arab Civilization পুস্তকে এ সম্পর্কে বলেন, The seriousness with which the Muslims persued the sciences is truly amazing, because their first measure after the conquest of each city was to establish a mosque and a school. অর্থাৎ তখনকার মুসলমানরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছিল তারই স্বীকৃতি দিয়েছেন পণ্ডিত জুস্টার। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা যখনই কোন শহর জয় করত তখন প্রথমেই সেখানে মসজিদ এবং শিক্ষালয় স্থাপন করত। অর্থাৎ জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কাজ। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিস্ময়কর সাফল্য ও অগ্রগতির কথা স্বীকার করে পশ্চিমা মনীষী Max Neusurger বলেন– Islami civilisation, which in its prime surpassed that of ancient Rome in animation and variety and all its preccessors in comprehensiveness, lasted until the comencement of the eleventh century. পশ্চিমা বিজ্ঞানী Robert Briffault বলেন, Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The bebt of our seience to that of Arabs does not consist in starlin discoveries or revolutionary theories, science owes a great deal more to the Arab culture, it owes its existence. মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করে Benjamain Tudell (মৃত্যু ১১৭৩ সাল) বলেছেন, In Alexandria I saw 20 schools that were active. Moreover, in addition to public schools, there were uniersities that had been established in Bandad, Cairo, Cordova etc. which have laboratories, a planetarium and huge libraries. For instance, there were 70 public libraries in Andalusia, বেনজামিন টিউডলের ভাষায়, মুসলিম দেশগুলো ছিল শিক্ষা-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। এক পরিসংখ্যান মতে, কর্ডোভার আল হাকেম লাইব্রেরীতে ছয়লাখ বই সংগ্রহ ছিল। এগুলো ৪৪টি ক্যাটালগে সন্নিবেশিত ছিল। অথচ ৪০০ বছর পর প্যারিসে Charles & Wise যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন তাতে সংগ্রহিত বইয়ের সংখ্যা ছিল

www.pathagar.com

মাত্র ৯০০। আর এইসব বইয়ের অধিকাংশই ছিল ধর্মীয়। মধ্যযুগের ইউরোপের মানুষ অন্ধকার থেকে যখন আলোর জগতে প্রবেশ করছিল, তখন সেখানে শিক্ষার হার ছিল এক শতাংশেরও কম। অথচ মুসলিম বিশ্ব সেই সময়ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ইউরোপের লোকেরা তখন পুস্তক ও পাঠাগারের সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিল। অথচ মুসলিম জগত ছিল বই ও পাঠাগারে পরিপূর্ণ। বাগদাদের বাইতুল হাকেম লাইব্রেরীতে সংগ্রহ ছিল চার লাখ বই। কায়রোর রয়্যাল লাইব্রেরীতে দশ লাখ এবং লেবাননের ত্রিপোলী লাইব্রেরীতে তিন লাখ। আর স্পেনে প্রতি বছরই প্রকাশিত হতো ৭০ থেকে ৮০ হাজার বই। মধ্যযুগের পরও ইউরোপ ছিল অশিক্ষা এবং নিম্ন জীবনযাত্রার ভারে আক্রান্ত। সেই সময় বিভিন্ন দেশের রাজাবাদশাহরা এবং নামিদামী লোকেরা চিকিৎসার জন্য মুসলিম দেশগুলোতে আগমন করতো। জ্ঞানের সন্ধানে ইউরোপ থেকে ছাত্ররা ছুটে যেত মুসলিম দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। তখন কায়রো, বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপল, কর্ডোভা এবং আলেকজান্দ্রিয়া ছিল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এসব স্থান গবেষণার আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। তখন ইসলামী দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সব বিভাগ চালু ছিল। এবং ছাত্রদের জন্য পোশাক, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসার সুযোগ ও বিনা খরচে কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করা হতো। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ক্লিনিকের সুবিধা। চিকিৎসকরা প্রতিদিন সেখানে যেতেন। এবং রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি দিতেন। সেখানকার গুদামে ভরা থাকতো খাবার, পানীয়, ঔষধ। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের আজকের যে অগ্রযাত্রা ও সাফল্য তার ভিত্তি ছিল ১৩ শতকের প্রথম সময়টি। অবশ্য আজও কায়রো, ইরান, দামেস্ক এবং বাগদাদে অনেক বিষয়ের উপর অমূল্য বই পুস্তক বর্তমান রয়েছে। মুলমানদের এই অমূল্য অবদানকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন Professor Alfred Guillavine. তিনি বলেছেন, It was the religion of Islam and the great Islamic empire which synthesized the sciences and industries of different nations and presented it in a complete and beautiful form to the world of science and industries.

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম বিশ্ব আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, আর ইউরোপ হয়ে উঠেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমিতে। মুসলমানরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির উদগাতা হয়েও চরম অনীহা, অবহেলা ও উদাসীনতার ফলে আজ চরম দুর্দশার শিকার। আর ইউরোপ তাদের চেষ্ঠা, সাধনা দিয়ে জয় করে নিয়েছে সমগ্র দুনিয়া। তবে উৎকর্ষের ধারা যে মুসলমানদের হাতেই জন্ম নিয়েছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ■

www.pathagar.com

শিল্পীর চোখ

মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

প্রায়শই আমরা শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা-সমালোচনা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের সাথে পরিচিত হই। কখনো সংস্কৃতি কখনো বা শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে চলে আমাদের আলাপচারিতা। এক্ষেত্রে সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়ে আমাদের কলম চলে, বক্তৃতায় আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমার দৃষ্টিতে এতে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব আছে বৈকি! কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনাচরণ ও বিশ্বাসের প্রতিফলন, আর শিল্প হলো মানুষের উন্নত জীবনবোধের পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনা। সেই হিসেবে সকল শিল্পই সংস্কৃতি, কিন্তু সকল সংস্কৃতি শিল্প নাও হতে পারে। যেমন আলাপচারিতার প্রতিটি স্টাইলই একটি পৃথক সংস্কৃতি, লেখনির সব রকমের আঁকি-বুকিও একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এই আলাপচারিতা এবং আঁকি-বুকি যখন একটু অসাধারণ, পরিচ্ছন্ন ও অর্থবহভাবে আমাদের সামনে আসে তখনই কেবল তাকে আমরা শৈল্পিক উপস্থাপনা ও অঙ্কন হিসেবে মর্যাদা দেই।

স্বভাবতই শিল্প বিষয়টি একটু দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। প্রশ্ন হতে পারে, শিল্প কি? শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? আর শিল্পের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যই বা কি? একটু পরেই এ প্রসঙ্গে আসছি। তার আগে প্রাসঙ্গিক আরেকটি প্রশ্নের সমাধান করা জরুরি। তা হচ্ছে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা কি শিল্পী নন? হ্যাঁ প্রত্যেক কবি, সাহিত্যিক শিল্পী। এরা সবাই আঁকেন। কেউবা রং তুলির সাহায্যে, কেউবা আঁকেন কাগজে-কলমে, অক্ষর ও শব্দের ব্যঞ্জনায়। সৈয়দ আলী আহসানের "আমার পূর্ব বাংলা", আল মাহমুদের "নোলক", মোশাররফ হোসেন খানের "পাথরে পারদ জ্বলে" এগুলো কালোত্তীর্ণ চিত্রকর্ম। রং নেই কিন্তু দেখা যায়, এ চিত্রকর্মকে একজন অন্ধও দেখতে পায় মনের চোখে।

"শিল্প হচ্ছে মানুষের সুকৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসাধনা, একটি উন্নত এবং তাৎপর্যবহ কর্মব্যঞ্জনা। শিল্প আবার অবসর বিনোদন এবং আনন্দ প্রদানকারী একটি কর্মও বটে। শিল্প মানুষের ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ আবার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের উন্নত মানসিকতার প্রতিবিম্ব।[১] শিল্প হচ্ছে একজন শিল্পীর বিশ্বাসের প্রতিফলন এবং অনুভূত সত্যের প্রতিবর্ণীকরণ। শিল্প হচ্ছে অন্তরঙ্গ অভিপ্রায়ের প্রকাশ।[২] শিল্পের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্লেটো The Republic গ্রন্থে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তা এখন মীমাংসিত সত্য। বলা হয় মানুষ না থাকলে শিল্প থাকে না এবং শিল্প ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্যকে বোধের আয়ত্তে নিয়ে আসা। সৌন্দর্য সবসময় সকলের কাছে ধরা পড়ে না। যা অন্যের কাছে ধরা পড়ে না শিল্পী তাকে উপলব্ধিতে আনবার চেষ্টা করেন।[৩]

তবে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা সকলের কাছে এক রকম নয়। শিল্পীভেদে এতে পার্থক্য হয়। ব্যক্তির অন্তরে লালিত বিশ্বাসের পার্থক্যই এর কারণ। রোমান ফ্রেসকো দেয়াল চিত্র, বিখ্যাত শিল্পী র‍্যোদার ভাস্কর্য যেমন সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি আবার দ্যা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা, পিসার লিনিং টাওয়ার এবং ভ্যাসিলি কান্দিনিস্কি অঙ্কিত বিমূর্ত চিত্রও সৌন্দর্যের প্রতিনিধি।

গ্রিকরা যেখানে ফুলদানি এবং নানাবিধ পাত্রের গায়ে মানুষ অথবা প্রাণীর বিভিন্ন নগ্ন ছবি আঁকতেন মুসলমানরা সেখানে আরবি অক্ষরে অপূর্ব শিল্প সুষমা প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন।[৪] কেউ কেউ বলেন, প্রাণী/figure ছাড়া শিল্পকর্ম/চিত্রকর্ম হয় না। কথাটা 'নারী ছাড়া সাহিত্য হয়না'– এই প্রমাণিত অসত্যের মতো।

শিল্পী মুর্তজা বশীরকে তাঁর আঁকা কিছু ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এগুলো ছিল রাসূল [সা]-কে নিয়ে আরবি বর্ণমালায় অঙ্কিত কিছু অসাধারণ শিল্পকর্ম। সেগুলো দূর থেকে নয়, কাছে এসে বুঝতে হতো।

এ রকম অর্ধবিমূর্ত হস্তলিখনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ [সা]-কে যেমন দূর থেকে বুঝা যায় না, আমার শিল্পকর্মও তেমন। রাসূল [সা]-এর যত কাছে আসবেন তত স্পষ্ট করে তাঁকে বুঝতে পারবেন। আমার ক্যালিগ্রাফির কাছে এসে দেখুন, যত কাছে আসবেন তত স্পষ্ট করে ওর প্রতিটি অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ দাগ আপনি বুঝতে পারবেন।

www.pathagar.com

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র মুর্তজা বশীর তাঁর বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন চিত্রকর্মে।

শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন অনুভূতির রূপায়ণ। একজন শিল্পী যা দেখেন তা আঁকেন না। তিনি কি দেখলেন সেটি বড় কথা নয়। কিভাবে দেখলেন সেটাই বড় বিষয়।[৫] মিথ্যেবাদী রাখালের মাঝে কেউ দেখেন অসত্য প্রেম আবার কেউ দেখেন অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞায় মৃত্যুর আগাম ঘ্রাণ টের পাবার অসাধারণ তীক্ষ্ণতা। '৪৯-এর দুর্ভিক্ষ তো অনেকেই দেখেছেন কিন্তু মৃত মায়ের বুকে দুধের সন্ধানকারী হাড্ডিসার শিশুর প্রাণান্ত কর চেষ্টা এবং সেই মৃত মায়ের পায়ের পচনে জমা পোকা খাওয়ার জন্য কাকের ভিড় ক'জন লক্ষ্য করেছেন! হ্যাঁ, এ এক শিল্পীর চোখ বটে!

শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে নিজেকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চান। এ প্রত্যাশার দুটি দিক রয়েছে। এক, ভাল শিল্পী হিসেবে তার নিখুঁত শিল্পকর্মের সাথে নিজেকে উপস্থাপন করার অস্থির প্রবণতা। আর অন্য দিকটি হচ্ছে, মানুষকে সৌন্দর্যের সন্ধান দিতে পেরে সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজের মাথা নুইয়ে দেয়া। প্রথমটি ঔদ্ধত্যে আর দ্বিতীয়টি বিনয়ের।

শিল্পকলার ইতিহাসে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বেঁচে আছেন, আবার মিসরের তোহা হোসেনও বেঁচে আছেন। ভিঞ্চি আছেন মোনালিসায় আর তোহা হোসেন আছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের লিখনকে নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করার মধ্যে। ভিঞ্চি যেমন দুনিয়া জুড়ে পরিচিত এক নাম, তেমিন তোহা হোসেন এবং শিবরানের নামও আজ দিগন্তসীমা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের চিন্তাজগত ও গন্তব্যস্থল এক নয়, ভিন্ন। বলা যায়– মাঝখানে তার যোজন ফাঁক। এখানেই নিহিত রয়েছে শিল্পী ও শিল্পের সার্থকতা এবং নান্দনিক নিগূঢ় তাৎপর্য।■

তথ্যসূত্র

শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ– সৈয়দ আলী আহসান, পৃষ্ঠা, ৩৩

১. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩

২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৫

৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩

৪. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৯০

৫. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৫

www.pathagar.com

হেরার চাঁদ ॥ ইব্রাহীম মন্ডল

অন্ধ তিমিরের বক্ষ ফুঁড়ে
উঠেছে হেরার সোনালী চাঁদ
রূপালী জোছনা লুটায় ভূতলে
আকাশে আকাশে আলোর মেলা
সপ্তাকাশে তারার হাসি খেলা
জ্যোতির রশ্মিতে জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সভ্যতা জনপদ
জাগে সহস্র কোটি ভোর
অশুভ অমানিশা হয় দূর
গোলাপ পাপড়ি মেলে, ঘ্রাণ ছড়ায়
হাসনা-হেনা চামেলি জুঁই,
তৃণ সবুজ ঢেউয়ের তালে
নাচে উল্লসিত মাতাল হাওয়া
চঞ্চল ঝর্ণার রিনিঝিনি নূপুর বাজে
চিকিমিকি আনন্দে ঝলকে ঝলকে
বন কুজনের কণ্ঠে মধুর
সুর ছড়ায়ে যায় সে সুদূর
মরু কান্তার ধ্বনি এক আল্লাহর
তামাম মাখ্লুক আজ আনন্দে উল্লাসে
মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

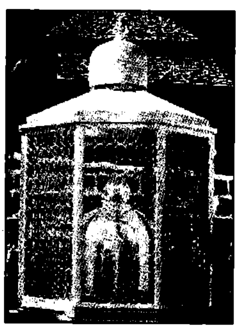

www.pathagar.com

হেরার দুয়ার ॥ শরীফ আবদুল গোফরান

তোমার আগমনে মেঘেরা হয়ে যায়
ঝলমলে নীহারিকা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হলো
বিস্তীর্ণ আকাশ
আবে জম জম ঢেউ তোলে
খুশীর তূর্যনিনাদ
মৌ মৌ গন্ধে ভরে যায়,
মরুর বাতাস ॥

হৃদয়ে জেগে ওঠে
আলোর প্রদীপ
নোনা দরিয়ায় ফেনায়িত ঢেউয়ে
ভেসে ওঠে এক নতুন মহাদেশ ॥
তোমার আগমনে অচেনা বন্দর
হয়ে যায় চির চেনা
বয়ে যায় ভালবাসার শিরিন জোয়ার।

স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো পৃথিবী
খুঁজে পেয়ে আলোকিত
হেরার দুয়ার।

অলৌকিক উৎসারণ ॥ জাকির আবু জাফর

তোমার অনবরত দুঃসাহসী অভিযাত্রায়
জাহেলি আঁধার ভেঙে খাড়া হয়েছিল
আলোর আকাশ
আদিগন্তে উদ্ভাসিত সেই রোশনীর উচ্চারণ
শিখে নিয়েছিল পাখিরাও।

ঝাঁক বেঁধে তারা যখন কণ্ঠ বাজিয়ে তোলে
সেই সুমধুর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে
দিগন্তের শেষাংশ পর্যন্ত

কোথায় উত্তর, কোথায় দক্ষিণ

www.pathagar.com

আদিগন্তে কেবল তোমার জয়-উৎসব
তোমার সুরভিত হেরার রশ্মি
জীবন থেকে মহা জীবনের এক অলৌকিক উৎসারণ।

হে আলোর পাখি
তোমার পালক চুঁয়ে নেমে আসা স্বর্গীয়
অমরতা আমরা পান করে নিয়েছি
আমাদের আর কোন মৃত্যু নেই
পতন অধঃপতন নেই
আমরা তো সেই তোমার পাঠানো সুসংবাদের
ধ্বনি আয়ত্ত করেছি
আমাদের সামনে শুধু সেই চির প্রশান্তির
বাগিচা দুলছে।

অদৃশ্যের ভাগ্যলিপি ॥ ওমর বিশ্বাস

আপনাকে পাবার আকুলতায় তৃষ্ণার্ত বরফ
লুটিয়ে পড়েছিল পাহাড়ের গায়
পাহাড় থেকে জলধারা সমুদ্র হারিয়ে
অন্য কোথাও। আপন ভূমিতে হৃদয় ফাটা
আকুতি নিয়ে উৎসুক ছিল সৃষ্টি কুল
অস্থির ছিল ডুবন্ত রহস্যের খোঁজে।

ধূলিমগ্ন পৃথিবীর গায়ে
শীতল বৃষ্টি বন্যার পূর্ণতা দিতে
আলোকে জয় করে নয় আলোর ক্যানভাসে
মুক্তির নিশান আর ঐশ্বর্যমন্ডিত তরঙ্গ
সৃষ্টি করতে তুমি এসেছিলে।

মরুর ধূলির ভিতর কথার কণা বিদ্যুৎ
পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে
অমরতার বর্ণাঢ্য মিছিলে জাগরণের
কাসিদা আর সুরের লহমায়
ঝংকৃত করতে তুমি এসেছিলে।
তুমি এসেছিলে গুহাকে আলোকিত করতে
সপ্তর্ষিমন্ডলের জ্যোতির্ময় প্রভা ছড়াতে।

www.pathagar.com

হেরাগুহা শুধু তাই ধন্যই হয়নি
হেরাগুহা জীবনতরঙ্গে স্ফুলিঙ্গের অসীম প্রেরণা
ছড়িয়েছে প্রভুর নামে
ঢেউয়ের পরে ঢেউ
তরঙ্গ কেটে কেটে আশ্চর্য আলোক–

রাসূল আপনার পাঁজরে কম্পন লেগেছিল
আপনি কেঁপেছিলেন–
পাহাড়ের গুহার কি এমন সাধ্য
কম্পনে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে
রোদের আলোকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে জেগে থাকে অনন্ত।
আপনি তো আলোর পাহাড় ডিঙিয়ে আসেননি
বোরাকের সাথে রাত্রি জড়িয়ে বিজয় ছুটিয়েছেন।

সাম্রাজ্য না চেয়েও হয়েছ সম্রাট ॥ হারুন ইবনে শাহাদাত

মাটি নয়, মানুষ চেয়েছ তুমি, হত্যা নয় জীবন।
ঊষর মরুর মত মানুষগুলোর ভিতরজমিনে
তুমি ঢেলেছ ঝর্ণার শীতলতা,
যে কাফের* মাটিতে ভালবাসার তুলির কর্ষণে ফলায় ফসল
তার ভিতরজমিনে তুমি করেছ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফুলের চাষ
স্থাবর অস্থাবর অস্তিত্ব জুড়ে
ছড়িয়ে পড়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সৌরভ।
তোমার রক্তের জন্য পিপাসা কাতর
তলোয়ার তৃপ্ত হয়েছে চরণ চুমে,
নিজের করে কিছু রাখে নাই ঐ মানুষগুলো
নকীব-কণ্ঠে বলেছে সব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।
মানুষ চাওয়ার এটাই লাভ
সাম্রাজ্য না চেয়েও হয়েছে সম্রাট।
মানুষ জয় করেই তুমি করেছ কায়েম আল্লাহর রাজ,
মানুষের জিঞ্জির ছিঁড়ে হয়েছে তারা মহান স্রষ্টার দাস।

* কাফের আরবি শব্দ। এ কবিতায় শব্দটি কৃষক ও অবিশ্বাসী দুই অর্থই প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

তোমার নূরের আলো ॥ মনসুর আজিজ

আমার মনের বন্ধ ঘরে তোমার নূরের আলো
দোলায় নূরের পাখা মনে দূর করে সব কালো
নকশি বুনে আলোর রেখা শিল্পিত মন দেয়াল
মন ঘুরে যায় কাবার পানে জানিনা তার খেয়াল।

খেলাঘরে বেলাশেষের বাজল এ কোন সুর
আমার নাওয়ের সওদাপাতি আছে অনেক দূর
দূর হতে কার হাতছানিতে নাও ভিড়ে যায় ঘাটে
প্রহর গোনার সময় শেষে সূর্য নামে পাটে।

বিজন পথে পথ চলে যায় মুঠির কড়ি ফাঁকা
পথ চলাতে তার পথেতে দুঃখের ছবি আঁকা
দুঃখের মরুর মাঝ পথেতে যিনি ঢালেন পানি
দুঃখ যাতনা ঘোচান তিনি সুখের খবর জানি।

আমার ঘরে শতধারায় আলোর ধারা ফোটে
সুখের তরী সুখের নদে তরতরিয়ে ছোটে।

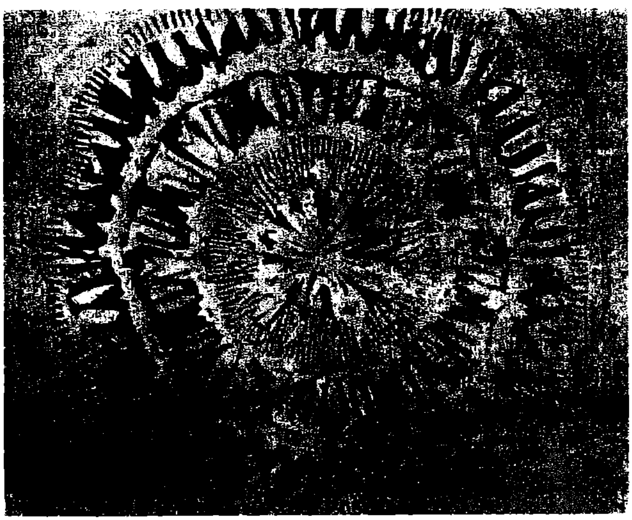

www.pathagar.com

গীর্জার ইট মসজিদে

মূল : ডা. নাঈম শাহেদ আবদুল্লাহ

তরজমা : জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

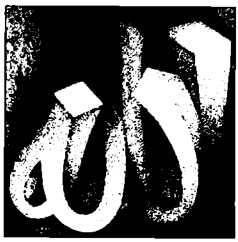

[ডাক্তার নাঈম শাহেদ আবদুল্লাহ তিরিশের কোঠার এক নওজোয়ান। বাস করেন মুলতানের নিকটবর্তী ছোট শহর উকাড়ায়। পাদ্রী খান্দানে জন্ম নেয়া এ নওমুসলিমের আত্মকথনই এ নিবন্ধের উপজীব্য। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় তিনি তা তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। দুর্লভ মানবীয় গুণের অধিকারী নাঈম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের একজন উজ্জ্বল ও উঠতি নক্ষত্র। হেকিমী চিকিৎসায় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে খ্যাতির শীর্ষে উঠে এসেছেন। একই সাথে জানেন জিমন্যাস্টিক। তিনি ওয়ার্ল্ড মার্শাল আর্ট কাউন্সিলে [বৃটেনে] পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি। কবিতা লেখার অভ্যাস আছে। নিজকে নিয়ে তার এই রচনা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি শিক্ষণীয়।]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য সব প্রশংসা আর লাখো কোটি দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আল্লাহপাকের ঘোষণা, আল্লাহ যখন কারো কল্যাণ ও মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তিনি তাকে দীনের সুগভীর জ্ঞান দান করেন।

আমার জীবনের সাথে আল্লাহপাকের এ অনুগ্রহের রয়েছে গভীর এক সম্পর্ক। এ সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেয়ার জন্য আমার জীবনের ঘটনাবলী তুলে ধরছি।

আমার জন্ম একটা মাঝারি ধরনের খৃস্টান পরিবারে। এ পরিবারটি সাধারণ খৃস্টানদের চেয়ে অনেকটা বেশী ধর্মপরায়ণ ছিল।

www.pathagar.com

এর কারণ এ হতে পারে যে, আমার দুইজন মামা পাদ্রী ছিলেন। মা নিয়মিত আমাকে গীর্জায় নিয়ে যেতেন। গীর্জার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সব ধরনের কর্মসূচীতে অংশ নিতাম। প্রতি বছর ক্রিসমাস উপলক্ষে আমাদের গোটা খান্দান নানার বাড়ীতে একত্রিত হতো এবং আমরা খুবই জাঁকজমকের সাথে ক্রিসমাস উদযাপন করতাম। এভাবেই প্রবাহিত হতে থাকলো জীবনের গতি।

এসব অনুষ্ঠান আমার কাছে খুব ভাল লাগতো। কিন্তু যখন কিছুটা বেড়ে উঠতে শুরু করলাম তখন ধীরে ধীরে এগুলো আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হতে শুরু করলো এবং নিজের ধর্মের প্রতি অনীহা এসে গেল। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় মা যখন গীর্জায় যেতে বলতেন তখন তা থেকে বাঁচার জন্য নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করতাম। এ সময় উকাড়া খৃস্ট চার্চে নিখিল পাকিস্তান খৃস্টান কুইজ প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেয়া হলো। এতে আমাকে অংশ নিতে হয়েছিল। ঐ গীর্জার পাদ্রী প্রতি দিন আমাকে দুই ঘণ্টা করে প্রতিযোগিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি এ প্রতিযোগিতায় নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবো। কেননা কোন বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা আমার ছিল। এর ফলে খৃস্টবাদ সম্পর্কে পাদ্রী আমাকে যেসব প্রশ্নোত্তর শিখাচ্ছিলেন তা খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছিলো। অমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কও এর অনেক কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করলো। কিন্তু ব্যাপারটি আমি সাবধানে চেপে গেলাম। সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ে আমি খুব সহজেই জিতে গেলাম। কিন্তু বলতে পারবো না, কেন জানি আমার মনের মধ্যে চরম অস্থিরতা শুরু হলো। আস্তে আস্তে আমার অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকলো। মনে হচ্ছিলো কেউ যেন আমার বুকের ভিতর বাতাস প্রবেশ করাচ্ছে এবং এটা এখন বেলুনের মতো ফেটে যাবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে গীর্জার বাইরে চলে এলাম। আমি যেই মাত্র বাইরে পা রাখলাম তখন আশ্চর্যজনকভাবে আমার অন্তরের অস্থিরতা উধাও হয়ে গেল। অনুভব করলাম আমার একেবারেই কিছু হয়নি। এভাবে চলে আসার কারণে পাদ্রী আমাকে পরে খুব বকাঝকা করেছিলেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে থাকা অবস্থায়ই আমার জীবন বদলে যেতে লাগলো। ভোর বেলা ছোট ছোট বাচ্চা ও আমার সমবয়সীদের মাথায় টুপি পরে ও ছিপারা বুকে জড়িয়ে মসজিদে যেতে দেখে আমার মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হতো। মনে মনে কল্পনা করতাম আমিও মাথায় টুপি আর বুকে ছিপারা নিয়ে মসজিদে যাবো। একদিকে যেমন আমার এই অবস্থা ছিল অন্যদিকে যখন লোকজনকে নামায শেষে টুপি পরা অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হতে দেখতাম তখন তাদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতাম। মন চাইতো আমিও নামায পড়ি।

এ ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যদিয়ে আমার পঞ্চম শ্রেণী শেষ হয়ে গেল। পাস করার পর উকাড়ার সিএমআর সরকারী হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। এ স্কুলের সাথে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ স্কুলে খুবই সুন্দর নিয়ম ছিল– হয়তো এখনো আছে– এখানে যুহরের নামায নিয়মিত জামায়াতে

www.pathagar.com

আদায় করা হতো, যাতে ছাত্র শিক্ষক সবাই শামিল হতেন। এ নিয়মের প্রতিষ্ঠাকারী সম্ভবত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহতারাম রাজা সাহেব ছিলেন। তিনি খুবই ভদ্র মানুষ ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। এই সেই বিদ্যালয় যেখানে আমি কারো কোন প্রকার পরামর্শ বা প্রভাব ছাড়াই নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর একত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মাদের [সা] রিসালাতের ঘোষণা দিয়েছি। ১৯৮৬ সালে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর নিতান্তই এক বালক মাত্র। যখনই আমার ঐ ঘটনা স্মরণ হয় তখনই আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এত অল্প বয়সে আমি কী করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণাই চির সত্য। তিনি যাকে সঠিক পথ দেখাতে চান তার দিব্যচক্ষু খুলে যায়। ইসলাম গ্রহণের অনুভূতি আমার মধ্যে আবেগ ও আনন্দের এমন আতিশয্য সৃষ্টি করেছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমার বাড়ীর লোকদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে ভয়ে ইসলাম গ্রহণের বিষয় আমি কাউকেই জানতে দেইনি। মনে ভয় ছিল, আমার ইসলাম গ্রহণের খবর পরিবারের লোকেরা জেনে ফেললে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিবে, এ অবস্থায় আমি কোথায় যাবো। মুসলমান হওয়ার পর যেদিন স্কুলে প্রথম যুহরের নামাযের সময় এলো তখন ওযু করার কাজটি ছিল আমার জন্যে বড় একটা চ্যালেঞ্জ। কেননা ওযু কিভাবে করতে হবে তা আমার জানা ছিল না, কারণ আমি কোন দিন ওযু করিনি। কাউকে জিজ্ঞেস করাও ঠিক মনে করিনি, তাহলে আমার নওমুসলিম হওয়ার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। এ রহস্য ফাঁস হয়ে যাক এটাও আমার কাম্য ছিল না। অবশেষে চিন্তাভাবনা করে একটা বুদ্ধি স্থির করলাম। ছাত্ররা যখন ওযু করছিল তখন খুব ভাল করে তাদের লক্ষ্য করে দেখে নিলাম তারা কিভাবে ওযু করে। দশ পনের মিনিট মনযোগ দিয়ে দেখার পর আমি ওযু করার নিয়ম শিখে ফেললাম। এ সমস্যা থেকে বাঁচা গেলেও আরো বড় সমস্যা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি জানতাম না নামাযে কি কি পড়তে হবে এবং কত রাকআত পড়তে হবে, কতবার রুকূ ও সিজদা করতে হবে। যুহরের চার রাকআত ফরয নামাযে কোন সমস্যা ছিল না। এ ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ ও মুসল্লীদের অনুকরণ করে কাজ সমাধা করা সম্ভব ছিল। সমস্যা হলো ফরযের আগে চার রাকআত সুন্নত। যে-ই ওযু করে আসছিল সেই একাকী চার রাকআত সুন্নত আদায় করে বসে যাচ্ছিলো। এরপর সবাই ইমাম সাহেবের পিছনে ফরয নামায আদায় করলো। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল ফরযের পরের দুই রাকআত সুন্নত ও দুই রাকআত নফল। আসল কথা হলো এ সময় ফরয সুন্নত নফল কোন কিছু সম্পর্কেই আমার পরিষ্কার জ্ঞান ছিল না। আমি শুধু অনুভব করতাম আমাকে নামায পড়তে হবে। কিন্তু কিভাবে? আর এ ব্যাপারেই ছিল আমার অস্থিরতা।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমার ধারণা জন্মালো, যা ইমামের পিছনে পড়তে হবে তা অবশ্যকরণীয়। হয়তো বাকিগুলোর গুরুত্ব ফরযের মতো নয়। এরপর আমি শুধু ইমাম

www.pathagar.com

সাহেবের পিছনে ফরয নামায পড়তাম। কিছু দিন পর্যন্ত কোন সূরা কেরাত বা দোয়া দরুদ ছাড়াই নামায পড়তে থাকলাম। আমার জানা ছিল না যে ইমাম সাহেব ও অন্যান্য লোকেরা কি পড়ে। আমি নামাযীদের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং তারা যা করে তাই করতাম। কিছু দিন পর উপলব্ধি করলাম আমার এ ধরনের কাজ ঠিক হচ্ছে না। মনে মনে চিন্তা করলাম অন্য নামাযীরা [ছাত্র ও শিক্ষক] যা করেন আমারও তাই করা উচিত। এর একটা সমাধান বের করলাম। যখন কোন ছাত্র ওযু করে চার রাকআত সুন্নত পড়া শুরু করতো তখন আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করতাম। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকলো।

কিন্তু এরপর এমন এক ঘটনা ঘটে গেল যা আমার অন্তরকে প্রচণ্ডবেগে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেল। এ ঘটনা জীবনে কখনো ভোলার নয়। সবাই যাতে ক্লাসে ঠাণ্ডা পানি পান করতে পারে সেজন্য গরম শুরু হওয়ার আগেই আমাদের শিক্ষক আজিজ সাহেব ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু কিছু করে পয়সা নিয়ে মাটির কলসী কেনার ব্যবস্থা করলেন। কলসি আনার পর পানি ভরে ক্লাস রুমের এক কোণায় রাখা হলো। যার পানি খাওয়ার দরকার হতো সে সেখান থেকে পানি খেয়ে নিতো। কলসি আসার মাত্র কয়েকদিন পরের ঘটনা। টিফিন পিরিয়ডের পর যখন ক্লাসে প্রবেশ করলাম তখন আমাদের শিক্ষক আজিজ সাহেব আমাকে তার কাছে যেতে ইশারা দিলেন। তার আশপাশে কয়েকজন ছাত্র দাঁড়ানো ছিল। ভাবলাম হয়তো কেউ কোন দুষ্টামী করেছে এজন্য এরা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো তিনি ঐসব ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার সংকোচ ছাড়াই বলে ফেললেন, নাঈম! যেহেতু তুমি খৃস্টান, তাই এ কলসি থেকে পানি খাবে না। অথচ এ কলসি কেনার সময় আমিও পয়সা দিয়েছি। আজিজ সাহেবের মুখ থেকে এ শব্দ কয়টি বের হবার পর মনে হলো, কেউ যেন আমার কানে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছে। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, আমি এক বছর ধরে জামায়াতে নামায আদায় করছি এরা কেউই কি আমাকে দেখেনি? খুবই অপমান বোধ করলাম। আমার মনে হলো, হয় গোটা ক্লাসটাই আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাক অথবা আমি অদৃশ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে যাই। সম্ভবত কেউ কেউ বললো, তুমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছো। উচিত ছিল মুসলমান হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রচার করে দেয়া, তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না। হয়তো তাদের যুক্তির সত্যতা আছে কিন্তু ঐ সময় আমি যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করছিলাম সেই পরিস্থিতিই আমাকে বারণ করেছে মুসলমান হওয়ার এ ঘোষণা দিতে। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রের জ্ঞান বুদ্ধির উপর কতটুকুই বা নির্ভর করা যেতে পারে। যাকগে, আমি শিক্ষক আজিজ সাহেবের এ আচরণ ভুলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কেননা নামাযে পঠনীয় বিষয়ের গুরুত্বটাই এ সময় আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল। যেহেতু পড়ার প্রতি ঝোঁক আগে থেকেই ছিল তাই স্কুল ছুটি হওয়ার পর লাইব্রেরীতে বসে ছোটদের উপযোগী বই ও মাসলা-মাসায়েলের বই পড়তাম। একদিন আমি দশ বারো পৃষ্ঠার নামায শিক্ষার

www.pathagar.com

পকেট সাইজের একটা বই পেয়ে গেলাম, এতে নামায শিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ লেখা রয়েছে। বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেখছিলাম কিভাবে নামায পড়তে হবে। আনন্দে আমার দু'চোখ নাচতে শুরু করলো, আমার মগজের বদ্ধ দরজা খুলে গেল। আমি ঐ পুস্তকটি লাইব্রেরী থেকে ধার নিলাম। এর সাহায্যে নামাযের নিয়ম, সূরা কেরাত ও দোয়া দরুদ শিখে ফেললাম। উর্দু ও আরবী জানা ছিল বলে আমাকে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

নামায সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম কিন্তু বাকি ছিল রোযার সমস্যা। আমার খুব ভাল মনে আছে, পবিত্র রমযান মাসে প্রচুর পরিমাণ ভুনা করা ছোলা ঘরে নিয়ে রাখতাম এবং সেগুলো দিয়েই সেহরীর কাজ চালিয়ে দিতাম। এ সময় সাধারণত শুধু পানি দিয়েই ইফতার করতাম।

জীবন এভাবেই চলছিল। আর আমি কলেজের দরজায় পা রাখলাম। বাড়ীর লোকেরা যাতে জানতে না পারে এজন্য দূরের মসজিদে নামায পড়তে যেতাম। তারা আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিবে– যৌবনে পদার্পণ করার পর এ ভয় কেটে গেল। এ সময় আমার জন্য একটি সুখবর এসে পৌঁছলো। সউদী আরবে চাকরীরত আমার বড় ভাইও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাবা-মা শিক্ষিত ও সৎ হলেও তারা খুব সহজ সরল মানুষ ছিলেন। এ কথা সত্য যে আমাদের দুই ভাইয়ের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অবদান আছে। খৃস্টান এলাকায় থাকলে ছেলেমেয়েদের সঠিক শিক্ষাদীক্ষা হবে না এবং এরা চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে না বলেই তিনি খৃস্টান এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় বসবাস শুরু করেছিলেন। এ এলাকায় আমাদের পরিবারই ছিল একমাত্র খৃস্টান পরিবার। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যখন আমার বড় ভাই সৌদি আরব থেকে ছুটিতে পাকিস্তান আসবে তখন কমপক্ষে তাকে নিজের মুসলমান হওয়ার সুখবরটা জানিয়ে দেব। যখন তিনি আমার মুসলমান হওয়ার কথা জানতে পারলেন এতই খুশী হয়েছিলেন যে আমি অতীতে আর কোন দিন তাকে এত খুশী হতে দেখিনি। তিনি বললেন, নিয়ম মাফিক ঈমান সতেজ করার জন্য তোমাকে কোন আলেমে দ্বীনের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। সুতরাং তিনি আমাকে বিখ্যাত ও সুপরিচিত আলেম শাইখুল হাদীস মাওলানা গোলাম আলী উকাড়াবীর [রহ] নিকট নিয়ে গেলেন। তিনিও তারই কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, মাওলানা গোলাম আলী উকাড়াবী মশহুর আলেম কাওকাব নূরানীরও শিক্ষক ছিলেন। তার কাছে আমি ঈমান তাজা করার দীক্ষা নিলাম। তিনি আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেন। তার আন্তরিকতার গভীরতা একথা থেকে বোঝা যায়– তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাদা ও একই সাথে বন্ধু। এরপর আমার বড় ভাই সউদী আরব যাওয়ার সময় বলে গেলেন, তিনি আবার যখন পাকিস্তান আসবেন সময় ও সুযোগ বুঝে নিজেই মাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে লাগলো। চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা আমার মুসলমান হওয়ার বিষয়টি জেনে যাক। ঐ সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যাতে একদিকে যেমন আমার জান বেরিয়ে আসছিল অপরদিকে খুব আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

www.pathagar.com

গরমের দিন বেলা, তেপ্রহর, আম্মা অন্য কোন এক শহরে গিয়েছিলেন। আব্বাও কাজে বাইরে ছিলেন। হঠাৎ আমি ঘুমিয়ে গেলাম। জেগে উঠে দেখি আসরের নামাযের সময় যায় যায়। ভাবলাম, যেহেতু বাড়ীতে আমি একাই তাই কেউ আসার আগেই তাড়াতাড়ি নামাযটা সেরে নেই। ওযু করে নামায শুরু করলাম। তৃতীয় রাকআত পড়ার সময় আব্বা হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। এ সময় আমার দম বন্ধ হয়ে গেল এবং নামাযের প্রতি আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেল। ভাবছিলাম আব্বা হয়তো পিছন থেকে আমার ঘাড় মটকিয়ে দিবেন। কিন্তু তিনি তা না করে ফ্রীজ খুলে পানি খেয়ে কোন কিছু না বলেই বাইরে চলে গেলেন। আমি যেনতেনভাবে নামায পুরা করে ভয়ে ভয়ে, বাইরে এসে দেখলাম, তিনি সামনে গাছের ছায়ায় খাটের উপর বসে আছেন। থমকে দাঁড়ালাম, ভাবলাম তিনি হয়তো আমাকে কাছে ডাকবেন। কিন্তু না, তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। অবশেষে আমি ভয়ে ভয়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি নিয়ম মাফিক জবাব দিলেন। আমি অপেক্ষায় ছিলাম– তিনি নামাযের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না, ভবখানা এমন– যেন কিছুই হয়নি। বরং জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখনো ক্লাবে যাইনি কেন। আমি স্থানীয় ক্লাবে কিশোর ও যুবকদের জিমন্যাস্টিক প্রশিক্ষণ দিতাম। উত্তরে বললাম, আব্বা, এখন যাচ্ছি। ঐদিন থেকে আমি আব্বার ব্যাপারে একদম নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু আম্মার ব্যাপারে সমস্যাটা থেকেই গেল। আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা আগে আম্মাকে জানানোই বেশী জরুরী ছিল।

দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বড় ভাইয়ের দেশে ফিরে আসার অপেক্ষায় না থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অবশেষে মন শক্ত করে মাকে বলে দিলাম যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আর দশটা মায়ের যে অবস্থা হয় তা থেকে তার অবস্থা ভিন্ন ছিল না। আমাকে পুনরায় খৃস্টান বানানোর জন্য তিনি সব ধরনের প্রচেষ্টাই চালালেন। আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন তারাও এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু আমি কারো কথায়ই কর্ণপাত করিনি। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা দান করলেন। মাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, বর্তমানে খৃস্টান ধর্ম যে ডাইস বা কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত তা শুধু দুর্বলই নয় বরং রদবদল ও বিকৃত হয়ে গেছে। তাকে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে বোঝালাম যে, এটা খৃস্টান পণ্ডিতদের সৃষ্ট মতবাদ। কিন্তু কিছুতেই তাকে বোঝানো সম্ভব হলো না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যা কিছুই ঘটুক তিনি মুসলমান হবেন না।

যা হোক, অবস্থা অনুকূলে চলে এলো। তিনি বাস্তবতাকে মেনে নিলেন। আকাশ সাক্ষী, যে মা আমার ইসলাম গ্রহণে সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলেন তিনিই প্রতিদিন ফজরের সময় যাতে সঠিকভাবে নামায পড়তে পারি সে জন্য আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতে লাগলেন। পবিত্র রমযানে কখনো আমার ছোট ভাই আবার কখনো আমার বাবা সেহরী বানিয়ে দিতেন। ধর্মীয় বিষয়ে এখনো মায়ের সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট ফারাক

www.pathagar.com

রয়েছে। এ সত্ত্বেও তিনি অমুসলমান হয়েও নিজের নওমুসলিম পুত্রের জন্য ইফতার ও সেহরী তৈরি করেন এবং ফজরের সময় নিয়মিত ঘুম থেকে উঠিয়ে দেন। আসলেই তিনি বড় মাপের ও মহৎ হৃদয়ের মহিলা। আমি অব্যাহতভাবে তাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষা করছি আল্লাহ কখন তার অন্তরকে ইসলামের আলোতে আলোকিত করেন। আমি যখন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম তখন বিচিত্র ধরনের সমস্যা আমার সামনে এসে হাজির হলো। অসংখ্য মানুষ আমাকে মুবারকবাদ জানালো। তাদের সবাই নিজ নিজ ফেরকায় টানার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলো। কিন্তু আমি গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেছি বলে সব ধরনের ফেরকাবাজি ও মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে নিজকে শুধু মুসলমান এবং শুধুমাত্র মুসলমান বানাতে ঘোষণা দিতেই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরা নাছোড় বান্দা। এদের কেউ কেউ বলতে লাগলো, কোন না কোন ইমামের অনুসরণ তো করতেই হবে। যখন আমি তাদের বলতাম যে, আমি শুধু মাত্র নবী পাকের [সা] নামে আনুগত্যের শপথ নিয়েছি এবং শুধুমাত্র তাঁরই অনুসারী, তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে আমার মুখে দিকে তাকিয়ে থাকতো। তারা বলতো সব মুসলমানই তো নবীর [সা] অনুসারী কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য কোন না কোন আল্লাহ প্রেমিক ও তাঁর প্রিয় বান্দার অনুসারী অবশ্যই হতে হবে। আমি প্রত্যুত্তরে তাদের বলতাম, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পা ধুয়ে ধুয়ে পানি খেতে রাজি আছি কিন্তু শুধুমাত্র নবী পাকেরই অনুসারী। আমার কথা তাদের মগজে প্রবেশ না করায় তারা কেউ কেউ একথাও বলতো যে আমি এখনো পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারিনি। তারা বলতো আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত নিজের আর্জি ও সুপারিশ পৌঁছানোর জন্য নেক লোকদের মাধ্যম তো অবশ্যই জরুরী। হাস্যকর হলো, এসব মানুষ আল্লাহর নিয়মনীতি ও বিধিবিধানকে পাকিস্তানের সরকারী দফতরের আইন-কানুনের মতোই মনে করেছিল। কেউ বললো অমুক পীর বা মুর্শিদের মুরিদ হয়ে যাও, তিনি পরকালে তোমাকে বেহেশত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি শিরক বিদআত থেকে মুক্ত ছিলাম। জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের এ ধরনের আচরণ ও কর্থাবার্তা আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিতো। আমি আমার ঈমান শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবীর [সা] জন্যই সংরক্ষিত রেখেছি। এ সময় আমি ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করি। তখন বিভিন্ন খানকাহ ও ফেরকার লোকেরা একে অপরকে কাফের ও মুশরেক বলে গালাগাল ও প্রচার করে যাচ্ছিলো। আমি বিভিন্ন স্থানে অমুক কাফের, তমুক কাফের, পোস্টার ও দেয়াল লিখন দেখতে পাই। আমি তাদের এ ধরনের আচরণে হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম যে, তারা পরস্পরকে এভাবে কাফের আখ্যা দিয়ে কেন গালিগালাজ করছে? তারা এটা বুঝে না কেন যে, তারা যাকে কাফের বলে গালি দিচ্ছে, হতে পারে ঐ লোকটি আল্লাহপাকের নিকট অধিক প্রিয়। অবশেষে আমি এইসব ফেরকাবাজি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এবং তাদের আসল চেহারা অবহিত হতে সব ধরনের ফেরকার বইপত্র অধ্যয়ন শুরু করলাম। গভীর অধ্যয়নের ফলে অন্তর খুলে গেল, বুঝতে পারলাম সকল ওলামায়ে কেরাম একে অপরের সহযোগী ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের অনুসারীরা ছোট খাটো মতপার্থক্যকে সরিষা থেকে পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে।

www.pathagar.com

আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহ ফেরকাবাজি থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। মুসলমান হওয়ার পর আমি কিছু বিচিত্র ও অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। পবিত্র কুরআন ও নবী পাকের শিক্ষা হলো ক্ষমা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কাজ করতে হবে। আমি যখন অন্যের ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছি তারা আমার উদারতাকে কাপুরুষতা মনে করেছে। আমি যখন নিজের মুখের গ্রাস অন্যের মুখে তুলে দিয়েছি তখন এটাকে আমার নির্বুদ্ধিতা মনে করা হয়েছে। আমি এহেন আচরণ ও কথাবার্তায় কখনোই মনে কষ্ট নেইনি, তবে অবশ্যই বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ আমার প্রতি এ অনুগ্রহও করেছেন যে, আমি বিভিন্ন মসজিদে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত নামাযের ইমামতিও করেছি। আমার খুব ভাল করেই স্মরণ আছে, আমি যেদিন প্রথম নামাযের ইমামতি করি সে সময়টি ছিল গ্রীষ্মের দুপুর। আমি অন্য নামাযীদের সাথে যুহরের নামাযের জন্য মসজিদে বসে ছিলাম। নামাযের সময় হয়ে এলো। ইমাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। সব মুসল্লি আমাকে ইমামতির জন্য ধরলেন। তাদের মধ্যে অনেক বয়স্ক মরুব্বিও ছিলেন। তারা বললেন, বাবা, আপনিই নামাযের ইমামতি করুন। কাকতালীয় ও আশ্চর্যের ঘটনা হলো, মুসলমান হবার পর যুহরের নামাযের মাধ্যমেই আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং প্রথম ইমামতি করার মর্যাদাও যুহরের নামায দিয়েই শুরু হয়েছিল। আমি এই ভেবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম যে, তিনি আমাকে এমন একটি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আমি যখন ইমামতি করার জন্য জায়নামাযে দাঁড়ালাম তখন আমার মাঝে অদ্ভুত এক অনুভূতির সৃষ্টি হলো। যখন ভাবলাম আমি এক পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়েছি তখন বুক ধড়পড় শুরু হলো এবং শরীর কাঁপতে লাগলো। ভাবতে লাগলাম এটা এমন একটা পবিত্র কাজ যা নবী পাক [সা], সাহাবায়ে কিরাম [রা] ও ওলামায়ে কেরাম পালন করে গেছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহপাক এ মুহূর্তে একজন নওমুসলিম বেছে নিয়েছেন।

১৯৯৪ সালে আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো, যদি কোন উপায়ে আমি নবীয়ে পাকের [সা] সাক্ষাৎ লাভ করতে পারতাম। এ বাসনা এত তীব্র হয়ে দাঁড়ালো যে আমি সর্বক্ষণ এ ধ্যানেই মশগুল হয়ে পড়লাম। এক রাতে আমার জীবনে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হয়ে গেল। আমি মহানবীর [সা] চারদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা], হযরত ওমর ফারুক [রা], হযরত উসমান [রা] ও হযরত আলীকে [রা] বেষ্টনী তৈরি করে বসে থাকতে দেখলাম। নবী [সা] দাঁড়িয়ে এসব মর্যাদাবান সাহাবীদের উদ্দেশে কিছু বলছেন। তারা সবাই গভীর মনোযোগ সহকারে নিশ্চুপ হুযূরের [সা] দিকে দেখছিলেন। আমার চোখ খুলে গেল এবং অনেকক্ষণ পর আমার চেতনা ফিরে এলো। আমার চোখ থেকে ঘুম কয়েক ক্রোশ দূরে চলে গেলো।

এ ঘটনার পর হুযূরের [সা] প্রতি আমার ভালবাসা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। এ ভালবাসা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছলে যে আমি ১৯৯৯ সালের দিকে হুযূরে পাকের [সা] কাছে চিঠি লিখতে শুরু করলাম। এসব চিঠিতে নিজের সমস্যার কথা উল্লেখ করে তার কাছে সেসব বিষয়ে পথ নির্দেশনা চাইতাম এবং আমার আকীদা বিশ্বাস ও ভালবাসার

www.pathagar.com

প্রকাশ ঘটাতাম। প্রতিটি চিঠি লেখার পর আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি অনুভব হতো। আমার ধারণাই ছিল না যে এ কাজটি ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি অনুভূতিহীনভাবে চিঠি লিখে যেতে থাকলাম। নবী করীমকে [সা] প্রথম যে চিঠিটি লিখেছিলাম তা নিম্নরূপ :

আমার অতি পিয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি পরিপূর্ণরূপে কল্যাণ ও মঙ্গলময় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। আমিও ভাল আছি। আমার প্রিয় পথপ্রদর্শক [সা] আপনি হয়তো ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন যে, আপনার অনুসারী উম্মতের মধ্যে এ কেমন ব্যক্তি যে আমাকে চিঠি লিখছে। আপনাকে আমার বার বার মনে পড়ছে এ জন্যই আপনাকে পত্র লিখছি।

আমার প্রিয় রাসূল [সা]! আপনাকে আমার এতো ভাল লাগে কেন তা বোঝার অবস্থাও আমার নেই। মনে হয়, যদি আপনার যামানায় আমার জন্ম হতো তাহলে আপনার পাশে গিয়ে সারাক্ষণ চুপচাপ বসে আপনার পবিত্র চেহারা দেখতাম। আপনি রাতে যখন বাড়ীতে চলে যেতেন তখন আপনার ঘরের দেয়ালের পাশে পড়ে থাকতাম। সকালে যখন আপনি নামাযের জন্য উঠতেন তখন আমিও উঠে আপনার পিছে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করতাম। আপনি সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে যখন বসে থাকতেন তখন আমি দূরে বসে থেকে আপনার চেহারা মুবারকের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং আপনার মিষ্টি মধুর আওয়াজ শুনে শুনে আপনার সকল কথা আমার অন্তরে গেঁথে নিতাম। যাতে আমার কর্কশ ও বিশ্রী আওয়াজ আপনার পবিত্র কানে না যায় সেজন্য চুপচাপ থাকতাম। প্রভুভক্ত যেমন মালিকের পিছে পিছে চলে অর্থাৎ মালিক যেখানে যায় সেও সেখানে গিয়ে পৌছে, ঠিক তেমনিভাবে আপনি যেখানে যেতেন আমিও সেখানে গিয়ে পৌছতাম। হে প্রিয় নবী! আপনাকে যে আমার কত ভাল লাগে তা কি করে বোঝাই। আমাকে আপনার ভাল লাগে কী? এ কথার জবাব অবশ্যই জানাবেন।

হে আমার প্রিয় পথ প্রদর্শক রাসূল [সা]! আমি বুঝিয়ে বলতে পারবে– না আমার মনের এই অনুভূতি। আমি যখনই আপনার নাম শুনি কিম্বা কোন ঘটনা শুনি বা পড়ি আমার চোখে পানি এসে যায়। এ পানি শ্রদ্ধার? খুশির? কিম্বা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার? আপনার পবিত্র নাম শুনে চোখের পানি বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো ছুটতে থাকে। কেউ যাতে দেখতে না পারে সেজন্য আমি এই পানি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

হে আমার অতি প্রিয় রাসূল [সা]! আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে অনুমতি চাইছি। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করে হযরত আবু বকর [রা], হযরত ওমর ফারুক [রা], হযরত উসমান [রা], হযরত আলী [রা] ও হযরত বেলালকে [রা] আমার অনেক অনেক শ্রদ্ধা ও সালাম পৌছে দিবেন। ওয়াসসালাম।
আপনার অতি ক্ষুদ্র গোলাম,
নাঈম আবদুল্লাহ।

নবী করীমকে [সা] চিঠি লিখেছি শুনে কিছু লোক আমার উপর তীব্র মানসিক নির্যাতন চালালো। এর ফলে আমি জ্ঞান হারিয়ে কয়েক দিন পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। এ সময় নিজেকে অসহায় বন্ধু বান্ধব ও সাহায্যকারীহীন মনে হতো। আবার এক রাতে

www.pathagar.com

রাসূলকে [সা] স্বপ্নে দেখলাম। দেখলাম তিনি মসজিদে নববীতে চেয়ারের উপর বসে আছেন আর আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছি। আমার মাথা তার পবিত্র উরুর উপর এবং আমি কাঁদছি। তিনি আমার মাথা ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল এবং আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। কেননা আমি স্বপ্নে যা দেখলাম তা ছিল আমার সময় থেকে অনেক অনেক বছর আগের চিত্র। মনে মনে ভাবলাম আমার মতো একজন গুনাহগারের কী সাধ্য আছে যে মহানবীর [সা] মতো একজন মানুষের সাক্ষাৎ স্বপ্নযোগে ভাগ্যে জুটবে। কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। একই স্বপ্ন পুনরায় দেখলাম এবং পুনরায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ইনি নবী পাকই [সা] ছিলেন। এক রাতে দুই বার নবীকে [সা] স্বপ্নে দেখা এ কথারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছিল, যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করে তাঁর উম্মত হয়ে যায় সে কখনোই একা হতে পারে না।

এ রাতে আমি আত্মিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শারীরিকভাবে শয়তানের সাথে মুকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। প্রকৃত সত্য হলো, শয়তানের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা ও নবী পাকের [সা] সাহায্য একান্তই জরুরী। অন্যথায় প্রতি পদে পদে বিছানো অন্যায়ের জালে আটকে গিয়ে মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। ■

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] ক্ষমা

শফীউদ্দীন সরদার

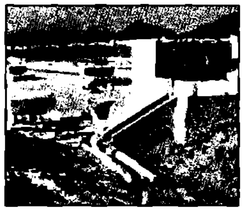

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং অত্যাচারীদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। বিশেষ করে, যে যুগে আর যে সমাজে দাঁতের বদলে দাঁত আর নাকের বদলে নাক নেয়াই ছিল প্রচলিত বিধান– সেখানে এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] চরিত্র ছিল এর সম্পূর্ণরূপে বিপরীত আর আশ্চর্যজনকভাবে এতটাই বিপরীত যে, তা ভাবতে গেলেও হতবাক হতে হয়।

মাতৃগর্ভে থাকাকালে পিতা আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একের পর এক মাতা, দাদা ও চাচা ইন্তেকাল করার ফলে ইয়াতীম মহানবী [সা] কি দু:খকষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছেন– তা অনেকেই জ্ঞাত। বড় হওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ তথা আল-ইসলামের বাণী প্রচারে নেমে প্রায় গোটা মক্কাবাসীকেই তিনি তাঁর দুশমন করে তোলেন আর তাদের হাতে নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হন। বিভিন্ন সময়ে, স্থানে ও ভাবে কত যে নির্যাতন তাঁর উপর চালানো হয়, তা বর্ণনা করে শেষ করার উপায় নেই। কয়েকজন কুরাইশ কর্তৃক মহানবীর [সা] গলায় চাদরের ফাঁস লাগিয়ে মহানবীকে [সা] হত্যা করার চেষ্টা, সিজদারত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করার জন্য আবু জেহেল কর্তৃক তাঁর মাথার

www.pathagar.com

উপর বিশাল এক পাথর উত্তোলন, নামাযে সিজদারত অবস্থায় তাঁর মাথার ওপর উটের নাড়িভূড়ি চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা, তায়েফের মাঠে পাথর মেরে মেরে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করা ও এ প্রকারের আরো হাজারো পন্থায় তাঁকে নির্যাতন করার ইতিহাস অতি পরিচিত ইতিহাস। এমন ইতিহাস যার পেছনে, সেই মানুষ কি করে যে এই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল ও সর্বাপেক্ষা মহানুভব হতে পারেন, তা ভাবতে গেলেও বিস্ময়ে দিশেহারা হতে হয়।

এর কারণ একটাই, আর তা হলো– "স্বর্গের বিশালতা দ্যুলোক ও ভূলোকের সমান। সেই স্বর্গ ঐ সমস্ত ধর্মপ্রাণ সংযমীদের জন্য যাঁরা সম্পদে বিপদে মানুষকে দান করে ও ক্রোধ সংবরণ করে– আল্লাহ এই সমস্ত কল্যাণকামী পরোপকারীদিগকে পছন্দ করেন।"

ক্ষমা করা সবলকেই সাজে, দুর্বলকে নয়। "উন্নত শির [শক্তিশালী] ব্যক্তিরই বিনয় শোভা পায়, ভিক্ষুকের বিনয় তো তার স্বভাবমাত্র।"

অন্যদিকে হযরত মুহাম্মাদের [সা] ক্ষমা ছিল প্রকৃত বীরের ক্ষমা। যে বর্বর আরব জাতি দীর্ঘ তের বছর যাবৎ তাঁর নিজের ও তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় সাথীদের অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, যারা তাঁর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েছে, অবিরাম লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়েছে, পথে ঘাটে বিদ্রূপবান হেনেছে, যারা তাঁকে তাঁর বাণীর সাথে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিরামহীন চেষ্টা করেছে, যারা পাথর মেরে মেরে তাঁর দেহ ক্ষত-বিক্ষত করেছে, যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য বিষদান করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, যারা তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, যারা তাঁর পিতৃব্যের হৃৎপিণ্ড চর্বন করেছে, এমনকি তাঁর কন্যার শরীরে আঘাত হেনে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে– মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে সেইসব হৃদয়হীন দানবের দলকে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ক্ষমা করেছেন। মুহূর্তে অতীত নির্যাতনের ও উৎপীড়নের সকল স্মৃতিই এই মহাপুরুষের হৃদয় থেকে মুছে গেছে এবং তিনি সেই পিশাচের দলকে সম্বোধন করে বলেছেন– "আজ তোমাদের কারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় ও ক্ষমাশীল।" [আল কুরআন ১২ : ৯২]

পৃথিবীর ইতিহাসে সমগ্র জাতিকে এমনভাবে ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত আর নেই। ক্ষমার প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হয় যখন যে উৎপীড়িত সে ক্ষমা লাভ করে এবং যে অত্যাচারী সে সহায় সম্বলহীন হয়ে সেই উৎপীড়তের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে। মহানবীর [সা] জীবনে এই দুটি শর্তই পূর্ণ হয়েছিল।

শত্রুকে ভালবাসার উপদেশ অনেকেই শুনেছে। কিন্তু বাস্তব জগতে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] তাঁর জীবনে এর পরিপূর্ণ আদর্শ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। মক্কায় তাঁর সহায় সম্বলহীন অবস্থার কথা বলছিনে। নিরুপায় অবস্থায় পড়ে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা না থাকায় মানুষ হয়তো শত্রুকে ক্ষমা করতে পারে। হযরত মুহাম্মাদ [সা] অবশ্য মক্কায় অবস্থানকালে শত অত্যাচার ও অনাচারের মাঝেও শত্রুকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করে মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার পর তিনি যে ক্ষমার

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। পাক কুরআনে বলা হয়েছে– "ভাল মন্দ এক নয়। মন্দের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করো, দেখবে তোমার পরম শত্রু– যার ও তোমার মধ্যে ঘোর বিদ্বেষ রয়েছে, তোমার পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।" [আল কুরআন ৪১ : ৩৪]

সারকা-বিন-জাশাম হিজরতের সময় দ্রুত গতিতে অশ্বধারণ করে রাসূলকে [সা] আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে তার নিকট উপস্থিত হয়। তিন তিন বার তার ঘোড়ার পা বসে যায় এবং তিন তিন বার সে ভাগ্য গণনা করে ব্যর্থতার লক্ষণ পেয়ে শংকিত হয়ে পড়ে। তখন সে নিরুপায় হয়ে রাসূলের [সা] কাছে নিরাপত্তার জন্য আকুল প্রার্থনা জানায়। রাসূল [সা] দ্বিধাহীনচিত্তে তাকে লিখিত আশ্বাস দেন। মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ [সা] বিনা দ্বিধায় তাকে ক্ষমা করেন এবং হিজরতের সময়ের সেই ঘটনার কোন উল্লেখও করেন না।

আবু সুফিয়ান বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূলের [সা] বিরুদ্ধে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়ে বিরাট অভিযান চালিয়েছে। তারই হীন চক্রান্তে কত শহীদের রক্তে মক্কা নগরী রঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর মহানবী [সা] ক্ষমা করে শুধু তাঁকেই নিরাপত্তা দেননি, তাঁর গৃহে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকেও নিরাপদ বলে ঘোষণা দান করেছেন।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযার হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খেয়েছিল। তাকেও [সা] ক্ষমা করেছেন। তাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেছে– "মুহাম্মাদ পৃথিবীতে তোমার তাঁবু অপেক্ষা অন্য কোন তাঁবুকে আমি অধিক ঘৃণা করিনি। কিন্তু আজ তোমার তাঁবুই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।"

হযরত হামযার হন্তা ওয়াহশী তায়েফ বিজয়ের পর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদের [সা] আশ্রয়স্থল ব্যতীত তার জন্য আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই– সকলের কাছে এই আশ্বাস পেয়ে সে রাসূলের [সা] শরণাপন্ন হয় এবং রাসূল তাকেও দ্বিধাহীনচিত্তে ক্ষমা করেন।

আবু জেহেলের পুত্র আকরামা তার পিতার সাথে মিলিত হয়ে বছরের পর বছর ধরে মুসলমানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর সেও ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী রাসূলের [সা] মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামীকে ফিরিয়ে এনে হযরত মুহাম্মাদের [সা] দরবারে উপস্থিত করে। রাসূল তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি, সে তাঁর নিকট এলে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

নিজ কন্যার এক প্রকার হত্যাকারী হাব্বারকেও মহানবী [সা] অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করেন। মক্কা বিজয়ের পর সে জঘন্য দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে তার জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়। হাব্বারের ইরান পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে ইরান না গিয়ে রাসূলের দ্বারে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে– "হে রাসূল! আমার সম্পর্কে যা শুনেছেন তা সবই সত্য। আমি ইরানে পালিয়ে যাব মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আপনার দয়া ও মহানুভবতার কথা শুনে আপনার দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য এসেছি।"

www.pathagar.com

মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহর [সা] করুণার দ্বার খুলে যায় এবং তিনি এই পরম শত্রুকেও ক্ষমা করেন।

কুরাইশ সর্দার সাফওয়ান বিন উম্মিয়া আমীর বিন ওহাবকে প্ররোচিত করে তার বিষাক্ত তরবারির দ্বারা রাসূলকে হত্যা করার জন্য মদিনায় পাঠায়। কিন্তু আমীর ঘটনাচক্রে গ্রেপ্তার হয়ে পড়ে। মহামানব রাসূল [সা] এই পিশাচকেও ক্ষমা করেন। সাফওয়ান বিন উম্মিয়া ভয়ে হজ্জে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জিদ্দায় পালিয়ে যায়। আমীর এসে রাসূলের [সা] নিকট সাফওয়ানের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানায়। হযরত সংগে সংগে তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। কিন্তু রাসূলের আশ্বাসের কোন নিদর্শন না পেলে সে তাঁর দরবারে আসতে সাহস করবে না– রাসূলের নিকট পুনরায় এই নিবেদন করায় তৎক্ষণাৎ নিদর্শন স্বরূপ রাসূল তাকে তাঁর নিজের আমাম [পাগ্‌ড়ী] দান করেন।

এত ক্ষমা ও এমন মহানুভবতা প্রদর্শন এ বিশ্বে কখনো, কোনকালে, কারো দ্বারা সম্ভবপর হয়নি। হবেও না কোনদিন। একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মাদের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছে এমনটি। ■

www.pathagar.com

স্পন্দিত সময়

মাহবুবুল হক

রাফি ইবনে জিয়াদ খেজুরের বাগানে ঢুকে পড়লো। নওফেল ইবনে রাহাত রাফির পিছু নিলো। আড্ডাবাজ রাফি মোটেই কাজ-কর্ম করতে চায় না। বন্ধুদের সাথে বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ানো, এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে পরিভ্রমণ, অযথা বন্ধুদের নিয়ে উটের পিঠে ঘুরে বেড়ানো, এসবই তার বাহ্যিক কাজ।

জিয়াদ খুব কড়া মানুষ। এখনও তার চারটি মেয়ে বিয়ে দিতে হবে, অনেক দিরহাম লাগবে। খৃস্টান গোত্রের দৃশ্য ভিন্ন। মেয়ে বিয়ে দিতে অত দিরহাম প্রয়োজন হয় না। একটা সাধারণ খানা-পিনা হলেই বিয়েটা হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াসরিবে ইয়াহুদ গোত্রে নানা কড়াকড়ি। বাগানের পর বাগানের খেজুর বিক্রি করলেও একজন ইয়াহুদ মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয় না। রাতে জিয়াদ তার স্ত্রী হোমনাকে বলেছিলো, তোমার ছেলে কাল থেকে যদি দক্ষিণের বাগানটা দেখাশুনা না করে তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।

হোমনা ফুঁসে ওঠে; বা-রে তোমার ছেলে কাজ করবে না, সে জন্য কি আমি দায়ী হবো?

নিশ্চয়ই দায়ী হবে। তুমিই তো ওকে লাই দিয়ে দিয়ে আকাশে তুলেছ। এদিকে চার চারটি মেয়ে ডাঙ্গর হয়ে ঘরে বসে আছে, তা

www.pathagar.com

নিয়ে তো তোমার কোন ভাবনা নেই। আমাদের খেজুরগুলো না হয় ছোট। বণিকরা কিনতে চায় না। তোমার ভাইদের খেজুরতো, তোমার নাকের মতো। বণিকরাতো ওগুলো লুফে নিয়ে নেয়। ঐ ঢাউস ঢাউস খেজুরের জন্য বণিকরাতো তোমার ভাইদেরকে অগ্রিম দিরহাম দিয়ে যায়। তোমার ভাইরাতো উত্তর এলাকার প্রায় সব বাগান কিনেই ফেললো। কৈ তারাতো কখনও বললো না : "নাও একশ' দিরহাম। ভাগ্নিদের বিয়ে দাও।"

কালো বিড়ালটার দিকে খড়মটা ছুঁড়ে মেরে হোমনা লাফিয়ে ওঠে, তুমি তোমার ভাগ্নিদের খবর নাও? ওরা কোথায় রাত কাটায়, তা তুমি জান? একজনতো ইতিমধ্যেই খৃস্টানদের ঘরে গিয়ে উঠেছে। তোমার বোনতো আরো দরিদ্র। একবেলা খায় আর এক বেলা খায় না, তুমি কি ওদের সাহায্য করো?

আমিতো তোমার ভাইয়ের মতো ধনী সওদাগর নই, আমিতো বছর বছর বাগান বিক্রি করছি, আর ওরাতো বাগান কিনছে, ওদের সঙ্গে আমার তুলনা হয়? ওদের মতো ধনী হলে আমি তো আমার ভাগ্নিদের আমার ঘরে এনে তুলতাম।

বালিশ ও বিছানায় চাদরটা গুটাতে গুটাতে হোমনা ঝাপটি মেরে বলে, থাকো তুমি, তোমার সাথে আর ঘর করবো না, খালি আমার ভাইদের খোঁটা দাও, আমার দু'ভাইতো তোমাকে দু'টি বাগান দিয়েছে। খৃস্টান পাড়ায় ফস্টি-নস্টি করে তো বাগানগুলো খুইয়েছ, কথা বলতে লজ্জা লাগে না তোমার? সেবার নাবিলাকে নিয়ে জেরুজালেম ঘুরতে গেলে, বেশী কথা বলো না, ছেলে-মেয়েদের সামনে সব ফাঁস করে দেবো। তোমার দুরাবস্থার জন্য তুমিই দায়ী। আমার ভাইয়েরা কি করবে, তুমি ভালো হলেতো? বলেই মেয়েদের ঘরের দরজা ধাক্কায় হোমনা।

বাবা-মা'র কথা কাটাকাটিতে রাফির ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও বুঝতে পারে ওকে নিয়েই যতোসব বিপত্তি। একবার ভাবে বাবা-মা'র সামনে গিয়ে ঝগড়া থামাবে, আবার ভাবে কি লাভ হবে? যতোদিন বোনগুলোর বিয়ে হবে না, ততোদিনই এই অবস্থা চলতেই থাকবে। সে ভাবে, সাফিনাকে বিয়ে করলে সে অনেক দিরহাম পাবে। কিন্তু মেয়েটা না দেখতে সুন্দর, না ওর গলার স্বর ভালো। গভীর আবেগে প্রেমের কথাও সে যখন বলে, তখনও মনে হয় কাউকে যেন সে শাসাচ্ছে। যুদ্ধ করতে করতে ওদের ফ্যামিলির গলাই অমন বাজখাঁই হয়ে গেছে। তারতো পছন্দ সামিরাকে। কিন্তু মেয়েটিতো খৃস্টান, তার ওপর ওরা আবার দরিদ্র। ওকে বিয়ে করলে তো ধন-দৌলত পাওয়া যাবে না। মেয়েটি সুন্দর, সুঠাম, গলার স্বর মৃদুমন্দ বাতাসের মতো। সে কারণেই সে শুধু সামিরাকে ভালবাসে না, সামিরা হৃদয়বতী, সহনশীল এবং লজ্জাবতী।

সামিরার চেহারা বা দেহ নয়, ওর স্বচ্ছ সুন্দর মনটাকেই রাফিকে আকর্ষণ করে। ওর মনটাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করবে রাফি? কোন তুলনা বা প্রতিতুলনা সে খুঁজে পায় না। অনেক খুঁজে ফিরে মরুদ্যানের অভ্যন্তরে ঘন খেজুর গাছের নীচে, সবুজ ঘাসের কোল ঘেষে পানির ছোট্ট শান্ত যে প্রস্রবণ, যে পানি পান করে বা গায়ে মেখে হৃদয়-মন স্নিগ্ধ করা যায়, সেই অনির্বাচনীয় স্নিগ্ধতার সাথে শুধু সামিরার তুলনা করা চলে।

www.pathagar.com

কিরে কি ভাবছিস এতো। কথাই যে বলছিস না, তুই কি আমার উপর রাগ করেছিস বলেই নওফেল রাফির হাত ধরে।

নারে দোস্ত, না! মনটা খারাপ। প্রায় রাতেই বাবা-মা খুব ঝগড়া করে। বোনদের বিয়ে হচ্ছে না বলে ঝগড়ারও শেষ হচ্ছে না। আমাদের ঘরটা না নরকে পরিণত হয়েছে।

সে সমস্যাতো আমাদেরও। আর এমন যে সমস্যা আমরাও যে ধন-দৌলত না নিয়ে বিয়ে করবো সে উপায়ও নেই। ধর, আমরা যদি এখন প্রতিজ্ঞা করি ধন-দৌলত না নিয়ে আমরা বিয়ে করবো।

তাহলে আমাদের বোনদের বিয়ে দেয়ার জন্য অর্থ-সম্পদ আমরা কোথায় পাব?

একটি অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করার কারণে তুই আমাকে থাপ্পড় মারলি? বলেই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো নওফেল। ও হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়লো। রাফি সম্বিত ফিরে পায়। বুঝতে পারে কাজটা সে ভাল করেনি।

বস্তিতে একথাটা পৌঁছলে আগুন জ্বলে উঠবে, দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে।

নওফেলরা বংশ মর্যাদায় রাফিদের থেকে অনেক উঁচুতে। এই অপমান ওরা সহ্য করবে না।

রাফি নওফেলকে জড়িয়ে ধরে। নওফেলের শ্বেত-শুভ্র কপালে চুমোর তুফান তোলে, গালে গাল রাখে। দোস্ত মাফ করে দিস। মাথাটা না একদম ঠিক নেই। এখন বলতো, বোনগুলোকে নিয়ে কি করা যায়?

নওফেল রাফির হাতে চুমো দিয়ে বলে, একটা কাজ কর, আমি তোর বোনকে বিয়ে করি, তুই আমার বোনকে বিয়ে কর। এভাবেও তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে।

তোদের পরিবার এতে রাজি হবে না, তোদের বংশ মর্যাদা আমাদের চেয়েও বড়। আমরা নীচু বংশের লোক, তুই চাইলেও এটা করতে পারবি না। আর তাছাড়া–

তাছাড়া কি?

নওফেলের ঘাড়ে হাত দিয়ে রাফি বলে, তুই জানিস, সামিরাকে আমি কতো ভালবাসি, সেও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

তাতো আমি জানি। আমার অবস্থাও কি তোর চেয়ে কিছু কম?

ইহসানের বিধবা বউতো আমার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে!

বাগানগুলো কেমন মরে মরে যাচ্ছে, খেজুরগুলো আগের মতো বড় হচ্ছেনা। খেয়ে দেখ, কেমন তিতা হয়ে উঠছে খেজুরগুলো। বণিকরা, সওদাগররা এসব কিনতেও চায় না। বাবাজান বাগান বিক্রি করতে চান। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন গ্রাহকও আসলো না।

হঠাৎ তারা কিসের যেন আওয়াজ শুনতে পায়। বাতাসের ঝাপটায় আওয়াজটা কানের পাশ দিয়ে চলে যায়, কিছু শুনা যায় না। শুধুই কিছু আওয়াজ।

নওফেল কোর্তার পকেট থেকে কৃষ্ণবর্ণের দু'টো ঢাউস খেজুর রাফির হাতে তুলে দেয়।

www.pathagar.com

মাখনের মতো খেজুর খেতে খেতে রাফি বলে, কোথায় পেলি এই খেজুর? কি নরম! পুরোটাই যেন এক টুকরো নরম গোশত।

কোথায় আর পাবো বুঝিসনি।

ও বুঝেছি, ইহসানের বউ দিয়েছে। ওর বাগানটা আসলেই ভালো।

খেজুরগুলো দেয়ার সময় নাসিরা কি বলেছিল জানিস?

কি বলেছিল? বলেছিল তোকেও যেন দু'চারটি খেজুর দেই। তোর প্রতি ওর মহব্বত দেখে সত্যিকারার্থে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমার খুব ঈর্ষা হয়েছিল। খেজুরগুলো আমি আনতে চাইনি। কিন্তু ও আদর করে কি বললো জানিস, বললো : আমি যাকে ভালবাসি তাকে আর একজনও ভালবাসে। বন্ধুর বন্ধুতো বন্ধুই হবে, শত্রু হতে পারে না। আর তাছাড়া রাফির ছোট বোন নাজিলাতো আমার ক্লাসমেট। মক্তবেতো আমরা এক সঙ্গেই লেখা-পড়া করেছিলাম। নাজিলা ওর বোনদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছে, আমিও কতোদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছি। রাফি ভাই আমাকে দেখলে আড়ালে চলে যেতো, খুব লাজুক ছিলেন রাফি ভাই।

মেয়েটার জন্য না আমার খুব দুঃখ হয়। আমাদের সমাজে মেয়েরা খুব দুঃখী রে!

নওফেল টিপ্পনী কাটে। আমার মতো তুইও আমার নাসিরার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লি!

না রে না। ওকে আমি ছোট বোনের মতোই জানি। ইহসানতো ছিলো আমার খেলার সাথী। বিয়ের পরও নাসিরাকে ভাবী বলতে পারিনি, ওকে সবসময়ই বোনই মনে হয়েছে। তুই নিকাহ করলেও নাসিরা আমার ভাবী হবে না।

সমাজের যে আইন-কানুন। নিকাহ-সাদী কিছুই করা যাবে না। হয় পালাতে হবে, না হয় আত্মহত্যা করতে হবে।

বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠতেই আওয়াজটা স্পষ্ট হয়। কানে ভেসে আসছে, মুহাম্মাদ [সা] ইয়াসরিবে শুভাগমন করবেন। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য। কাল আটটার সময় অমুক জায়গায় এসে আপনারা সমবেত হবেন। তাঁকে আমরা আহ্লান সাহ্লান জানাবো। তিনি শুধু আমাদের নবী বা রাসূল নন, তিনি আমাদের আত্মীয়– তিনি আমাদের কারো নাতী, কারো ভাগিনা, কারো ভাই। আসুন আমরা আমাদের রাসূলকে, আমাদের নবীকে, আমাদের আত্মীয়কে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বরণ করে নিই।

নওফেল রাফির মুখের দিকে তাকায়, কার কথা বলছেরে? রাফি গম্ভীর হয়ে বলে, ওটা মুসলিমদের ব্যাপার। হানিফ সম্প্রদায়ের কে নাকি নবী দাবী করেছে, তাঁকে কেউ মানছে না, তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করেছে সে কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করে ইয়াসরিবে আসছেন। ইয়াসরিব নাকি তাঁর নানার বাড়ি।

নওফেল জিজ্ঞেস করে কাল যাবি ওখানে?

যেতেও পারি আবার নাও পারি। অন্য সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান, কে আবার কি বলে!

হোক না অন্য সম্প্রদায়ের, ওরাতো শুধু 'হানিফদের'কে ডাকেনি, সবাইকে ডেকেছে, যেতে অসুবিধা কোথায়?

www.pathagar.com

দুই.

মসজিদে নববীর অনতিদূরে জান্নাতুল বাকির পাশে ছায়াঘন গাছের নীচে বসে রাফি ও নওফেল আলাপ করছিল।

কি আকাশ-পাতাল পরিবর্তন আমাদের জীবনে। তুইতো জানিস, আমাদের খেজুর বাগানের খেজুরগুলো ছোট। সুমিষ্ট দূরে থাক, মিষ্টিও ছিলো না, সেই খেজুর এখন ঢাউস হয়ে উঠেছে। গতকালই তো দশ হাজার দিরহামের খেজুর বিক্রি করেছি। বৃষ্টি ছিলো না। এখন থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। ধুলি ঝড়ে আমরা কাহিল হয়ে যেতাম। এখন কেমন সুন্দর সুমিষ্ট বাতাস। মোহাজেররা বিনা অর্থ সম্পদে আমাদের চার বোনকে বিয়ে করেছে। ওরা সবাই যার যার ঘরে আনন্দে আছে। আমি সামিরাকে নিয়ে সুখের সংসার, আনন্দের সংসার গড়ে তুলেছি। আমার রুক্ষ ও মেজাজী প্রৌঢ় বাবা কেমন তরুণ হয়ে উঠেছে। আমার মা কখনা সাজতো না, বাইরে বের হতো না, ঘরে বসে শুধু কান্না-কাটি করতো, অসুখে-বিসুখে হাড্ডিসার হয়ে উঠেছিল আমার মমতাময়ী মা, সেই মা আমার তরুণী হয়ে উঠেছে, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মা-বাবা এখন প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে নববীতে আসে, ওরা যেন তারুণ্য ফিরে পেয়েছে। সামিরাকে ওরা আদর করে, ভালবাসে। তাকেও ওরা মাঝে মাঝে মসজিদে নিয়ে আসে।

তুই আনিস না?

নারে, আমার লজ্জা লাগে।

ঠিকই বলেছিস। আমিওতো নাসিরাকে নিয়ে গভীর সুখে আছি। কি সহজে আমার বোনদের বিয়ে হলো। যেখানে আমাদের তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব ছিলো না। আজ আমাদের কত বন্ধু, কত আত্মীয়-স্বজন। আমি ঠিক করেছি আমার বিধবা মা'কে এবার বিয়ে দিবো। মা'টা আমার মনমরা হয়ে থাকে। একজন সম্ভ্রান্ত মুহাজিরের সাথে আমার মা'কে আমি বিয়ে দিবো। তুই কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারিস?

অবশ্যই। আমারতো মনে আছে খালুজান খালাম্মাকে কতো ভালবাসতেন। আহা! বেচারা ঈমান গ্রহণ করে মরতে পারলো না। খালাম্মাতো সারাজীবন আদরে সোহাগে ছিলেন, আমরা এখন সুখে শান্তিতে আছি। খালাম্মা দুঃখের সাগরে সাঁতার কাটবেন কেন?

– দেখনা ভাই। আমার একটা বাবা তুই খুঁজে দেনা!

এটাতো আমার আব্বাকে বললেই হবে। প্রৌঢ় মুহাজিরদের সাথে তাঁর তো অসম্ভব দহরম মহরম, গলায় গলায় খাতির।

– ঠিকই বলেছিস।

হঠাৎ আওয়াজ ভেসে আসে– "মক্কার মুশরিকরা ইয়াসরিব আক্রমণের জন্য স্ব-দলবলে এগিয়ে আসছে। তারা এই নগরী, এই জনপদ, মসজিদে নববী ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছে। দুশমনদের প্রতিহত করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে যেতে

www.pathagar.com

হবে। রাসূলের [সা] নির্দেশ, ওরা যেন এই নগরে না ঢুকতে পারে। ওদেরকে হটিয়ে দিতে হবে, পরাজিত করতে হবে। আসুন আমরা সংঘবদ্ধ হই। ইসলামের দুর্গকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

– বলে কি! ওদের এতো বড় স্পর্ধা? ওরা জানে না আমরা চাষা-ভুষা, আমরা কৃষক, কৃষি সমাজের লোক! কৃষকরা কখনও হারে না, কৃষকরা জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারপর আমরা যেই সেই কৃষক নই। আমরা ঈমানদার কৃষক, আমরা মুমিন চাষী। আমরা আমাদের সবকিছু রক্ষার জন্য জীবন দিবো, এই জীবন দেয়া হবে আল্লাহর রাহে জীবন দেয়া।

– রাফি তুমি ঠিক বলেছ, আমাদেরতো কিছু ছিলো না। আমাদের বোনরা, আমাদের নারীরা কত কষ্টে ছিল। আমরা অভাবে, দারিদ্র্যে জর্জরিত ছিলাম, কথায় কথায় আমরা ঝগড়া-বিবাদ করতাম। নিজেকে বা নিজের গোষ্ঠীকে বড় মনে করতাম। আমাদের মধ্যে ভালবাসা ছিলো না, সম্প্রীতি ছিলো না, এখন আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি। ভালবাসার এই দুর্গকে, মমতার এই দুর্গকে, প্রেমের এই দুর্গকে আমাদের অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে।

– চলো সবাই মিলে আমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করি।

– চলো!... ■

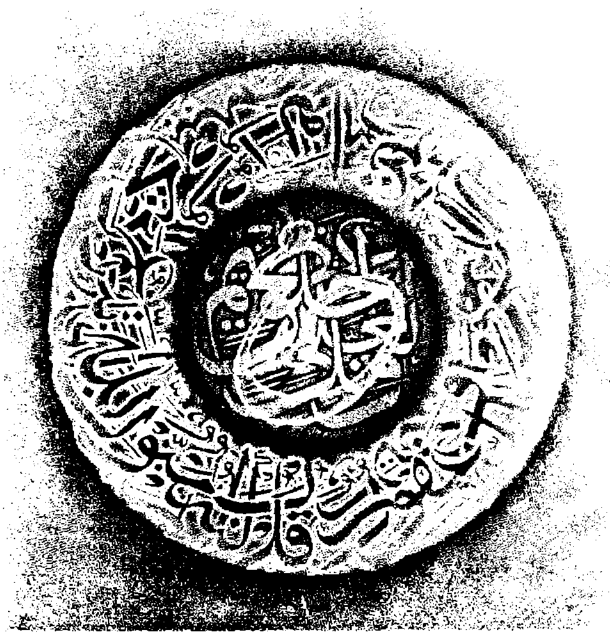

www.pathagar.com

থুথুর ফসল

হাসান আলীম

এক.

বীজবপন করলেই শস্যদানারা ফিরে আসে না। শস্যেরা তো বীজের বক্ষেই ঘুমন্ত থাকে। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেই উপযুক্ত সময়ে বীজত্বক ভেদ করে জন্ম নেয় ফসলী উদ্ভিদ। কিন্তু সব বীজেই কি ফসল হবে? হোক না যত মোক্ষম সময়ের উর্বর ক্ষেত্র। বীজকে সঠিক অর্থেই ফসলী বীজ হতে হয় নইলে ফসল উৎপন্ন হবে কিভাবে?

মদীনায় তীব্র শীত। বাইরে বের হওয়া যায় না। সর্বত্রই আকাল। ফসলের অভাব। ঘরে বাড়তি খাবার নেই কারো। এই চরম দুর্দিনে শত্রুরা সদল বলে আসছে। গাতফানীদের সাথে শলা পরামর্শও করে গেছে তারা। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য আসছে শীত রাষ্ট্র মদীনাকে মিটিয়ে দিতে।

রাষ্ট্রের মহানায়কের কানে এলো এ দুঃসংবাদ। সাথীদের সাথে পরামর্শ করে তিনিও শহর প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা নিলেন। তাঁরা কেউ শহরের বাইরে যেয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবেন না।

মদীনার তিনদিক মোটামুটি সুরক্ষিত। খেজুরের বাগান। বড় বড় দালান কোঠা আর গৃহ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। এদিক দিয়ে ওরা সহজে ঢুকতে পারবে না শহরে। সাল পাহাড়ের দিকটি কেবল খোলামেলা। ঠিক হলো এই পাহাড়কে পিছনে রেখেই আক্রমণের বুহ্য রচনা করা হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু সেটি প্রচলিত কোন নিয়মে নয়। পারস্যবাসী সালমান ফারসী এ সময়ে মহানায়কের পাশে ছিলেন। তিনি যুদ্ধের নতুন কৌশল বাতলে দিলেন। ঠিক হল ৫ গজ গভীর করে তিন হাজার গজ দৈর্ঘ্যের বাঙ্কার খনন করা হবে। শত্রু সৈন্যের ঘোড়া যাতে লম্ফ দিয়ে পার না হতে পারে এমন পরিমাণ চওড়া করা হবে সে পরিখা। রীতিমত এক বাধার নদী। সেনা নায়কের নির্দেশে সবাই পরিখা খননের কাজে লেগে গেলেন।

দুই.

সবাই তীব্রগতিতে কাজ করছেন। মদীনার সকল সামর্থবান পুরুষ বাঙ্কার খোঁড়ার জন্য প্রাণপণে কাজ করছেন। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। নতুন রাষ্ট্র, অসহায় নারী, শিশুদের রক্ষার জন্য তারা না খেয়ে খেয়ে শক্ত কঠিন মাটি কাটার কাজ করছেন। সবাই নেমেছেন এই কাজে। সালমান ফারসী, এমনকি রাষ্ট্রের মহানায়ক স্বয়ং শ্রমিকের মতো মাটি কাটছেন। তিনিও ক্ষুধার্ত। তারা সকলেই তিনদিন তিনরাত না খেয়ে কেবল বাঙ্কার খোঁড়ার কাজ করছেন। ক্ষুধার জ্বালায় পেটের চামড়া পিঠের সাথে মিশে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না অনেকে। পেটে পাথর বেঁধেছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান। তারপরেও বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। রাষ্ট্রকে যে কোন মূল্যে শত্রুর আক্রমণ থেকে হেফাজত করতে হবে। জীবনবাজী রেখে শত্রুর বিপক্ষে অন্যায় যুদ্ধের বিপক্ষে তাঁরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে কাজ করা যাবে। শরীরে যে তিল পরিমাণ শক্তি নেই। সহস্র দেশপ্রেমিক মুজাহিদ, সাহাবা, রাসূল এভাবেই কাজ করছেন। সাহাবী জাবির দূর থেকে রাসূলের কষ্ট দেখছেন। তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। রাসূল কি না খেয়ে এভাবে তাদের সাথে কাজ করবেন? তিনি সোজা বাড়িতে চলে গেলেন। পত্নীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কি খাওয়ার কিছু আছে?

তিনি বললেন, মাত্র পৌণে চার সের গম আছে। জাবির তার গৃহপালিত ছাগলটি জবেহ করলেন। স্ত্রীকে বললেন গোশত আর রুটি তৈরি করতে। শীঘ্রই রাসূল [সা]-কে নিয়ে খেতে আসছেন।

তিন.

মাঠে গিয়ে জাবির অল্পস্বরে রাসূল [সা]-কে বললেন, হুজুর আমার গরীবালয়ে আপনার দাওয়াত। দয়া করে তিন চারজন সাথী নিয়ে চলে আসুন।

রাসূল [সা] জাবিরের মনোভাব বুঝলেন। রাসূলের ক্ষুধাকে সহ্য করতে পারেননি। তাই সে তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়েছে। অত্যন্ত আপন ভেবে গোপনে আস্তে তাঁকে দাওয়াত দিয়েছে। সেও তো অবস্থাপন্ন গৃহস্ত নয়। মাঠের এই সহস্র লোককে দাওয়াত করে খাওয়ানোর যোগ্যতাও তার নেই। কী করবেন তিনি। তিনি কি মাত্র তিন চারজনকে সাথে নিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করবেন? বাকী সবাইকে ফেলে রেখে যাবেন? তা কী হয়? নাকি দাওয়াত ফেরৎ দেবেন। এতে যে জাবির মন:কষ্ট পাবে। তাঁকে ক্ষুধার্ত রেখে জাবির যে অন্নগ্রহণ করবে না।

রাসূল [সা] আল্লাহকে ভরসা করে উচ্চস্বরে বলেন, হে সৈন্যরা জাবির তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। তোমরা সকলে তাঁর ঘরে খাবার খেতে চলো।

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] এ আহ্বান শুনে জাবির মনে মনে শঙ্কিত হলেন। রাসূল একী করছেন! এতো লোকের খাবারের ব্যবস্থাতো করা হয়নি। সে সামর্থও তার নেই। এখন কী হবে? রাসূলের কথার ওপর তো আর কথা চলে না। ভিন্ন মত দেওয়া যায় না। আল্লাহর নবী যা বলেছেন তাই হবে।

পৌণে চার সের গমের রুটি ও একটি ছাগলের গোশতে হয়ত হাজার লোকের খাবার হয়ে যাবে। রাসূলের সাথে সকলেই সাহাবী জাবিরের ঘরে চলছেন দাওয়াত খেতে। সবার আগেই রাসূল জাবিরের রান্নাঘরে ঢুকলেন। উনুনের গোশতের হাড়িতে এবং খামির করা আটায় পবিত্র থুথু নিক্ষেপ করলেন। বললেন, সমস্ত মেহমানের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুলা থেকে গোশতের হাড়ি নামাবে না। আর এ খামির হতে অল্প অল্প করে আটা নিয়ে রুটি তৈরি করতে থাক।

রাসূলের নির্দেশ মতো সব কাজ হতে লাগল। হাজারের ওপর সৈনিক তৃপ্তির সাথে ভোজন করল। খাওয়া শেষে দেখা গেল যে পরিমাণ আটা খামির করা হয়েছিল তা-ই অবশিষ্ট রয়েছে। গোশতের হাড়িও গোশতে পরিপূর্ণ।

রাসূলের পবিত্র থুথুর বরকতে আল্লাহ রুটি ও গোশতের পরিমাণ প্রয়োজন মতো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

একি সাধারণ থুথু! ঘৃণার থুথু!

না, এ হলো বরকতময় শস্যময় ফসলী থুথু– যাতে রিযিক কেবল বাড়বেই আর বাড়বে। খামিরের আটা আর গোশতের হাড়ি উনুনে রইলে পৃথিবীর সব মানুষও যদি সেদিন সৈনিক বেশে খেতে থাকতেন আর খাওয়ার সময় যদি অনন্ত প্রহর চলত তা হলেও পৌণে চার সের গমের আটা আর একটি ছাগলের গোশত শেষ হতো না। ■

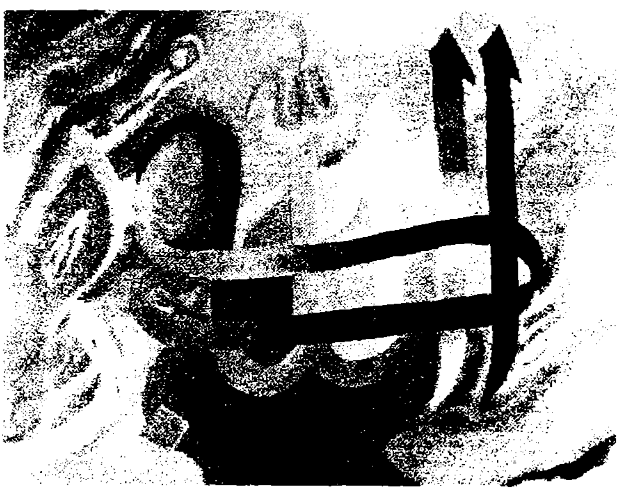

www.pathagar.com

সত্যের কাফেলা

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

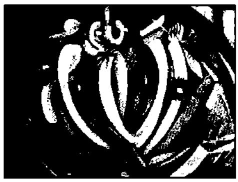

বোতলের পর বোতল গিলছে আবু জাহেল কিন্তু নেশা জমছে না। তাই খেঁকিয়ে ওঠে উমাইয়ার ওপর।

– এই ছাগল! কি সব বাজে মাল আন্‌ছস্‌? খাইয়া মজা পাইতাছি না।

– উস্তাদ, মালের কোন দোষ নাই। আসলে আপনার মাথার স্ক্রু একটু লুজ অইছে।

– চুপ বেয়াদব!

– ভুল অইয়া গেছে উস্তাদ। আসলে আমারই মাথা ঠিক নাই। কামের কাম আইজ দেহাইছেন উস্তাদ। ঠাণ্ডা মাথায় গরম গরম একশন। ফুলের মতন ফুডফুডা মহিলাডার তল পেডে বর্শা ঢুকায়া দিছেন। আহারে, কি খুবছুরত চেহারা! উস্তাদ, আমার খুব মায়া লাগছিল।

– চুপ কর শালা। খালি খুবছুরত চেহারা দেখ্‌ছস্‌? কি কাজটা করেছে পুঁচকে মেয়ে, তা দেখস নাই?

– সব দেখছি উস্তাদ। তার বুহের মধ্যে উজ্জার মূর্তি ঠাইসা ধরলেন। সে আপনের মুহে ছেপ দিছে।

– এই বেয়াদব! ছেপ কিরে? থুথু বলতে পারিস না?

– উস্তাদ কি মিষ্টি চেহারা আছিল মাইয়ার! সুমাইয়ার ছেপ কি মিডা লাগছিল উস্তাদ!

www.pathagar.com

– বেশী ফাইজলামী করলে তোর মুখেও থুথু ফেলব। তখন বুঝবি তিতা না মিঠা।

– সবার ছেপের সাধ একরহম না উস্তাদ। হুনছি মুহাম্মাদের থুথু, আর অজুর পানি দলের লোকেরা মাডিত পরবার দেয় না। ধইরা গায়ে মাহে। তাতে নাকি আতরের ঘেরান পাওয়া যায়।

– এই, এখন থুথু বললি কেন? আমার মুখের ছেপ আর মুহাম্মাদেরটা থুথু? আমার সামনে মুহাম্মাদের দালালী?

– উস্তাদ, খামাখা মাথা গরম কইরা লাভ নাই। দিন কাল খারাপ। একটু বুদ্ধি খাডায়া কাম করন দরকার। জুলুমডা একটু বেশী অইয়া গেছে। ডরে মুহে কিছু কয় না। তলে তলে আমগো লগে মানুষ ক্ষেপতাছে। তাগো দল ভারী অইতাছে। বেলাল, খাব্বাব, আম্মার, ইয়াসির এরা তো কেউ খারাপ মানুষ না। শুধু মুহাম্মাদরে ভালবাসে।

– ভালবাসা ছুটাইতেছি। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।

– খাইছে আমারে! অহনো আপনের শিদা আঙ্গুল? বেহা করলে কি অবস্থা অইব? আমি অহন যাই উস্তাদ। আপনে আঙ্গুল বেহা করতে থাহেন।

আবু জাহেলের বাড়ি থেকে বের হয়ে ছোগাল বার্নুর দিকে হাঁটতে থাকে উমাইয়া। ক্রীতদাস বেলালকে নাক্কাসার রাস্তায় উটের পায়ে বেঁধে হেচড়ায়েছে কয়েকবার। আজ ওমর বিন হিশামের কাছে এত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির পরও আবার চলে গেছে মুহাম্মাদের কাছে।

বাজারের প্রবেশ পথে ভীষণ হট্টগোল। উতবা, শায়বা পরিচালিত জুয়ার আসরে এমনি হট্টগোল প্রতিদিনই লেগে থাকে। বেশ কিছু কুরাইশ সর্দার দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করছে।

– ভালা চাস তো টেহা দে, নাইলে খুন কইরা ফালামু।

– দিলাম তো টেহা ধরছ না কেন?

– এই ব্যাডা, ছক্কার ঘরে পাঁচশ' টেহা ধরছি। তিন ছক্কা উঠছে। পামু দেড়আজার টেহা। তুই তিনশ' টেহা দেছ কোন হিসাবে?

– মিছা কতা কওনের জাগা পাছ না? ধরলি একশ' কইতাছস পাঁচশ'। কইলেই অইলো? টেহা গাংদিয়া ভাইসা আয়ে?

– কি কইলি? আমি মিছা কতা কই? বারশ' টেহার লাইগা ঈমান বেইচা খাইবার আইছি?

– আহারে, কি আমার ঈমানদার পোলা? ঘরের বউ বন্ধক রাইহা জুয়া খেলছ। ঈমানের ত্যাজ কত? উমাইয়া সামনে যেয়ে হুংকার দেয়।

– এই ছাগলের বাচ্চারা অইছেডা কি? পালের মধ্যে হিয়াল পড়ছে নাহি? এই রহম ভ্যা ভ্যা করতাছস ক্যা?

– না ভাই, কিছু অয় নাই। জুয়া খেইলা আইরা গেলে যা অয় আর কি!

– আমার কতা হোন। জুয়া খেলার নিয়মই এই। একদিন আরবি, একদিন জিতবি। যারা আরছস তারা একদিকে খাড়া, আর যারা জিতছস তারা অন্যদিকে খাড়া। দুই দলে

www.pathagar.com

ফ্রিস্টাইল কুস্তি লাগ। যারা জিতবি তাগো আইজ আমি ফ্রি গান্দুপট্টির মাল খাওয়ামু।

– ঠিক আছে ভাই। এইডাই ভালা খেলা। লাত, মানাত, উজ্জার নাম লইয়া নাইমা যাই। এইবার দেহুম কার ঠ্যাঙ্গে কত জোর!

বাজারের পাশের রাস্তা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে হেঁটে যাচ্ছে কিশোর আলী জুমাইল। উতবার চোখ পড়ে সেদিকে।

– কি অইছে ভাতিজা, কানতাছ ক্যান?

থমকে দাঁড়ায় আলী জুমাইল। উতবার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পাশ থেকে জবাব দেয় অলিদ।

– এতিম পোলা। ঠিক মতন খাওন পায় না। কানবো নাতো নাচবো নাকি?

অলিদের কথা কানে তুলে না উতবা। আলী জুমাইলের দিকে তাকিয়ে আবার বলে।

– ভাতিজা, তোমার কান্দন দেখলে আমারও কষ্ট অয়।

তোমার বাবা আমাগো দোস্ত আছিল। হায়াত মউত যমের হাতে। আমরা কি করুম? তোমার মায় আস্তা বোকা, কইছিলাম আমার লগে বিয়া বইতে। মাইনসেরে ভালা বুদ্ধি দিলে ভালা লাগে না। অহন না খাইয়া মর।

– চাচাজান, আমারে আর একটা ভালা বুদ্ধি দেন। আমি হুনুম। মায় কইছে, বাবায় অনেক টেহা-পয়সা মাল ছামান ওমর বিন হিশামের কাছে আমানত রাইখা গেছে। আমি চাইতে গেছিলাম। গিয়া দেহি চাচায় মদ খাইয়া চাচীরে পিডাইতাছে। আমি বাবার টেহাত্তনে কিছু টেহা চাইলাম। আমারে ঘাড় ধইরা বাইর কইরা দিল। আমার বাবার টেহা আদায় করনের একটা বুদ্ধি দিবার পারেন?

কিছুক্ষণ মাথা চুলকায় উতবা। তারপর বলে।

– পাইছি, দারুণ বুদ্ধি একখান পাইছি বুদ্ধি ভাতিজা। মুহাম্মাদরে চিন?

– চিনুম না কেন? মক্কায় কে না চেনে আল-আমীনরে?

– খালি আলামীন না। খুব দরাজদিল মানুষ। কাউরে খালি আতে ফিরায় না। তার কাছে যাইয়া খুইলা কও সব কতা।

– ঠিক আছে চাচা, আমি যাইতাছি। দোয়া কইরেন আমার লাইগা।

আলী জুমাইল আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। দূর থেকে ফলো করে উতবা, অলিদ, শায়বা, উমাইয়া ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। উতবা চিৎকার দিয়ে বলে।

– প্যাচগি লাগায়া দিছি একখান। এইবার খেলা জম্‌বে ভালা। দেহি ব্যাটা মুহাম্মাদ করে কি?

আলী জুমাইল আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর কাছে মনের দু:খের সব কথা খুলে বলে। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে নবীজির চোখ। কিছুক্ষণ আগেই নাযিল হয়েছে সূরা মাউনের আয়াত : "ফাযালিকাল্লাযি ইয়াদুউল ইয়াতিম।" তারা ঐ সকল লোক, যারা এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়।

www.pathagar.com

আলী জুমাইলের মাথায় হাত বুলান নবী মুহাম্মাদ [সা]।

– এসো আলী জুমাইল। এতিমের কষ্ট আমার চেয়ে বেশী বুঝার ক্ষমতা কারো নেই। আমি জন্মের আগেই বাবা হারিয়েছি। মাত্র ছয় বছর বয়সে হারিয়েছি মাকে। এতিমের মাল আত্মসাৎকারীকে আমি ছাড়ব না। আসো আমার সাথে।

আলী জুমাইলকে সাথে নিয়ে নবীজি রওয়ানা দেন আবু জাহেলের বাড়ির দিকে। কুরাইশ সর্দাররা চলে পিছে পিছে প্রচণ্ড কৌতূহলের সাথে। এইবার জমবে মজা।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয় কুরাইশ সর্দাররা। একি দেখল তারা! নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মুহাম্মাদ দরজায় নক করতেই বেরিয়ে এল ওমর বিন হিশাম। মুহাম্মাদ শাহাদত আঙ্গুল নেড়ে কি যেন বললেন। ওমর বিন হিশাম ভিতরে চলে গেল। ভিতর থেকে বড় একটা ব্যাগ এনে তুলে দিল আলী জুমাইলের হাতে। হাসতে হাসতে চলে গেল সে।

বাড়ির ফটকে এখনো দাঁড়িয়ে আছে ওমর বিন হিশাম। সদলবলে কুরাইশ সর্দাররা সামনে এসে দাঁড়ায়। চমকে ওঠে সে।

– এ কি, তোমরা দলবল নিয়ে এখানে কি করছ?

– মজা দেখছিলাম উস্তাদ।

– এসব ফাইজলামী আমার সামনে চলবে না। পিটায়ে সোজা করে ফেলব।

– আরে উস্তাদ! বিলাই এর গোস্বা বেড়াত ঢালেন কেন? দেখবার আইছিলাম একরহম মজা, দেখলাম অন্যরহম। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এরাবিয়ান সময়ের সাহসী সন্তান আবুল হাকাম আইজ দেখলাম মেছি বিলাইর মতো মুহাম্মাদের অর্ডার পালন করছে। শরমে মইরা গেলাম উস্তাদ।

– হুম, এই কথা! মুহাম্মাদকে তোমরা কতটুকু চেন? আজ আমি তার যে চেহারা দেখেছি, তোমরা হলে সব হার্টফেল করে মরতে। আমি তো এখনও দাঁড়িয়ে আছি।

– কি কইতাছেন উস্তাদ! নিরীহ শান্ত মানুষটার আপনে এইরহম ভয় পাইতাছেন কি দেইহা?

– তার বাঘের মতন চোখ দেখে আর সিংহের মতো গর্জন শুনে আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেছিলাম।

– আর কইয়েন না উস্তাদ। উস্তাদী এইবার খতম। কিছু একটা করেন। নতুন বুদ্ধি বাইর করেন।

কোরাস গাইতে গাইতে কুরাইশ সর্দাররা ঢুকে যায় বার্নু বাজারে। মেলা বসেছে আজ সেখানে। কিছু অর্ধ-উলঙ্গ নারী-পুরুষ আসর মাতিয়ে তুলছে নেচে গেয়ে।

কি চমৎকার দেখা গেছে, ভারি মজা লাইগা গেছে। বজ্র কণ্ঠে হুংকার দেয় উতবা।

– বন্ধ কর এইসব প্যান প্যানানী গান! দেশের অবস্থা খারাপ। মুহাম্মাদ বড় ডেঞ্জারাস লোক। তার দলের লোকেরা আমাদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছে। এই মক্কার ক্ষমতা দখলের পায়তারা করছে মুহাম্মাদ। গড়ে তুলেছে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী বাহিনী। এখনি তাদের

www.pathagar.com

মুকাবেলা করতে হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। শত্রুর মুকাবেলা কর। নইলে উপায় নেই!

মক্কার অলিতে গলিতে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারণা চালাতে থাকে আবু জাহেলের লোকেরা। মুহাম্মাদ একজন সন্ত্রাসী গডফাদার। মক্কার জমিনে ফেতনা ফাসাদ হত্যাযজ্ঞ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তাঁর দুর্ধর্ষ ক্যাডার বাহিনী।

সাধারণ মানুষের মনে জাগে প্রশ্ন। শয়তানের দল বলছে কি এসব? বেলাল, খাব্বাব, আম্মারের মতো নিরীহ ভদ্র মানুষ কিভাবে সন্ত্রাসী হয়? জ্যোতির্ময় চেহারার পূতপবিত্র মানুষটি কিভাবে গডফাদার হয়? নিশ্চয় এসব সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের গভীর ষড়যন্ত্র।

মক্কার মানুষ দলে দলে ভীড় জমায় নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর দরবারে। তারা নবীর কথা শুনতে চায়, তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানতে চায়। সমবেত জনতার সামনে দাওয়াত ও কর্মসূচি পেশ করেন নবী মুহাম্মাদ [সা]।

নবী [সা] বলেন, "এই জমিন আল্লাহর, এই মানুষও আল্লাহর সৃষ্টি। এখানে আইন চলবে আল্লাহর। মানুষ গোলামী করবে এক আল্লাহর। কোন মানুষের অধিকার নেই অন্য মানুষকে শাসন করার।

আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী।

এই পৃথিবীতে শান্তিতে বাঁচতে হলে, পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে, সর্বশক্তিমান এক আল্লাহকে প্রভু বলে মানতে হবে। জীবনের প্রতিটি কাজে নবী মুহাম্মাদ [সা]-কে অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মাধ্যমে যে বিধান পাঠিয়েছেন, মানুষকে তা শুনতে হবে, বুঝতে হবে ও মানতে হবে। দুনিয়ার বুকে এটাই একমাত্র নির্ভুল-নির্ভেজাল ও কল্যাণের পথ।"

সংক্ষিপ্ত দাওয়াত ও কর্মসূচি পেশ করার পর রাসূল [সা] মানুষকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন নবী মুহাম্মাদ।

প্রথমেই প্রশ্ন করেন কিশোর আলী জুমাইল।

– আপনি তো সাদাসিধে নিরীহ মানুষ। ঐদিন আবু জাহেল ডরাইছে ক্যান?

রাসূল [সা] বললেন, আমার পরিচয় দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহপাক, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, রুহামায়ু বাইনাহুম আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফারা"– আমি মুহাম্মাদ নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু ও দরাজদিল কিন্তু অন্যায়-জুলুম-কুফরীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। তোমাদেরও এই চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

এক মজলুম প্রশ্ন করেন–

– আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? আর কত অত্যাচার জুলুম সহ্য করতে হবে? আপনি যে আল্লাহর সাহায্যের কথা বলেছেন, কবে আসবে সে সাহায্য? আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম!

– তুমি একটু বেসবুর হয়ে গেছ। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটে। তার জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজন আরো ধৈর্য। এমন একদিন আসবে যেদিন সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পথে রাতের অন্ধকারে সুন্দরী মহিলা মূল্যবান গহনা পরে নিশ্চিন্তে হাঁটবে। কোন দুর্বৃত্তের সাহস হবে না তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে।

– সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য কি আমাদের হবে?

– আল্লাহপাক চাইলে অবশ্যই হবে। তবে না হলেও আফসোসের কিছু নেই। তোমাদের জন্য রয়েছে আরো সুন্দর দৃশ্য। এমন আকর্ষণীয় পুরস্কার, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার বর্ণনা কোন কান কখনো শোনেনি, যে দৃশ্য কোন অন্তর কখনো কল্পনা করেনি। আল্লাহর এই দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে তোমরা মরে যাও কি বেঁচে থাক, উভয় অবস্থাতেই তোমরা বিজয়ী। সবেমাত্র কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এক যুবক। সে জিজ্ঞেস করল?

– ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাব্বাবের পিঠে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন দেখে আমি ভীত সন্ত্রস্ত। রক্ত মাংসের মানুষ কিভাবে এত অত্যাচার সহ্য করতে পারে! আমি কি পারব এ রকম নির্যাতনের মুকাবেলায় টিকে থাকতে?

– অবশ্যই পারবে। কাফের বেঈমানরা যখন নির্যাতন করে, তখন তোমাদের চোখে ভেসে উঠবে জান্নাতের ছবি। তোমাদের দেহ হয়ে যাবে এনেস্থেসিয়া দেয়া অপারেশনের রোগীর মতো। কোথায় কাটলো, কোথায় ছিড়ল টেরই পাবে না।

“নারায়ে তাকবির” বলে মক্কার জমিনে ছড়িয়ে পড়ে সত্যের এই কাফেলা। আবু জাহেলের সাঙ্গপাঙ্গদের শুরু হয় হৃদকম্পন! ■

www.pathagar.com

নতুন প্রত্যাশা

নাসীমুল বারী

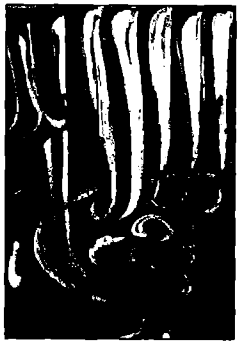

ছড়ানো পাথরের চমৎকার জায়গাটায় আলোচনায় বসেছে ওরা নয় জন। অদূরেই ক'টি খেজুর গাছ।

বৈকালিক এ সময়টায় মৃদু বাতাস বয়ে যায় ওদের গা বেয়ে। বেশ লাগছে। বালুময় মরুর ছড়ানো এ পাথর আঙিনাটা তাই ওদের বেশ প্রিয়।

ওদের এ আসরের সদস্য সংখ্যা দশ। ওয়ারাকা, আবু বকর, জায়েদ, আবদুল্লাহ বিন জাহশ, উসমান বিন হারিস, রুবাব, আসাদ, কিস, হিমারী ও কায়েস। কিন্তু আজ আবু বকর নেই দলে। ব্যবসার কারণে দূরের দেশে আছে এখন।

ওয়ারাকা ওদের মধ্যে ভিন্নতর মানুষ। সে অন্ধ অথচ অত্যন্ত জ্ঞানী ও পণ্ডিত। তাঁর অন্তরাক্ষি ছিল খুবই প্রখর। লোকে বলত আকাশ আর পৃথিবীর সব গৌরবময় বস্তু ওয়ারাকার অন্তর চোখ স্পষ্ট দেখতে পেত।

এ দশ জন মক্কার যুবকদের অতি প্রিয় আর সম্মানের। ওরা অসুন্দর কোন কাজে নেই।

নিন্দনীয় আর কলুষিত কোন কাজ ওরা করে না।

প্রাণহীন মূর্তির কাছে মাথা নোয়ায়নি কখনো। ওদের আলোচনা সবসময় বুদ্ধিবৃত্তিক আর কল্যাণমুখী। ধর্ম বিশ্বাসে অবশ্য ওদের কেউ মূসা আর কেউ ঈসার অনুসারী।

www.pathagar.com

আলোচনার ফাঁকেই উসমান বলে– আমার আর ভাল্লাগে না নীরস এ ধর্ম কর্ম। রোম পর্যন্ত গিয়েছি। ব্যাপটিস্টবাদ গ্রহণ করেছি। কিন্তু মনের প্রশান্তিময় কিছু পাই না আজও। নিউ স্টেটামেন্টে পেয়েছি কল্যাণমুখী আসমানী কিতাব আসবে, কই তা? কই পাবো সে কিতাব?

উসমানের কথা শেষ হতেই ওয়ারাকা বলে ওঠে– আমিও তো ঈসার ধর্মের অনুসারী। আমিও অনেক খুঁজেছি, আমার অন্তর কিছুই পায়নি।

ওয়ারাকাকে সমর্থন করে আরো ক'জন।

কায়েস বলে ওঠে– অই মূর্তি-ফূর্তি দিয়ে কি ধর্ম চলে? অসাড়-বোবা ওই পাথরগুলো আমাদের ভাগ্য বদলাবে কেমনে?

আসলেও ঠিক।

সপ্তম শতকের এ সময়টায় মক্কার লোকদের মাঝে ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনধারা। মানুষের সামাজিক জীবনের সুন্দর কোন দিক-নির্দেশনা ধর্মীয় অনুশাসনে ছিল না। অকাজেই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি লেগেই থাকতো। মদ, জুয়া আর অনৈতিকতায় সমাজ ভরে ছিল। অসাড়, নিস্তেজ মূর্তিপূজা কিংবা আগুন-পাথরের পূজা করলেও মানসিক ও আত্মিক কোন প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া যেত না। একগুঁয়েমী, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বৈচিত্রহীন ধর্ম-সমাজ ব্যবস্থায় হাঁপিয়ে উঠেছিল মানবতা।

ওই দশ জন সেসব থেকে মুক্তি খুঁজতেই একত্র হয়।

নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসে ভিন্নতা থাকলেও মনের মিলটা ছিল বেশ মজবুত। তাই তো মক্কার যুব সম্প্রদায়ের কাছে ওরা ছিল জ্ঞানে আর পাণ্ডিত্যের সম্মানে অধিষ্ঠিত।

আলোচনার এক পর্যায়ে ওয়ারাকা বলে– এই শোনো, তোমরা আমার চাচাত বোন খাদীজাকে চেন তো?

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবদুল্লাহর এতিম ছেলে মুহাম্মাদ ওর স্বামী না?

সমস্বরে সবাই বলে।

ওয়ারাকা আবার বলে– হ্যাঁ! তাঁর কাছে একটা নতুন খবর পেলাম।

– কী!

ঔৎসুক্য নিয়ে আবার সবাই জিজ্ঞেস করে।

– মুহাম্মাদ নাকি নিয়মিত হেরা পর্বতে গিয়ে একটা গুহায় ধ্যান করে। ধ্যান করতে করতে নাকি ওহী পেয়েছে।

– ওহী! আশ্চর্য তো! তারপর?

উসমান বলে ওঠে।

– ওহী পেয়ে নতুন ধর্মমত প্রচার করছেন। তার ধর্মমতে গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বলছে। মেয়ে শিশুদের কবর দেয়া বন্ধ করতে বলছে; মারামারি হানাহানি বন্ধ করতে বলছে। পূজা পার্বণ নিষিদ্ধ করেছে। আর বলছে, 'আল্লাহ এক। তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।' এটা একটা নতুন কিছু, নতুন প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

– তাই নাকি! চল না সবাই ওর কাছে গিয়ে দেখি আসল ব্যাপারটা কী?

– কিন্তু আবু বকর যে নেই। ও থাকলেই না ভালো হতো। ওর যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা– ও মুহাম্মাদকে ভালো করে বুঝতে পারতো। আমি তো অন্ধ।

মুহাম্মাদের নতুন এ ধর্মের কথা খাদীজা থেকে শুনে ওয়ারাকা বন্ধুদের কাছে বলে দেয়। এভাবেই এ মুখ ও মুখ হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো মক্কায়।

মুহাম্মাদ দেব-দেবীর প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস কখনো পালন করেনি।

এতে কারো দুঃখ নেই।

কিন্তু দেব-দেবীর প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসকে অস্বীকার করাটা বড়ই দুঃসাহস। তাই কেউ কেউ মুহাম্মাদকে প্রতিহত করার চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছে। অঙ্কুরেই এ ব্যাপারটা বন্ধ করে দেয়া ভালো।

এরই মধ্যে যুব সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র একটি অংশ ধীরে ধীরে মুহাম্মাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তারা মুহাম্মাদের কথা, আচরণ আর চিন্তাকে পছন্দ করছে। কিন্তু সর্দারদের ভয়ে তারা সরাসরি কিছু বলতে পারছে না।

সাধারণ মানুষরা সর্দারদের কাছে নালিশ করতে লাগল মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ বাপ-দাদাদের ধর্মকে মুহাম্মাদ মানে না।

অসম্মান করছে পবিত্র মূর্তিগুলোকে।

তার বিরুদ্ধে এখনই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

মুহাম্মাদ আল্লাহর ওহীর কথা বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক– মক্কার সর্দাররাও এমনটি চায় না। সাধারণ মানুষের অভিযোগ পেয়ে তারা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকে।

ওয়ারাকার কাছে এখনো খাদীজার কথাগুলো স্পষ্ট আর চমৎকার লাগছে। ওয়ারাকা খাদীজার কথাই ভাবছে। তার কথা মতো মুহাম্মাদের পালনীয় কাজগুলোই নতুন আর সুন্দর একটা ধর্ম বলেই মনে হচ্ছে।

খাদীজা তাকে বলল ওহী নাযিলের পরের ঘটনাগুলো।

ওহী নাযিল হওয়ার পর সাত দিন পেরিয়ে গেছে– কিন্তু মুহাম্মাদ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করেননি 'আল্লাহ মহান' এ কথাগুলো বলা। বারবার তিনি আপন মনে বলে যাচ্ছেন 'আল্লাহ মহান।' মুহাম্মাদের চিন্তাধারা এ নতুন কথার ব্যাপকতায় আগাতে থাকে অসীম সুন্দরের সন্ধানে। দু:খী গরীবের প্রতি দয়া, সহানুভূতি, মানুষের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, শিশু-মেয়েদের প্রতি দয়া, কুরাইশদের রাগ-বদমেজাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে চলা– তাঁর এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'আল্লাহ মহান' কথার মাঝে পূর্ণতা পেয়েছে। এমন চিন্তাই খাদীজার মনে হলো।

হঠাৎ এক রাতের শেষ ভাগে মুহাম্মাদ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন– "প্রিয় খাদীজা, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" তারপরই মুহাম্মাদ আবার বললেন– "এ অভিবাদন শুধু আমার কাছ থেকে নয়– আল্লাহর তরফ থেকে। জিবরাঈল আপনার জন্যে শান্তি বয়ে এনেছেন।" খাদীজাও প্রত্যুত্তরে বলেন, "আল্লাহর শান্তি– তাঁর ফেরেশতা ও তাঁর নবী আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের উপর বর্ষিত হোক।"

www.pathagar.com

তারপর উঠে মুহাম্মাদ কূয়োর ধারে গিয়ে পানি তুললেন। সে পানি দিয়ে জিবরাঈলের শিখিয়ে দেয়া নিয়মে অযু করলেন। খাদীজাও করলেন অনুরূপ।

অযু করে তাঁরা নামায পড়বেন।

জিবরাঈলের শিখিয়ে দেয়া নিয়মে এ নামায নিজে নিজে প্রথম বারের মতো আদায় করা হবে। ঘরের ছাদই নীরব আর উপযুক্ত স্থান নামায আদায়ের জন্য। জিবরাঈল নামায শেখানোর সময় মুহাম্মাদ মক্কার পাশেই পাহাড়ের উপর ছিলেন। জিবরাঈল সেখানে পাখা দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন। এতে আল্লাহর কুদরতে পানি প্রবাহিত হয়। সে পানিতে মুহাম্মাদকে অযু করা শেখানো হয়। তারপর নামায পড়া শিখিয়ে দেয়।

আর এখন তিনি খাদীজাকে নিয়ে সে নিয়মেই নামায পড়বেন।

নামায পড়তে যেই না ছাদে যাবেন অমনি ছোট্ট বালক আলী দেখে ফেলে।

সে থাকত পাশের কামরায়।

আলী মুহাম্মাদের কাছেই লালিত পালিত হচ্ছিল। মুহাম্মাদের উপর ওহী নাযিলের পর আলী বেশ অভিভূত হয়েছিল। সে ওহীগুলো ভেড়ার চামড়ায় লিখে রাখে ও মুখস্থ করে ফেলে। এখন আলীকে দেখে তাকেও সাথে নেয় মুহাম্মাদ।

এবার এ তিনজন জিবরাঈলের শেখানো নিয়মে আল্লাহর দেয়া প্রথম ইবাদত– নামায আদায় করলেন।

ওয়ারাকার মনে এ কথাগুলো বেশ লাগছে। তারও ইচ্ছে হচ্ছে মুহাম্মাদের সাথে দেখা করার, কথা বলার। কিন্তু আবু বকর নেই মক্কায়, তাই ওরা কেউ এখনো যায়নি মুহাম্মাদের কাছে।

সেই প্রত্যূষে নামায আদায়ের মাধ্যমে মুহাম্মাদ যে নতুন জীবনধারা সূচনা করেন তা ক্রমেই জনপ্রিয় হতে থাকে। তবে খুবই গোপনে এবং ধীর গতিতে। মক্কার সর্দারদের ভয়ে কেউ সাহস করে প্রকাশ্যে আসে না। মক্কার কুরাইশরাও চিন্তিত হতে থাকে মুহাম্মাদের এ নতুন জীবনধারাকে নিয়ে। তারা ভাবতে থাকে কিভাবে প্রতিহত করা যায়। প্রতিহত না করতে পারলে এক সময় ওদের দেব-দেবীর ধর্মমত, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। বাপ-দাদাদের কি ভুলা যায়? ধ্বংস করা যায়? না, হতেই পারে না।

একদিন কুরাইশ সর্দাররা কাবার পাশে সুফিয়ানের ঘরে বসে। সেখানে আলোচনার এক পর্যায়ে উতবা বলে– মুহাম্মাদ আল্লাহর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছে যেন আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তার কাছে নাকি এসব ব্যাপারে আসমান থেকে ওহী এসেছে।

কথাটা শেষ করে একটু হাসে উতবা।

– কী ধরনের ওহী?

সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে।

– তার কাছে নাকি আল্লাহ ওহী পাঠিয়েছে। সে আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসকে পৌত্তলিক বলে আখ্যায়িত করছে। যারা এ ধর্মকে বিশ্বাস করে তারা দোযখের আগুনে পুড়বে, এমন ভয়ও দেখাচ্ছে।

www.pathagar.com

সামনে বসা আবু জাহল বলে– আমিও একটু একটু শুনেছি এমন কথা। খাদীজা এ কথা ওয়ারাকাকে বলে। আর ওয়ারাকা এই ওহীকে 'মহান আদর্শ' বলে প্রচার করছে।

দরজার কাছ থেকে ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে একজন বলে– আমরা এতো সম্মানিত আর সাহসী মানুষ থাকতে ওই এতিম ছেলেটা আমাদের ধ্বংস করে দেবে? আমরা বসে থাকব সবাই? এমন ভীতু আমরা না।

– এসব ছোট বিষয় নিয়ে কথা বলাই উচিৎ না। তাহলে মুহাম্মাদের সাহস বেড়ে যাবে। আরেকজন পেছন থেকে বলে।

এরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর হাসাহাসির মাধ্যমে মুহাম্মাদের এ ধর্ম প্রচারকে ওরা গুরুত্ব না দিয়ে ওরা বৈঠক শেষ করে।

পড়ন্ত এক বিকেলে দ্রুত হেঁটে আসছে কাবার দিকে আফিফ।

ইয়েমেনের কিনদা এলাকার যুবক। তাই নামটাও অমনই– আফিফ আল কিনদি। আব্বাসের সাথে দেখা করতে মক্কায় এসে পৌঁছেছে, কিন্তু আব্বাসের দেখা পায়নি। আব্বাসের সাথে তার দেখা করতেই হবে। তাকে তার জিনিষগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তবেই শান্তি।

কাবা ঘরের খাদিম মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস।

মুহাম্মাদের চাচা।

আব্বাস অনেক আগে আফিফকে ইয়েমেনের ধুনা নিয়ে আসতে বলেছিল। সে কথা দিয়েছিল ধুনা নিয়ে আসবে। আজ ধুনা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আব্বাস তো ঘরে নেই। নিশ্চয় কাবার ওদিকে কোথাও আছে।

তাই দ্রুত হেঁটে চলছে কাবার দিকে।

সন্ধ্যার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে, তার প্রাপ্য দ্রব্যাদি বুঝিয়ে দিতে হবে।

কাবার কাছে পৌঁছতেই আব্বাস তাকে দেখে সহাস্যে বলে– কি হে আফিফ কেমন আছো?

– ভালো। তোমাকেই খুঁজছি। তোমার ধুনা এনেছি।

– ও! তাই নাকি। বেশ তো।

ঠিক তখনি কাবার বারান্দায় এসে ঢোকে এক লোক।

গায়ে লম্বা পোশাক।

চোখ তার বেশ উজ্জ্বল।

পড়ন্ত বেলার সূর্যটা দেখে নিল। তারপর যমযম কূপের ধারে গিয়ে পানি তুলে মুখ ধুলো, মাথায় দিল। অভিনব ও বিশেষ নিয়মে এসব কাজ করে কাবার কাছে ফিরে এলো। তাকে অনুসরণ করল একজন মহিলা ও একটি ছোট ছেলে। তারপর কাবাকে সামনে রেখে লোকটি দাঁড়িয়ে বিশেষ নিয়মে কিছু কাজ করতে লাগল– তা দেখে বুঝা যায় এ এক ধরনের ইবাদত।

মহিলা আর ছেলেটিও একইভাবে অনুকরণ করল।

www.pathagar.com

আফিফ ভীষণ চমকে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। আব্বাসের সাথে কথা বলা ভুলেই গেল।

কিছু পর অনেক বিস্ময় নিয়ে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করে— ওরা কারা? কী করছে ওরা?

আফিফের এমন বিস্ময়াভিভূত প্রশ্ন শুনে আব্বাস একটু থমকে যায়। সুদূর ইয়েমেন থেকে এসেও এ যুবক ওই এতিম মুহাম্মাদের প্রতি কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেছে। যুব ছোকরাদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। সবাই যেন নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি দিয়ে দিচ্ছে। মুহাম্মাদের কথায় পবিত্র মূর্তিগুলোকে অসাড় ভাবছে। এ কেমন কাণ্ড!

আফিফ বিদেশী মেহমান। তাই ওর সাথে অসৌজন্যমূলক কোন আচরণ করল না আব্বাস। অথচ ভিতরে ভিতরে খুব রাগ হয়েছে। নিজেকে ভদ্রভাবে সামলিয়ে মৌন কণ্ঠে বলল— ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। সে দাবি করছে যে সে একটা নতুন ধর্মের প্রবর্তক। মহিলা তার স্ত্রী— নাম খাদীজা। ছোট ছেলেটি আমারই ভাই আবু তালিবের পুত্র আলী।

— অমন করে কী করছে?

— এটা নাকি ওদের ইবাদত।

— এতো সুন্দর ওদের ইবাদত!

আফিফ চমক আর বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ওদিকেই।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়াভিভূত চিৎকার দিয়ে আফিফ বলে— আমার ইচ্ছে আমি ওদের মধ্যে চতুর্থ জন হই! ■

www.pathagar.com

নববধূ

ফারজানা মাহবুবা

মুরজে সিফার,

তাবুর ভিতর অন্যান্য মহিলাদের হাসি-ঠাট্টা ঘিরে রেখেছে উম্মে হাকীমকে।

: 'কীহে, তোমরা যে ওকে ভীষণ লজ্জা দিচ্ছ! দেখ, আমাদের নববধূর গাল লাল হয়ে গেছে তোমাদের ঠাট্টায়!'

তাবুর কোলে বসে থাকা বৃদ্ধা মহিলার কথায় উম্মে হাকীমের মাথা লজ্জায় আরো নুয়ে পড়ে। ইশ্, এই খালিদ যে কী! ওয়ালিমার মেহমানদারী করতে সেই যে ছুটোছুটি করছে, সকাল থেকে একবারও আসেনি তাবুতে। আর তখন থেকেই সবার হাসি-মশ্করা শুনতে হচ্ছে!

: 'কিছু ভাবছ?'

পাশ্ থেকে ফিস্ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে সাঈদা। ছোটকাল থেকে বিপদে-আপদে আজো সাঈদা সবচেয়ে কাছের বান্ধবী।

: 'হাঁ সাঈদা, খালিদ সকাল থেকে একবারও দেখা করেনি।'

: 'সাঈদা কিছু বলে না, চুপ করে জিলবাবের কোণা নাড়াচাড়া করে।

: 'চুপ করে আছ যে?'

: 'উঁহু, এমনিতেই।'

সাঈদার কণ্ঠে কিসের যেন উৎকণ্ঠা চাপা দেয়ার চেষ্টা, অমংগল আশংকায় কেঁপে উঠে উম্মে হাকীম। সাঈদা কী লুকাচ্ছে? খালিদের কিছু হয়নিতো? উম্মে হাকীম আঁকড়ে ধরে সাঈদার হাত।

: 'সাঈদা, কিছু লুকাচ্ছ তুমি! কী হয়েছে? আমাকে সত্যি কথা বলো।'

সাঈদা কী বলবে ভেবে পায় না, একটু আগেই খবর এসেছে রোমানরা হঠাৎ করে আজ আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সাঈদা কিছু বলার আগেই তাবুর বাইরে মৃদু কাশির শব্দ শুনা যায়। মেয়েরা সবাই উম্মে হাকীমকে একলা রেখে বের হয়ে যায়।

ভিতরে ঢুকেন খালিদ বিন সাঈদ।

তাবুর কোণা দিয়ে সকালের রোদ হালকা হয়ে এসে পড়েছে উম্মে হাকীমের চেহারায়। ভালবাসায় পূর্ণ এক আরব নারী। টানা ভ্রু'র নীচে বড় বড় নিষ্পাপ চোখ মেলে অনুযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার নববধূ। দুলে উঠে খালিদের মন।

: 'আপনি সেই কখন বেরিয়েছেন!'

মৃদু অভিমান সুরে।

: 'আমি দু:খিত উম্মে হাকীম। মেহমান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'

কিছুটা ম্লান স্বর খালিদের।

কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে, অজান্তেই বুঝতে পারে উম্মে হাকীম। বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়, ঝন্‌ঝন্ করে উঠে বিয়ের গহনা।

: 'আপনার কী হয়েছে?'

হঠাৎ এতক্ষণে খালিদের পোষাকের দিকে চোখ যায় উম্মে হাকীমের।

: 'আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন?!'

কোনো অনুযোগ নয়, হতাশা নয়, যেন বিশাল এক বিস্ময় ভরা প্রশ্ন।

: 'জ্বী হা, আমার মাহবুবা, এ মাত্র খবর এসেছে, আমাকে এখনি যুদ্ধে যেতে হবে।' চোখ নিচু করে উম্মে হাকীম।

ঠিক এভাবেই বিদায় নিয়েছিল ইকরিমা, আজনাদাইনের যুদ্ধের দিন। তখনো মাত্র বিয়ে হয়েছিল তাদের। ইকরিমা ফিরে এসেছিল শহীদ হয়ে।

বুকের গভীরে কোথাও রিন্‌রিন্ করে ব্যথার ঘণ্টা বাজে। চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করে ওঠে অশ্রুবিন্দু।

: 'তুমি কাঁদছ উম্মে হাকীম?'

: 'আমার চোখের পানির জন্যে মাফ করবেন। যুদ্ধে আল্লাহ আপনার হাতকে শক্ত করুন।'

www.pathagar.com

ধরে আসে নববধূর কণ্ঠ। নিজেকে শক্ত করেন খালিদ। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিয়ের মঞ্চ থেকে যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। আজ তারও সময় এসেছে ঈমান পরীক্ষার।

: 'ইয়া খালিদ!'

তাবুর বাইরে থেকে ডাক আসছে। আর সময় নেই। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। দরজা পর্যন্ত গিয়ে কী মনে করে ফিরে তাকান।

গতকাল মাত্র এই মেয়ে তার জীবন সংগী হয়েছে। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতকালের আপনজনকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে!

এইতো পরশু যখন যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে বিয়ের প্রস্তাব পান, প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে বিয়ে! যুবায়ের হেসে বলেছিল, 'যুদ্ধ হচ্ছে বলে বিয়ে থেমে যাবে নাকি? চলো চলো, রাজি হয়ে যাও, একজন শহীদের স্ত্রীকে বিয়ে করছ, এরচেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?'

খালিদ রাজী হয়েছিলেন, পরদিনই বিয়ে, যুদ্ধের ময়দানে একদিনের সংসার। আজ আবার চলে যাচ্ছেন তিনি।

: 'উম্মে হাকীম, তুমি কি মন খারাপ করেছ মাহবুবা?'

দৌড়ে এসে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নববধূ। চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়। কিন্তু একটু পরেই কান্না গিলে ফেলে নিজেকে সামলে নেয় উম্মে হাকীম। খালিদের বর্ম নিজ হাতে শক্ত করে লাগিয়ে দিয়ে বলে,

: 'আল্লাহর কসম খালিদ, আপনার ভবিষ্যৎ সন্তানকে আমি নিজ হাতে আপনারই মত যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত করে দিব।'

খালিদ চলে যান।

তাবুর দরজার পর্দাটা এখনো দুলছে।

স্বামীর যাওয়ার পথের দিকে তখনো তাকিয়ে আছে উম্মে হাকীম, বাইরে ভীষণ শোরগোল শোনা যায়।

: 'উম্মে হাকীম! উম্মে হাকীম!'

দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ঢুকে সাঈদা, 'রোমানরা ঢুকে গেছে!'

কথা শেষ হওয়ার আগেই তরবারীর ঝন্‌ঝন্‌ শোনা যায়। নিজের তাবুর খুঁটি উপড়ে তুলে ফেলে উম্মে হাকীম। এখনো নববধূর সাজ তার শরীরে। তার উপরেই তাড়াতাড়ি জিলবাব বেঁধে নেন শক্ত করে।

আর তখনি তরবারির আঘাত এসে আঁচড় কেটে যায় তার হাতে। খুঁটি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে নববধূ। প্রচণ্ড আক্রোশে লাল হয়ে ওঠে তার চেহারা।

আজনাদাইনে ইকরিমা গিয়েছিল।

www.pathagar.com

আজ খালিদ গিয়েছে। আর নয়। যথেষ্ট সহ্য করেছে সে। শরীরের সব শক্তি এক করে খুঁটির মাথা দিয়ে বাড়ি মারে রোমানটার মাথায়।

ফিনকি দিয়ে ছুটে রক্ত।

ঐতো আরেকটা! বাঘিণীর মত ছুটে যায় উম্মে হাকীম। আরেকটা আঘাত এসে লাগে, চারপাশে ঝাপসা হয়ে আসে।

না, না, জ্ঞান হারানো যাবে না। একজন মুসলিম নারী এত সহজে হার মানার নয়। তীব্র রাগ তাকে জ্ঞান হারাতে দেয় না। একে একে সাতজন শত্রু মারা যায় তার খুঁটির আঘাতে।

হাঁটু ভেঙ্গে আসে। কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে নেমে চোখের সামনে পর্দা দিয়েছে যেন, সবকিছু অন্ধকার কেন এত? হুমড়ি খেয়ে পড়ে উম্মে হাকীম।

খালিদ বিন সাঈদ যুদ্ধ শেষে যখন তার আহত নববধূকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে আনেন, তখনো তার হাতে শক্ত করে ধরা ছিল খুঁটিটা।

খালিদ পরম মমতায় তার নববধূর জখম পরিচর্যা করেন। এমন স্ত্রী আছে বলেই মুসলিম যুবকেরা এখনো অপরাজেয়। ■

www.pathagar.com

'তাত্ত্বিক' বিভাজন-মুক্তির স্বপ্নে ॥ আবদুল মুকীত চৌধুরী

আত্মঘাতী হানাহানিতেই   মোক্ষ খুঁজছে   নেতারা
তত্ত্বকথায় ভেদরেখা টানে   কোন কল্যাণ   কে তারা?
বাইরের সব স্থূল হামলার   কুশীলব সব   চেনা যায়;
কিন্তু এদের চেহারা-সুরতে   সালাম-কালামে   চেনা দায়!

ঘৃণ্য হিংসা দিয়েছে উস্কে   আনে বিদ্বেষ   বিভাজন,
একটি জাতকে একশ' করার   কসরতে ঢালা   তনুমন!
স্ব স্ব গোষ্ঠীর নিশান উড়িয়ে   এরা গুরুকুল-   সওয়ার
হায় অনুসারী! নিয়তি কি এই   দুষ্টের বোঝা   বওয়ার?

ছল ও ছুতায় নানা বাহানায়   দিন নাই আর   রাত নাই
মুক্তিপথের কথিত দিশারী   বালিশে মাথারা   কাত নাই;
লাঠি-সোটা নিয়ে সংঘাতে মেতে জীবনের কাল   সারা হয়,
হায় অনুসারী! মুক্তির পথ   ইসলামের কেউ   তারা হয়?

আগ্রাসীদের পদভারে কাঁপে   শান্তির সব   দেশ-কাল
ন্যায়-অন্যায় ধার যে ধারে না   গোলকায়িত   তার জাল।
এদিকে উনারা উম্মাহ জুড়ে   সংঘাতে ডাকে   জনগণ
অনুসারী দল, ভ্রাতৃঘাতী   দ্বন্দ্বে কি টানে   সজজন?

এরা নাকি সব বীরপুঙ্গব   ইসলামে তদ্-   গতপ্রাণ
দেশ ও দশের খেদমতে তারা   দিতে প্রস্তুত   স্ব স্ব জান!
আর দিন-রাত ফন্দী-ফিকির   যেন তেন চায়   বিভাজন,
অনুসারীকুল, ভেবে দেখো এই   নেতৃবৃন্দ   কে বা হন?

আগ্রাসন ও গণহত্যায়   পৃথ্বী যেখানে   তল হয়.
ঘাড় থেকে এই দৈত্য ফেলার   আজো আসে নি কি   সুসময়?
হিংসার গুরু 'তাত্ত্বিক'দের   গোষ্ঠী-কলহে   গোর দাও,
'শীশাঢালা সেই' 'প্রাচীর'টা গড়ে   জাতিকে স্বপ্ন-   ভোর দাও,

ইসলাম ভালবাসার নামে   এরা হিংসায়   অন্ত প্রাণ
ঘৃণার আগুন ভস্মাবশেষে   মুক্তি পাবে এ   মুসলমান।

www.pathagar.com

মালাউন ইহুদী ॥ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

ইহুদীরা নাকি খুব বেশী জ্ঞানী– অধিক মাত্রায়;
ইতিহাসের পূর্বাপর ঘটনাবলী তাদের নখদর্পণে নিত্য চমকায়
মানুষের উত্থান পতন, ধর্ম-কর্ম, আল্লাহ-রসূল,
সত্য-মিথ্যা– সবই নাকি তাদের অনায়াস-অভিজ্ঞাত!
পৃথিবীর, মানুষের, সমাজের– গতি-প্রকৃতি এক লহমায়
বুঝে নিয়ে যে কোন কূটচালে মানবতাকে আবদ্ধ করতে পারে ওরা–
যেমনি ওদের বহু প্রাচীন কুসীদবৃত্তির ঘৃণ্যজালে
আটকে ফেলেছে বিশ্বের মানুষকে।
এভাবে ইতিহাসের গতিকে নাকি ওরা ঘুরিয়ে ফেলতে পারে
এদিক থেকে ওদিক।
সারা বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের ওপর তাদের শত-সহস্র বছরের
নীলনকশা যেমন ক্রিয়াশীল তেমনি স্বল্পমেয়াদী কিংবা
চলমান ঘটনাবলীতেও তাদের গোপন চাল নাকি থাকে ক্রিয়াশীল।
তাহলে স্বীকার করতেই হয়– ওরা অনেক জ্ঞানী, অনেক কুশলী!

কিন্তু দুর্ভাগা ওরা– ওদের কোন প্ল্যান-প্রোগ্রামই
মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত নয়। ওদের টার্গেট
শুধুই ইহুদীবাদী স্বার্থ সমুন্নত করা।

শুধু এই একটি কারণে ওরা যতো রক্তপাত যতো অপকর্ম
যতো বেহায়াপনা যতো নির্লজ্জতা আছে–
সবকিছু করতে পারে। শুধু এই কারণে
যেকোন ধংসাত্মক কাজে, যেকোন যুদ্ধ-বিগ্রহে,
দেশ-জনপদ, শস্য-সম্পদ ধূলিস্যাত করতে, জলে স্থলে
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ধ্বংসের দাবানল সৃষ্টিতে– কিংবা
এসবের ইন্ধন যোগাতে ওরা ধুরন্ধর পারঙ্গম
এমনকি ওদের স্বার্থের প্রয়োজনে নিজ সম্প্রদায়ের
লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলতেও পিছপা নয় কখনো।
ফলে, অতিজ্ঞানী অতি বুদ্ধিমান হয়েও আসলে
ওরা জ্ঞানপাপী, মালাউন।

এসবই পৃথিবীর মানুষের জানা; সুদূর অতীত থেকেই
তারা মানুষের ঘৃণা বহন করে এসেছে।
কিন্তু আজ! ইতিহাসের মোড় ঘুরাতে ঘুরাতে তারা

www.pathagar.com

মানুষেরও অনেকটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।
যেসব জনগোষ্ঠী ইহুদীদের কর্মকাণ্ডকে একদা
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতো– আজ তাদের অনেকেই
ওদের সহযোগী– সহগামী।
ইহুদীর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য্য এখন দখল করে
নিয়েছে তাদের আস্থার ভুবন।

অতএব সাবধান হে মানুষ! মানবতা এখন
অতিবড়ো বিপর্যয়ের দিকে ধাবমান!

আর আফসোস! এই অতি জ্ঞানী, অতি শিক্ষিত [!] ইহুদীরা
সত্য জেনেও রাসূলকে [সা] মেনে নেয়নি শুধুমাত্র তাদের
জাত্যাভিমান অটুট রাখতে। আর তাই–
আল্লাহর অভিশাপ বয়ে মানবতার জঞ্জাল হয়েই
ওরা হেঁটে যাবে বহু কুটিল-বৈকল্যের পথে
কেয়ামত তক্।

কার ইশারায় ॥ ইয়াকুব বিশ্বাস

বাতাসেরা শন শন কার কথা কয়–
ছল ছল নদীরা কার পানে ধায়
রাতের আঁধার কেটে দূর নীলিমায়
চাঁদ কেন আধো আধো জোসনা বিলায়।
কার ইশারায় বলো, কার ইশারায়!

পাখিদের কাকলিতে কার নাম বাজে
ভোরের শিশিরে কেন প্রকৃতি সাজে
ফুলেরা পাপড়ি মেলে কার পানে চায়
মৌমাছি ঘ্রাণে তার মাতাল প্রায়।
কার ইশারায় বলো কার ইশারায়!

হাসনা হেনা বেলী জুঁই চামেলী
মুহু মুহু সুবাস দেয় যে ঢালি
সূর্যমুখী মেলে আঁখি কার কামনায়
কার নূরে ঝিকিমিকি তারারা আলো ছড়ায়।
কার ইশারায় বলো কার ইশারায়!

www.pathagar.com

প্রজাপতির ডানায় কোন শিল্পীর ছবি–
কার রঙে রাঙানো এই পৃথিবী
অপরূপ সৃষ্টির কারুকাজ নয়ন জুড়ায়
লক্ষ সুজুদ নোয়ায় শির তাঁর আঙিনায়
কার ইশারায় বলো কার ইশারায়!

আমরা বড়ো বেশি অসহায় ॥ শাহনাজ পারভীন

"মানুষ যদি না হতেন এই আল্লাহর প্রিয়জন
চতুর্দশী রাত তিনি করতেন তবে রওশন"–
হযরত ওমর আওড়াতেন কেন জানিনা সেসব।
শুধু মন বলে যায় আজ যদি তিনি আসতেন!
ইডেনের অমানবিক চুলা-চুলির দৃশ্যে হাসতেন নাকি কাঁদতেন?
নাকি রাতভর তিনি নির্ভয় অভিভাবকের মত
রাস্তার পাশে আন্দোলনকারীদের পাহারা দিতেন।

পাহারা দিতে দিতে যখন ক্লান্ত হতেন ভোরের রশ্মিতে
৬৪ জেলার বোমা তখন কি তাকে আরো বেশি ক্ষত-বিক্ষত করত
নাকি তিনিই অসহায় হতেন!

শান্তির ধর্ম ইসলাম
অথচ সারাবিশ্বে আজ অসহায় শিরোনাম।
প্লিজ আসুন, নিজ হাতে তুলে নিন এই গুরুদায়িত্বভার
হে রাসূল [সা] আমরা জানি, আপনি আর আসবেন না কখনো
খেলাফতের দায়িত্বভার আমাদেরই হাতে করেছেন অর্পণ
কিন্তু আজ আমরা পাপীষ্ঠ আর বড়ো বেশি অসহায়
রূপার কোলের আতংকিত শিশু আজ কেঁদে কেঁদে তাই বলে যায়।

রাসূল বিনে ॥ সরকার আলমগীর

রাসূল বিনে রোজ হাশরেতে
কে তরাবে আমায়– রাসূল বিনে
ভবের মায়া-মোহ ছেড়ে
নিতে হবে চিনে তাঁকে চিনে।

www.pathagar.com

রাসূল আমার আখেরী ভরসা
গহীন আঁধারে তিনি পূর্ণ আশা
হৃদয়ে তাই গড়ি রাসূলের ভালবাসা
তাঁরই পথ ধরে এগিয়ে যাই রাতে ও দিনে।

যখন জপি দিলে আল্লাহর নাম
সাথে সাথে জাগে প্রিয় রাসূলেরও নাম
এইভাবে বাসা বাঁধি হৃদয়ের ধামে
রাসূলকে বেঁধে নেই জীবনে ও মরণে ॥

তোমার কথা রাখতে পারিনি ॥ সোহরাব আসাদ

আমার ক্রমাগত বিশ্বাসভঙ্গতার জন্য
তুমি কষ্ট পেয়েছো খুব, বেদনায় হয়েছে নীলকণ্ঠ
ওই অধরা আকাশটার মত তোমার ঔদার্যে
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আমি।
আবার সাহসে হাত বাড়াই তোমাকে ছোঁবো বলে।
মুক্তোর চেয়েও দামী কি তৃপ্তির হাসি,
রাগ কিংবা বিরক্তি নেই একতিল।

দীর্ঘ মরুপথ বেয়ে শ্রান্তিতে একটুও হয়নি ম্লান সেই স্বর্গীয় স্মিতি।
শুভ্র স্বেদবিন্দু কি আবেশী সুরভী ছড়ায়।
খোর্মার বন আর বণিকের উটের সারি দাঁড়িয়ে যায় দ্যুতিময়
সৌম্য-শান্ত আলোর আভায়।
সালাম জানায় উষর মরুর নিরক্ষর বেদুইন।

আত্মার নিলয়ে লুকোনো সব প্রেম উজার করে
তোমার নিঃশ্বাসের অনাঘ্রাত খোশবুর সাথে অবলীলায়
মিশে যেতে উদ্বাহু আকুতি জানালাম।
দেহের সব শক্তি পুঞ্জিভূত করে চিৎকার
দিয়ে বলেছি এই যে আমি!
শুধু তোমারই সেই আমি!

এই দূরান্তের বিরান ভূমি থেকে
আমার ক্ষীণ কণ্ঠের মিনতি ব্যর্থ আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত

www.pathagar.com

হয়ে আছড়ে পড়ে ইথারের কার্নিশে? এর একটি
শব্দকণাও কি তোমার কাছে পৌঁছেনি?
কি করে পৌঁছবে! আমি যে পায়ে পায়ে বিশ্বাসভঙ্গ করেছি প্রিয়!
আমি সেই ক্লান্ত নিঃসঙ্গ মুসাফির
একাই ফিরে যাচ্ছি।

দীর্ঘ সফরে রসদ বলতে নেই কিছুই।
তুমি ছাড়া কে আছে এই অধমের আর্তি শোনার,
কেই বা আছে এমন দুঃখ ভোলানিয়া অনুপম প্রেমময় শৌর্য পুরুষ!

রাসূলের বাণী শুনে ॥ হুসাইন আল জাওয়াদ

হিদায়েতের প্রোজ্জ্বল বাণী নিয়ে এলে নবী
কেউ বলে জাদুকর আর কেউ বলে কবি।
এমন কখনো শুনেছে কি আরবের লোক
বাপ-দাদাদের ধর্ম নিয়ে করে তারা শোক!

আরবের গোত্রপতি বলে– একি কর তুমি
বন্ধ কর এই কথা বিনিময়ে দেব ভূমি
চাও তুমি যদি নারী কিংবা হতে চাও রাজা
তাও মেনে নেব সবে– হতে হয় যদি প্রজা।

মুহাম্মদ দাওয়াত দিয়ে যায় দিন দিন
আরব নেতার ভাঙ্গে ঘুম বাজে রণ বীণ
একে একে যুদ্ধ বেধে যায় বদর উহুদ
রাসূলের সাথীগণ নিত্য করে যায় জুহুদ।

বিদায় হজের দিন তাঁর কাজ হল শেষ
তখন থেকেই পৌঁছে যায় সারা বিশ্ব দেশ।
রাসূলের বাণী শুনে আজো হয় দল ভারী
সেই থেকে অনাগত– এই কথা হবে জারী।

www.pathagar.com

বিশ্ব নবীর [সা] আলোর পরশ ॥ শাহাবুদ্দিন আহমদ

বিশ্ব নবীর আলোর পরশ ভবে পাইলো যারা
সমুখ পানে যাচ্ছে তারা ভাঙ্গে কঠিন কারা।
তারা মর্দে মুমিন পৃথিবীর
মহা গৌরবে উঁচু রাখে শির
সুখের বাসর দূর মঞ্জিল মনের মাঝে আঁকে,
শান্তি সুখের দারুস সালাম হাত ছানিয়া ডাকে।

আয়রে সবে জগতবাসী আলোর পথ ধর।
নবীর জীবন কেমন ছিল কোরান হাদীস পড়।
আঁধার কালো যাবেই দূর
ভাসবে চোখে নবীন নূর
বিলীন হবে মোহ মায়ার যত ক্রটি ভুল,
নিদান কালে তাঁর দয়াতে পাবে সুখের কূল।

নাত-ই-রাসূল [সা] ॥ সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিঞা

এমন নবী আর আসবেনা ভবে কোনদিন,
বিশ্ব নবী প্রিয় মোর, সাইয়েদুল মুরছালীন ॥

বিশ্ব সেরা বিশ্ব নবী, আমরা তাঁর উম্মত,
ইসলাম মোদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পেলাম সরল পথ।
সকল ধর্মের সেরা ধর্ম, ইসলাম এ ধরায়,
গাফিল হয়ে থেকোনা ভাই, সময় বয়ে যায়।
উম্মতের আশায় আছেন মোদের আল আমীন ॥

আয়রে সবে ভাই বোনেরা, কর্ম করি তাঁর
পরকালে নবী বিনে, কেমনে হবো পার!
আয়রে সবে পারের আশায় সুখে বাজাই বীণ ॥

www.pathagar.com

আমার নবী আমার প্রিয়তম ॥ মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রিয়তম নবীর দেশে আমার
মন যেতে চায় ছুটে,
তাঁর বিরহ এ বুকের মাঝে
নীল কমল হয়ে ফোটে।
হৃদয়ে আমার তাঁরই জন্যে
বাজে ব্যথার বীণ,
দেখি নাই যারে, দু'নয়নে
স্বপ্নেও কোনো দিন।
তাঁকে ভালোবেসে আমার জীবন
বিলিয়ে দিতে চাই,
আমার সকল চিন্তা চেতনায়
তাঁকেই যেনো পাই।
সূর্যমুখী সূর্যের দিকে যেমন
চেয়ে থাকে সারাক্ষণ,
আমিও তেমনি তাঁর জন্যে
নিজকে করেছি সমর্পণ।
আমার নবী আমার প্রিয়তম
আমাদের পথের দিশা,
তার রওজায় গিয়ে সালাম দিতে
আমার বড়ই আশা।

গন্তব্যের সমাপ্তি ॥ আবু বকর মুহাম্মদ সালেহ

তোমার স্পর্শে পবিত্র হয় স্খলিত পুরুষ, উদ্ধত নারী
থাকে না দুর্বিনীত অহংকার। নিভে যায় জ্বলন্ত আগুন
যেখানে যেখানে ছিল বিষাক্ত ক্ষত
শ্যাওলা জমেছিল সৌন্দর্য শরীরের আনাচে কানাচে
হয়ে যায় ঝলমলে উজ্জ্বল।
তোমার মমতার সান্নিধ্যে।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় বেহেড মাতালের দঙ্গল

www.pathagar.com

কুৎসিত যত মচ্ছব, রক্তপাত
ম্লান হয়ে যায় অসভ্য আসরের আয়োজন
সুসংবাদ অবতীর্ণ হয় অলৌকিক সিঁড়ি বেয়ে
বয়ে যায় সান্ত্বনা শীতল জল প্রপাত।

দুঃসাহসে হেঁটে যায় মানুষের কাফেলা
নির্ভীক হয় একজন নিঃসঙ্গ নারী
সৌরভ মেখে নেয় অবিশ্বাসী সন্তান
কাপুরুষ পরাজিত হয়ে অবনত করে মস্তক
জলদ গম্ভীর পাহাড়ী উচ্চারণে।

তৈরী হয় এক নির্ভয় সমতল
এবড়ো থেবড়ো মরুভূমির বন্ধুর পথ
নতুন মানচিত্র তৈরী হয়।
বিনীত ভংগীর এক দল মানুষ
গড়ে তোলে সৌন্দর্যের শান্তি নিকেতন।

অহংকারী শাসকেরা দেখে বিস্ময়ে
নিরাপদ গ্রীলের ভেতর
অলৌকিক আভায় ঝলমল করা
একটি সবুজ চত্বর
মানুষের গন্তব্যের সমাপ্তি।

না'তে রাসূল [সা] ॥ মুহা. ফজলুর রহমান

নবীর শানে দরূদ পড়ে
কলমা পড়ে তাঁর
মদদ মাগি ক্ষমা যাচি
দরগাহে আল্লাহর।

যার বিহনে রোজ কিয়ামতে
মুক্তির আশা নাই
সে নবীরই সুপারিশে
নাজাত যদি পাই।

www.pathagar.com

তাঁর আগমনে ॥ রেজা রহমান

তিনি আসবেন! দরিয়ায় জোয়ার
বাতাসে তার বার্তা
ঘুমন্ত পৃথিবী জেগে উঠল মুহূর্তেই।

মরু-পাহাড়, বৃক্ষ, তরুলতা, প্রকৃতি প্রাণ পেল
আরব-অনারব সমস্ত মানুষ পেল দিশা
আলোর দৃপ্ত পথে এগুনো যাবে।

দু'জাহানের নেতা আসছেন!
তাঁর আগমনে দস্যুতা, পশুত্ব, যুদ্ধ, অসাম্য
যাবতীয় বর্বরতা বিলীন।
মহান শিক্ষকের বিভায় মানুষ সভ্য হলো
চারদিকে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল।

বিপন্নের মুক্তিদিশারী নারীমুক্তি দিলেন
শান্ত সিগ্ধ সুনিবিড় ছায়ায় শ্রমিক বাঁচার অধিকার পেল
সিরাজাম মুনীরা'র আলোর বন্যায় মেকী প্রভুর রাজ্য গেল ভেসে
মানুষের প্রভুত্ব হলো দূর।
সোনার কাঠির ছোয়ায় দিগন্ত বিস্তৃত শান্তির সাম্রাজ্য
এবার বিস্তৃত হবে।

অবশেষে মহানবীর রেসালাত-রহমতের প্রবাহ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন–
সার্বভৌমত্ব আল্লাহর! তাঁর কোন শরীক নেই এবং
মুহাম্মদ [সা] আল্লাহর সর্বশেষ প্রেরিত রাসূল।

একটি চাঁদ ॥ মামুন সারওয়ার

একটি চাঁদ হাসলো যখন মরুর বুকে
বুলবুলিটা উঠলো গেয়ে
দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ সব যে
হলো দূর–

ছড়িয়ে গেলো ঐক্য
প্রীতির সুর।

www.pathagar.com

আঁধার কেটে আসলো
আলোর দিন,
মরুর বুকে বাজলো
সুখের বীণ।

আঁধার ভাঙা চাঁদ তুমি ॥ দুলাল নজরুল

তুমি পথহারার ধ্রুবতারা
আঁধার ভাঙা চাঁদ,
শিখালে সত্যে মিল
মিথ্যায় যতো বিবাদ।
গোত্রে-গোত্রে খুনোখুনি
প্রতিদিনের চিত্র,
মূর্তি পূজায় ভুলে ছিলো
কি ন্যায় কি পবিত্র!
সেই সমাজে তুমিই দিলে
সাম্য-প্রীতির স্বাদ ॥

সুখ-শান্তির তিল পরিমাণ
ছিলো ভীষণ অভাব
ছোট বড় সবার ছিলো
বড়ো বাজে স্বভাব
তাদের দিয়েই করলে তুমি
মিথ্যার প্রতিবাদ ॥

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

নাসির হেলাল

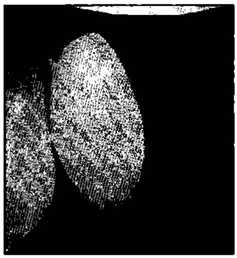

৫৭০ খ্রিঃ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর জন্ম সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল, ২৯ আগস্ট। জন্মের পরে আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়ায়বিয়া [রা]-এর দুধ পান। ৪ মাস বয়সে সা'দ গোত্রীয় বিবি হালিমা [রা] কর্তৃক লালিত-পালিত হন ও তাঁর দুধ পান করেন।

৫৭২ খ্রিঃ দু'বছর পরে তিনি দুধ পান বন্ধ করেন। হালিমা [রা] তাঁকে নিয়ে মা আমিনার কাছে আসেন এবং পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যান।

৫৭৩-৭৫ খ্রিঃ তিন, চার ও পাঁচ বছর বয়সে সিনা চাক [হালিমা রা.-এর তত্ত্বাবধানে থাকাকালে]।

৫৭৫-৭৬ খ্রিঃ ৫-৬ বছর বয়সকালে জননী আমিনার কোলে ফিরে আসেন।

৫৭৬ খ্রিঃ ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে মদীনায় নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনার ইনতিকাল।

৫৭৮ খ্রিঃ ৮ বছরকালে আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল।

৫৮২ খ্রিঃ ১২ বছর ২ মাস বয়সে আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং বাহীরা খৃস্টান-পাদ্রীর সাক্ষাৎ লাভ।

৫৮৪-৮৫ খ্রিঃ ১৫ বছর বয়সে হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধের সূচনা। চাচাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ।

৫৯১ খ্রিঃ ২১ বছর বয়সে যুদ্ধাবসানের পর হিলফুল ফুদুল গঠন।

www.pathagar.com

৫৯৩-৯৪ খ্রি: ২৪ বছর বয়সে খাদীজা [রা]-এর বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়া ও ইয়ামান গমন।

৫৯৫ খ্রি: ২৫ বছর বয়সে খাদীজা [রা]-এর সঙ্গে বিয়ে।

৬০০ খ্রি: ৩০ বছর বয়সে প্রথমা কন্যা যয়নবের জন্ম। আল আমিন উপাধি লাভ।

৬০৫ খ্রি: ৩৫ বছর বয়সে কা'বা পুন:নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ মিমাংসায় সালিশ নির্বাচিত। হেরা গুহায় তাঁর ধ্যানমগ্ন জীবনের সূচনা।

৬০৫-০৯ খ্রি: যায়িদ ইবনুল হারিসা [রা]-কে দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসেবে বরণ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা।

৬১০ খ্রি: ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ। সকাল ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ লাভ। [সূরা মু'মিন : ৫৫]

৬১০-১৩ খ্রি: নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার।

৬১৪ খ্রি: আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দান। [সুরা শু'আরা : ২১৪] সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে দৈনিক তিন ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ লাভ। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর নিক্ষেপ ও সূরা লাহাব নাজিল। ইসলামের প্রথম শহীদ হারিস ইবন আবী হালা [রা]-এর শাহাদাত বরণ।

৬১৫ খ্রি: নবুওয়াতের ৫ম বছরে উসমান [রা]-এর নেতৃত্বে ১৬ সাহাবীর আবিসিনিয়া হিজরত। আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শতাধিক সাহাবীর হিজরত। উমর [রা] ও হামযা [রা]-এর ইসলাম গ্রহণ।

৬১৭-১৯ খ্রি: বনূ হাশিমসহ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর প্রতি গণ-বয়কট আরোপ এবং শি'বে আবু তালিবে আবদ্ধ জীবন-যাপন।

৬১৯ খ্রি: নবুওয়াতের ১০ম বছরে মুহাররম মাসে গণ-বয়কটের অবসান। আবু তালিবের ইনতিকাল। রমযানে খাদীজা [রা]-এর ইনতিকাল। দাওয়াতী কাজে তায়েফ গমন এবং তায়েফবাসীর নির্মম অত্যাচার। ২৭ রজব, মি'রাজ ও বক্ষবিদারণ। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ লাভ।

৬২০ খ্রি: ৬ জন খায্‌রাযীর সঙ্গে ১ম বৈঠক। মদীনায় হিজরতের আভাস লাভ। [সূরা নাহল : ৪১]

৬২১ খ্রি: ১২ জন মদীনাবাসীর উপস্থিতিতে আকাবার প্রথম বায়'আত। মুস'আব ইবন উমায়ের [রা]কে শিক্ষকরূপে মদীনায় প্রেরণ।

৬২২ খ্রি: ৭৫ জন মদীনাবাসীর উপস্থিতিতে আকাবার ২য় বায়'আত। মদীনা হিজরতের জন্য সাহাবীগণের প্রতি নির্দেশ জারী, [বুখারী]। ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মক্কা ত্যাগ এবং গারে সাওরে আশ্রয় গ্রহণ।

৮ রবিউল আউয়াল সোমবারে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মদীনার কুবায় পদার্পণ। ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার জুম'আর পরে মদীনায় প্রবেশ।

৬২৩ খ্রি: মসজিদ নববী নির্মাণ, ২ রাকআত বিশিষ্ট যুহর, আসর ও ঈশাকে ৪ রাকআতে

www.pathagar.com

রূপান্তর, আযানের সূচনা, মদীনার সনদ প্রবর্তন, সশস্ত্র সংগ্রামের বিধান ও সূচনা, উসমান ইবন মাজউন [রা] ও আসাদ আনসারী [রা]-এর ইনতিকাল।

'আবওয়া' বা 'ওয়াদ্‌দান' বুওয়াত যুদ্ধ, সাফওয়ান যুদ্ধ, যুল উশায়রা যুদ্ধ সংঘটিত।

৬২৩-২৪ খ্রিঃ কিবলা পরিবর্তন, রমযানের রোযার বিধান, সাদাকাতুল ফিতরের সূচনা, যাকাতের বিধান, ঈদের নামাযের সূচনা। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কন্যা উসমান [রা]-এর স্ত্রী রুকাইয়া [রা]-এর ইনতিকাল। হযরত আলী [রা] ও ফাতিমা [রা]-এর বিয়ে। সালমান ফারসী [রা]-এর ইসলাম গ্রহণ।

৬২৪ খ্রিঃ ইবন জাহশ [রা]-এর নাখলা– অভিযান; উমায়র [রা]-এর বানু খাতামা-অভিযান; বদর যুদ্ধ; বনু কায়নুকা যুদ্ধ; সাবিক যুদ্ধ, আল কুদর যুদ্ধ; ইবনে মাসলামা কর্তৃক কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা; যূ আসর যুদ্ধ' বুহরান যুদ্ধ; যায়িদ [রা]-এর আল-কারাদা অভিযান; সা'দ ইবন যায়িদ [রা]-এর আল-গারা অভিযান; উহুদের যুদ্ধ; হামরাউল আসাদ যুদ্ধ।

৬২৪-২৫ খ্রিঃ উহুদ যুদ্ধে হামযা [রা]-এর শাহাদত, মদ হারামের বিধান। হাসান [রা]-এর জন্ম। সুদের প্রতি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা। ইয়াতীম সম্পর্কিত বিধান, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ও দাম্পত্য বিধান প্রবর্তন।

৬২৫ খ্রিঃ আবু সালমা [রা]-এর অভিযান এবং মদীনায় ফিরে আসার পরে তার শাহাদাত লাভ। ইবন নুবায়হকে হত্যার জন্য উনায়স [রা]-এর অভিযান, আল-মুনযির [রা]-এর বীরে মাউনা অভিযান। মারসাদ [রা] এবং আসিম [রা]-এর নেতৃত্বে রাজী অভিযান, বনু নাদীর যুদ্ধ, নাজ্‌দ যুদ্ধ সংঘটিত।

৬২৫-২৬ খ্রিঃ হুসাইন [রা]-এর জন্ম। উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব [রা]-এর ইনতিকাল। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে উম্মু সালমা [রা]-এর বিয়ে। এক ইয়াহুদী যুগলের প্রতি রজম আইনের বাস্তবায়ন। পর্দার বিধান, মদ নিষিদ্ধকরণের চূড়ান্ত বিধান জারী।

৬২৬ খ্রিঃ যাতুর রিকা যুদ্ধ। দুমাতুল জানদাল যুদ্ধ ও ইবন উরফাতাকে মদীনায় তার প্রতিনিধি নিয়োগ।

৬২৬-২৭ খ্রিঃ ফরয হজের বিধান। ইফকের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে যায়নাব বিনত জাহাশ [রা]-এর বিয়ে। পর্দার বিধানের বাধ্য বাধ্যকতা।। [সূরা আহযাব : ৫৩, সূরা নূর : ৩০-৩১]। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে রাবীয়া বিনত আল হারিস [রা]-এর বিয়ে। তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন। যিনা, ব্যভিচার, অপবাদ, লি'আন প্রভৃতি ফৌজদারী আইনের প্রবর্তন।

৬২৭ খ্রিঃ ইবন মাসলামা [রা]-এর আল-কুরাতা অভিযান। আল মুরায়সী যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ। লিহযান যুদ্ধ, আলগাবা যুদ্ধ এবং উভয় যুদ্ধকালে মদীনায় ইবন উম্মু মাকতুম [রা]-কে তার প্রতিনিধি নিয়োগ। উকাশা [রা]-এর আল-গামর অভিযান। আবু উবায়দা [রা]-এর যুল কাস্‌সা অভিযান। যায়িদ [রা]-এর আল-জামূম অভিযান। যায়িদ [রা]-এর 'আততারাফ' অভিযান। যায়িদ [রা]-এর হিসমা বা জুযাম অভিযান। যায়িদ [রা]-এর ওয়াদিউল কুররা অভিযান। আবু উবায়দা [রা]-এর আলখাবত অভিযান। আল মুরায়সী

www.pathagar.com

বা বনু মুস্তালিক যুদ্ধ। আবদুর রহমান [রা]-এর দুমাতুল জানদাল অভিযান। আলী [রা]-এর ফাদাক অভিযান।

৬২৭-২৮ খ্রিঃ আবিসিনিয়া, মিসর, পারস্য, রোম, বাহরাইন, ইয়ামামা, আম্মান প্রভৃতি দেশের শাসকগণের নিকট রাসূলুল্লাহর [সা]-এর পত্র প্রেরণ। রাসূলুল্লাহ [সা] কর্তৃক 'আবওয়া'-এ দাফনকৃত মায়ের কবর যিয়ারত।

৬২৮ খ্রিঃ আবু বকর [রা] এবং যায়িদ [রা]-এর ওয়াদিউল কুররা অভিযান। ইবন রাওয়াহাত [রা]-এর খায়বার অভিযান। উকাল ও উরায়নার ঘটনা এবং কুরয ইবন জাবির [রা]-এর অভিযান। আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে আমর দামরী [রা]-এর অভিযান। ইবন মু'তাম [রা]-এর পশ্চিম উপকূল অভিযান। যায়িদ [রা]-এর অভিযান। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়াতুর রিদওয়ান। অতপর আলগাবা বা যু-কারদ যুদ্ধ আবান ইবন সায়ফ [রা]-এর নজদ অভিযান। খায়বার যুদ্ধ। জাফর [রা], আবু মূসা আশ'আরী [রা]সহ আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণের মদীনায় প্রত্যাবর্তন। ইয়াহুদী মহিলা যায়নাব কর্তৃক রাসূলুল্লাহ [সা]-কে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খাওয়ানোর ষড়যন্ত্র। মাহীসা [রা]-কে ফাদাকে প্রেরণ পূর্বক ফাদকবাসীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন। ওয়াদিউল কুররা যুদ্ধ। তায়মাবাসীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সন্ধি. উমর [রা]-এর তুরবাহ অভিযান। আবু বকর [রা]-এর নজদ অভিযান। বাশীর ইবন সা'দ [রা]-এর ফাদাক অভিযান।

৬২৮-২৯ খ্রিঃ মুতা বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা, গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা, রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে উম্মু হাবীবা [রা]-এর বিয়ে। খালিদ [রা], আমর [রা] প্রমুখের ইসলাম গ্রহণ। উমরাতুল কাযা সফরে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে মায়মূনা [রা]-এর বিয়ে। মিসরের সম্রাট আল-মুকাওকিশ কর্তৃক মারিয়া [রা] বহু উপহার সামগ্রী রাসূলুল্লাহ [সা]-কে প্রদান। জাবালা গাস্সানীর ইসলাম গ্রহণ। বিয়ে ও তালাকের বিস্তারিত বিধান প্রবর্তন।

৬২৯ খ্রিঃ গালিব [রা]-এর 'মায়ফাআ' অভিযান। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাহ্ [রা]-এর গাত্ফান অভিযান। বাশীর [রা]-এর ইয়ামান, 'জাবার জানাব' অভিযান। আবূ হাদরাদ আসলামী [রা]-এর আলগাবা অভিযান। রাসূলুল্লাহ [সা] কর্তৃক উমরাতুল কাযা পালন। ইবন আবীর আওজা [রা]-এর বানূর সুলায়ম অভিযান।

গালিব [রা]-এর কাদীদ অভিযান। গালিব [রা]-এর ফাদাক অভিযান। কা'ব ইবন উমায়র [রা]-এর যাতা আতলাহ অভিযান। মুজা ইবন ওয়াহাব [রা]-এর যাতু ইরক অভিযান। মুতা অভিযান এবং যায়িদ [রা]. জাফার [রা] ও ইবন রাওয়াহাহ্ [রা]-এর শাহাদাত বরণ। আমর ইবনুল আ'স [রা]-এর 'যাতুস্ সালাসিল' অভিযান।

৬৩০ খ্রিঃ মক্কা বিজয়। খালিদ ইবন ওয়ালীদ [রা]-এর নাখ্লা অভিযান। আমর ইবনুল আস [রা]-এর সুওয়া অভিযান। সা'দ ইবন যায়দ [রা]-এর আল মানাত অভিযান। হিশাম ইবনুল আ'স [রা]-এর ইয়ালামলাম অভিযান। খালিদ ইবন ওয়ালীদ [রা]-এর জাযীমা অভিযান। হুনায়ন যুদ্ধ। তায়েফ যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ [সা] ও সাহাবীগণের উমরা পালন। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তন। মারিয়্যা [রা]-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর পুত্র

www.pathagar.com

ইবরাহীম [রা]-এর জন্ম। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কন্যা যায়নাব [রা]-এর ইনতিকাল। সুদের প্রতি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ। উয়ায়না ইবন হিসন [রা]-এর বনু তামীম অভিযান। কুতবাহ ইবন আমির [রা]-এর খাস'আম অভিযান। দাহহা [রা]-এর বনু কিলার অভিযান। আলকামা [রা]-এর জেদ্দা অভিযান। আলী [রা]-এর আল কুলস অভিযান। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর তাবূক অভিযান।

৬৩১ খ্রীঃ আবূ বকর [রা]-কে আমীরুল হজ করে মক্কায় প্রেরণ। ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক হজের বিধান প্রবর্তন। বাদশা নাজ্জাশীর ইনতিকাল ও রাসূলুল্লাহ [সা] কর্তৃক তাঁর প্রতি গায়েবানা জানাযা আদায়। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কন্যা উসমান [রা]-এর স্ত্রী উম্মু কুলসুম [রা]-এর ইনতিকাল। মুনাফিক সরদার ইবন উবায়-এর মৃত্যু। বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন। জিয্য়ার বিধান প্রবর্তন। খালিদ [রা]-এর ইয়ামান অভিযান। কাফিরদের সঙ্গের সর্বপ্রকার অসমচুক্তি বাতিল। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ২০ দিন ই'তিকাফ পালন। আলী [রা]-এর ইয়ামান অভিযান। জারীর [রা]-এর বাজীলা অভিযান।

৬৩১-৩২ খ্রিঃ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নিকট মুসায়লামা কায্যাবের পত্র প্রেরণ। মদীনায় আরব প্রতিনিধিদলের আধিক্য, দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ। কা'ব ইবন যুহায়র [রা]-এর ক্ষমা প্রার্থনা ও কবিতার জন্য পুরস্কার লাভ। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর পুত্র ইবরাহীম [রা]-এর ইনতিকাল।

৬৩২ খ্রিঃ বিদায় হজ পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মক্কার উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ। বিদায় হজ সম্পন্ন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন। মাথা ব্যথা ও জ্বরের সূচনা এবং সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল মহানবী [সা]-এর ওফাত। বুধবার, ১৪ রবিউল আউয়াল ভোর রাতে দাফন সম্পন্ন। ■

www.pathagar.com

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিদিনের 'আমল

মোঃ আবদুর রহীম খান

১। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায সময়মত জামায়াতে আদায় করে বাস্তব জীবনে তার শিক্ষা প্রয়োগ করুন।

২। আল্লাহকে ভয় করে ও পরকালীন জবাবদিহির মানসিকতাসহ সকল কথা ও কাজে সততা অবলম্বন করুন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ ও ওয়াদা রক্ষা করুন।

৩। শিরক ও বিদ্‌য়াতমুক্ত ঈমান সংরক্ষণ এবং ব্যক্তি ও দলীয় নির্ভর অন্ধ অনুকরণের ফলে দ্বীনের মধ্যকার বিভেদ দূরীকরণে অল্প হলেও নিয়মিত কুরআন ও হাদীসের কিছু অংশ অর্থসহকারে পড়ুন।

৪। সকল কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকুন এবং প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু চিন্তা ও অতীতের খারাপ কাজের অনুশোচনাসহ সর্বদা তওবা করুন। বিশেষভাবে সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়েদুল ইস্তেগফার পড়ুন।

৫। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধসহ চেনা-অচেনা সকল মুসলমানকে সালাম দিন।

৬। পিতা-মাতা, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা এবং তাদের জন্য দোয়া করুন।

www.pathagar.com

৭। কয়েকটি তাসবীহি 'আমল [কমপক্ষে সকাল-সন্ধ্যা]

- ৪টি শ্রেষ্ঠ যিকির [গাছের শুকনো পাতার মতো জীবনের গুনাহ ঝেড়ে ফেলার জন্য]।

  [সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ১০০X৪=৪০০ বার]।
- দরুদ শরীফ-১০ বার। [কিয়ামতের দিন রাসূল [সা.]-এর সুপারিশ প্রাপ্তির জন্য]
- আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত, সূরা কাহাফ-এর প্রথম ১০ আয়াত, সূরা হাশর-এর শেষ ৩ আয়াত, সূরা মুলক, সূরা ইয়াসীন। [মুখস্থ করে পড়ুন]
- সূরা নাস, সূরা ফালাক, সূরা ইখলাছ– প্রতিটি সূরা ৩ বার করে পড়ুন।
- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি-১০০ বার [সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ গুনাহ মাফের জন্য]।
- ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুব, ছাব্বিত ক্বালবি 'আলা দ্বীনিক, অর্থ– হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে দ্বীনের উপর রাখুন– দোয়াটি যতবার সম্ভব পড়ুন]।
- লা-হাওলা ওয়ালা কু'ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, অর্থ– আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তির উপর ভরসা নেই [দু:শ্চিন্তামুক্ত থাকার জন্য দোয়াটি যতবার সম্ভব পড়ুন]।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, অর্থ– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও নিরাপত্তা কামনা করি [পরম সাফল্য লাভের জন্য দোয়াটি যতবার সম্ভব পড়ুন]।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিনান নার, অর্থ– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাত দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দাও [প্রতিবার দোয়াটি কমপক্ষে ৩ বার করে পড়ুন]।

৮। আল্লাহর সন্তোষ ও পরকালীন মুক্তির মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান আদর্শ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ও তা পৃথিবীতে কায়েমের জন্য জামায়াতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করুন। ■

www.pathagar.com

রাহমাতুল্লিল আলামীন ॥ নুরুল ইসলাম মানিক

মহাবিশ্বে একবিন্দু বালুকণার মতো আমাদের পৃথিবী,
আর এই বালুকণার মধ্যে
মানুষের অস্তিত্ব অগণিত ভগ্নাংশের পরমাণু।
অথচ, এই মানুষই সৃষ্টি সেরা– আশরাফুল মাখলুকাত।
মহাবিশ্বের এই অনস্তিত্বের কাছাকাছি
মানুষের জন্যই দয়ালু প্রভুর এতো আয়োজন।
আকাশে আকাশে বর্ণালী আলোর প্রপাত,
নক্ষত্রের সাজানো বাগান, ছায়া-রৌদ্রের খেলা
দৃশ্য ও অদৃশ্যের তাবৎ সৃষ্টিপুঞ্জ–
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক।

আর, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সে তো আপনারই জন্য
হে রাসূল, হে রাহমাতুল্লিল আলামীন!
সমগ্র সৃষ্টির নেপথ্যে আপনার পবিত্রতম অস্তিত্বের মহিমা।
আল্লাহর আরশ থেকে মুমিনের হৃদয় অবধি
পরিব্যাপ্ত আপনার প্রশংসা গাঁথা

'বালাগাল উলা বি কামালিহি
কাশাফাদ দুজা বি জামালিহি
হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।'...

না'ত ॥ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

বাতাস দেখে পাল তুলেছি
রোদের ভয়ে ছই
শক্ত হাতে হাল ধরেছি
তবু, নদীর কিনার কই!

ভাটি গাঙের মাঝি আমি
উজান গাঙে যাই
পরের বোঝা বইতে গিয়ে

www.pathagar.com

নিজের খবর নাই
ঝড়ের নিশান দেখে আমি
কেন ভীত হই।

সারা জীবন কাটলো আমার
নৌকা বেয়ে বেয়ে
পাইনি আজো কূলের নাগাল
থাকছি শুধু চেয়ে।

পরপারের মাঝি ওগো
নিদান কালের সাথী
আমার নায়ের পাল ছিঁড়েছে
চলছে গহীন রাতি
তুমি ছাড়া আন্ধা আমি
কেমনে বৈঠা বই।

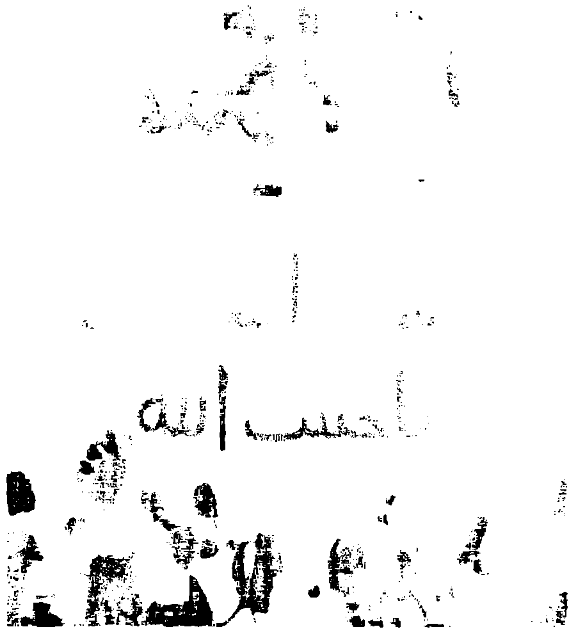

ভেতর-বাহির-অস্থি ও মজ্জায় ॥ রফিক রইচ

মানুষের মানবীয় গুণগুলো
ক্রমাগত ভেসে যাচ্ছে
বিপন্নতার বিবর্ণ স্রোতে–
অসভ্যতার সুতীব্র প্লাবনে আকণ্ঠ প্লাবিত–
সভ্যতার নরম শরীর।
তোমার মৌলিক চেতনার উজ্জীবনের পরিবর্তে
এখন শুধুই হচ্ছে ভয়াল বিস্ফোরণ। সেই চেতনার
যে ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণের অন্ধকারে
মানবাধিকার বিপর্যস্ত।
আজ তোমাকে তাই খুঁজি জনক হারানো শিশুর মতন।
তোমাকে আজ বেশী প্রয়োজন ভেতর-বাহির-অস্থি ও মজ্জায়।

পবিত্র অনুভব ॥ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

ফুলেদের মতো হাসি আর সৌরভ
কতো যে বিনয়ী তিনি– নাই গৌরব।
চন্দন সোনা রঙ তাঁর মুখখানি
আহা কতো সুধা মুখ নিঃসৃত বাণী।
মুক্তোর ঝিকিমিকি চোখে মুখে তাঁর
রঙধনু সাতরঙ রূপের বাহার।
মধুমাখা জোছনার তিনি ঝিলমিল,
মিটি মিটি তারাদের দূর নভ নীল।
কস্তুরী সুরভি চন্দন বাস,
বুক ভরা উদারতা– মুক্ত আকাশ।
তিনি হলেন উপমান– চাঁদ উপমেয়
মুখ তাঁর মসৃণ গোলাবের চেয়ে।
শবনম শুভ্র সে যেনো কোহিনূর,
তাঁর কাছে হার মানে স্বর্ণ-কহিতুর।
তাঁর মতো সুন্দর নাই কিছু আর
তিনি হন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি খোদার।

www.pathagar.com

রাসূল-নাম ॥ সামুয়েল মল্লিক

আমার হৃদয় সৈকতে লেখা রাসূল তোমার নাম
তোমার জীবন আরশীতে চির সজীব পুষ্পদাম ॥

মধুর সে নাম হাতছানি দেয় চপল আত্মহারা
শিশির ভেজা ভোরের আদর মত্ত পাগলপারা
তোমার চরিত চন্দ্রপ্রভায় আলোকিত ধরাধাম ॥

পাহাড় বাতাস মৃত্তিকাজুড়ে তোমার লক্ষ কথন
দুধেল শাদা সাগর জীবনে আমার অবগাহন
বাঁধন তুমি, তোমার বুননে প্রীতি-প্রেম অবিরাম ॥

তোমার নামে জুড়ায় অযুত হতাশার সন্তাপ
অপগত ঘন কুহেলিকা মম হৃদয় তৃষ্ণা-ছাপ
চির আবাহন নূর জ্যোতি হে তোমায় আস্-সালাম ॥

বিশ্বনবী ॥ হেলাল আনওয়ার

উটের খুরে উড়ছে বালু ধোঁয়ায়-ধূসর পথ
দূর মদীনায় এগিয়ে চলেন নূর নবী হজরত।
আকাশ বাতাস খবর বিলায় আরশ কেঁপে ওঠে
উটের চোখেও শোকের আগুন বুক যেন যায় ফেটে।

অপেক্ষাতে হাজার মানুষ পুণ্য মদীনায়
খেজুর শাখে ফাগুন বাতাস মন ভুলিয়ে যায়।
কেউবা বসে কাব্য লেখে কেউবা শুনায় গান
রাসূল প্রেমে মুগ্ধ তারা, পাইলো সোনার চান।
মহান নেতার আপন করা কী যে পুলক ধারা
কুল মদীনা মুখরিত সবাই পাগল পারা।

মানুষ তিনি মহান দূত খোদার হাবীব তিনি
সকল গুণের ধারক বাহক তিনিই শ্রেষ্ঠ গুণী।
হেলে দুলে মরুর জাহাজ চলে আপন মনে
শোকর করতে থাকে সে যে মহান আল্লার সনে।

www.pathagar.com

আপন-ভোলা মক্কাবাসী পাথর তাদের মন
তাই নবীকে চিনতে গিয়ে দেরী এতক্ষণ।
হৃদয় ভরা শোকের নদী লুকিয়ে মহান নেতা
দীনের পথে ডাকেন তবু বলেন আল্লার কথা।

বিশ্ব নেতা মহানবী শ্রেষ্ঠ মানব তিনি
তাইতো আজো অমর তিনি সবার নয়নমণি।

মুহাম্মাদ [সা] ॥ সা'দত সিদ্দিক

পৃথিবীর মত আমার ঘরেও সূর্য ওঠে ওঠে চাঁদ
তারপরও মনে হয় কোথায় অসহায়তা কোথায় ফাঁদ।
হৃদয়ের যত আর্দ্রতা আজ শুকিয়ে শুষ্ক বিবর্ণ
আমার পথ যেন নিস্তব্ধ মরু হাহাকার আহা সংকীর্ণ!
কোথায় যেন অবসাদ পাপের নেশায় অন্ধ বিবেক
কাকে খুঁজি, কাকে পাব আমার করে সত্যি নিরেট।
মক্কা কাবা সত্যি ভেবে সত্যি করে, সেও তা কাঙাল
কাঁদছে সেও, দুঃখে তারও নেই যে কেউ করবে সামাল।
দিগন্তের ঐ সূর্য তুমি ঘূর্ণিপাকে ঘুরছ ধাঁধায়
সময় বাণে মারছ আমার সকল আশার সকল বাঁধায়।
হিসেব করে খুঁজতে পারি সেই যে আমার মুহাম্মাদ
দয়াহীনে দয়া করে মিটিয়ে দিবে আমার সকল আহলাদ।

www.pathagar.com

ইউরোপে মহানবীর [সা] ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ : এক অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য

এনামুল হক মঞ্জু

পাশ্চাত্য পত্রিকাগুলো আর পাশ্চাত্য সমাজ যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তবে অপরের মত ও বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভের যে স্বাধীনতা রয়েছে তা তারা নাকচ করবে কেন? আসলে ডেনিশ পত্রিকায় হযরত মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন প্রকাশ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের নবী সম্পর্কে সেপ্টেম্বর '০৫-এ ডেনমার্কের দৈনিক জিল্যান্ডস পোস্টেন পত্রিকা ১২টি কার্টুন ছাপে। কার্টুনগুলো বিশ্বনবী মুহাম্মাদ [সা]-এর কল্পিত ব্যঙ্গচিত্র (নাউজুবিল্লাহ)। এর কোনটায় দেখানো হয় বোমাসদৃশ একটি পাগড়ী মাথায় তিনি দাঁড়ানো। আর কোনটায় দেখানো হয় তিনি অনেক নারী পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়ানো [নাউজুবিল্লাহ]।

স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা মুতাবেক যিনি রাহমাতুল লিল আলামীন, তাঁকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠতম চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী, যার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের শত সহস্র জ্ঞানী ব্যক্তি উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন, যাকে পাশ্চাত্যই নিজেদের বিশ্লেষণে

www.pathagar.com

ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শত ব্যক্তিদের মাঝে ১ম স্থান দিয়েছে– তাঁকে নিয়ে এমন ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকে চরম বেয়াদবি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। উক্ত পত্রিকা এই অপকর্মের মাধ্যমে মানবতাকেই কলংকিত করল।

বিগত সেপ্টেম্বরে এটা প্রকাশের পরই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এবং ইউরোপের মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। উক্ত পত্রিকাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হয়। ডেনমার্কে অবস্থিত মুসলিম দেশসমূহের ১১ জন রাষ্ট্রদূত ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেস ফগ রাসমুসেনের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান। কিন্তু ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী পত্রিকার স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোন সরকারী পদক্ষেপ নিতে অস্বীকৃতি জানান। ডেনিশ সরকারের সেই অবিমৃষ্যতা ঘটনাকে বহুদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে মুসলিম বিশ্বের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হবার পর জানুয়ারীর শেষ দিক থেকে এ যাবৎ ইউরোপের অনেকগুলো দেশের অনেকগুলো পত্রিকায় আবার সে কার্টুনগুলো পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ যাবৎ নরওয়ে, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, বৃটেন, হাঙ্গেরী ও আইসল্যান্ড-এর বিভিন্ন পত্রিকায় এ কার্টুনগুলো পুনঃমুদ্রিত হয়েছে।

সারা মুসলিম বিশ্ব গোটা ইউরোপের এ ঔদ্ধত্যে আজ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, পাশ্চাত্য মানসে মুসলিম বিদ্বেষ যে কতটা গভীরে প্রোথিত এসব ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। ফিলিস্তিন, মিসর, কুয়েত, সৌদি আরব, জর্দান, লিবিয়া, লেবানন, মরক্কো, তিউনিসিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশে বিক্ষোভ, দূতাবাস ঘেরাও, পতাকা পোড়ানো, ডেনিশ ও ইউরোপীয় পণ্য বর্জন প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলিম জনতার নিন্দা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ডেনমার্ক ইতিমধ্যেই কয়েকশ' কোটি টাকার ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ডেনমার্কের ডেইরী ফার্ম আরলা ফুডস গত ২ ফেব্রুয়ারী ১২৫ জন কর্মচারীকে লে-অফ ঘোষণা করে। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে ইউরোপীয় দেশের সরকারগুলোর মাঝে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। তাদের জনগণের মাঝেও আজ প্রশ্ন উঠেছে– সাংবাদিক স্বাধীনতার নামে এ ঔদ্ধত্যপনার অর্থ কি? কেন গায়ে পড়ে মুসলিম বিশ্ব ও মুসলিম মানসের সাথে এই যুদ্ধ। ইতালীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিক স্বাধীনতার নামে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের এ প্রবণতার নিন্দা করেছেন। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র এসব কার্টুন প্রকাশের নিন্দা করেছে।

ডেনমার্কের যে প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে ফগ রাসমুসেন সেপ্টেম্বরে ১১ জন মুসলিম দূতদের সাথে বৈঠকে বিষয়টি ফায়সালা করতে রাজি হননি, শেষ পর্যন্ত তিনি গত ৩ ফেব্রুয়ারী

www.pathagar.com

৭১ জন রাষ্ট্রদূতের এক বিরাট সমাবেশ ডাকেন নিজ উদ্যোগে। সেখানে তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ ও ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ডেনিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তারই নিজ উদ্যোগে তার নিজ কণ্ঠে আল-আরাবিয়া চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এতে শান্ত হয়নি। তাদের প্রশ্ন কেন পরিস্থিতি এত ঘোলাটে করা হলো। বাংলাদেশের মানুষও এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান ডেনিস দূতকে বলেছেন, তার সরকারের পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। কিন্তু সংসদে আলোচনার প্রস্তাব বাস্তবায়ন না হওয়ায় সংসদ সদস্য এবং সাধারণ মানুষ ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। তারা একটি সংসদীয় নিন্দা প্রস্তাব দাবী করেছিল। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর এবং শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সকল ইউরোপীয় দেশের দূতদের কাছে এক বিশেষ বার্তায় ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি রোধের আহ্বান জানিয়েছেন। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং বিদেশ বিভাগীয় সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ডেনিশ রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করে জামায়াত ও জনগণের পক্ষ থেকে ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এ ঘটনায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে :

এক. পশ্চিমা মানস মুসলিম মানস ও বিশ্বাসকে আহত করার ঐতিহাসিক বিকৃত মানসিকতা জেনারেশন ধরেই বহন করে চলছে। তারা মুখে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা যতই বলুক, ইসলামকে আঘাত করার সময় এসব শ্লোগান তাদের কাছে অর্থহীন, মূল্যহীন। এক্ষেত্রে তারা চরম পরমত অসহিষ্ণু।

দুই. এ পরিস্থিতি তাদের জন্য এক চরম নৈতিক পরাজয়। এখানে মুসলিম জ্ঞান ও মনীষাকে ইসলামের জ্ঞানগত ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক সুযোগ নিতে হবে। ইসলাম নবীদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। কোরআন শিক্ষা দেয়, 'লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিন হুম' (সূরা বাকারা)– 'আমরা তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করি না।' মুহাম্মাদ [সা] শেষ নবী। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মাঝে রয়েছেন হযরত ইবরাহীম [আ] [আব্রাহাম], ইউসুফ [আ] [যোসেফ], মূসা [আ] এবং ঈসা [আ] [যিশু খৃষ্ট]। এরা প্রত্যেকেই মুসলমানদের কাছে সমান সম্মানিত আল্লাহর নবী। ইউরোপ যিশু খৃষ্টের অনুসারী হয়েও খৃষ্টের স্বগোত্রীয় একজনকে অপমানিত করে খৃষ্টকেই যে অপমানিত করেছে এ সত্যটি তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের ব্লাসফেমী আইন দ্বারা তারা খৃষ্টধর্মকে রক্ষা করে। অথচ সে আইনে অন্য ধর্ম আঘাত থেকে বাঁচার সুযোগ পায় না– এই বাস্তবতার কাছে ইউরোপীয় গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে– এটা বুঝিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশে ইউরোপের ট্রয়কা প্রতিনিধি দল এসে

www.pathagar.com

উপদেশ দিয়ে যায়– সংখ্যালঘুকে রক্ষার জন্য। আর খোদ ইউরোপেই প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় [২৫ মিলিয়ন মুসলমান ইউরোপে স্থায়ীভাবে বাস করে। ডেনমার্কে মুসলমানরা ২য় প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী]-এর ধর্মীয় বিশ্বাস চরম বিদ্বেষের শিকার। এ দ্বিমুখী নীতি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

তিন. মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জাগতে হবে। যুক্তি এবং জ্ঞানের অস্ত্র যখন ইউরোপের গোয়েবলসীয় নীতির কাছে অকার্যকর হয়ে পড়বে তখন ১৯৭৪-এর তেল অস্ত্রের মতো অর্থনৈতিক অস্ত্র হাতে নিতে হবে। মুসলিম বিশ্ব ইউরোপ, আমেরিকার বাজার। সাম্প্রতিক ঘটনায় একমাত্র অর্থনৈতিক অবরোধই তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনায় বাধ্য করতে পেরেছে। মুসলিম বিশ্বকে শিল্পোৎপাদনে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদের মাঝে কমন মার্কেট গড়ে তুলতে হবে স্থায়ীভাবে ইউরোপ, আমেরিকার অর্থনৈতিক দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য। আর তাহলে পশ্চিমা বিশ্ব মুসলমানদেরকে সমানে হিসাব করতে বাধ্য হবে। ■

www.pathagar.com

নাত-ই রাসূল ॥ নূর-ই আউয়াল

তোমার কবর জিয়ারতে এই গরিবের যেতে কি মানা?
নইলে সুদূর বাংলাদেশে কেন আমার হয় ঠিকানা!

আমার মনের কাবা ঘরে
ফিরিশতারা জামাত করে
দরূদ সালাম তোমার পরে
এ নাজরানা গায়েবানা ॥

এ বুক মরুভূমি ধুধু
খেজুর ডালে কোকিল কাঁদে
চাঁদের আলোয়ে সিনান করে
কোকিল খুঁজে পায় না চাঁদে।

মদিনার ঐ আকাশ তলে
লুকোচুরি খেলার ছলে
লুকালো চাঁদ নূরের ঢলে
ঝলকে তার হলাম কানা ॥

রাসূল আমার ॥ তমসুর হোসেন

শব্দময় বিদ্যুত শিখায়
আমি রাসূলের ছবি দেখি
মেঘের সফেদ জোব্বা পরে সুনীল আকাশে
রাতের স্বপ্নে তিনি হেঁটে যান

রাসূল আমার গুবাক পল্লবে
ঘুমহীন রাতজাগা পাখি
হিজলের বনে মহুয়ার ছায়াচ্ছন্ন তমসায়
নীরব ধ্যানে আমাকে ডাকে
মারেফাতের নির্জন সাধনায়
তিনি আমার গুপ্ত তাহাজ্জুজ, জীবন্ত জিকির
আস্তিনে তাঁর লুটোপুটি খায় নক্ষত্রের দল।

রাসূল আমার হৃদয় নদীতে
অবিরাম ঢেউ

www.pathagar.com

তাঁর প্রেমের সলিলে ডুব দিয়ে
ভেসে যাই আরাধ্য সৈকতে
যে নামের মহিমায় লাখো পাপী-প্রাণ
মুহূর্তে ধন্য হয়ে যায়
সবুজ শ্যামলে ঢেকে যায় শুখনো মনের মাঠ।

জান্নাতী নূর ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী

মনের বীনায় খুশীর আভা
উঠলো হেসে প্রভুর কাবা
কে এলো ঐ চাঁদের আলো
দূর হয়ে যায় পাপের কালো।

সাগর বুকে ঢেউয়ের নাচন
আকাশ নীলে তারার কাঁপন
কে এলো ঐ-মহা মানব
উল্লসিত মানব দানব।

পাহাড় বুকে ঝর্ণাধারা
ছলাৎ ছলাৎ পাগলপারা
কে এলো ঐ-বার্তা বাহক
কাঁপলো ভয়ে বাতিল নাহক।

নদীর বুকে বাউরি বাতাস
পেঁজা মেঘের শুভ্র আকাশ
কে এলো ঐ-জান্নাতী নূর
হেরার আলো জাবালে নূর।

পাখির গানে প্রেমের ক্ষুধা
লক্ষ ফুলের মিষ্টি সুধা
কে এলো ঐ-পরশ মণি
জ্ঞানের আলোয় সোনার খনি।

মরু সাইমুম ঐ যে দোলে
শাম সিরিয়া আরব কোলে
কে এলো ঐ-মূর্ত মাহীন
আকাশ ছোঁয়া শুভ্র শাহীন।

www.pathagar.com

লৌহ কলম আরশে আজীম
জানায় তাঁকে বিপুল তাজীম
কে এলো ঐ-নূরে হুদা
সালাম পাঠায় স্বয়ং খোদা

বিশ্বলোকের ফেরেশতারা
গাইছে দুরূদ ব্যাকুল পারা
জান্নাতী সুখ ফল্গুধারা
বইছে সবার প্রাণে
বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মাদের নামে।

ঐ যে দেখো ॥ মানসুর মুজাম্মিল

ঐ যে দেখো দাঁড়িয়ে তিনি
তোমার ঘরে
হাসছে দেখো মৃদু স্বরে–
কেমন করে।

ডাকছে তোমায় আকুল প্রাণে
মিষ্টি ভাষায়
আগুন থেকে বাঁচো তুমি–
সেই সে আশায়।

দ্রুত তাঁকে সু-আসনে
বসতে দাও
তাঁরই ডাকে দীপ জ্বালাতে
বেরিয়ে যাও।

তাঁরই বাণী মানলে তোমার
ক্ষতি আছে?
নিদান কালে পাবে তাঁকে
অতি কাছে।

www.pathagar.com

নিখিলের চির সুন্দর ॥ নাসিরুদ্দীন তুসী

নিখিলের চির সুন্দর তুমি
নিখিলের চির সুন্দর,
আলোর নবী আল আমীন
শেষ পয়গম্বর।

মুহাম্মাদ মোস্তফা তুমি
সব মানুষের আশার ভূমি
নয়কো তুমি পর
মহাবিশ্বের মহান নবী
তুমি শেষ পয়গম্বর।

তুমি আলোর বার্তা বাহক
তুমি যে শেষ নবী,
সব মানুষের আশার বাতি
আঁধার রাতের রবি।

দীন ইসলামের ঝান্ডা হাতে
আলোর যাদুকর,
নিখিলের চির সুন্দর তুমি
নিখিলের চির সুন্দর!

রাসূলের শানে ॥ গোলাম নবী পান্না

রাসূলের শানে কবিতা লেখার বড়ো সাধ জাগে মনে,
অতো কি সহজ তাঁকে নিয়ে লিখি আমি এ ক্ষুদ্র জনে।
তাওতো মনের ব্যাকুলতা বেশী উম্মত তাঁর-ই বলে,
জানি না আমার ঠাঁই মেলে কিনা তাঁর মায়া ছায়া তলে।
তবু বিশ্বাস তাঁকে নিয়ে যদি দু'কলম আমি লেখি,
হয়তো ভাগ্যে এসে যেতে পারে এ অভাগার নেকি।
নবীর নামে দরুদ পড়ার সময় কি খুব দিলাম
তাই তাঁকে নিয়ে লিখতে এ কবি কলম হাতে নিলাম।
কলমের কালি ফুরায় সাথে টান পড়ে যায় দোয়াতে,
জানি না এ কালি পারবে কিনা নবীর দয়াকে ছোঁয়াতে।
নবী জানি খুব দয়ালু বড় উম্মতেরই টানে,
কবিতা লেখার সাহসটা পাই তাই রাসূলের শানে।

www.pathagar.com

দরূদ পড়ি ॥ শফিকুর রহমান রঞ্জু

আকাশ বাতাস মুখরিত
কেমন কেমন করে
দিন রজনী বিকেল প্রভাত
কেবল দরূদ পড়ে।
এলেন নবী ধরার বুকে
সবার প্রিয় নবী
খুশির ঢেউ জাগলো ধরা
আঁকলো নয়া ছবি।

শিশু নবীর উজ্জ্বল আলো
আঁধার সরে যায়
প্রভাত ফুটে সূর্য জাগে
শান্তি খুঁজে পায়।

স্বপ্ন ভালোবেসে ॥ মোমিন মেহেদী

মায়ের আদর পায়নি খোকা
দেখেনি তাঁর বাবার মুখ
কষ্টে গড়া সোনার জীবন
জানে নাতো কেমন সুখ
তবুও তাঁর নেইতো চোখে একটু খানি জল
হাজার দুঃখ কষ্ট এলেও হারায় না তো বল।

এমনি করে চারটি দশক
পার করেছে হেসে
মরু ভূমির আকাশ বাতাস
স্বপ্ন ভালোবেসে
হঠাৎ করে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁর
'পড় তুমি তাঁরই নামে যিনি করতার।'

সেই যে শুরু আবার দুঃখ
আবার কালো রাতি
এইভাবে সে দাওয়াত চালায়
স্বপ্ন শাহাদাত

www.pathagar.com

একদিন সব মানুষ এসে বললো হেসে নবী
আমরা সবাই ভুল করেছি আপনি দয়ার ছবি
মাফ করে দিন এই আমাদের আমরা গুনাহগার
সেই থেকে সেই মিষ্টি খোকার রইলো না দুখ আর।

রাসূল [সা] ॥ আসাদুল্লাহ্ মামুন হাসান

যে নাম শুনলেই হৃদয়ে জাগে সুমিষ্ট ওম
যে বাক্যের গভীরে জমাট একনদী সুখ স্বেদ

যাকে ঘিরে চলে রহস্য অধ্যাত্মিকতা
যে দরূদে অবনত সৃষ্টির সমস্ত বেসাত

ঝরাক ছন্দে বাতাসে কান পেতে শোন
নদীর চলার স্রোতে সাগরে পাহাড়ে লোকালয়ে

শূন্যতায় মহাকাশে নক্ষত্রে গ্রহে গ্রহান্তরে
চির জাগরুক প্রাণে অথবা মৃত নিঃশব্দে

যুদ্ধের নির্মমতায়-আতঙ্কে বুকভরা শ্বাস
আত্মার গহীনে আনে প্রশান্তির ছায়া

সুখ সুখ নহরে ডুবে যায় এ আত্মা
বুক ভরে খেলা করে কাওসার জমজম বারো মাস

জপে যায় নিয়ত সে আত্মিক দরূদ নামঃ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ॥

হেরার রাজা ॥ আরিফ বখতিয়ার

অশ্ব খুরের ধ্বনির আগে
মাঝ নিশি বা শেষের দিকে
কুলআলমে স্তব্ধ তখন
চোখে তুলে কেউ চায়নি ফিরে।

হেরার রাজা ডুকরে উঠেন
কান্না-হাসি মায়ার জালে

www.pathagar.com

এ পাশ ও পাশ দৌড়ে ছুটেন
একটা আলোর জোনাক নিতে।

হঠাৎ নীলে মাঝ নিশিতে
রাজ্য জুড়ে ধুম হয়ে যায়
হেরার রাজার স্বপ্ন মাখা
শান্ত চোখে ঘুম হয়ে যায়।

নীল আলোতে দিব্য ছিল
'পর তোমার প্রভুর নামে'
চমকে ওঠে বিশ্ব তখন
জেগে ওঠে সুবহে- শামে ॥

বাসনা ॥ রেদওয়ানুর রহমান

প্রভু সঠিক পথে দাও ফিরিয়ে মন
যে পথে তোমার রাসূল করেছে গমন
সহ্যে-ধৈর্যে-বীর্যে করিও তাঁরই মতন।

সে পথে কভু নয়
যারা অভিশপ্ত পথহারা হয়
করেছে তাঁর প্রতি ক্রোধ সঞ্চয়।

থাকি যেন সীরাতের শিক্ষায় রত
কামনা করি যেন তোমারি করুণা যত
ডাকি যেন তোমাকে রাসূলের মত।

রাঙ্গিয়ে দাও কুরআনের রঙে
সর্বদা রাখিও তোমারই সঙ্গে।

কখনো মাথা নত করাইও না কারো চরণ তলে
সকল অহংকার ভাসিও আমার নয়ন জলে।

www.pathagar.com

সোনার ছেলে ॥ শহীদ সিরাজী

একটা সোনার ছেলে
মা আমিনার কোলে,
জন্ম নিয়ে জানলো সবাই
আব্বু যে তার নাই,
চলে গেছেন তাকে ছেড়ে
যেথায় যায় সবাই।

আম্মু তাহার শোকে পাথর
নীরব বেদনায়,
তাকে ছেড়ে চলে গেলেন
বাবার ঠিকানায়।
এতিম হলো এতিম শিশু
চাচা দিলেন ঠাঁই,
চাচাও তার চলে গেলেন
খোদার ঠিকানায়।

সবার শেষে দাদা হলেন
শিশুটির আশ্রয়,
সেই দাদাও অল্পদিনেই
বিদায় নিলেন হায়।
এই দুনিয়ায় থাকলো না কেউ
আপন বলে তাঁর
সব হারানো এতিম শিশুর
খোদাই নিলেন ভার।

অবশেষে হলেন শিশু
রহমতে আলম
সকলকে সুপথ দেখিয়ে
হলেন প্রিয়তম।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মুক্তি বিধানে হযরত মুহাম্মাদ [সা]

ড. সালাহউদ্দিন আহমদ

মানব সমাজকে অর্থনৈতিক শোষণের হাত হতে রক্ষা করে এক নতুন সমাজের সন্ধান দিতে এসেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ [সা] এমন এক সমাজের সুসংবাদ তিনি বয়ে এনেছিলেন তা হলো এক সম্পূর্ণ জীবন-বিধান। এই জীবন-বিধানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি দিকসমূহ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। এক টাকে আরেকটা থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

যুগ যুগ ধরে যদিও পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা মানব সমাজের জন্য পাঠিয়েছেন বহু পয়গাম্বর তবুও মানব সমাজ গড়ে তুলেছিল শোষণের সুদৃঢ় পদ্ধতি। এরকম একটি পদ্ধতি হলো সুদ প্রথা। হযরত মুহাম্মাদ [সা] এমন এক সমাজ ব্যবস্থার বার্তা বয়ে নিয়ে এলেন যেখানে সুদ সম্পূর্ণভাবে হারাম। পবিত্র কুরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে :

"আল্লাহতায়ালা বাণিজ্যিক বেচাকেনা জায়েজ করেছেন এবং সকল দিক থেকে সুদ হারাম করেছেন।" – সূরা বাকারা : ২৭৫

আরো এরশাদ করা হয়েছে : "আল্লাহতায়ালা সুদ ক্ষতিকর করেছেন এবং সদকা বা অনুদান লাভজনক করেছেন এবং আল্লাহতায়ালা পাপিষ্ঠ কাফিরকে কোন অবস্থায়ই পছন্দ করেন না।" – সূরা বাকারা : ২৭৬

www.pathagar.com

সুদ হারাম করার ঘোষণার সাথে সাথে সুদের বকেয়া অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত যা করেছ তো করেছ, কিন্তু এখন ঋণ গ্রহীতাদের নিকট সুদের যে অর্থ রয়েছে তা ছেড়ে দাও। এরশাদ হয়েছে "হে মুমিনগণ। সত্যি যদি তোমরা মুসলমান হও তাহলে [সুদ হারাম হওয়ার পর] তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা মাফ করে দাও। যদি এরূপ না করো তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের [সা] সাথে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।" – সূরা বাকারা : ২৭৬

সুদ হলো বিনা শ্রমে অর্জিত । শ্রম বিমুখ মহাজন শ্রেণী যুগ যুগ ধরে একে এক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। অভাবী দরিদ্র মানুষ যখন ঋণগ্রহণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে তারা সুদ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রথার যাঁতাকলে পিষে মরেছে। লেনিন এই সুদের সাম্রাজ্য নিয়ে আলাপ করেছেন "ইম্পেরিয়ালিজম দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম।" তিনি বলেছেন, শ্রমবিমুখ এই সাম্রাজ্যে প্রবৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে এসেছে। রাসূল করীম [সা] সুদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এমন এক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে উৎপাদনের চালিকাশক্তি মুক্তি পেয়েছিল। ব্যবসায়ের হয়েছিল প্রসার। প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছিল।

যুগ যুগ ধরে সমাজের শক্তিশালী অংশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। ইসলামের আবির্ভাবকালে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো আরবেও দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। আরবরা দাসীদের সন্তান-সন্ততিকে হেয় নজরে দেখতো। তাদের মতে একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিরাই ছিল সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ইসলাম কিছু দিন দাসপ্রথাকে বহাল রাখলেও কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় দাস-দাসীদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, 'মানুষ যদি তার সৃষ্টিকর্তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে চায় তাহলে যেন দাসকে মুক্তিদান করে।' আর কিসে তোমাকে জানাল যে সে উচ্চস্থিত... কঠিন পথটা কি? তা হচ্ছে গোলাম আজাদ করা [৯০ : ১২-১৩] "কোন ব্যক্তি কোন মুমিনকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করলে, তাকে একটি মুসলমান দাস মুক্ত করতে হবে।' [৪ : ১২] হযরত মুহাম্মাদ [সা] নিজে দাস মুক্ত করেছেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। হযরত উমর ফারুক [রা] তাঁর খিলাফতকালে রীতিমত ঘোষণা করেন 'কোন আরব, কোন আরবের দাসত্বে থাকবে না।' আর এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহরই [সা] বাণী [মাবসুত : সারখাসী); মুসলিম কনডাক্ট অব স্টেট] সমাজের এরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ধারা প্রবর্তন করা ছিল রীতিমত এক বৈপ্লবিক ঘটনা। একথা বিশেষ করে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যদি আমরা মাত্র গত শতাব্দীর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দিকে তাকাই। দাসদের মুক্তির প্রশ্নে সেখানে গৃহযুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

পুঁজিবাদীর সাথে শ্রমিকের সংঘাত পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সংঘাতের বিশ্লেষণ মার্কসবাদের মূল উপজীব্য বিষয়। আর এই মার্কসবাদকে ভিত্তি করে চীন ও রাশিয়ায় সংঘটিত হয়েছে দুটি বৃহৎ বিপ্লব। যদিও চীন ও রাশিয়ায় পুঁজিবাদী ধারার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে সারাবিশ্বে পুঁজিবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত বর্তমান।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা] মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্প্রীতির এক সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 'তোমার ভ্রাতারাই তোমাদের সেবক। আল্লাহ্ তায়ালা ওদেরকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তির ভ্রাতা তার অধিকারে আসে, তার উচিত সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়ায় এবং সে যা পরে তাকেও যেন তা পরতে দেয়। আর তোমরা ওদেরকে সেই কাজ করতে বলো না যা তারা পারে না। আর যদি একান্তই বলোই, তাহলে তুমি নিজেও তাদেরকে সাহায্য কর।" [বুখারী] রাসূল করীম [সা] আরো বলেছেন, ঘাম শুকোবার আগেই মজুরী দিয়ে দাও– ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ [সা] শ্রমিককে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাকে পরিবারের একজন সদস্যের সমমর্যাদা দিয়েছেন। তাই ১৮১০ সালে মিঃ রিচার্ডসন ইন্ডিয়ান কাউন্সিলে দাসপ্রথা উচ্ছেদ আইন পেশ করার সময় বলেছিলেন, "দাসপ্রথার মত গর্হিত রীতির উচ্ছেদ সাধন করতে হলে কুরআন দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রকে পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। সাথে সাথে শ্রমিকেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমকে ইবাদাত বলে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ [সা] সব কাজকে মজবুত করে করতে বলেছেন এবং ফাসাদ পরিহার করে আলোচনার পথ অবলম্বন করতে বলেছেন।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইসলামের প্রথা একটি বৈপ্লবিক কিন্তু পরীক্ষিত পথ। এই সংঘাত দূরীকরণ সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করার জন্য অপরিহার্য। সমাজ এই সংঘাতের হাত থেকে মুক্তি পেলে উৎপাদনের চাকা আরো দ্রুত ঘুরবে। সমাজ হবে আরো সমৃদ্ধিশালী। মার্কসবাদ আজ যেখানে ব্যর্থ ইসলামই একমাত্র আজ দিতে পারে এরূপ অর্থনৈতিক মুক্তির পথ।

যেকোন সমাজের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মুক্তি হলো দারিদ্র্যের যাঁতাকল থেকে মুক্তি। ইসলাম দারিদ্র্যকে ঘৃণা করেছে, কেননা দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামের কঠিন বিধান রয়েছে যাতে ধনসম্পদ কিছুলোকের মধ্যে আবর্তিত না হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক। মানুষ তাঁর খলিফা। তার সম্পদে দরিদ্র, বঞ্চিতদের রয়েছে অধিকার। যাকাত দেয়া ফরয। সাদাকাহ্ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি উপায়। প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে না খাওয়ার বিধান রয়েছে ইসলামে। এসবের ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ যে সম্ভব তা রাসূলে করীম [সা] মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেই তার প্রমাণ রয়েছে। এমন একটা অবস্থা এসেছিল যেখানে যাকাত নেয়ার মতো লোক ছিল না। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার মতো এমন আর কোন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আসেনি।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] আমাদের জন্য এক শোষণমুক্ত সমাজের বার্তা শুধু নিয়ে আসেননি তার বাস্তব রূপও দিয়েছিলেন। সেই সমাজের ব্লুপ্রিন্ট মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক প্রেরণার উৎস। সমগ্র মানবজাতি যেখানে আজ সমস্যার গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত সেখানে এই আলোর পথে সবাইকে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব সকল মুমিনের।■

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের
৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী : একটি পর্যালোচনা

ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী

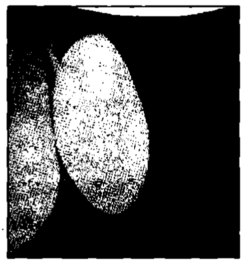

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০০৫ সালের ৫ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত যে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারীতে আয়োজিত হয়েছে তা নি:সন্দেহে প্রশংসার্হ। সুকুমার শিল্পচর্চার এই বহি:প্রকাশ আমাদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যে সংযোজন ঘটাবে তা নতুন প্রজন্মকে সুচিন্তা ও আচরণের কর্ষণে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান বিশ্বায়ন ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার চরম বিকাশের ফলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির কর্ষণে এবং নান্দনিক শিল্পের পরিচর্যায় অনেকটা অধ:গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে এই জাতীয় প্রদর্শনী আমাদের একঘেয়ে নগর জীবনে ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রশান্তি বয়ে আনবে এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত দিক তুলে ধরতে সহায়ক হবে। এই প্রদর্শনীতে তেত্রিশ জন ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। তাদের অনেকেই আমাদের পরিচিত মুখ এবং প্রথিতযশা শিল্পী। তাঁদের সম্পর্কে নতুন করে আমাদের বলার কিছু থাকে না। তবুও উদীয়মান, নতুন ও প্রতিশ্রুত ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের সাথে তাদের যুক্ত করে আমার অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াসেই এই সংক্ষিপ্ত লেখা।

www.pathagar.com

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের সম্পর্কে আমার অনুভূতি ব্যক্ত করার পূর্বে সাধারণভাবে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে দু'একটি কথা বলা প্রাসংগিক মনে করছি।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন সত্তা হিসেবে অনুভূতিপ্রবণ। একজন সচেতন মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই অনুভূতি প্রকাশ করার প্রয়াস পান। অনুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ শিল্পরূপে ধারণ করে। ক্যালিগ্রাফি ও সুন্দর আক্ষরিক অবয়বে সুপ্ত প্রতিভার বাহ্যিক শিল্পরূপ প্রকাশ লাভ করে। ভাস্কর্য, চিত্রাংকন ও অন্যান্য মূর্ত নান্দনিক শিল্প হতে ক্যালিগ্রাফি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শুভ ও শুভ্র শিল্প হিসেবে সমাদৃত। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় এটি সৌন্দর্য পিপাসু ও আর্ট সমঝদারের নয়নে প্রশান্তির স্পর্শ এনে দেয়। ক্যালিগ্রাফির আক্ষরিক রূপ অনুভূতিপ্রবণ মানুষের হৃদয়ে দোলা দেয় এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার প্রতি অনুগত হতে অনুপ্রাণিত করে। সুন্দর করে লেখার একটা বিশেষ সমাদর আছে। আল-কুরআনে কলম দ্বারা মানুষকে শিক্ষা ও জ্ঞান দানের কথা এসেছে। [সূরা আলাক : ৪] মহানবী [সা] বলেছেন : যে ব্যক্তির হাতের লেখা যতো সুন্দর সে ততো বেশি উপার্জন করতে পারে। কোন ধর্মে সুন্দরভাবে লেখা উৎসাহিত করা হয়নি। এমনকি বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতায়ও ভাষার সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপের তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ইসলামের সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারায় অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক লেখার প্রতি প্রভূত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে মহানবীর [সা] ইন্তেকালের প্রায় অর্ধ শতাব্দির মধ্যে আরবী আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তার অক্ষরের গতিময়তা ও লালিত্য আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের একমাত্র প্রতিভূ হিসেবে সমাদৃত হতে থাকে। সে কারণে দেখা যায়, আরবীর কৌণিক ও গোলায়িত লিখন শৈলী হতে প্রকাশিত অনেক শৈলীর উদ্ভব ঘটেছে। এসব লিখন শৈলীর মধ্যে কুফিক, নাসখ, সুলস, মুহাক্কাক, রায়হান, তাওকী, রিকা ও গুবার উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে পারসিক প্রভাবে নাস্তালিক, সিকাস্তা, গুলজার, লারঝা, ঘাহী ও তাউজ প্রভৃতি আলঙ্কারিক ফার্সি লিখন শৈলী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। এসব আলঙ্কারিক লিখন শৈলীর সাথে তুগরা লিপি শৈলী পরবর্তী মুসলিম লিপি শিল্পের পরিমণ্ডলে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। এসবের মূল সূত্র হিসেবে প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ আব্বাসীয় শাসনামলে [৭৫০-১২৫৮ খ্রি.] ইবনে মুকলা, ইবনে বাওয়ার এবং ইয়াকুতের ন্যায় উদ্ভাবক ও প্রথিতযশা ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের কালি কলমের আঁচড়ে আরবী ক্যালিগ্রাফি এক বিশ্বজনীন ও জীবন্ত নান্দনিক শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করে যার কৃতিত্বের দাবিদার মুসলিম শিল্পী গোষ্ঠী। মুসলিম শাসনের গৌরবোজ্জ্বল যুগে খলিফা, সুলতান ও শাসকগণের অনেকেই ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। আরব ও পারসিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য নিয়ে মুসলমানগণ এই ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। কাজেই মুসলিম শাসনামলে নান্দনিক শিল্প হিসেবে আরবী ফার্সি ক্যালিগ্রাফি চর্চা যে এই উপমহাদেশে বিকাশ লাভ করেছিল তার প্রমাণ ছিল তৎকালীন মুসলিম পাণ্ডুলিপি ও প্রস্তর লিপির সাক্ষ্যে। দিল্লীর সুলতান নাসির উদ্দীন মাসুদ একজন সুদক্ষ লিপিশিল্পী ছিলেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআনের

www.pathagar.com

অনুলিপি প্রস্তুত করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মুঘল সম্রাট বাবর ও আওরঙ্গজেব অত্যন্ত উঁচু দরের ক্যালিগ্রাফি শিল্পী ছিলেন।

বাংলার মুসলিম শাসনামলের উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি এ দেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উৎকর্ষ ও ঐশ্বর্যের উপর সাক্ষ্য প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণকে জানাই আহলান-সাহলান ও সুস্বাগতম। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী তেত্রিশ জন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী রংয়ের ব্যবহার, দৃশ্যপট ও প্রেক্ষিত সৃষ্টি এবং আলো ছায়ার সুষম উপস্থাপনের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফিতে গতিময়তা ও স্পন্দন বয়ে আনতে যে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন তা আর্ট সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রশংসার দাবী রাখে। লাল, সবুজ, সাদা, কালো, সোনালী ও মেহেদী রং নির্বাচিত করে ক্যালিগ্রাফি ও তার দৃশ্যপট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন তাঁরা।

শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টি করে আনন্দ পান এবং একটি বিশেষ ধারণা বা মোটিফ সামনে রেখে তাতে রূপদান করেন। আর্ট সমালোচক সমঝদার শিল্পীর সেই নির্দিষ্ট ধারণার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে নাও পারেন। তবুও সমালোচনার দরজা উন্মুক্ত থাকার কারণে শিল্পের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং কদর বাড়ে। যেসব ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর শিল্পকর্ম এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে তারা হলেন : মুর্তজা বশীর, আবু তাহের, ড. আবদুস সাত্তার, মনিরুল ইসলাম, এনায়েত হোসেন, বশির উল্লাহ, প্রফেসর মীর মোঃ রেজাউল করীম, সাইফুল ইসলাম, ফরেজ আলী, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান, নাসির উদ্দীন আহমেদ খান, শহীদুল্লাহ এফ. বারী, আমিনুল ইসলাম আমিন, মাহবুব মুর্শিদ, বশির মেসবাহ, মুহাম্মদ আমিরুল হক, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, মুবাশ্বির মজুমদার, ফেরদৌস আরা আহমেদ, মুস্তফা আল-মারুফ, হা-মীম কেফায়েতুল্লাহ, আবু দারদা নুরুল্লাহ, মোঃ মাসুম বিল্লাহ, মাসুম আখতার মিলি, মোঃ মহিউদ্দীন, মোঃ নিসার উদ্দিন জামিল, ইসহাক আহমেদ, ফেরদৌসী বেগম, আতা ইমরান, ফজলে বারী মামুন, আবদুল্লাহ, মোরশেদুল আলম। দু'এক জন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের মাধ্যমে আল-কুরআনের আয়াতের অংশবিশেষ এবং ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা আলঙ্করি তুগরা শৈলীতে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রত্যেকের শিল্পে এক অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে এবং তাতে তার শিল্পীমন ও ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মুর্তজা বশীর ১৯৭৯ সালে জ্যোতি বা 'নূর' বা The Light শিরোনামে একটি প্রদর্শনী করেন, যাতে অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং ছিল। তিনি এই চিত্রকর্মে ধর্মীয় মোটিফ যেমন– জায়নামায, তসবিহ ব্যবহার করেন। এরপর তিনি ২০০২ সালে শিল্পকলা একাডেমীতে ৩৭টি তেল রং-এর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী করে চমক লাগিয়ে দেন, যথার্থভাবেই তিনি এর নাম দেন 'কালেমা তাইয়্যেবা'। এই প্রদর্শনী ছিল রেখা ও রং-এর মহামেলা। যাতে একক অথবা যুক্তভাবে আরবী হরফগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর শিল্পোত্তীর্ণ এ্যাবস্ট্রাকশনে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা বর্ণনাতীত।

www.pathagar.com

প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পী হিসেবে আবু তাহের রং ও রেখার ভারসাম্য ও লালিত্যে তাঁর বিমূর্ত ধারার ক্যালিগ্রাফিগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন।

আধুনিক শিল্পকলা চর্চায় ক্যালিগ্রাফির জনপ্রিয়তা অর্জনে অন্যান্যদের সাথে শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি শৈল্পিক স্বকীয়তা বজায় রেখে আরবী ও বাংলা হরফের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাবলীল প্রয়োগে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি কাঠ খোদাই, অ্যাক্রিলিক, জলরং ও এচিং-এর ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্মে গতানুগতিক বা ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক রীতি ও কৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

স্পেনে প্রবাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী মনিরুল ইসলামের ২টি ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তিনিই প্রথম কোন বিদেশী শিল্পী হিসেবে স্পেনের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ক্যালিগ্রাফিতে মিস্ট্রিক্যাল ফর্ম উল্লেখ করেন। এনায়েত হোসেন বিমূর্ত ধারায় চমৎকার ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম করেছেন।

সাইফুল ইসলাম ইতিমধ্যে ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিংয়ে বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বঙ্গভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসসমূহে তার ক্যালিগ্রাফি রয়েছে। তিনি প্রতিনিয়ত ক্যালিগ্রাফির জিওম্যাট্রিক ফর্মের সমন্বয় করেছেন। তার শিল্পকর্মে নৈসর্গিক আবহ লক্ষ্য করা যায়। তার রং-এর ব্যবহার চমৎকার।

ইব্রাহীম মন্ডলের আরবী ও বাংলা ক্যালিগ্রাফি অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিভিন্ন রংয়ের সুষম সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তেল রং ও গোয়াস মাধ্যমে তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফিতে আল-কুরআনের আয়াত এবং বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে 'বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা' প্রবচন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সজীব করে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে লতা-পাতা ও দেশজ উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আরিফুর রহমান গাঢ় খয়েরী ও হালকা খয়েরী রংয়ের দৃশ্যপটে ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক কুফিক লিখন শৈলীতে আল্লাহ শব্দের উপস্থাপনে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করেছেন।

এছাড়া লাল, নীল, আসমানী ও সংমিশ্রিত রংয়ের দ্বারা প্রেক্ষিত তৈরি করে ক্যানভাসে আল-কুরআনের অক্ষর হা-মীম উপস্থাপিত করে তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফিতে বিশেষ চমক সৃষ্টি করেছেন। ডিজিটাল পেইন্টিং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ধূসর রংয়ের পোস্টকার্ড সাইজের অভ্যন্তরে একটি চতুষ্কোণী ক্যানেলে কফি ও গাঢ় নীল রংয়ের দ্যুতিতে সোনালী ও নীল রং ব্যবহার করে 'অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান' এর আরবী ভাষা সুলস লিখন শৈলীতে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

আমিনুল ইসলাম আমিন তাঁর আরবী ক্যালিগ্রাফিতে বিভিন্ন উজ্জ্বল রংয়ের দ্বারা শেড তৈরি করে তেল রংয়ে আল্লাহর গুণবাচক নাম এবং বিসমিল্লাহ তুগরা শৈলীতে অত্যন্ত সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি নৈপুণ্য প্রশংসার দাবি রাখে। মাহবুব মুর্শিদ লাল হলুদ ও কালো রংয়ের প্রাধান্য দিয়ে এবং গাঢ় গোলাপী ও সাদা রংয়ের সমন্বয়ে শেড তৈরি করে তেল রংয়ের মাধ্যমে নাসখ লিখন শৈলীতে আল-কুরআনের আয়াত এবং কালেমা তাইয়েবা অতি মনোরমভাবে তুলে ধরেছেন। এগুলো

www.pathagar.com

তার সার্থক সৃষ্টি বলে মনে হয়। উপরন্তু তিনি বাংলাদেশের ফুল ও লতা-পাতার সমাহারে ক্যালিগ্রাফির মধ্যে নৈসর্গিক দৃশ্যের অবতারণার প্রয়াস পেয়েছেন।

মুবাশ্বির মজুমদার এক নতুন আংগিকে আরবী ক্যালিগ্রাফিতে প্রাণ স্পন্দন সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি কোলজ পদ্ধতি অবলম্বন করে দৃশ্যপটের মধ্যস্থলে গোলকের মধ্যে ফুল পাপড়িতে মুসলমানদের সাদর সম্ভাষণ আরবীতে 'আসসালামু আলাইকুম' অঙ্কিত করে এবং তার উভয় পার্শ্বে অনুরূপ সম্ভাষণ তুলে ধরে ক্যালিগ্রাফিতে গতি সৃষ্টি করেছেন। আবার একটি ছাতার দৃশ্যপটে 'আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন ইসলাম' আরবী ভাষ্যে তুলে ধরে তিনি ক্যালিগ্রাফিতে যে ঝংকার তুলেছেন তা সত্যিই প্রশংসার্হ। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে অভিনবত্ব আছে এবং একজন প্রতিশ্রুত ক্যালিগ্রাফি শিল্পী হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ দীপ্তিময়।

আবদুর রহীম মিশ্র মাধ্যম অবলম্বন করে বিভিন্ন রংয়ের শেডে আল-কুরআনের বাণী এবং আল্লাহর পবিত্র নাম অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরে শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শব্দাবলি উপস্থাপনের বহুমাত্রিক লিপিশৈলী ক্যালিগ্রাফিতে অভিনবত্ব দান করেছে। রংয়ের ব্যবহারের সাথে ক্যালিগ্রাফিতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

শহীদুল্লাহ এফ বারী সুষম রংয়ের সমন্বয়ে শেড তৈরি করে দেওয়ানী লিখন শৈলীতে মহানবী [সা] সম্পর্কে আল্লাহর বাণী 'ইন্নাকা আলা খুলুকিন আযীম' এবং অনুরূপভাবে অপর এক ক্যালিগ্রাফিতে আল্লাহর প্রশংসায় সূরা 'আল-ফাতিহার' উপস্থাপন তার উন্নত শিল্প অভিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে।

ফেরদৌস আরা আহমেদ মেহেদী রংয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা দিয়ে আল-কুরআনের একটি আয়াত উপস্থাপন করেছেন তাঁর আরবী ক্যালিগ্রাফিতে যা আল্লাহর অসীম জ্ঞানের উপর আলোকপাত করে। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপন রীতি প্রশংসার্হ।

মোস্তফা আল মারুফ আরবী ক্যালিগ্রাফিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। নাসখ শৈলীর দ্বারা আলঙ্কারিক ছকে তাঁর আরবী ক্যালিগ্রাফি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এছাড়া আমিরুল হক এমরুল, হা-মীম কেফায়েতুল্লাহ, আবু দারদা নাঈম, মাসুম বিল্লাহ, ইসহাক আহমেদ, মোঃ মহিউদ্দীন, নিসার জামিল, ফেরদৌসী বেগম, মোঃ আবদুল্লাহ, ফজলে বারী মামুন, মাসুম আখতার মিলি, আতা ইমরান, মোরশেদুল আলমের প্রচেষ্টাও প্রশংসার্হ। তাদের সৃষ্টিকর্ম ক্যালিগ্রাফিগুলোতে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচনের প্রয়াস আছে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ৮ম বারের মতো ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে এই শিল্পের প্রতি তাদের যে দরদ ও আন্তরিকতার প্রমাণ রেখেছেন তা সত্যি অনন্য। তাদের আয়োজন যে কোন জাতীয় প্রদর্শনীর মতোই বর্ণাঢ্য রুচিস্নিগ্ধ। এই আয়োজনের জন্য তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। পরিশেষে বলতে চাই মুর্তজা বশীর ও তাঁর নবীন-প্রবীণ সহযাত্রীগণ বাংলাদেশে আরবী ও বাংলা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপকারের ভূমিকা পালনে সচেষ্ট। ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চায় শান্তি ও উন্নত জীবনবোধের নিশান তুলে ধরুক– এই প্রত্যাশা আমাদের সবার। ■

www.pathagar.com

বার্ষিক প্রতিবেদন

মে-২০০৫ থেকে মার্চ-২০০৬

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

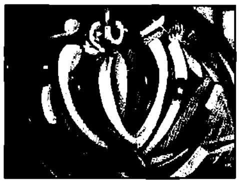

সৃজনশীল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যে সংগঠনটি দেশব্যাপী আলোচিত হচ্ছে, শুধুমাত্র দেশেই নয় বহির্বিশ্বেও সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে তার নাম ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। শিল্পী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও কবি আসাদ বিন হাফিজ-এর নেতৃত্বে সুদক্ষ একটি টিমের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এর সার্বিক কর্মকান্ড । ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত গেল বছরের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

তৃতীয় হামদ না'ত কবিতা সন্ধ্যা

প্রতি দু'বছর পরপর কেন্দ্র আয়োজন করে প্রিয় নবীজীর শানে হামদ না'ত কবিতা সন্ধ্যা। এতে অংশগ্রহণ করেন দেশের খ্যাতিমান কবি ও নবীন কবিরা। ১৫ মে, ২০০৫ হোটেল পূর্বাণীতে এ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব এম শামসুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন ঢাসাস কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাস্তাবায়ন কমিটির আহ্বায়ক কবি হাসান আলীম। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তি

www.pathagar.com

কবিতা সন্ধ্যার প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম প্রোগ্রামের ফাঁকে মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় করছেন।

ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ মকবুল আহমদ, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি আসাদ বিন হাফিজ ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ইসি চেয়ারম্যান জনাব মমিনুল ইসলাম পাটওয়ারী। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন বাস্তাবায়ন কমিটির সচিব কবি শরীফ আবদুল গোফরান। কবিতা পাঠ করেন নবীন প্রবীণ কবিবৃন্দ, রাসূলের শানে না'ত পরিবেশন করেন মহানগর শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

৩য় হামদ না'ত কবিতা সন্ধ্যায় আলোচনা ও কবিতা পাঠ করছেন বিশিষ্ট কবি আল মুজাহিদী।

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত হামদ না'ত কবিতা সন্ধ্যায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

'সাহিত্য সংস্কৃতি' সীরাত স্মারক প্রকাশ

বিশিষ্ট কবি মোশাররফ হোসেন খান-এর সম্পাদনায় শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের প্রচ্ছদে "সাহিত্য সংস্কৃতি" শিরোনামে সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক প্রকাশ করা হয়। এতে দেশের খ্যাতিমান কবি লেখক সাংবাদিক বৃন্দের লেখা স্থান পায়। ৫০.০০ টাকা মূল্যের চমৎকার এ স্মারকটি সুধীবৃন্দের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়।

www.pathagar.com

৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমির উদ্দিন সরকার।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ক্যালিগ্রাফি শিল্পীবৃন্দ।

www.pathagar.com

৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি আন্দোলনের পথিকৃৎ সংগঠন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। বরাবরের মতো ৫ জুন-১৭ জুন, ২০০৫ কেন্দ্রের আয়োজনে জাতীয় জাদুঘর গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয় ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। এতে অংশগ্রহণ করেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী মুর্তজা বশীর, ড. আবদুস সাত্তার, ইব্রাহীম মন্ডল, আরিফুর রহমান সহ নবীন-প্রবীণ ৩২জন ক্যালিগ্রাফার। মনোজ্ঞ এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমির উদ্দিন সরকার। ৫ জুন জাদুঘরের শহীদ জিয়াউর রহমান হলে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ড. আবদুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন ড. নাজমা খান মজলিস, ড. রফিকুল আলম, ড. সাইফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

কেন্দ্রের সভাপতির বৃটেনে সাংস্কৃতিক সফর

গ্রেট বৃটেনের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ-এর আমন্ত্রণে জুলাই-এ মাসব্যাপী লন্ডন সফর করেন ঢাসাস কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। সাথে ছিলেন শিল্পী সুরকার আমিরুল মোমেনিন মানিক। দীর্ঘ এ সফরে তিনি ১০ জুলাই লন্ডনের সুবিশাল ইয়র্ক হলে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ইসলামিক কাউন্সিল অব ব্রিটেনের জয়েন্ট সেক্রেটারী ড. আবদুল বারী, IFE এর সভাপতি মোসলেহউদ্দিন ফারাদী ও টাওয়ার হেমলেটের মেয়র

লন্ডনস্থ ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপের শিল্পীদের সাথে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

www.pathagar.com

কেন্দ্রের সভাপতি ব্রিটেন সফরশেষে দেশে ফিরলে বিমানবন্দরে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রের সেক্রেটারী ও জোন দায়িত্বশীলগণ।

দরসউল্লাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি বার্মিংহাম ও ওল্ডহামের প্রোগ্রামে অংশ নেন এবং ওখানকার সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন। এ সফর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে সৃজনশীল সংস্কৃতি বিকাশে ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। মাসব্যাপী সফর শেষে দেশে ফিরলে বিমান বন্দরের ভি, আই, পি লাউঞ্জে সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, ১নং জোন সভাপতি গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, ২নং জোন সভাপতি মোঃ আবেদুর রহমান এবং ৩নং জোন সভাপতি সংবাদ পাঠক আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

লেখক ও সংস্কৃতি সেবীদের মিলন মেলা

"হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে"– অতীতের শিক্ষা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের কর্মোদ্দীপনা লাভ করবো এ উদ্দেশ্যেই ১২ জুলাই ০৫, ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তনে ঢাসাস কেন্দ্র আয়োজন করে প্রাক্তন ভাইদের নিয়ে মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢা.বি-র সিনেট সদস্য বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব এডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে

www.pathagar.com

ঢাসাস কেন্দ্র আয়োজিত কবি-সাহিত্যিক-লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের মিলন মেলায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।

বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ রিদওয়ানউল্লাহ শাহিদী এবং বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবিএমএ খালেক মজুমদার। মোঃ আমিনুল ইসলামের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর একে একে আলোচনায় আসেন কবি শরীফ আবদুল গোফরান, শফিকুর রহমান রঞ্জু, মোঃ কুতুব উদ্দিন, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, আবেদুর রহমান, হাসান ঢালী, সরদার ফরিদ আহমদ, ডাঃ মোশতাক আহমদ, কবি হাসান আলীম, মাহবুবুল হক, অধ্যাপক মতিউর রহমান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি আসাদ বিন হাফিজ। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গান পরিবেশন করেন শিল্পী মোঃ শহীদুল্লাহ্, আমিনুল ইসলাম, আবদুল আউয়াল এবং মতিউর রহমান। আবৃত্তি করেন আহসান হাবীব খান।

ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ ও কেন্দ্রের মধ্যে মত বিনিময় সভা

১৬ আগস্ট, ০৫ রমনা রেস্তোরাঁয় ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ লন্ডনের সেক্রেটারী জনাব মুহীব রাহমানীর ঢাকায় আগমন উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে উভয় সংগঠনের মধ্যে আরো ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকা পরিচালনা ও সফর বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তব্য রাখেন জনাব মুহীব রাহমানী, কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, ১নং জোন সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সৃজন ফোরামের সভাপতি বিশিষ্ট লেখক মাহবুবুল হক ও ৩নং জোন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

www.pathagar.com

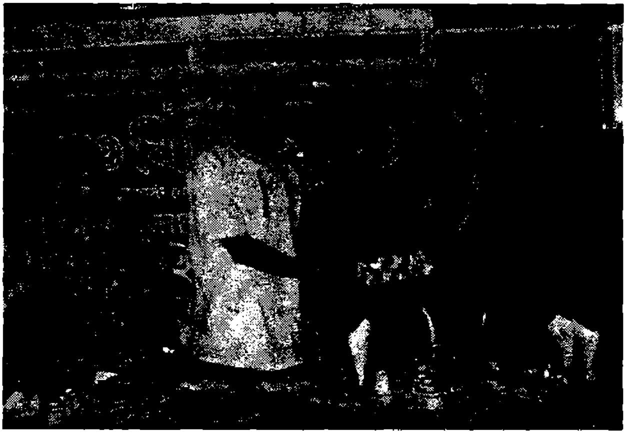

লন্ডনস্থ ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপের সভাপতি জনাব মুহীব রাহমানীর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন ঢাসাস কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর ও সেক্রেটারী আসাদ বিন হাফিজ।

'সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজানের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা ও ইফতার মাহফিল

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে দেশের খ্যাতিমান কবি লেখক সাংবাদিকদের নিয়ে প্রতিবছর ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ২৬ অক্টোবর, ০৫ রমনা রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত এবারের অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান ছিলেন

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের অন্যতম উপদেষ্টা জনাব রফিকুল ইসলাম খান।

www.pathagar.com

আমীরে জামায়াত মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্য রাখেন জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব বাবুল আহমেদ, বিশিষ্ট লেখক মাহবুবুল হক, বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের, চলচ্চিত্র অভিনেতা আবুল কাশেম মিঠুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য রফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ। রোজার গান পরিবেশন করেন মহানগর শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শিল্পী ডঃ আবদুস সাত্তার। বিশিষ্ট লেখক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশ সংবাদ পাঠক সমিতির সেক্রেটারী জনাব দেওয়ান সাইদুল হাসান ও ইসি মেম্বর সংবাদ পাঠক জনাব খালেদ মাসুদ খান প্রমুখ।

৩নং জোনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

তিন নম্বর জোনের উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর, ৮ রমজান বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টায় ১৭১, মগবাজারস্থ বাংলা সাহিত্য পরিষদের কবি গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও "মাহে রমজানের তাৎপর্য" শীর্ষক বক্তৃতা চক্র এবং ইফতার মাহফিল। ৩নং জোন সভাপতি সংবাদ পাঠক আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমান ছিলেন ঢাসাস কেন্দ্রের সেক্রেটারী বিশিষ্ট কবি আসাদ বিন হাফিজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ২নং জোন সভাপতি

৩নং জোন আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন জোন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সংগঠক জনাব মোঃ আবেদুর রহমান, সেক্রেটারী বিশিষ্ট কবি হাসান আলীম এবং ১নং জোন সেক্রেটারী বিশিষ্ট শিল্পী সুরকার মোঃ আমিনুল ইসলাম। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ব্যাংকার শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম খান।
বক্তৃতা চক্রে অংশগ্রহণ করেন মহানগর শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি শিল্পী সুরকার মশিউর রহমান, ঢাকা চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি লেখক অভিনেতা হাসান আখতার, মহানগর সংস্কৃতি সংসদ এর সভাপতি কবি ইয়াকুব বিশ্বাস ও চারণ সাহিত্য সংসদ সভাপতি জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান।

ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১৪/১১/২০০৫ সোমবার মগবাজারস্থ আল-ফালাহ্ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ৩নং জোনের আয়োজনে জমজমাট ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। সংগে ছিল কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইসলামী ভাবধারার পুষ্ট পুনর্মিলনীর এরকম আনুষ্ঠানিক আয়োজন তেমনটা দেখা যায় না। বলা চলে একেবারেই নতুন। তাই ঢাসাস কেন্দ্র ৩নং জোনের আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানে নেমেছিল সংস্কৃতি সেবি আর সাহিত্যমোদিদের ঢল। ঈদ বিষয়ক স্বরচিত কবিতাপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটিকে করেছিল আরো বেশি মোহময় ও চিত্তাকর্ষক।
এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য সম্পাদক সাজজাদ হোসাইন খান, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক কবি

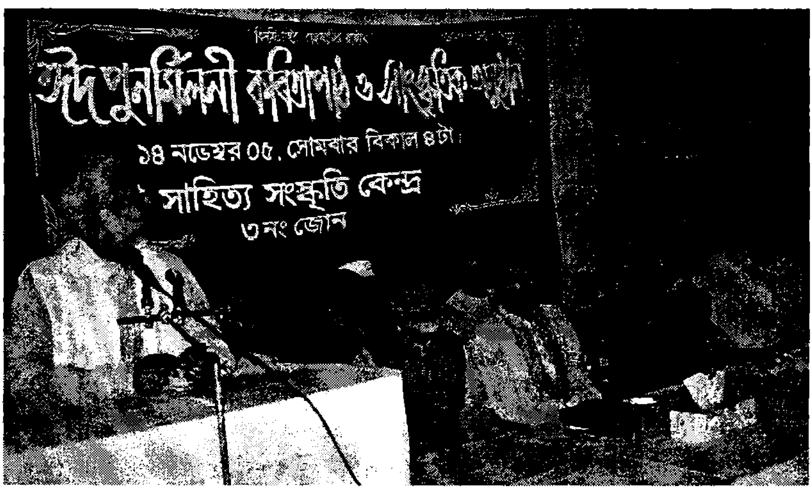

৩নং জোনের ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এবং বাংলাদেশ সংবাদ পাঠক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক দেওয়ান সাইদুল হাসান। আলোচনায় অংশ নেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। সভাপতিত্ব করেন ৩নং জোনের সভাপতি বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

জাতীয় দৈনিক মাসিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের ছোটদের বিভাগের সম্পাদকের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় দৈনিক নয়া দিগন্ত ও ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে নয়া দিগন্তের বোর্ড রুমে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও মাসিক পত্রিকার শিশু পাতার সম্পাদকদের নিয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নয়া দিগন্তের সম্পাদক জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, টইটুম্বুর প্রধান সম্পাদক শিল্পী সবিহ-উল-আলম, মিসেস সবিহ-উল-আলম, নয়া দিগন্তের নির্বাহী সম্পাদক সালাহউদ্দিন বাবর, ফিচার সম্পাদক মুজতাহিদ ফারুকী, গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, লেখক মাহবুবুল হক, দৈনিক সংগ্রামের কবি শরীফ আবদুল গোফরান, দৈনিক ইত্তেফাকের খালেক বিন জয়েনুদ্দিন, কবি জাকির আবু জাফর, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, নয়া দিগন্তের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক মাসুদ মজুমদার, সোনার বাংলার হারুন ইবনে শাহাদাত প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন, ইনকিলাবের জামান সৈয়দী কবি নাসির হেলাল, কবি হাসান আলীম, সংবাদ পাঠক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, সংগঠক মোঃ আবেদুর রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম, কবি মাহফুজ চৌধুরী।
বক্তব্য রাখেন দৈনিক আমার দেশ-এর এনায়েত রসুল, যুগান্তরের আশরাফুল আলম পিন্টু। অনুষ্ঠানে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন নয়া দিগন্তের শিশু পাতার সম্পাদক আরিফ হাসান।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ মার্চ বাংলা সাহিত্য পরিষদ-এর কবি গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের অন্যতম উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুল। বিশেষ অতিথি ছিলেন এশিয়ান ইউনির্ভাসিটির বাংলা বিভাগের প্রধান মোঃ সিরাজ উদ্দীন ও বিশিষ্ট ছড়াকার কবি সাজজাদ হোসাইন খান। বক্তব্য রাখেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ আমিনুল ইসলাম ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ। কবি মোশাররফ হোসেন খানের পরিচালনায় লেখা পাঠ করেন শরীফ আবদুল গোফরান, মুর্শিদ-উল-আলম, মনসুর আজিজ, মৃধা আলাউদ্দিন, জুলিয়া আবেদীন, মঈন মুরসালিন,

www.pathagar.com

আক্তারুজ্জামান রকিব, শাকিল ফারুক, কামাল হোসাইন, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, লিয়াকত বখতিয়ার, সিফাত চাখারী, শহীদুল্লাহ আনসারী প্রমুখ। এ সময় গোলাম নবী পান্নার একক ছড়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

পল্টন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পসাস সেক্রেটারি জাকারিয়া খান সৌরভের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক জনতার সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক কবি মহিউদ্দিন আকবর। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাসিক মদীনার সম্পাদনা সহকারী কবি আবসুস কুদ্দুস ফরিদী, দৈনিক খবর পত্রের স্টাফ রিপোর্টার কাজী রহিম শাহরিয়ার। উপস্থিত ছিলেন কবি নূর-ই আউয়াল, মুহাম্মদ ফরিদুজ্জামান, রকিবুল আহসান মনির প্রমুখ।

পল্টন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী মোড়ক উন্মোচন ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত

পল্টন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে এক ঈদ পুনর্মিলনী, মোড়ক উন্মোচন ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। পসাস সভাপতি কবি মহিউদ্দিন আকবরের সভাপতিত্বে পসাস সেক্রেটারী জাকারিয়া খান সৌরভের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাবেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. কছিম উদ্দিন। প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন, বিশিষ্ট শিশু সংগঠক মাহবুবুল হক, ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কবি নূর-ই আউয়াল। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক চত্বরের সম্পাদক কবি শহীদুল্লাহ আনসারী রচিত একশত লিমেরিক সন্দেশ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সন্ধ্যার পরে অনুষ্ঠিত কবিতা পাঠের আসরে আমন্ত্রিত কবি, সাহিত্যিক ও ছড়াকারবৃন্দ স্বরচিত লেখা পাঠ করেন। পরে কণ্ঠশিল্পী গোলাম নবী পান্না ও মোমিন মেহেদীর পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এছাড়াও ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিভিন্ন জোন ও ইউনিট সাহিত্য সভা, দিবস উদযাপন, স্মরণ সভা, ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ, গানের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করেছে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশনের প্রকাশিত ও পরিবেশিত
ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	এন্তেখাবে হাদীস (১-২)	আবদুল গাফফার হাসান নদভী	১০০/-
২	রাহে আমল (১-২) খণ্ড	আল্লামা জলীল আহসান নদভী	নেট-১১৫/-
৪	বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	মুহাম্মদ নূরুল আমীন	২০০/-
৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পারিক অধিকার কর্তব্য	এ কে এম নাজির আহমদ	১০/-
৬	ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা	ফুয়াদ আঃ হামিদ আল খতীব	১৫/-
৭	ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	নেট-৩৫/-
৮	সঞ্চয়ন (বিষয়ভিত্তিক কুরআন-হাদীস)	সংকলিত	৪৫/-
৯	ইসলামী ব্যাংক ইন্টারভিউ গাইড	মু. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ	১৪০/-
১০	ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)	নেট-১৮/-
১১	ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	১৬০/-
১২	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ কে এম নাজির আহমদ	নেট-১৫/-
১৩	নির্বাচিত কুরআন হাদীস সংকলন	মুহাম্মদ গোলাম মাওলা	১৮/-
১৪	নির্বাচিত দারসে কুরআন (১-২) খণ্ড	জুনাব আলী ভূঁইয়া	১৪০/-
১৬	ইসলাম ও আধুনিকতা	মরিয়ম জামিলা	নেট-৪০/-
১৭	ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী	৬৫/-
১৮	অলৌকিক কিতাব আল কোরআন	আহমেদ দিদাত	৫০/-
১৯	Towards Understanding Islam	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	Net-80/-
২০	মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান	২৪/-
২১	আছহাবে রাসূলের জীবনধারা	এ কে এম নাজির আহমদ	৮০/-
২২	সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে	মাওঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	১৭০/-
২৩	Nations Rise and fall- why	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	25/-

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০

প্রকাশনার জগতে আধুনিক প্রকাশনীর উপহার
২০০৫ সালে আধুনিক প্রকাশনীর প্রকাশিত বই

এখনই আসুন সংগ্রহ করুন

তাফসীর

০১.	শব্দে শব্দে আল কুরআন ৪র্থ, ৫ম ও ১৪শ খণ্ড	মাওলানা হাবিবুর রহমান
০২.	তাদাব্বুরে কুরআন ১ম খণ্ড	মূল: মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

হাদীস

০৩.	মিশকাতুল মাসাবীহ ৩য়, ৪র্থ খণ্ড	সংকলন: আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব আল উমারী আত তাবরিযী অনুবাদ : এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

ইসলামী সাহিত্য

০৪.	কুরআন বুঝা সহজ	অধ্যাপক গোলাম আযম
০৫.	জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা	অধ্যাপক গোলাম আযম
০৬.	Establishment of Deen Islam	Prof. Ghulam Azam
০৭.	বক্তৃতামালা	মতিউর রহমান নিজামী
০৮.	ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ	মতিউর রহমান নিজামী
০৯.	দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব	মতিউর রহমান নিজামী
১০.	অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
১১.	স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
১২.	পর্দা প্রগতির সোপান	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
১৩.	সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
১৪.	বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক যারা	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
১৫.	শিকল পরা দিনগুলো	এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
১৬.	কুরআনে আঁকা আখেরাতের ছবি	এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
১৭.	কিয়ামুল লাইল	খুররম মুরাদ, অনু: এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
১৮.	ইসলামের সমাজ দর্শন	সদরুদ্দীন ইসলাহী
১৯.	ঈমানের দাবী	আব্বাস আলী খান
২০.	বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	মোঃ আবুল হোসেন বিএ
২১.	কুরআন হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার	প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল হক
২২.	সত্যের মাপকাঠি	মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম
২৩.	নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য	অধ্যাপক সাইদুর রহমান ও অধ্যাপক আবদুল মজীদ
২৪.	বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল মজীদ
২৫.	ইসলাম পরিচয়	ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ

শিশু সাহিত্য

২৬.	মানুষ এলো কোথায় থেকে	আবদুল মান্নান তালিব
২৭.	কচি কাঁচার ছড়া	হাসান আলীম
২৮.	এক রাখালের গল্প	জাকির আবু জাফর
২৯.	দুষ্ট ছেলে	জাকির আবু জাফর
৩০.	তিন গ্রহের বন্ধু	আসাদ বিন হাফিজ
৩১.	পরী রাজ্যের রাজকন্যা	শফীউদ্দীন সরদার

প্রধান কার্যালয়

আধুনিক প্রকাশনী

২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৫১৯১, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

বিক্রয় কেন্দ্র : ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

বিক্রয় কেন্দ্র : ১০ আদর্শ পুস্তক বিপণী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা। (মেহরাবের নীচে সোনালী ব্যাংকের সামনে)

বিক্রয় কেন্দ্র : কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

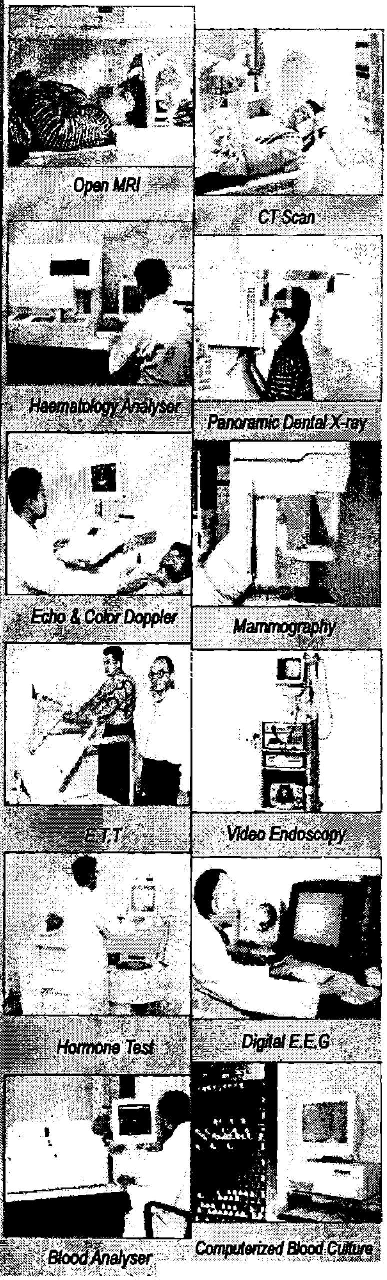

World Class Diagnostic Technology at IBN SINA

IBN SINA a pioneer in the field of diagnostics in Bangladesh, having qualified specialists to operate our highly sophisticated diagnostic equipments from SIEMENS, Germany.

IBN SINA OFFERS FOLLOWING SERVICES:

- Open MRI
- CT Scan
- Haematology Analyser
- Panoramic Dental X-ray
- Echo & Color Doppler
- Mammography
- E.T.T
- Video Endoscopy
- Hormone Test
- Digital E.E.G (32 Channel)
- Blood Analyser
- Computerized Blood Culture and all other laboratory tests.

IBN SINA-WAY AHEAD :

- First to install Open MRI in Bangladesh.
- First to Install Computerized Blood culture (Bact Alert) machine in private sector.
- The only Upgradable Haematology analyser, cell Dyn-3700.
- Pioneer for 32 channel DIGITAL EEG & Video EEG monitoring in the country.

THE IBN SINA, a Trust totally committed to serve humankind. So, we charge everyone 25% less for all tests.

Uncompromising Quality.
All Tests Cost
25%
Less

Always

IBN SINA
Pioneer in Health Care

Ibn Sina Medical Imaging Centre
House#58, Road#2/A, (Jigatala Bus Stand) Dhanmondi R/A
Dhaka-1209, Tel: 8610420, 8618007, 8618262

www.pathagar.com

কৃষকের মুখে ফসলের হাসি

ট্যাফে ট্রাক্টর

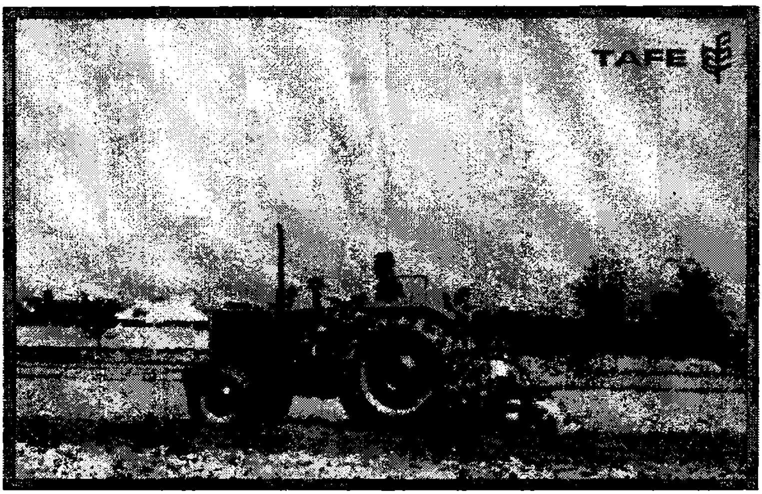

The Metal (Pvt) Limited

PBL Tower (14th floor), 17-North C/A, Gulshan Circle-02. Dhaka.
Phone : 9893981, Mobile : 01715- 033618

www.pathagar.com

ডায়রিয়া ?
পানি স্বল্পতা ??
সঠিকমাত্রার খাওয়ার স্যালাইন খুঁজছেন ???
তাহলে অবশ্যই - ইউনিস্যালাইন®

UniSaline®

(Glucose based reduced osmolarity oral saline)

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা এবং যেকোন ধরনের পানি স্বল্পতা পূরণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনিসেফ (UNICEF) কর্তৃক যৌথভাবে নির্দেশিত নতুন ফর্মুলায় সঠিক মাত্রার খাওয়ার স্যালাইন

জীবন চলুক আপন ছন্দে......

IBN SINA
দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ
সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

ISO 9001:2000 CERTIFIED

www.pathagar.com

শীঘ্রই

শুভ উদ্বোধন

অভিজাত উত্তরায়
দৈনন্দিন কেনাকাটার
সর্বাধুনিক সুপার সপ

পাইকারী দামে খুচরা বাজার

Amana

Super Shop & Products (pvt.) Ltd.

better N cheaper

North Tower, Sector-07, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Tel : 8931941, 8931114, Fax : 8917527, Mob: 01199816354
Email: mur_sonin@yahoo.com. www.amanasupershop.com

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বিকামালিহি

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনিরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুতকণা-স্ফুলিংগে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিননুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আল-ফারুকের-হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদত অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে
নিখিল ব্যথিত 'উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে।
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

ফর্‌রুখ্‌ আহ্‌মদ

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত